Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No... 759. 7/45
Sri Sri ... Ashram
BANARAS.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

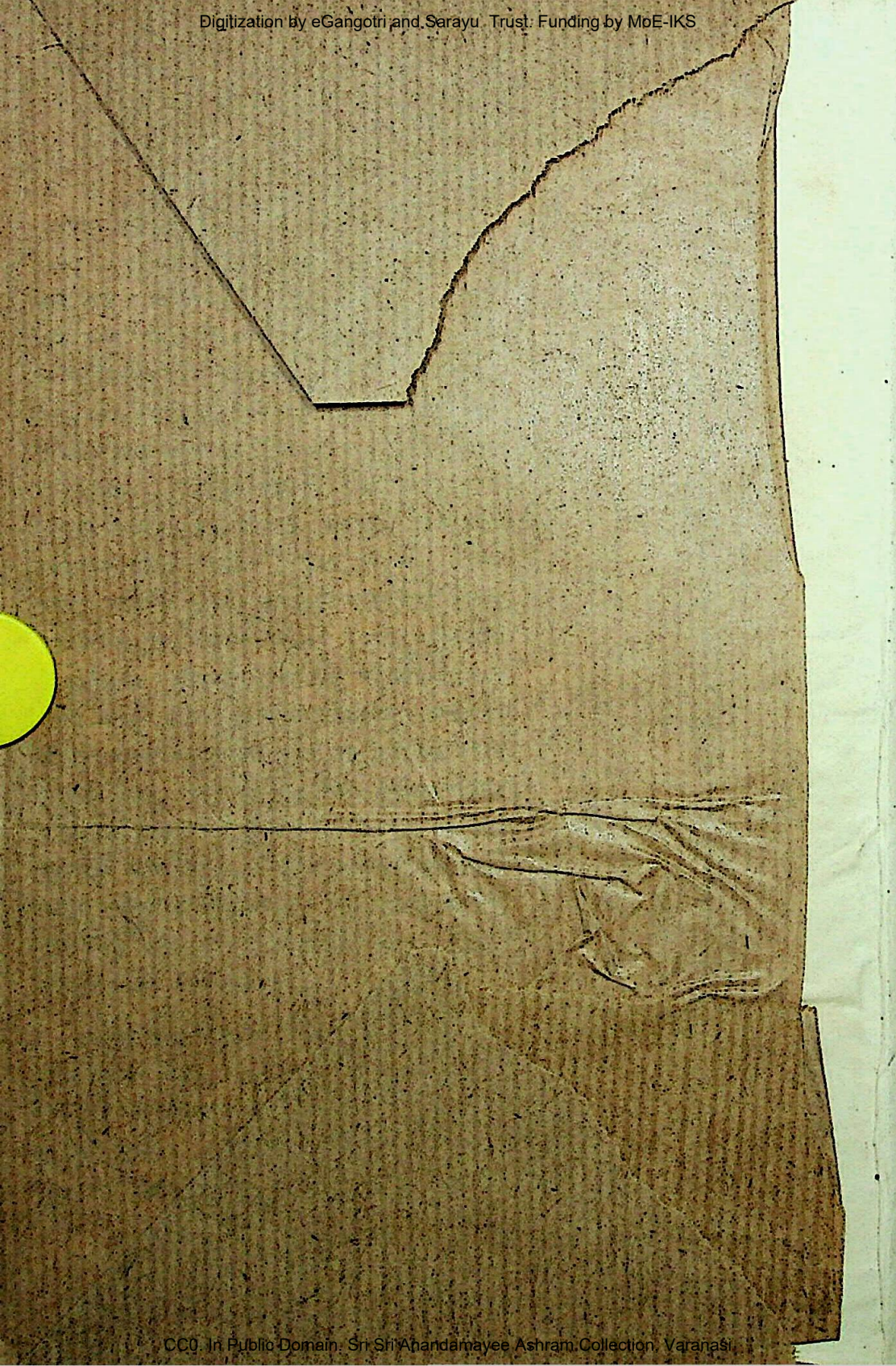

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

7/45-

LIBRARY
No.... 759 7/45-
Shri Shri ma ... nayee Ashram
BANARAS.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

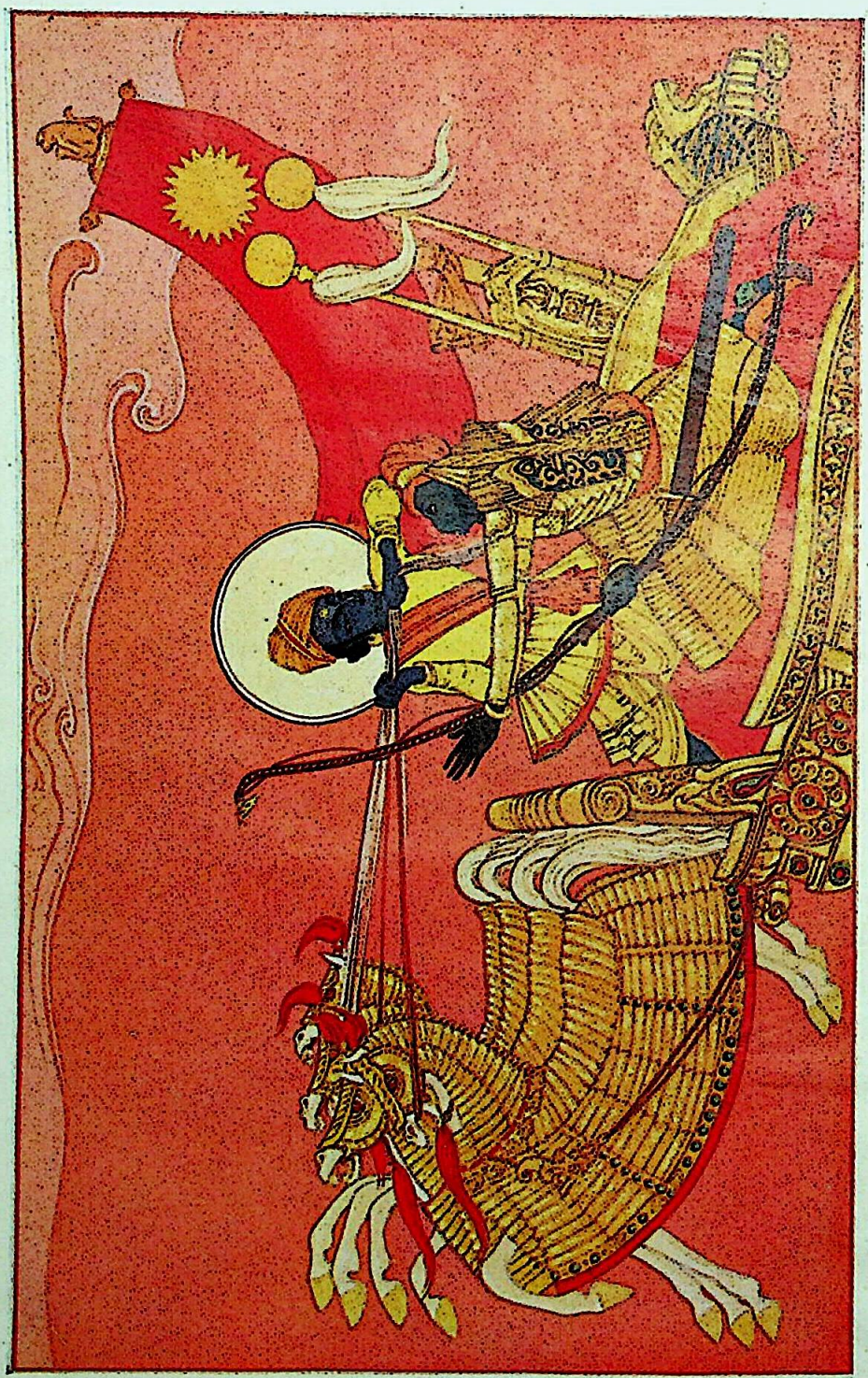

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতাতত্ত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রথম খণ্ড

9/45-

শ্রীহরিশ্চন্দ্র সিংহ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী পুস্তকালয়
(কাশী) প্রদত্ত হইল-
23/12/71

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির প্রকাশক মণ্ডলী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির প্রকাশক মণ্ডলীর পক্ষে,
শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক, ৪নং ঠাকুর রামকৃষ্ণ
পার্ক রো, কলিকাতা-২৫ হইতে প্রকাশিত
এবং
শ্রীসুকুমার চৌধুরী কর্তৃক বাণী-শ্রী প্রেস ৮৩বি, বিবেকানন্দ
রোড, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

ডক্টর শ্রীহরিশ্চন্দ্র সিংহ

—২৩শে ফাল্গুন, ১৩০১ সাল—

© প্রথম প্রকাশ—শুভ ১১ই বৈশাখ, ১৩৭১
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির প্রকাশক মণ্ডলী

প্রাপ্তিস্থান

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির, ৪নং ঠাকুর রামকৃষ্ণ পার্ক রো, কলিকাতা-২৫।
২। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমন্দির পোঃ ফল্‌তা (২৪ পরগণা)
৩। মহেশ লাইব্রেরী, ২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
৪। জিজ্ঞাসা, ১৩৩এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯
৫। ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা-১২
এবং অন্যান্য বিশিষ্ট পুস্তকালয়

মূল্য আট টাকা মাত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.... 759.. 7/45
Shri Shri Anandamayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীহেমচন্দ্র রায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎসর্গ

শ্রীশ্রীহেমচন্দ্র রায়ের শ্রীচরণকমলে

"মনোবৃত্তিরস্তু স্মৃতিস্তে পবিত্রা।
তথা বাক্‌প্রবৃত্তিঃ স্তুতিস্তেঽস্তু তাত ॥
প্রণামো ভবেন্মে শরীর-প্রবৃত্তিঃ।
তথা প্রাণবৃত্তিঃ সদা ত্বৎসপর্য্যা ॥"

বাবা, সকল সময়ে আমার মনোবৃত্তি তোমার পবিত্র স্মরণ মনন হোক; আমার বাক্য তোমার স্তুতিগান হোক; আমার দেহচেষ্টা তোমাকে প্রণাম হোক; এবং আমার প্রাণবৃত্তি তোমার অর্চ্চনা হোক।

"সুধাস্যুতেশ্চন্দ্রোপল-জল-লবৈরর্ঘ্য-রচনা"

চন্দ্রকান্তমণি হইতে ক্ষরিত জলকণাসমূহের দ্বারাই চন্দ্রের অর্ঘ্য রচনা।
বাবা, তোমার কৃপাকণাতেই তোমার এই অর্চ্চনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিবেদন

শ্রীভগবানের কৃপাতে আমাদের ষষ্ঠ গ্রন্থ "গীতাতত্ত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ" প্রকাশিত হইল। ইহার জন্য গত কয়েক বৎসর ধরিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের ভক্তমণ্ডলী গ্রন্থকারকে অক্লান্ত সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। তথাপি শ্রীভগবানের কৃপা ব্যতিরেকে তাঁহার পক্ষে তাঁহার বর্ত্তমান বৃদ্ধ বয়সে এবং রোগজীর্ণ দেহে এই শ্রমসাধ্য গ্রন্থ প্রণয়ন কিছুতেই সম্ভব হইত না।

বর্ত্তমান গ্রন্থখানি কি গীতার অন্যতম ভাষ্য? তাহা হইলে বিপুল গীতা-সাহিত্যের এই নূতন সংযোজনের আবশ্যকতা কি? এরূপ প্রশ্ন স্বতঃই উদিত হয়। তাই পুস্তকখানির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। গীতার ব্যাখ্যা করার সময়ে শুধু প্রাচীন সাম্প্রদায়িক অথবা আধুনিক অসাম্প্রদায়িক ভাষ্য অবলম্বন না করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও জীবনের উপরেই প্রধানতঃ নির্ভর করা হইয়াছে। "যিনি রাম, যিনি কৃষ্ণ, তিনিই ইদানীং রামকৃষ্ণ," এই মহাবাক্য স্মরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট গীতার প্রতি শ্লোকের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের ঐ বিষয়ক উক্তিগুলিও সন্নিবেশিত হইয়াছে। "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" ই প্রধান আকর গ্রন্থ। তথাপি "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ" এবং শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক সংগৃহীত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ" এই দুইখানি গ্রন্থ হইতেও অনেকগুলি উক্তি সন্নিবেশিত হইয়াছে। শুধু তাই কেন, কম হউক বেশী হউক, শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি তাঁহার সন্তানদের জীবনীর অথবা রচনার যেখানেই পাওয়া গিয়াছে, সবই উদ্ধৃত করা গিয়াছে।

গীতা সাতশত শ্লোক সম্বলিত বৃহৎ গ্রন্থ। এই কারণে অনেক সংস্করণে শেষাংশের আলোচনা অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্তভাবে করা হয়। কিন্তু ঐ অংশের জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা ভাল করিয়া না বুঝিলে প্রথম অংশেরও অনেক স্থান অস্পষ্ট থাকিয়া যায়। এই কারণে এবং আধুনিক কর্ম্মব্যস্ত জীবনের উপযোগী করার জন্য গীতা একটু সংক্ষিপ্ত করিতে পারিলে ভাল হয়। এই উদ্দেশ্যে গীতার বিভিন্ন অধ্যায় হইতে একই ভাবের কয়েকটি করিয়া শ্লোক এক একটি অনুচ্ছেদে একত্র গ্রথিত করা হইল। আবার কয়েকটি করিয়া অনুচ্ছেদ বিষয়ানুযায়ী বিভিন্ন পরিচ্ছেদে নিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই ভাবে মোট ১৬৩টি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্লোক, ৬৬টি অনুচ্ছেদে এবং ১৬টি পরিচ্ছেদে স্থান পাইয়াছে। গীতার বিভিন্ন অধ্যায়ের শ্লোকগুলি এই ভাবে বিচ্ছিন্ন করার অসুবিধা যথাসম্ভব নিরাকরণের উদ্দেশ্যে এবং পৌর্ব্বাপর্য্য সঙ্গতি রক্ষার জন্য, ব্যাখ্যা করার সময়ে আরও প্রায় দুইশত শ্লোক অংশতঃ বা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। সুতরাং সমগ্র গীতার প্রায় অর্দ্ধেক শ্লোকই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। ইহার ফলে প্রধান প্রধান বিষয় কিছুই বাদ যায় নাই; অথচ সংক্ষেপ করাও সম্ভব হইয়াছে। অতএব গীতা সমগ্রভাবে গ্রহণ করিতে অসুবিধা হইবে না আশা করা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণের একই ভাবের একাধিক উক্তি রহিয়াছে। আবার এক একটি উক্তির মধ্যেও একাধিক ভাব বিদ্যমান। শ্রীরামকৃষ্ণ কোনও সময়ে এক ভাবের উপর আবার অন্য সময়ে অন্য ভাবের উপরে জোর দিয়াছেন। যতটা সম্ভব পুনরুক্তি পরিহার করার উদ্দেশ্যে এবং মোটামুটি এক মর্ম্মের বাণীগুলি একত্র রাখার উদ্দেশ্যে, উক্তিগুলি বিশ্লেষণ করিয়া তবে গ্রন্থমধ্যে উদ্ধৃত করিতে হইয়াছে। কিন্তু কি প্রসঙ্গে ঐ কথাগুলি শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, তাহা জানিবার সুবিধার জন্য প্রতি উক্তির পাশে পাশে "প্রমাণপঞ্জী"তে বর্ণিত উদ্ধৃতি সম্বন্ধে "সাঙ্কেতিক নির্দ্দেশ" দেওয়া হইয়াছে।

অন্য ভাষ্যাদির উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের এই সকল বাণীর উপরে নির্ভর করার একটি ফল এই হইয়াছে যে সর্ব্বত্র প্রচলিত ব্যাখ্যা অনুসরণ করা সম্ভব হয় নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপে, প্রথম পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত "অবতারের উদ্দেশ্য" শীর্ষক তৃতীয় অনুচ্ছেদের উল্লেখ করিতেছি। অন্যান্য অনেক স্থানেও ব্যাখ্যা কিছু নূতন বোধ হইতে পারে।

"সর্ব্বশাস্ত্রসার" গীতার ব্যাখ্যা করার সময়ে অনেকেই নিজ নিজ ভাষ্যে শাস্ত্র-প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থেও তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা হইয়াছে। ঠিক ঐ ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যে সমস্ত উক্তির শাস্ত্র-প্রমাণ নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহা গ্রন্থমধ্যে ক্রমিক সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত এবং পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, উদ্ধৃত উক্তি ও শাস্ত্র-প্রমাণের মধ্যে ভাবের মিল তো আছেই,—তাহা তো থাকিবারই কথা—কিন্তু অনেক স্থলে ভাষার পর্য্যন্ত আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য! শ্রীরামকৃষ্ণদেব কোনও শাস্ত্র গ্রন্থ পড়েন নাই; কিন্তু এমন অনেক অপ্রচলিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাস্ত্রও পরিশিষ্টে স্থান পাইয়াছে, যাহার বিষয় তিনি কখনও বোধ হয় শোনেনও নাই। সুতরাং এই অত্যদ্ভুত ঐক্য তাঁহার ঈশ্বরত্বেরই একটি সাক্ষ্য, ইহা ভিন্ন অন্য সিদ্ধান্ত আর কি করা যাইতে পারে?

অপূর্ব্ব রহস্যময়ী গীতার বহুস্থানেই আপাত-বিরোধ দেখা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও জীবনী অবলম্বন করিয়া এগুলির সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করা হইয়াছে। সাংখ্য, বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রের জটিল পরিভাষার অন্তরালে যে ঐক্য নিহিত আছে তাহাও এই উপায়ে যতটা সম্ভব দেখান হইয়াছে। দার্শনিক মতবাদের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের উপরে ততটা গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই, যতটা গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে গীতার অমূল্য তত্ত্বগুলি ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করার উপরে। কারণ গীতা গ্রন্থখানি ভাষ্যকারদিগের অপূর্ব্ব মনীষা ও প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞানের নিদর্শন মাত্র হওয়া উচিত নয়।

বর্ত্তমান সংস্করণের আর একটি বৈশিষ্ট্য ইহার পাঁচটি সূচীপত্র সম্বলিত বর্ণানুক্রমিক নির্ঘণ্ট। কেবল গল্পসূচীটি পৃথকভাবে দিতে হইয়াছে। কারণ গল্পগুলির কোনও সর্ব্বজন-সম্মত নাম নাই; নির্ঘণ্টে কোন নামটি দেওয়া হইয়াছে জানা না থাকিলে বহুপৃষ্ঠাব্যাপী নির্ঘণ্ট হইতে কোন একটি গল্প খুঁজিয়া বাহির করা শ্রম ও সময়সাপেক্ষ। পৃথক ছোট একটি গল্পসূচী দেওয়াতে এই অসুবিধা দূর হইবে। নির্ঘণ্টে নিম্নলিখিত এই পাঁচটি সূচীপত্র নিবদ্ধ হইয়াছে:

(১) শব্দ-সূচী; (২) নাম-সূচী; (৩) বিষয়-সূচী; (৪) গান-সূচী এবং (৫) উক্তি-সূচী। কতকগুলি উক্তি পৃথক-ভাবে দেওয়া হইয়াছে। অন্য অনেকগুলি একত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে, যেমন "গীতা সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি", "অবতার সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি", "শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন-কথা", "শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনাদি" প্রভৃতি। সংক্ষেপের জন্য উক্তিগুলি সম্পূর্ণভাবে সন্নিবেশিত করা যায় নাই। কিন্তু নির্ঘণ্টে প্রদত্ত গ্রন্থের পৃষ্ঠাটি খুলিয়া যে উক্তিটি প্রয়োজন, সেটি পার্শ্বস্থ সাঙ্কেতিক নির্দ্দেশের সাহায্যে ঐ পৃষ্ঠা হইতে শীঘ্র এবং সহজেই বাহির করা যাইবে। কি গীতার বাণী, কি শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি,—পাঠকবর্গ যাহাতে সহজেই পৃথক পৃথক ভাবে, অথবা এক সঙ্গে তুলনামূলক ভাবে, আলোচনা করিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে কোনও পরিশ্রমের ত্রুটি করা হয় নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"গীতা অনেকে পড়ি; কিন্তু কিছু করি না।" নিত্য-পাঠ্য গীতা "নিয়ম-পাঠের" জন্য নয়। যেটি প্রাণের জিনিস সেটি 'প্রথার জিনিসে পর্য্যবসিত হওয়া উচিত কি? "গীতা-মাহাত্ম্যে" বর্ণিত গীতা-পাঠের ঐহিক বা পারত্রিক ফলের কথা "ত্যাগীশ্বর" শ্রীরামকৃষ্ণ কেন বলিবেন? গীতার সর্ব্বত্রব্যাখ্যাত পারমার্থিক কল্যাণের বিষয়েই তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। বলিয়াছেন,—"গীতায় এই শিক্ষা, 'হে জীব, সব ত্যাগ করে ভগবানকে লাভ করবার চেষ্টা কর।' সাধুই হোক সংসারীই হোক, মন থেকে সব আসক্তি ত্যাগ করতে হয়।" যদি অন্ততঃ কয়েকজনেরও মনে এই শুভ প্রেরণা জাগে তাহা হইলে গ্রন্থকারের এবং আমাদের সকলের যত চেষ্টা, যত পরিশ্রম সবই সার্থক হইবে।

এই পুস্তকের সমগ্র আয় গ্রন্থকার তাঁহার গুরুদেবের নামে প্রবর্ত্তিত "মহাত্মা হেমচন্দ্র রায় রিলিজাস অ্যাণ্ড চ্যারিটেব্‌ল্ ট্রাস্টে" অর্পণ করিয়াছেন।

"স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা", নবম খণ্ডে ৪১৪-১৫ পৃষ্ঠাতে প্রকাশিত স্বামিজীর উক্তির ভাবানুসারে এবং মহাভারতে বিবৃত অর্জ্জুনের রথ, অশ্ব ও অস্ত্রাদি যুদ্ধোপকরণের বর্ণনা অবলম্বনে, গ্রন্থমধ্যে প্রকাশিত বহুবর্ণ-রঞ্জিত পার্থসারথির চিত্রখানি দিল্লীনিবাসী শিল্পী শ্রীশরদিন্দু সেন রায় মহাশয় অঙ্কিত করিয়াছেন। শ্রীমৎ স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দজী উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতির ব্লকখানি ব্যবহার করিতে দেওয়ায় আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

শুভ শুক্লা ত্রয়োদশী,
১১ ই বৈশাখ, ১৩৭১

বিনীত—
শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. 759
Shri Shri Ma Anandamayee Tishram
BANARAS.

সূচীপত্র

প্রমাণপঞ্জী
শ্রীরামকৃষ্ণ কে ?
গীতা সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি
প্রথম পরিচ্ছেদ—অবতার-তত্ত্ব ১—২৮
(ক) অবতারের লীলা ... ১
(খ) অবতারকে চেনা কঠিন ... ৮
(গ) অবতারের উদ্দেশ্য ... ১৪
(ঘ) অবতার-তত্ত্বে প্রতীতির ফল ... ২৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—আত্মতত্ত্ব ২৯—৩৯
(ক) আত্মা অবিনাশী ... ২৯
(খ) আত্মা নির্লিপ্ত ... ৩২
(গ) আত্মজ্ঞানের উপায় ... ৩৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ—ভোগবাসনা ও তাহার কুফল ৪০—৭৫
(ক) বিষয় ভোগ কিরূপ ... ৪০
(খ) বিষয় চিন্তার ফল ... ৪৪
(গ) অসংযতেন্দ্রিয়ের দুর্ভোগ ... ৪৮
(ঘ) কামনা পরম শত্রু ... ৫২
(ঙ) প্রবৃত্তিপরায়ণতার অপকার ... ৬১
(চ) ফলকামনা সমাধির বিঘ্ন ৬৬
(ছ) ইন্দ্রিয়ের রাগদ্বেষ ... ৭০
চতুর্থ পরিচ্ছেদ—অনাসক্তি এবং তাহার সুফল ৭৬—১১৮
(ক) ইন্দ্রিয় সংযম ... ৭৬
(খ) মনশ্চাঞ্চল্য নিবারণ ... ৮৬
(গ) সংসারে সন্ন্যাস ... ৯৬
(ঘ) "গৃহস্থ সন্ন্যাসী" ... ১০৬
(ঙ) সাধুর উচ্চ আদর্শ ..

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—ত্রিগুণের বন্ধন এবং তাহা হইতে মুক্তি ১১৯—১৩৭

(ক) ত্রিগুণ একত্র থাকে ... ১১৯

(খ) ত্রিগুণের বর্ণনা ... ১২২

(গ) গুণের অপসারণ ... ১২৭

(ঘ) ত্রিগুণাতীত ... ১৩১

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—প্রকৃতি-পুরুষ ১৩৮—১৪৬

(ক) প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগে সৃষ্টি ... ১৩৮

(খ) প্রকৃতি কর্ত্রী, পুরুষ অকর্ত্তা ... ১৪৪

সপ্তম পরিচ্ছেদ—জন্মান্তরবাদ ১৪৭—১৫২

(ক) পুনর্জন্ম কাহাদের হয় ... ১৪৭

(খ) যোগভ্রষ্টের পুনর্জন্ম ... ১৫০

অষ্টম পরিচ্ছেদ—কর্ম্মত্যাগ ও নিষ্কাম কর্ম্ম ১৫৩—১৭২

(ক) কর্ম্মত্যাগ সকলের জন্য নয় ... ১৫৩

(খ) বাহ্য কর্ম্মত্যাগ নিষ্ফল ... ১৫৬

(গ) কর্ম্ম চাই কিন্তু নিষ্কাম ... ১৫৯

(ঘ) প্রকৃতিই কর্ম্মের কর্ত্রী ... ১৬২

(ঙ) ফলাকাঙ্ক্ষাত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ ... ১৭০

নবম পরিচ্ছেদ—কর্ম্মযোগের সাধনা ও সিদ্ধি ১৭৩—১৯৩

(ক) চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম ... ১৭৩

(খ) সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণের সুফল ... ১৮১

(গ) আত্মারামের "কর্ম্মনাশ" ... ১৮৪

(ঘ) জ্ঞানীর কর্ম্ম ... ১৮৮

দশম পরিচ্ছেদ—ধ্যানযোগ ১৯৪—২০৯

(ক) ধ্যানের অন্তরায় ... ১৯৪

(খ) ধ্যানের উপায় ও লক্ষণ ... ১৯৬

(গ) যোগারূঢ়ের সমদর্শন ... ২০৬

একাদশ পরিচ্ছেদ—ব্রহ্মতত্ত্ব ২১০—২৪৫

(ক) ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা ... ২১০

(খ) ব্রহ্ম কখনও উচ্ছিষ্ট হন না ... ২১৫

(গ) ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ ... ২২২

(ঘ) নিত্যে যিনি, লীলাতেও তিনিই ... ২৩০

পরিশিষ্ট ২৪৬—২৫৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রমাণপঞ্জী

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাগুলি যে যে গ্রন্থ হইতে অথবা যে গুলির সাহায্যে প্রধানতঃ সংগৃহীত হইয়াছে, সেগুলির তালিকা :

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। প্রথম ভাগ ; একাদশ সংস্করণ। দ্বিতীয় ভাগ ; ষষ্ঠ সংস্করণ। তৃতীয় ভাগ ; পঞ্চম সংস্করণ। চতুর্থ ভাগ ; ষষ্ঠ সংস্করণ। পঞ্চম ভাগ ও পরিশিষ্ট ; প্রথম সংস্করণ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা-প্রসঙ্গ। পূর্ব্বকথা ও বাল্যজীবন ; চতুর্থ সংস্করণ। সাধকভাব ; চতুর্থ সংস্করণ। গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ ; চতুর্থ সংস্করণ। গুরুভাব—উত্তরার্দ্ধ ; চতুর্থ সংস্করণ। দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ ; তৃতীয় সংস্করণ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ। শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক সংগৃহীত। সপ্তম সংস্করণ। ১৩৩৩ সাল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথাসার। শ্রীকুমারকৃষ্ণ নন্দী সঙ্কলিত। ১৩৫৫ সাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী ও শাস্ত্র প্রমাণ। শ্রীকুমারকৃষ্ণ নন্দী সঙ্কলিত। ১৩৫৩ সাল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথা-কল্পতরু। শ্রীকুমারকৃষ্ণ নন্দী সঙ্কলিত। ১৩৫৩ সাল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাগুলি কোন্ কোন্ গ্রন্থের কোন্ কোন্ স্থান হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা বুঝাইবার জন্য প্রতি উদ্ধৃতির শেষে নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। 'ক' অর্থাৎ 'কথামৃতের' পরে চারিটি সংখ্যা পরে পরে আছে; প্রথমটি ভাগ, দ্বিতীয়টি খণ্ড, তৃতীয়টি পরিচ্ছেদ, এবং চতুর্থটি পৃষ্ঠা জ্ঞাপন করিতেছে। অর্থাৎ ক ১।১।১।১ লিখিলে বুঝিতে হইবে যে উদ্ধৃতিটি "কথামৃতের" প্রথম ভাগ, প্রথম খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ, প্রথম পৃষ্ঠাতে আছে। পঞ্চমভাগ পরিশিষ্ট বুঝাইবার জন্য ৫ পরি লেখা হইয়াছে। পরিশিষ্টের বিভিন্ন বিভাগগুলি সম্পূর্ণভাবে দেওয়া হইয়াছে।

"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ" হইতে উদ্ধৃতিব জন্য নিম্নলিখিত নির্দ্দেশ দেওয়া হইল :

পূ=পূর্ব্বকথা ও বাল্যজীবন : সা=সাধকভাব ; গু-পূ=গুরুভাব-পূর্ব্বার্দ্ধ ;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গু-উ=গুরুভাব-উত্তরার্দ্ধ ; দি=দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ ; ইহার পরে যে দুইটি সংখ্যা আছে তাহার প্রথমটি অধ্যায়ের জন্য এবং দ্বিতীয়টি পৃষ্ঠার জন্য।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত কর্তৃক সংগৃহীত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ" হইতে উদ্ধৃতির নির্দ্দেশ নিম্নলিখিতভাবে দেওয়া হইল :

সু-উপ ; ইহার পরে যে দুইটি সংখ্যা আছে, তাহার প্রথমটি উপদেশের ক্রমিক সংখ্যার জন্য এবং দ্বিতীয়টি পৃষ্ঠার জন্য।

অন্যান্য গ্রন্থের বিবরণ সম্পূর্ণভাবে দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য উল্লিখিত সংস্করণ ভিন্ন অন্য সংস্করণের গ্রন্থ হইলে পৃষ্ঠাঙ্ক মিলিবে না ; কেবল অন্য সংখ্যাগুলি মিলিবে।

গীতার শ্লোকের অনুবাদের জন্য নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়াছে :

শ্রীমদ্ভগবদগীতা : শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী। (শাঙ্করভাষ্য, শ্রীধরস্বামী-কৃত—টীকা ও গীতার্থ-সন্দীপনী ব্যাখ্যা সমন্বিতা), নবম সংস্করণ।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা : শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ। সপ্তম সংস্করণ।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা : স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক অনূদিত এবং স্বামী জগদানন্দ কর্তৃক সম্পাদিত ১৩৪৬ সাল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের উক্তির অনুরূপ কতকগুলি শাস্ত্রীয় বচন পরিশিষ্টে নিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই সকল উদ্ধৃতির নির্দ্দেশ শাস্ত্রাদির নামের পার্শ্বে একাধিক সংখ্যার সাহায্যে দেওয়া হইল। যেখানে তিনটি সংখ্যা আছে, সেখানে প্রথমটিতে মণ্ডল বা অধ্যায় বা বল্লী বা পরিচ্ছেদ বা সর্গ ; দ্বিতীয়টিতে সূক্ত বা পাদ বা অনুবাক বা ব্রাহ্মণ বা অধ্যায় ; এবং তৃতীয়টিতে ঋক্ বা শ্লোক বা সূত্র ; যথাক্রমে বুঝিতে হইবে। যেখানে দুইটি সংখ্যা আছে, সেখানেও ঐরূপ বুঝিতে হইবে। শাস্ত্রাদির বিভিন্ন সংস্করণে এই সকল সাঙ্কেতিক নির্দ্দেশের সংখ্যাতে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে।

গ্রন্থমধ্যে ক্রমিক সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত অংশগুলির টীকা পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ স্থাপকায় চ ধর্ম্মস্য সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ কে ?

"কাশীপুর উদ্যানে ঠাকুর যখন ক্যানসার রোগের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াছেন, ভাতের তরল মণ্ড পর্য্যন্ত গলাধঃকরণ হইতেছে না, তখন একদিন নরেন্দ্র ঠাকুরের নিকট বসিয়া ভাবিতেছেন, এই যন্ত্রণামধ্যে যদি বলেন যে, আমি সেই ঈশ্বরের অবতার, তা হলে বিশ্বাস হয়। চকিতের মধ্যে ঠাকুর বলিতেছেন,—'যে রাম যে কৃষ্ণ, ইদানীং সে-ই রামকৃষ্ণরূপে ভক্তের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।'* নরেন্দ্র এই কথা শুনিয়া অবাক হইয়া রহিলেন। ঠাকুর স্বধামে গমন করিলে পর নরেন্দ্র সন্ন্যাসী হইয়া অনেক সাধন ভজন তপস্যা করিলেন। তখন তাঁহার হৃদয়মধ্যে অবতার সম্বন্ধে ঠাকুরের মহাবাক্যসকল যেন আরও প্রস্ফুটিত হইল।" (ক ৫ পরি, শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্র ১০।৩৯)

"স্তব্ধীকৃত্য প্রলয়কলিতস্বাহবোত্থং মহান্তং
হিত্বা রাত্রিং প্রকৃতিসহজামন্ধতামিস্রমিশ্রাম্।
গীতং শান্তং মধুরমপি যঃ সিংহনাদং জগর্জ
সোঽয়ং জাতঃ প্রথিত-পুরুষো রামকৃষ্ণস্ত্বিদানীম্॥"—স্বামী বিবেকানন্দ (স্তবকুসুমাঞ্জলি ; আশ্বিন, ১৩৪৬ ; ৩৭৪ পৃষ্ঠা।)

[কুরুক্ষেত্রের] প্রলয়সদৃশ অতিভয়ঙ্কর যুদ্ধকোলাহল স্তব্ধ করিয়া এবং স্বাভাবিক ঘোরতর অন্ধতমঃ স্বরূপ অজ্ঞানরজনী দূর করিয়া, যিনি শান্ত এবং মধুর গীতা শাস্ত্র সিংহনাদে গর্জ্জন করিয়াছিলেন, সেই বিখ্যাত পুরুষই এখন রামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

*১ (ক) তে [অর্থাৎ প্রথম পরিচ্ছেদের (ক) অনুচ্ছেদেতে] বিবৃত (ক ৫ পরি ১০।৩৭) উদ্ধৃতিটি এবং ১ (ঘ) তে বিবৃত (ক ৪।২৪।৩।২৮১) ও (ক ৪।২৩।২।২৪৯) উদ্ধৃতি দুইটিও দেখুন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতা সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি

"গীতা পড়লে কি হয়? দশবার 'গীতা, গীতা' বললে যা হয়। 'গীতা গীতা' বলতে বলতে 'ত্যাগী' হয়ে যায়। সংসারে কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি যার ত্যাগ হয়ে গেছে, যে ঈশ্বরেতে ষোল আনা ভক্তি দিতে পেরেছে, সে-ই গীতার মর্ম্ম বুঝেছে। গীতা সব বইটা পড়বার দরকার নাই। 'ত্যাগী' 'ত্যাগী' বলতে পারলেই হল।

"ডাক্তার। 'ত্যাগী' বলতে গেলেই একটি য-ফলা আনতে হয়।

"মণি। তা য-ফলা না আনলেও হয়; নবদ্বীপ গোস্বামী ঠাকুরকে বলেছিলেন। ঠাকুর পেনেটীতে মহোৎসব দেখতে গিয়েছিলেন, সেখানে নবদ্বীপ গোস্বামীকে এই গীতার কথা বলছিলেন। তখন গোস্বামী বললেন,'তগ্ ধাতু* ঘঙ্ 'তাগ্' হয়; তার উত্তর ইন্ প্রত্যয় করলে তাগী হয়; ত্যাগী ও তাগী এক মানে'।" (ক ৩।২১।৩।২৬০)

"গীতা সমস্ত না পড়লেও হয়। দশবার 'গীতা গীতা' বললে যা হয় তাই গীতার সার। অর্থাৎ 'ত্যাগী'।" (ক ৪।২১। ৫।২২২)

"গীতায় এই শিক্ষা, 'হে জীব, সব ত্যাগ করে ভগবানকে লাভ করবার চেষ্টা কর।' সাধুই হোক সংসারীই হোক, মন থেকে সব আসক্তি ত্যাগ করতে হয়।

"চৈতন্যদেব যখন দক্ষিণে তীর্থভ্রমণ করছিলেন—দেখলেন একজন গীতা পড়ছে। আর একজন একটু দূরে বসে শুনছে, আর কাঁদছে—কেঁদে চোখ ভেসে যাচ্ছে। চৈতন্যদেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি এসব বুঝতে পারছ?' সে বললে, 'ঠাকুর, আমি শ্লোক এসব কিছু বুঝতে পারছি না।' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তবে কেন কাঁদছ?' ভক্তটি বললে, 'আমি দেখছি

*ধাতুপাঠে 'তগ' ধাতু নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্জ্জুনের রথ ; আর তার সামনে ঠাকুর আর অর্জ্জুন কথা কচ্চেন। তাই দেখে আমি কাঁদছি'।"* (ক ৩।১।৪।১২)

"গীতা সব শাস্ত্রের সার।** সন্ন্যাসীর কাছে আর কিছু না থাকে, গীতা একখানি ছোট থাকবে।" (ক ৩।১৫।২।১৮৬)

*মহাপ্রভু পুছিলা তাঁরে শুন মহাশয়।
কোন অর্থ জানি তোমার এত সুখ হয়॥
বিপ্র কহে মূর্খ আমি শব্দার্থ না জানি।
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি গুরু-আজ্ঞা মানি॥
অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ হঞা রজ্জুধর।
বসিয়াছে হাতে তোত্র শ্যামল সুন্দর॥
অর্জ্জুনে কহিতেছেন হিত উপদেশ।
তাহা দেখি হয় মোর আনন্দ আবেশ॥

(চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৯ পরিচ্ছেদ)

**তস্মাদ্ধর্ম্মময়ী গীতা সর্ব্বজ্ঞানপ্রযোজিকা।
সর্ব্বশাস্ত্রসারভূতা বিশুদ্ধা সা বিশিষ্যতে॥ (গীতামাহাত্ম্যম্—১৯)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. 759
Shri Shri Ha[illegible]nayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"যে রাম যে কৃষ্ণ, ইদানীং সে-ই রামকৃষ্ণ"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.....759.
Shri Shri ... Ashram
BANARAS

প্রথম পরিচ্ছেদ

অবতার তত্ত্ব

১ (ক) অবতার লীলা

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্ ।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ (৪।৬)

আমি জন্মরহিত, অবিনশ্বর এবং সর্ব্বভূতের ঈশ্বর; তথাপি স্বীয় প্রকৃতিকে স্বীকার করিয়া আবির্ভূত হই।

ইহার পূর্ব্বেকার ৪।৫ শ্লোকে শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, বহুবার তোমার এবং আমার জন্ম হইয়া গিয়াছে; আমি সে সব জানি, কিন্তু তুমি তাহা জান না। ইহাতে অর্জ্জুনের মনে নানা সংশয় উপস্থিত হইল। সর্ব্বভূতের ঈশ্বরের আবার জন্ম কি? তিনি তো অবিনাশী, তাঁহার মরণ কিরূপে হইতে পারে? এই শ্লোকে শ্রীভগবান সেই সব বিষয় বুঝাইতেছেন। কর্ম্মফল ভোগের জন্য জীবের জন্ম হয় এবং অবশিষ্ট কর্ম্মফল ভোগের জন্য মৃত্যুর পরে জন্মান্তর ঘটে, একথা সত্য। কিন্তু আমি "প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবামি আত্মমায়য়া।" শঙ্করাচার্য্য ইহার অর্থ করিয়াছেন, "নিজের ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে আমার ইচ্ছাধীন করিয়া যেন দেহ ধারণ করি।" শ্রীধর স্বামী কিন্তু অন্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"আমার নিজের শুদ্ধ সত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিকে স্বীকার করিয়া উজ্জ্বল সত্ত্বমূর্ত্তিতে[১] স্বেচ্ছাক্রমে আবির্ভূত হই।" শ্রীশ্রীঠাকুরের বিভিন্ন উক্তি পর্য্যালোচনা করিলে বোঝা যায়, দুটি অর্থই ঠিক, কেবল বিভিন্ন অবস্থাতে প্রযোজ্য। যখন আমরা জড়বিজ্ঞানের তত্ত্ব বিচার করি, তখন বুঝি সূর্য্য এক স্থানেই স্থির ভাবে অবস্থিত। কিন্তু যখন আমাদের মনে থাকে না যে আমরা নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল পৃথিবীর সঙ্গে একীভূত ভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবস্থিত রহিয়াছি, তখন দেখিতে পাই সূর্য্যের উদয় ও অস্ত এবং উত্তর ও দক্ষিণ অয়নের বিচিত্র পর্য্যায়। ঠিক সেইরূপ সমাধিকালে ব্রহ্মজ্ঞানে যিনি নির্গুণ, অন্য সময়ে দেহাভিমান থাকা কালে তিনিই সগুণ। আবার এই দেহাভিমান অজ্ঞানবশতঃ এরূপও বলা যায় না। সমাধির পরেও কেহ কেহ লোকশিক্ষার জন্য এবং আনন্দ সম্ভোগের জন্য ভক্তি ভক্ত লইয়া থাকেন। কারণ যাহাই হউক, ব্রহ্মজ্ঞানে যিনি নির্গুণ, নিরাকার, ভক্তিতে তিনিই সগুণ, সাকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন :

"যে ব্যক্তি সদা সর্ব্বদা ঈশ্বর চিন্তা করে, সেই জানতে পারে, তাঁর স্বরূপ কি? সে ব্যক্তিই জানে যে ঈশ্বর নানা রূপে দেখা দেন। নানা ভাবে দেখা দেন। তিনি সগুণ আবার নির্গুণ।...

"তিনি সাকার, তিনি নিরাকার।[২] কি রকম জান? যেন সচ্চিদানন্দ সমুদ্র। কূল-কিনারা নাই। ভক্তিহিমে সেই সমুদ্রের স্থানে স্থানে জল বরফ হয়ে যায়—যেন জল বরফ আকারে জমাট বাঁধে;[৩] অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি সাক্ষাৎ হয়ে কখন কখন সাকার রূপ হয়ে দেখা দেন।[৪] আবার জ্ঞানসূর্য্য উঠলে সে বরফ গলে যায়!

"ডাক্তার (মহেন্দ্র লাল সরকার)। সূর্য্য উঠলে বরফ গলে জল হয়; আবার জানেন, জল আবার নিরাকার বাষ্প হয়?

"শ্রীরামকৃষ্ণ। অর্থাৎ 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'[৫] এই বিচারের পর সমাধি হলে রূপ টুপ উড়ে যায়। তখন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি (Person) বলে বোধ হয় না। কী তিনি মুখে বলা যায় না! কে বলবে? যিনি বলবেন, তিনিই নাই! তিনি তাঁর 'আমি' খুঁজে পান না! তখন ব্রহ্ম নির্গুণ (Absolute)। তখন তিনি কেবল বোধে বোধ হন। মন বুদ্ধি দ্বারা তাঁকে ধরা যায় না। (Unknown, Unknowable)

"তাই বলে, ভক্তি চন্দ্র; জ্ঞান সূর্য্য। শুনেছি, খুব উত্তরে আর দক্ষিণে সমুদ্র আছে। এত ঠাণ্ডা যে জল জমে মাঝে মাঝে বরফের চাঁই হয়। জাহাজ চলে না। সেখানে গিয়ে আটকে যায়।

"ডাক্তার। ভক্তি পথে মানুষ আটকে যায়।

"শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, তা যায় বটে, কিন্তু তাতে হানি হয় না। সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সচ্চিদানন্দ সাগরের জলই জমাট বেঁধে বরফ হয়েছে। যদি আরও বিচার করতে চাও, যদি 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' এই বিচার কর, তাতেও ক্ষতি নাই। জ্ঞান সূর্য্যেই বরফ গলে যাবে;—তবে সেই সচ্চিদানন্দ সাগরই রইল।" (ক ১।১৫।২।২৫২-৩)

ঈশ্বরের স্বরূপ বুঝা সত্যই কঠিন। তাঁহার সম্বন্ধে সম্যক ধারণা সাধারণ মন বুদ্ধির অগম্য। তাঁহাকে লাভ করিলে তবে সকল সংশয় যায়।

"ব্রাহ্ম ভক্ত। মহাশয়, ঈশ্বরের স্বরূপ নিয়ে এত নানা মত কেন? কেউ বলে সাকার,—কেউ বলে নিরাকার—আবার সাকারবাদীদের নিকট নানা রূপের কথা শুনতে পাই। এত গণ্ডগোল কেন?

"শ্রীরামকৃষ্ণ। যে ভক্ত যে-রূপ দেখে, সে সেই রূপ মনে করে। বাস্তবিক কোনও গণ্ডগোল নাই।[৬] তাঁকে কোন রকমে যদি একবার লাভ করতে পারা যায়, তা হলে তিনি সব বুঝিয়ে দেন! সে পাড়াতেই গেলে না,—সব খবর পাবে কেমন করে?" (ক ১।৩।৫।৭০)

"ভক্ত যে রূপটি ভালবাসে, সেই রূপে তিনি দেখা দেন—তিনি যে ভক্তবৎসল! পুরাণে আছে, বীরভক্ত হনুমানের জন্য তিনি রাম রূপ ধরে ছিলেন।[৭]

"বেদান্ত বিচারের কাছে রূপ টুপ উড়ে যায়। সে বিচারের শেষ সিদ্ধান্ত এই—ব্রহ্ম সত্য, আর নামরূপযুক্ত জগৎ মিথ্যা। যতক্ষণ 'আমি ভক্ত' এই অভিমান থাকে, ততক্ষণই ঈশ্বরের রূপ দর্শন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি (Person) বলে বোধ সম্ভব হয়। বিচারের চক্ষে দেখলে ভক্তের 'আমি' অভিমান, ভক্তকে একটু দূরে রেখেছে।" (ক ১।৩।৫।৭১)

"আকাশ দূর থেকে নীল বর্ণ। কাছে ছাখো, কোন রং নাই! সমুদ্রের জল দূর থেকে নীল, কাছে গিয়ে হাতে তুলে ছাখো,—রং নাই![৮] (ক ১।২।৪।৫০)

"কালীরূপ কি শ্যামরূপ চৌদ্দ পোয়া কেন? দূরে বলে। দূরে বলে সূর্য্য ছোট দেখায়। কাছে যাও তখন এত বৃহৎ দেখাবে যে, ধারণা করতে পারবে না। আবার কালীরূপ কি শ্যামরূপ শ্যামবর্ণ কেন? সেও দূর বলে। যেমন দীঘির জল দূরে থেকে সবুজ, নীল বা কাল বর্ণ দেখায়, কাছে গিয়ে হাতে করে জল তুলে দেখ, কোন রঙ নাই।

"তাই বলছি, বেদান্ত দর্শনের বিচারে ব্রহ্ম নির্গুণ। তাঁর কি স্বরূপ তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুখে বলা যায় না। কিন্তু যতক্ষণ তুমি নিজে সত্য ততক্ষণ জগৎও সত্য, ঈশ্বরের নানা রূপও সত্য! ঈশ্বরকে ব্যক্তি বোধও সত্য।" (ক ১।৩।৫।৭১-২)

"যতক্ষণ 'আমি' 'তুমি' আছে, ততক্ষণ 'আমি প্রার্থনা কি ধ্যান করছি' এ জ্ঞান আছে, ততক্ষণ 'তুমি (ঈশ্বর) প্রার্থনা শুনছ' এ জ্ঞানও আছে, ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলে বোধ আছে। তুমি প্রভু, আমি দাস; তুমি পূর্ণ, আমি অংশ; তুমি মা, আমি ছেলে; এ বোধ থাকবে। এই ভেদ বোধ,—'আমি' একটি, 'তুমি' একটি; এ ভেদ বোধ তিনিই করাচ্চেন। তাই পুরুষ মেয়ে, আলো অন্ধকার, এই সব বোধ হচ্চে। যতক্ষণ এই ভেদ বোধ, ততক্ষণ ব্যক্তি (Personal God) মানতে হবে। তিনিই আমাদের ভিতর 'আমি' রেখে দিয়েছেন। হাজার বিচার কর, 'আমি' আর যায় না। আর তিনি ব্যক্তি হয়ে দেখা দেন।

"তাই যতক্ষণ 'আমি' আছে, ভেদ বুদ্ধি আছে,—ব্রহ্ম নির্গুণ বলবার যো নাই। ততক্ষণ সগুণ ব্রহ্ম মানতে হবে।...

"যতক্ষণ 'আমি' জলে সূর্য্যকে দেখতে হয়, সূর্য্যকে দেখবার আর কোনরূপ উপায় হয় না, আর যতক্ষণ প্রতিবিম্ব সূর্য্য বই সত্য সূর্য্যকে দেখবার উপায় নাই, ততক্ষণ প্রতিবিম্ব সূর্য্য ষোল আনা সত্য।[৯] যতক্ষণ আমি সত্য, ততক্ষণ প্রতিবিম্ব সূর্য্যও সত্য—ষোল আনা সত্য!...

"ব্রহ্মজ্ঞান যদি চাও—সেই প্রতিবিম্বকে ধরে সত্য সূর্য্যের দিকে যাও। সেই সগুণ ব্রহ্ম, যিনি প্রার্থনা শুনেন তাঁরেই বল তিনিই সেই ব্রহ্মজ্ঞান দিবেন। কেন না, যিনিই সগুণ ব্রহ্ম, তিনিই নির্গুণ ব্রহ্ম।" (ক ১।১২।৯।১৯২-৩)

যাহার অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি হয় নাই, কেমন করিয়া তাহার ঈশ্বর বিষয়ে ধারণা হইবে? তাহার পক্ষে যাঁহারা ঈশ্বর লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের কথা বিশ্বাস করা উচিত। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন:

"ঈশ্বরের সব ধারণা কে করতে পারে? তা তাঁর বড় ভাবটাও পারে না আবার ছোট ভাবটাও পারে না। আর সব ধারণা করা কি দরকার? তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারলেই হল। তাঁর অবতারকে দেখলেই তাঁকে দেখা হল। যদি কেউ গঙ্গার কাছে গিয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে, সে বলে—গঙ্গা দর্শন স্পর্শন করে এলুম। সব গঙ্গাটা, হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত হাত দিয়ে ছুঁতে হয় না।

"তোমার পাটা যদি ছুঁই তোমায় ছোঁয়াই হল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"যদি সাগরের কাছে গিয়ে একটু জল স্পর্শ কর, সাগর স্পর্শ করাই হল।" (ক ১।১৪।২।২২৬)

"ঐটুকু বুঝা শক্ত, তিনিই স্বরাট্, তিনিই বিরাট। যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা। তিনি মানুষ হতে পারেন না, একথা জোর করে আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কি বলতে পারি? আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এ সব কথা কি ধারণা হতে পারে? এক সের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরে?

"তাই সাধু মহাত্মা যাঁরা ঈশ্বর লাভ করেছেন, তাঁদের কথা বিশ্বাস করতে হয়। সাধুরা ঈশ্বর চিন্তা লয়ে থাকেন; যেমন উকীলরা মোকদ্দমা লয়ে থাকে।" (ক ১।১৫।৩।২৫৯)

শ্রীশ্রীঠাকুরের সময়ে ঈশ্বর সাকার না নিরাকার ইহা লইয়া প্রবল দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। তিনি বুঝাইতেছেন:

"তিনি সাকার আবার নিরাকার। এক জন সন্ন্যাসী জগন্নাথ দর্শন করতে গিছিল। জগন্নাথ দর্শন করে সন্দেহ হল ঈশ্বর সাকার না নিরাকার। হাতে দণ্ড ছিল, সেই দণ্ড দিয়ে দেখতে লাগল জগন্নাথের গায়ে ঠেকে কি না। এক বার এধার থেকে ওধারে দণ্ডটি নিয়ে যাবার সময় দেখলে, যে জগন্নাথের গায়ে ঠেকল না—দেখে যে সেখানে ঠাকুরের মূর্ত্তি নাই! আবার দণ্ড এধার থেকে ওধার লয়ে যাবার সময় বিগ্রহের গায়ে ঠেকল। তখন সন্ন্যাসী বুঝলে যে ঈশ্বর নিরাকার, আবার সাকার।" (ক ১।১৫।২।২৫১)

"সাকার নিরাকার দুই সত্য। শুধু নিরাকার বলা কিরূপ জান? যেমন রসুন চৌকির একজন পোঁ ধরে থাকে,—তার বাঁশীর সাত ফোকর সত্ত্বেও। কিন্তু আর একজন দেখ কত রাগ রাগিণী বাজায়। সেরূপ সাকারবাদীরা দেখ ঈশ্বরকে কত ভাবে সম্ভোগ করে।[১০] শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর নানা ভাবে!" (ক ৫।৫।২।৪০)

"একটাতে দৃঢ় হও, হয় সাকারে নয় নিরাকারে। তবে ঈশ্বর লাভ হয়, নচেৎ হয় না। দৃঢ় হলে সাকারবাদীও ঈশ্বর লাভ করবে, নিরাকারবাদীও করবে। মিছরীর রুটি সিদে করে খাও, আর আড় করে খাও, মিষ্টি লাগবে।" (ক ১।১২।২।১৭৫)

"কুবীর বলত, সাকার আমার মা, নিরাকার আমার বাপ। কাকো নিন্দো, কাকো বন্দো, দোনো পাল্লা ভারী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"হলধারী দিনে সাকারে আর রাতে নিরাকারে থাকত। তা যে ভাবই আশ্রয় কর, ঠিক বিশ্বাস হলেই হল। সাকারেতেই বিশ্বাস কর, আর নিরাকারেই বিশ্বাস কর। কিন্তু ঠিক ঠিক হওয়া চাই।" (ক ২।৬।৪।৬১)

"আচ্ছা, সাকার নিরাকার দুইই সত্য। কি বল?—নিরাকারে মন অনেকক্ষণ রাখা যায় না—তাই ভক্তের জন্য সাকার।

"কাপ্তেন বেশ বলে। পাখী উপরে খুব উঠে যখন শ্রান্ত হয়, তখন আবার ডালে এসে বিশ্রাম করে। নিরাকারের পর সাকার।" (ক ৪।১৪।১।১১৬)

"জ্ঞানীরা নিরাকার চিন্তা করে। তারা অবতার মানে না। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করছেন, 'তুমি পূর্ণ ব্রহ্ম।' কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বললেন, 'আমি পূর্ণ ব্রহ্ম কি না দেখবে এস।' এই বলে একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে বললেন, 'তুমি কি দেখছ?' অর্জ্জুন বললে, 'আমি এক বৃহৎ গাছ দেখছি,—তাতে থোলো থোলো কাল জামের মত ফল ফলে রয়েছে।' কৃষ্ণ বললেন, 'আরও কাছে এসে দেখ দেখি, ও থোলো থোলো কাল ফল নয়,—থোলো থোলো কৃষ্ণ অসংখ্য ফলে রয়েছে—আমার মত।' অর্থাৎ সেই পূর্ণ ব্রহ্ম রূপ বৃক্ষ থেকে অসংখ্য অবতার হচ্ছে যাচ্ছে।" (ক ৩।৩।২।৩১)

"ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার, আবার সাকার নিরাকারেরও পার। তাঁর ইতি করা যায় না।" (ক ২।২।৫।২৪)

"অবতার-লীলা এসব চিৎশক্তির ঐশ্বর্য্য। যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই আবার রাম, কৃষ্ণ, শিব।"[১১] (ক ৫।৮।২।৭৫)

"সেই একই অবতার যেন ডুব দিয়ে এখানে উঠে কৃষ্ণ হলেন, ওখানে উঠে যীশু হলেন।" (সু-উপ ৩৬৪।৯৪)

"নিরাকার সাকার দুই দেখা যায়। সাকার চিন্ময় রূপ দর্শন হয়। আবার সাকার মানুষ তাতেও তিনি প্রত্যক্ষ। অবতারকে দেখাও যা, ঈশ্বরকে দেখাও তা।" (ক ৫।৪।২।৩৬)

"কথাটা এই, তাঁকে ভালবাসতে হবে। তাঁর জন্য ব্যাকুল হতে হবে। তা তুমি যে পথেই থাক; সাকারেই বিশ্বাস কর বা নিরাকারেই বিশ্বাস কর;—ভগবান মানুষ হয়ে অবতার হন, একথা বিশ্বাস কর আর না কর;—তাঁতে অনুরাগ থাকলেই হল। তখন তিনি যে কেমন, নিজেই জানিয়ে দেবেন।" (ক ১।১০।৩।১৪১-২)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। যেমন বলেছি, ছাদ আর সিঁড়ি। ঈশ্বর লীলা, দেবলীলা, নরলীলা, জগৎলীলা। নরলীলায় অবতার। নরলীলা কিরূপ জান? যেমন বড় ছাদের জল নল দিয়ে হুড় হুড় করে পড়চে। সেই সচ্চিদানন্দ, তাঁরই শক্তি একটি প্রণালী দিয়ে—নলের ভিতর দিয়ে—আসচে।" (ক ৪।৮।২।৫২)

"ঈশ্বর নরলীলা করেন। মানুষে তিনি অবতীর্ণ হন, যেমন শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র, চৈতন্যদেব।

"আমি কেশব সেনকে বলেছিলাম যে···মাঠের আলের ভিতর ছোট ছোট গর্ত্ত থাকে; তাহাদের বলে ঘুটী। ঘুটীর ভিতর মাছ, কাঁকড়া জমে থাকে। মাছ, কাঁকড়া খুঁজতে গেলে ঐ ঘুটীর ভিতর খুঁজতে হয়; ঈশ্বরকে খুঁজতে হলে অবতারের ভিতর খুঁজতে হয়।

"ঐ চৌদ্দপোয়া মানুষের ভিতরে জগৎমাতা প্রকাশ হন। গানে আছে—

"শ্যামা মা কি কল করেছে।
চৌদ্দপোয়া কলের ভিতরি কত রঙ্গ দেখাতেছে।
আপনি থাকি কলের ভিতরি কল ঘুরায় ধরে কলডুবি,
কল বলে আপনি ঘুরি জানে না কে ঘোরাতেছে॥"[১২]

(ক ৫।১৩।৫।১২৬)

"মনুষ্যলীলা কেন জান? এর ভিতর তাঁর কথা শুনতে পাওয়া যায়, এর ভিতর তাঁর বিলাস, এর ভিতর তিনি রসাস্বাদন করেন।" (ক ৩।১৭।১।২০১)

"আদ্যা-শক্তির সাহায্যে অবতারলীলা। তাঁর শক্তিতে অবতার—অবতার তবে কাজ করেন। সমস্তই মার শক্তি।" (ক ৪।১৪।১।১১৭)

অবতার কিরূপ শক্তির সাহায্য গ্রহণ করেন এবং কেন গ্রহণ করেন এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন:

"তিনিই বিদ্যামায়া রেখে দিয়েছেন—লোকের জন্য—ভক্তের জন্য।"

(ক ৪।৩২।১।৩৩৩)

ইহা শুনিয়া কেহ হয়তো বলিলেন, মায়া ঈশ্বরেরই শক্তি, ঈশ্বরেতেই রহিয়াছেন, তবে কি তিনিও জীবের ন্যায় মায়াবদ্ধ? ইহার উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর বুঝাইলেন:

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"নারে, ঈশ্বরের মায়া হলেও এবং মায়া ঈশ্বরে সর্ব্বদা থাকলেও ঈশ্বর কখনও মায়াবদ্ধ হন না। এই দেখ না—সাপ যাকে কামড়ায় সেই মরে; সাপের মুখে বিষ সর্ব্বদা রয়েছে, সাপ সর্ব্বদা সেই মুখ দিয়ে খাচ্ছে, ঢোক গিলছে, কিন্তু সাপ নিজে তো মরে না—সেই রকম!" (গু=উ ৪।১৭১)

১ (খ) অবতারকে চেনা কঠিন

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥ (৭।২৫)
অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥ (৭।২৪)
অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ (৯।১১)
ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥ (৭।১৩)

আমার "যোগমায়াতে".....সমাচ্ছন্ন থাকায় আমি সকলের নিকট প্রকাশিত হই না। এই কারণে মোহান্ধেরা আমাকে অজ, অব্যয় বলিয়া জানে না। (৭।২৫)

১৪ (ক) "ভক্ত দিব্যজ্ঞানে জ্ঞানী" শীর্ষক অনুচ্ছেদে ১১।৮ শ্লোকের প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, "যোগ" শব্দে সৃষ্টি কৌশলও বুঝায়। ৭।২৫ শ্লোকের ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন, "যোগোগুণানাং যুক্তির্ঘটনং। সৈব মায়া যোগমায়া।" ত্রিগুণের সংঘাতেই সৃষ্টি।১৩

অল্পবুদ্ধি লোকেরা আমার নিত্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বরূপ না জানাতে অব্যক্ত আমাকে প্রাকৃতভাবাপন্ন মনে করে। (৭।২৪)

অবিবেকী ব্যক্তিগণ সর্ব্বভূত-মহেশ্বর স্বরূপ আমার পরম ভাব না জানিয়া মনুষ্যদেহধারী বোধ করিয়া আমাকে অবজ্ঞা করে। (৯।১১)

[সত্ত্বরজস্তমঃ][১৪] এই ত্রিবিধ গুণময় ভাবের দ্বারা সমস্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগৎ মোহিত হইয়া আছে। [তাই] এ সকল ভাব হইতে শ্রেষ্ঠ অবিনাশী আমাকে জানিতে পারে না। (৭।১৩)

রজোগুণ-প্রসূত হর্ষদর্পাদিতে মন চঞ্চল হয়, তমোগুণজাত শোকমোহাদিতে প্রমাদ আনয়ন করে। অবশ্য সত্ত্বগুণ-প্রসূত শমদমাদি ভাবের উদয়ে জ্ঞানলাভ হইতে পারে; কিন্তু সাধারণতঃ সত্ত্বের সঙ্গে রজস্তমঃ মিশ্রিত থাকেই। এ বিষয়ে ৫ (ক) "ত্রিগুণ একত্র থাকে" শীর্ষক অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হইয়াছে।

উল্লিখিত শ্লোকগুলির প্রথমটিতে শ্রীভগবান তাঁহার মায়া দ্বারা নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখেন বলিয়াছেন। এইটি বুঝাইবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন:

"নরলীলায় অবতারকে ঠিক মানুষের মত আচরণ করতে হয়·····মানুষ হয়েছেন তো ঠিক মানুষ।·····গোপাল নন্দের জুতো মাথায় করে নিয়ে গিছলেন—পিঁড়ে বয়ে নিয়ে গিছলেন।

"থিয়েটারে সাধু সাজে, সাধুর মতই ব্যবহার করবে,—যে রাজা সেজেছে তার মত ব্যবহার করবে না। যা সেজেছে তাই অভিনয় করবে।

"একজন বহুরূপী সেজেছে, 'ত্যাগী সাধু'। সাজটি ঠিক হয়েছে দেখে বাবুরা একটি টাকা দিতে গেল। সে নিলে না, উঁহু করে চলে গেল। গা, হাত, পা ধুয়ে যখন সহজ বেশে এল, বললে, 'টাকা দাও।' বাবুরা বললে, 'এই তুমি টাকা নেব না বলে চলে গেলে, আবার টাকা চাইছ।' সে বললে, 'তখন সাধু সেজেছি, টাকা নিতে নাই।'

"তেমনি ঈশ্বর যখন মানুষ হন, ঠিক মানুষের মত ব্যবহার করেন।" (ক ৪।৮।৩।৫৬)

"নারদ যখন রামচন্দ্রকে দর্শন করতে গেলেন, রাম দাঁড়িয়ে উঠে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন আর বললেন, 'আমরা সংসারী জীব, আপনাদের মত সাধুরা না এলে কি করে পবিত্র হব'?" (ক ২।২১।২।২১০)[১৫]

শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বুঝাইতেছেন:—"যদি বল, অবতার কেমন করে হবে, যাঁর ক্ষুধা-তৃষ্ণা এই সব জীবের ধর্ম অনেক আছে, হয়তো রোগ-শোকও আছে; তার উত্তর এই যে, 'পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে'।

"দেখ না, রামচন্দ্র সীতার শোকে কাতর হয়ে কাঁদতে লাগলেন। আবার হিরণ্যাক্ষ বধ করবার জন্য বরাহ অবতার হলেন। হিরণ্যাক্ষ বধ হল, কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নারায়ণ স্বধামে যেতে চান না। বরাহ হয়ে আছেন। কতকগুলি ছানাপোনা হয়েছে। তাদের নিয়ে এক রকম বেশ আনন্দে রয়েছেন। দেবতারা বললেন, একি হল, ঠাকুর যে আসতে চান না। তখন সকলে শিবের কাছে গেলেন ও ব্যাপারটি নিবেদন করলেন। শিব গিয়ে তাঁকে অনেক জেদাজেদি করলেন, তিনি ছানাপোনাদের মাই দিতে লাগলেন। তখন শিব ত্রিশূল এনে শরীরটা ভেঙ্গে দিলেন। ঠাকুর হি হি করে হেসে তখন স্বধামে চলে গেলেন।"১৬ (ক ২।১৩।১।১১০-১)

অবতার মনুষ্যরূপে ব্যক্ত হইলেও অব্যক্তভাবের সহিত তাঁহার যোগ অবিচ্ছিন্ন থাকে, সে সম্বন্ধে বলিতেছেন :

"অবতারাদি ঈশ্বরকোটি। তারা ফাঁকা জায়গায় বেড়াচ্চে। তারা কখনও সংসারে বদ্ধ হয় না,—বন্দী হয় না। তাদের 'আমি' মোটা 'আমি' নয়,—সংসারী লোকদের মত। সংসারী লোকদের অহঙ্কার, সংসারী লোকদের 'আমি'—যেন চতুর্দিকে পাঁচিল, মাথার উপর ছাদ,—বাহিরে কোন জিনিষ দেখা যায় না। অবতারাদির 'আমি' পাতলা 'আমি'। এ 'আমি'র ভিতর দিয়ে ঈশ্বরকে সর্ব্বদা দেখা যায়। যেমন একজন লোক পাঁচিলের এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে,—পাঁচিলের দুদিকেই অনন্ত মাঠ। সেই পাঁচিলের গায়ে যদি ফোকর থাকে, পাঁচিলের ওধারে সব দেখা যায়। বড় ফোকর হলে আনাগোনাও হয়। অবতারাদির 'আমি' ঐ ফোকরওয়ালা পাঁচিল। পাঁচিলের এধারে থাকলেও অনন্ত মাঠ দেখা যায় ; এর মানে, দেহ ধারণ করলেও তারা সর্ব্বদা যোগেতেই থাকে! আবার ইচ্ছা হলে বড় ফোকরের ওধারে গিয়ে সমাধিস্থ হয়। আবার বড় ফোকর হলে আনাগোনা করতে পারে ; সমাধিস্থ হলেও আবার নেমে আসতে পারে।" (ক ৩।১৪।৭।১৭৮-৯)

"অবতার ইচ্ছা করে নিজের চোখে কাপড় বাঁধে। যেমন ছেলেরা কাণামাছি খেলে ; কিন্তু মা ডাকলেই খেলা থামায়।" (ক ৫।৬।৪।৫৭)

অবতার মায়াতে সমাচ্ছন্ন থাকার দরুণ তাঁহার স্বরূপ অনেকের নিকট অপরিজ্ঞাত থাকে। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন :

"অচীনে গাছ শুনেছ ?...সে এক রকম গাছ আছে,—তাকে কেউ দেখে চিনতে পারে না।" (ক ৩।৫।২।৫৪)

"তিনি মানুষ হয়ে—অবতার হয়ে ভক্তদের সঙ্গে আসেন। ভক্তেরা তাঁরই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গে আবার চলে যায়।...বাউলের দল হঠাৎ এলো;—নাচলে, গান গাইলে, আবার হঠাৎ চলে গেল! এলো—গেল, কেউ চিনলে না!" (ক ৩।২৪।৩।২২)

"তারে কেউ চিনলি না রে! ও সে পাগলের বেশে (দীনহীন কাঙ্গালের বেশে) ফিরছে জীবের ঘরে ঘরে।"[১৭] (ক ৩।১৯।৩।২৩৮)

"একজন তার বন্ধুকে এসে বললে, 'ওহে, কাল ওপাড়া দিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় দেখলাম সে বাড়ীটা হুড়মুড় করে পড়ে গেল।' বন্ধু বললে, 'দাঁড়াও হে, একবার খবরের কাগজখানা দেখি।' এখন বাড়ী হুড়মুড় করে পড়ার কথা খবরের কাগজে কিছুই নাই। তখন সে ব্যক্তি বললে, 'কই, খবরের কাগজে তো কিছুই নাই।—ও সব কাজের কথা নয়।' সে লোকটা বললে, 'আমি যে দেখে এলাম!' ও বললে, 'তা হোক, যেকালে খবরের কাগজে নাই, সেকালে ওকথা বিশ্বাস করলুম না।' ঈশ্বর মানুষ হয়ে লীলা করেন, এ কথা কেমন করে বিশ্বাস করবে? এ কথা যে ওঁদের ইংরাজী লেখা পড়ার ভিতর নাই! পূর্ণ অবতার বোঝান বড় শক্ত; কি বল? চৌদ্দপোয়ার ভিতর অনন্ত আসা!" (ক ৩।১৭।৩।২১১-২)

অল্প-বুদ্ধি লোকের তো কথাই নাই, এমন কি অনেক ঋষিরা পর্য্যন্ত অবতারকে চিনিতে পারেন না।

"রাম পূর্ণব্রহ্ম, পূর্ণ অবতার, এ কথা বার জন ঋষি কেবল জানত। অন্যান্য ঋষিরা বলেছিল, 'হে রাম, আমরা তোমাকে দশরথের ব্যাটা বলে জানি'।

"...ভরদ্বাজাদি ঋষি রামকে স্তব করেছিলেন, আর বলেছিলেন—'হে রাম, তুমিই সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ! তুমি আমাদের কাছে মানুষরূপে অবতীর্ণ হয়েছ। বস্তুতঃ তুমি তোমার মায়া আশ্রয় করেছ বলে, তোমাকে মানুষের মত দেখাচ্চে।' ভরদ্বাজাদি ঋষি রামের পরম ভক্ত। তাঁদের ভক্তি পাকা ভক্তি।" (ক ২।২।৩।১৯)

সাধারণ মানুষে অবতারকে কিরূপে অবজ্ঞা করে সে সম্বন্ধে নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত দিতেছেন:

"সকলে কি সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে ধরতে পারে? ...সকলে ধরতে পারে না। কেউ সাধারণ মানুষ ভাবে;—কেউ সাধু ভাবে;—দু চারজন অবতার বলে ধরতে পারে।

"যার যেমন পুঁজি—জিনিষের সেই রকম দর দেয়। একজন বাবু তার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাকরকে বললে, 'তুই এই হীরেটি বাজারে নিয়ে যা ; আমায় বলবি কে কি রকম দর দেয়। আগে বেগুনওয়ালার কাছে নিয়ে যা।' চাকরটি প্রথমে বেগুনওয়ালার কাছে গেল। সে নেড়ে চেড়ে দেখে বললে—'ভাই, নয় সের বেগুন আমি দিতে পারি।' চাকরটি বললে, 'ভাই, আর একটু ওঠ, না হয় দশ সের দাও।' সে বললে, 'আমি বাজার দরের চেয়ে বেশী বলে ফেলেছি ; এতে তোমার পোষায় তো দিয়ে যাও।' চাকর তখন হাসতে হাসতে হীরেটি ফিরিয়ে নিয়ে বাবুর কাছে বললে, 'মহাশয়, বেগুনওয়ালা নয় সের বেগুনের বেশী একটিও দেবে না। সে বললে, আমি বাজার দরের চেয়ে বেশী বলে ফেলেছি !'

"বাবু হেসে বললে, 'আচ্ছা, এবার কাপড়ওয়ালার কাছে নিয়ে যা। ও বেগুন নিয়ে থাকে, ও আর কতদূর বুঝবে ! কাপড়ওয়ালার পুঁজি একটু বেশী,—দেখি ও কি বলে।' চাকরটি কাপড়ওয়ালার কাছে বললে, 'ওহে, এটি নেবে ? কত দর দিতে পার ?' কাপড়ওয়ালা বললে, 'হাঁ, জিনিষটা ভাল, এতে বেশ গয়না হতে পারে ;—তা ভাই, আমি নয়শো টাকা দিতে পারি।' চাকরটি বললে, 'ভাই, আর একটু ওঠ, তাহলে ছেড়ে দিয়ে যাই ; না হয় হাজার টাকাই দাও।' কাপড়ওয়ালা বললে, 'ভাই, আর কিছু বলো না ; আমি বাজার দরের চেয়ে বেশী বলে ফেলেছি। নয়শো টাকার বেশী একটি টাকাও আমি দিতে পারব না।' চাকর ফিরিয়ে নিয়ে মনিবের কাছে হাসতে হাসতে ফিরে গেল। আর বললে, কাপড়ওয়ালা বলেছে যে ন'শো টাকার বেশী একটি টাকাও সে দিতে পারবে না। আরও সে বলেছে, 'আমি বাজার দরের চেয়ে বেশী বলে ফেলেছি।' তখন তার মনিব হাসতে হাসতে বললে, 'এইবার জহুরীর কাছে যাও,—সে কি বলে দেখা যাক।' চাকরটি জহুরীর কাছে এল। জহুরী একটু দেখেই একবারে বললে, 'একলাখ টাকা দেবো'।" (ক ৩।১৪।৭।১৭৭-৮)

অবতার মানুষের দেহ ধারণ করিয়া আসিলে সাধারণ লোকে তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া তাঁহার কথায় কিরূপ তাচ্ছিল্য করে, সে সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উপাখ্যানটি বলিতেছেন :

"কোন কূয়ায় (কূপে) এক ব্যাঙ ছিল। সাগর থেকে একটা ব্যাঙ কোন সময়ে সেখানে এসে পড়ে। কূয়ার ব্যাঙ তাকে বললে, 'তুমি যেখানে থাক সে কত বড় ?' ব্যাঙ বললে, 'সে খুব বড় ।' কূয়ার ব্যাঙ পা ফাঁক করে বললে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'এত বড়, আমার পায়ের চেয়ে বড়?' সাগরের ব্যাঙ বললে, 'ওর চেয়ে অনেক বড়।' কূয়ার ব্যাঙ এপার থেকে লাফিয়ে ওপারে গিয়ে বললে 'এত বড়?' সাগরের ব্যাঙ বললে, 'না এর চেয়ে অনেক বড়।' তখন কূয়ার ব্যাঙ বললে, 'তোর কথা মিথ্যা, কূয়ার চেয়ে কিছু বড় কি আর আছে'?" (সু—উপ ৪১৫।১০২)

অবতারের লীলা অবসান হইলে পরে তাঁহার স্বরূপ সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

"আমি দেখেছি, বড় জাহাজ গঙ্গা দিয়ে যখন চলে গেল, তখন কিছু টের পাওয়া গেল না। ওমা! খানিকক্ষণ পরে দেখি, কিনারার উপরে জল ধপাস ধপাস করছে; আর তোলপাড় করে দিচ্ছে! হয়তো কিনারার খানিকটা ভেঙ্গে জলে পড়ল।" (ক ২।১০।৫।৮৯)

"সীতা রাবণকে বলেছিলেন, 'রাবণ পূর্ণচন্দ্র আর রামচন্দ্র আমার দ্বিতীয়ার চাঁদ।' রাবণ মানে বুঝতে পারে নাই, তাই ভারী খুসী। সীতার বলবার উদ্দেশ্য এই যে, রাবণের সম্পদ যতদূর হবার হয়েছে, এইবার দিন দিন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় হ্রাস পাবে। রামচন্দ্র দ্বিতীয়ার চাঁদ, তার দিন দিন বৃদ্ধি হবে।" (ক ১।১১।৬।১৬৯)

অবতারের প্রকাশ সময়-সাপেক্ষ হইলেও তাঁহার ভক্তেরা প্রথমেই তাঁহাকে চিনিতে পারেন, যেমন মা সীতা রামচন্দ্রকে চিনিয়াছিলেন। ভক্তেরা তো আর ত্রিগুণজাত রাগদ্বেষাদিতে মোহিত হন না। শ্রীশ্রীঠাকুর অন্য একটি দৃষ্টান্তও দিয়াছেন :

"নারদ রামচন্দ্রকে স্তব করতে লাগলেন, 'হে রাম, বেদে যে পরব্রহ্মের কথা আছে, সে তুমিই। তুমিই মানুষ রূপে আমাদের কাছে রয়েছ; তুমিই মানুষ বলে বোধ হচ্ছ; বস্তুতঃ তুমি মানুষ নও, সেই পরব্রহ্ম'।" (ক ২।১৩।৩।১১৯-২০)

উদ্ধৃত শ্লোকের শেষেরটিতে শ্রীভগবান বলিয়াছেন, ত্রিগুণজাত ভাবের মোহ অতিক্রম করিতে না পারিলে তাঁহার পরম অব্যয়ভাব জানা যায় না। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিজের জীবনে ইহার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত আছে :

"ঠাকুর বলিতেন, তাঁহার পূজা দেখিয়া মোহিত হইয়া হলধারী তাঁহাকে কতদিন বলিয়াছে, 'রামকৃষ্ণ[১৮], এইবার আমি তোকে চিনিয়াছি।' তাতে, কখন কখন আমি রহস্য করিয়া বলিতাম, 'দেখো, আবার যেন গোলমাল হয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায় না।' সে বলিত, 'এবার আর তোর ফাঁকী দিবার যো নাই; তোতে নিশ্চয়ই ঈশ্বরীয় আবেশ আছে; এবার একেবারে ঠিকঠাক বুঝিয়াছি।'

"শুনিয়া বলিতাম, 'আচ্ছা, দেখা যাবে।' অনন্তর মন্দিরের দেবসেবা সম্পূর্ণ করিয়া একটিপ নস্য লইয়া হলধারী যখন শ্রীমদ্ভাগবত গীতা বা অধ্যাত্ম রামায়ণাদি শাস্ত্র বিচার করিতে বসিত তখন অভিমানে ফুলিয়া উঠিয়া একেবারে অন্য লোক হইয়া যাইত। আমি তখন সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিতাম, 'তুমি শাস্ত্রে যা যা পড়িতেছ সে সব অবস্থা আমার উপলব্ধি হয়েছে, আমি ও সব কথা বুঝতে পারি। শুনিয়াই সে বলিয়া উঠিত, 'হাঁ; তুই গণ্ডমূর্খ, তুই আবার এসব কথা বুঝবি! আমি বলিতাম, (নিজের শরীর দেখাইয়া) 'সত্য বলছি, এর ভিতরে যে আছে সে সকল কথা বুঝিয়ে দেয়। এই যে তুমি কিছুক্ষণ পূর্ব্বে বললে ইহার ভিতর ঈশ্বরীয় শক্তি আছে—সেই-ই সকল কথা বুঝিয়ে দেয়। হলধারী একথা শুনিয়া গরম হইয়া বলিত—'যাঃ যাঃ মূর্খ কোথাকার, কলিতে কল্কি ছাড়া আর ঈশ্বরের অবতার হবার কথা কোন শাস্ত্রে আছে? তুই উন্মাদ হইয়াছিস তাই ঐরূপ ভাবিস্।' হাসিয়া বলিতাম—'এই যে বলেছিলে আর গোল হবে না!'—কিন্তু সে কথা তখন শোনে কে? এইরূপ এক আধদিন নয় অনেক দিন হইয়াছিল! পরে একদিন সে দেখিতে পাইল, ভাবাবিষ্ট হইয়া বস্ত্রত্যাগ পূর্ব্বক বৃক্ষের উপর বসিয়া আছি এবং বালকের ন্যায় তদবস্থায় মূত্রত্যাগ করিতেছি—সেইদিন হইতে সে একেবারে পাকা করিল (স্থির নিশ্চয় করিল) আমাকে ব্রহ্মদৈত্যে পাইয়াছে!" (সা-৮।১৪৬-৭)।

১ (গ) অবতারের উদ্দেশ্য

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ (৪।৭)
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ (৪।৮)

হে ভারত, যখন যখনই ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন তখনই আমি নিজেকে সৃষ্টি করি অর্থাৎ দেহ রচনা করিয়া অবতীর্ণ হই। (৪।৭)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্টদিগের বিনাশ এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। (৪।৮)

উল্লিখিত অর্থ সুপ্রচলিত। কিন্তু শুধু এরূপ ব্যাপক ভাবে এই দুইটি শ্লোক গ্রহণ করার পূর্ব্বে শ্রীশ্রীঠাকুরের এতৎ সম্বন্ধে উক্তিগুলি একবার প্রণিধান করা উচিত। বিশেষতঃ, শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে 'ভারত' নামে সম্বোধন করিয়া অন্য শ্লোকের মত এখানে কেবল তাঁহার ভরত বংশের উল্লেখ করেন নাই, অর্জ্জুন 'ভ।' [১৯] অর্থাৎ জ্ঞানে, 'রত' অর্থাৎ প্রীতিযুক্ত, এই ইঙ্গিত করিতেছেন। অতএব আমাদেরও শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী ও জীবনী হইতে লব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে এই দুইটি শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয়ের চেষ্টা করা উচিত।

বড়বাজারের মাড়োয়ারী ভক্তের গৃহে পণ্ডিতজীর সহিত অবতার-বিষয়ক কথা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন:

"ভক্তের জন্য অবতার"। পণ্ডিতজী উল্লিখিত ৪।৮ শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়া বলিলেন, "অবতার, প্রথমে ভক্তের আনন্দের জন্য হন; আর দ্বিতীয় দুষ্টের দমনের জন্য।" কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর দুষ্টের দমন সম্বন্ধে কোনও কথা বলিলেন না। (ক ২।২১।১।২০৭)

অবতারের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নানা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি নীচে দিতেছি:

"দেহ ধারণ করলে কষ্ট আছেই।

"এক একবার বলি আর যেন আসতে না হয়।

"তবে কি;—একটা কথা আছে। নিমন্ত্রণ খেয়ে খেয়ে আর বাড়ীর কড়ার ডাল ভাত ভাল লাগে না।

"আর যে দেহ ধারণ করা,—এটি ভক্তের জন্য।" (ক ৩।২৪।৩।২৮২)

"তিনি অবতার হয়ে জ্ঞান ভক্তি শিক্ষা দেন।" (ক ৪।৮।২।৫৩)

"ঈশ্বরকোটি—অবতারাদি—এই সমাধি অবস্থা থেকে নামতে পারে। তারা ভক্তি ভক্ত নিয়ে থাকে, তাই নামতে পারে।" (ক ১।১৬।১।১৩৩)

"তারা ভক্তি ভক্ত নিয়ে থাকে, তাই নামতে পারে," শ্রীশ্রীঠাকুরের এই উক্তিটি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। এই কথাতে তিনি অবতার গ্রহণের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিজমত ব্যক্ত করিয়াছেন। আবার বলিতেছেন:

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"তিনি মানুষ হয়ে, অবতার হয়ে, যুগে যুগে আসেন। প্রেমভক্তি শিখাবার জন্য। দেখ না চৈতন্যদেব। অবতারের ভিতরেই তাঁর প্রেমভক্তি আস্বাদন করা যায়। তাঁর অনন্ত লীলা—কিন্তু আমার দরকার প্রেম, ভক্তি। আমার ক্ষীরটুকু দরকার। গাভীর বাঁট দিয়েই ক্ষীর আসে। অবতার গাভীর বাঁট।" (ক ৫।৭।২।৬৫)

১ (খ) "অবতারকে চেনা কঠিন" শীর্ষক অনুচ্ছেদে গীতার কয়েকটি শ্লোক এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করা হইয়াছে। অবতারকে কি উপায়ে চেনা যাইতে পারে সে সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন :

"ঈশ্বরকে জানতে হলে, অবতারকে চিনতে গেলে, সাধনের প্রয়োজন। দীঘিতে বড় মাছ আছে, চার ফেলতে হয়। দুধেতে মাখম আছে, মন্থন করতে হয়। সরিষার ভিতর তেল আছে, সরিষাকে পিষতে হয়। মেতীতে হাত রাঙ্গা হয়, মেতী বাটতে হয়।" (ক ৫।১৩।৫।১২৬)

সাধনা কতদিন করিলে অবতারকে চেনা যাইবে সে সম্বন্ধে বলিতেছেন :

"মন থেকে কামিনী কাঞ্চন সব না গেলে অবতারকে চিনতে পারা কঠিন।" (ক ৩।১৩।২।১৪৮)

আবার বুঝাইতেছেন, শুধু কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ হইলেই হইবে না। অনাসক্ত ঋষিরাও রামচন্দ্রকে চিনিতে পারেন নাই; ভরদ্বাজাদি ভক্তেরাই শুধু তাঁহাকে চিনিয়াছিলেন।

"অবতার যখন আসে, সাধারণ লোকে জানতে পারে না; গোপনে আসে। দুই চারি জন অন্তরঙ্গ ভক্ত জানতে পারে।" (ক ২।২।৩।১৮-৯)

শ্রীশ্রীঠাকুরের উল্লিখিত বাণীগুলি স্মরণ করিলে আলোচ্য শ্লোক দুইটির অর্থ এইরূপ দাঁড়াইবে :

হে ভারত, যখন যখনই [কাহারও ভিতরে] ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন তখনই আমি দেহ ধারণ করিয়া [তাহার জন্য] অবতীর্ণ হই। (৪।৭)

যখন যখনই কেহ আমার সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন তখনই তাহার সৎপ্রবৃত্তি সমূহের রক্ষা, অসৎ প্রবৃত্তিগুলির বিনাশ এবং তাহার ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য আমি অবতীর্ণ হই। (৪।৮)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নীচে এই ব্যাখ্যা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা হইতেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছেন, 'ভক্তের জন্য অবতার'; সুতরাং গ্লানি বলিতে অন্তরঙ্গ ভক্তের ধর্ম্মের গ্লানি,—অর্থাৎ তিনি যেটি ধরিয়া আছেন সেই সম্বন্ধে সঙ্কট, মুখ্যতঃ বুঝিতে হইবে। এই সঙ্কট দুই ভাবে আসে। প্রথমতঃ দেখা যায়, শত চেষ্টা সত্ত্বেও স্বীয় কর্ত্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করা যাইতেছে না। দ্বিতীয়তঃ দেখা যায়, শাস্ত্র ও লোকাচার অনুযায়ী গতানুগতিক ভাবে ধর্ম্ম পালন করিতে গিয়াও নানা সমস্যার উদয় হইতেছে।

এ দুইটি ব্যাপার প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির বেলাতেই ঘটিয়া থাকে। সুতরাং অনেক ক্ষেত্রে শুধু অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ্যে নয়, ব্যাপক ভাবেই এই ধর্ম্মসঙ্কট পরিদৃষ্ট হয়। পারমার্থিক হিসাবে ইহা ধর্ম্ম নামে অভিহিত হইতে পারে না; কারণ ইহা ঐহিক বা পারত্রিক অনিত্য ভোগ কামনা প্রসূত। এইসব অনিত্যকে কেমন করিয়া ধরিয়া রাখা যাইবে? সুতরাং এগুলিকে অধর্ম্ম বলাই উচিত। তথাপি এই অধর্ম্মের অভ্যুত্থান কোনও কোনও সময়ে এত প্রবল হয় যে সত্যকার ধর্ম্ম একেবারে চাপা পড়িয়া যায়। গীতার ২।৭ শ্লোকে অর্জ্জুন নিজেকে "ধর্ম্মসংমূঢ়চেতা" বলিতেছেন। সেই সময়েই শ্রীভগবান তাঁহার নিকট গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে শিক্ষাদান আরম্ভ করিলেন।

গীতার ৯।১৬ শ্লোকে শ্রীভগবান সুকৃতিশালী জিজ্ঞাসুকে ভক্ত আখ্যা দিয়াছেন। ৯।১৮ শ্লোকে এরূপ ভক্তকে উদার বলিয়াও বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ ঈশ্বর-পিপাসু ব্যাকুল ভক্তের ধর্ম্ম-সমস্যার সমাধান তিনিই করিবেন। তাঁহার নিকটে ভিন্ন অন্য কাহার নিকটে আর চৈতন্য লাভ করা যাইবে? তিনিই তো চিৎস্বরূপ।

অবশ্য প্রথমেই গুরুর সচ্চিদানন্দ স্বরূপ বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু পরে সেটি প্রতিভাত হয়। তাই দেখিতে পাই, বিশ্বরূপ দর্শনের পর অর্জ্জুন তাঁহাকে ১১।৪৩ শ্লোকে "গুরুর্গরীয়ান্" বলিয়া স্তব করিতেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বেলাতেও দেখিতে পাই, নরেন্দ্রনাথ সীতারাম ও শিবপূজা বহুদিন হইল ত্যাগ করিয়াছেন; ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রভাবে সনাতন ধর্ম্মে আস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছেন; পাশ্চাত্য দর্শনের ঘন অন্ধকারে পথ দেখিতে পাইতেছেন না; বিচার, বিতর্ক এবং নানাবিধ সংশয় তাঁহার মন অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে; প্রখ্যাতনামা ধর্ম্মাচার্য্যদের নিকটে গিয়া গিয়া প্রশ্ন করিতেছেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আপনি কি ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন?" কিন্তু কাহারও নিকটে কোন সদুত্তর পাইতেছেন না;—এই অবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার সমক্ষে গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়া শিক্ষাদান আরম্ভ করিলেন।

এ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিজেরও স্পষ্ট উক্তি রহিয়াছে। "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে" বর্ণিত আছে যে, যখন তিনি শ্যামপুকুরের বাড়ীতে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের চিকিৎসাধীনে ছিলেন, তখন নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ করিয়া এবং তাঁহার ভজন শুনিয়া ডাক্তার এত প্রীত হইয়াছিলেন যে—

"ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, 'এর মত ছেলে ধর্ম্ম লাভ করিতে আসিয়াছে দেখিয়া আমি বিশেষ আনন্দিত; এ একটি রত্ন, যাতে হাত দিবে সেই বিষয়েরই উন্নতি সাধন করিবে।' ঠাকুর উহাতে নরেন্দ্রনাথের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বলিয়াছেন, 'কথায় বলে অদ্বৈতের হুঙ্কারেই গৌর নদীয়ায় আসিয়াছিলেন,[২০]—সেইরূপ ওঁর (নরেন্দ্রের) জন্যই তো সব গো'!" (দি—১২।৩৩০)

শ্রীশ্রীঠাকুর চৈতন্যদেবের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন প্রভুপাদ অদ্বৈতাচার্য্যের জন্যই তাঁহার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। কিন্তু অদ্বৈতাচার্য্যের নিজের কোনও ধর্ম্মসঙ্কট হয় নাই। তদানীন্তন শুষ্ক পাণ্ডিত্য, চুলচেরা তর্ক, বিচার, অনাচার, ভ্রষ্টাচার, বামাচার ইত্যাদি দেখিয়া তিনি শ্রীভগবানের আবির্ভাবের জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। মহাপ্রাণের বেলাতেই এরূপ মহতী ব্যাকুলতা। কিন্তু সকলের কল্যাণ-কল্পেই হউক বা নিজের অশান্তির জন্যই হউক, প্রতিক্ষেত্রেই ধর্ম্মের গ্লানি ব্যাকুলতার আকারে দেখা দিয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন:

"অরুণোদয় হলে পূর্ব্বদিক লাল হয়, তখন বোঝা যায় যে সূর্য্যোদয়ের আর দেরী নাই। সেইরূপ যদি কারও ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়েছে দেখা যায়, তখন বেশ বুঝতে পারা যায় যে, এ ব্যক্তির ঈশ্বর লাভের আর বেশী দেরী নাই।" (ক ৫ পরি, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীযুক্ত বঙ্কিম ৬।৬৭)

প্রভুপাদ অদ্বৈতাচার্য্যের বেলাতে ব্যাকুলতা যে-কারণে ঘটিয়াছিল, সনাতন প্রমুখ চৈতন্যদেবের অন্য শিষ্যদের বেলাতে সেরূপ হয় নাই। আবার ব্যাকুলতাও সকলের বেলাতে সমান তীব্র নয়। চিরাচরিত ধর্ম্মপালনে শান্তি পাইতেছি না, এ এক রকমের ব্যাকুলতা। আবার অন্য এক রকমের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাকুলতার কথা শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছেন। তাহাতে সংসারকে পাতকুয়া মনে হয়, আত্মীয় স্বজনকে কালসাপ মনে হয়।[২১] ব্যাকুলতা এত প্রবল হউক, আর নাই হউক, প্রতি ক্ষেত্রেই ভোগে বিতৃষ্ণা দেখা যায়ই যায়। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন :

"এই ব্যাকুলতা ভোগান্ত না হলে হয় না। যারা কামিনী-কাঞ্চনের মধ্যে আছে, ভোগান্ত হয় নাই, তাদের ব্যাকুলতা আসে না।

"ওদেশে হৃদয়ের ছেলে সমস্তদিন আমার কাছে থাকত, চার পাঁচ বছরের ছেলে। আমার সামনে এটা ওটা খেলা করত, এক রকম ভুলে থাকত। যাই সন্ধ্যা হয় হয়, অমনি বলে—মা যাব। আমি কত বলতুম—পায়রা দোব, এই সব কথা; সে ভুলত না, কেঁদে কেঁদে বলত—মা যাব। খেলা টেলা কিছুই ভাল লাগছে না। আমি তার অবস্থা দেখে কাঁদতুম।

"এই বালকের মত ঈশ্বরের জন্য কান্না! এই ব্যাকুলতা! আর খেলা, খাওয়া কিছু ভাল লাগে না। ভোগান্তে এই ব্যাকুলতা ও তাঁর জন্য কান্না।" (ক ৫ পরি, কেশবের সহিত দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে, ২।৭৪)

শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বলিতেছেন :

"যতক্ষণ ছেলে চুষি নিয়ে ভুলে থাকে, মা রান্না-বান্না বাড়ীর কাজ সব করে। ছেলের যখন চুষি আর ভাল লাগে না—চুষি ফেলে চীৎকার করে কাঁদে, তখন মা ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে দুড় দুড় করে এসে ছেলেকে কোলে লয়।" (ক ১।৩।৫।৭০)

এই কথাই আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন :

"ব্যাকুল না হলে তাঁকে দেখা যায় না।" (ক ৫ পরি, কেশবের সহিত দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে, ২।৭৪)

এই ব্যাকুলতার উদয়ে শ্রীভগবান কি ভাবে আবির্ভূত হন, সে সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন :

"সচ্চিদানন্দই গুরু; যদি মানুষ গুরুরূপে চৈতন্য করে তো জানবে যে সচ্চিদানন্দই ঐ রূপ ধারণ করেছেন।" (ক ৫।৫।১।৩৯)

আবার বলিতেছেন :

"যে সে লোক গুরু হতে পারে না। বাহাদুরী কাঠ নিজেও ভেসে চলে যায়, অনেক জীবজন্তুও চড়ে যেতে পারে। হাবাতে কাঠের উপর চড়লে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাঠও ডুবে যায়, যে চড়ে সেও ডুবে যায়। তাই ঈশ্বর যুগে যুগে লোকশিক্ষার জন্য নিজে গুরুরূপে অবতীর্ণ হন। সচ্চিদানন্দই গুরু।" (ক ৫।১।২।৭-৮)

এমন কি, এ পর্য্যন্ত বলিতেছেন :

"সচ্চিদানন্দই গুরুরূপে আসেন। মানুষ-গুরুর কাছে যদি কেউ দীক্ষা লয়, তাঁকে মানুষ ভাবলে কিছু হবে না। তাঁকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর ভাবতে হয়, তবে তো মন্ত্রে বিশ্বাস হবে!" (ক ৫।৮।২।৭৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর আরও বলিতেছেন :

'গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব—তিনে এক, একে তিন।" (গু-পূ ৩।১৩৩)

"সচ্চিদানন্দই গুরু।

"শব সাধন করে ইষ্ট দর্শনের সময় গুরু সামনে এসে পড়েন,—আর বলেন, 'ঐ দেখ তোর ইষ্ট।'—তারপর গুরু ইষ্টে লীন হয়ে যান। যিনি গুরু তিনিই ইষ্ট। গুরু খেই ধরে দেন।

"অনন্ত ব্রত করে। কিন্তু পূজা করে—বিষ্ণুকে। তাঁরই মধ্যে ঈশ্বরের অনন্ত রূপ!" (ক ৪।২।১।১৪)

গুরু সচ্চিদানন্দ রূপে শুধু নিজ ভক্ত শিষ্যের নিকটে প্রতিভাত হন,—সকলের নিকটে নহে। এই জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীযুক্ত গিরিশকে সর্ব্বজন-সমক্ষে তাঁহার অবতারত্বের বিষয়ে বলিতে নিষেধ করিতেছেন। বলিতেছেন :

"তুমি যা ভাব, তুমি ভাবতে পার। আপনার গুরু তো ভগবান—তা বলে ও সব কথা বলায় অপরাধ হয়—ও কথা বলতে নাই।" (ক ৪।২৬।২।২৯৪-৫)

ব্যাকুল, ঈশ্বর-পিপাসু, অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিকটে গুরুরূপে আবির্ভাব এবং শিক্ষাদান, অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও, ইহাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। তাঁহার লীলাকালে তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্যগণ ভিন্ন অন্য অনেকেও তাঁহার নিকট হইতে জ্ঞান লাভ করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনে ইহার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। অন্যান্য অবতারের বেলাতেও ঐরূপই ঘটিয়াছিল। এমন কি, অবতারদের প্রকটলীলা অবসানের পরেও তাঁহাদের প্রভাব বর্ত্তমান থাকে। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্তগণের মধ্যে বিরল কেহ কেহ এখনও তাঁহার দর্শন লাভে এবং বাণী শ্রবণে কৃতার্থ হইতেছেন, এইরূপ শোনা যায়। যীশুখ্রীষ্টদেবের তিরোভাবের বহু বৎসর পরে সন্ত পিতার (Saint Peter) রোমকদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিলাস ব্যসন ও অত্যাচার অনাচারে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন এবং তাঁহার দর্শনলাভান্তে তাঁহার নিকট হইতে আশ্বাস লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। অবতারের প্রভাব দেশ কাল পাত্রের সীমা অতিক্রম করিয়া এইভাবে বহুজন-সুখায় বহুজন-হিতায় বিভিন্ন দেশে পরবর্ত্তী সময়ে প্রসারিত হইলেও সেই আবির্ভাবের মুখ্য উদ্দেশ্যটি ভুলিলে চলিবে না।

আলোচ্য শ্লোক দুইটির শেষেরটিতে আছে "পরিত্রাণায় সাধূনাং"। সাধুর কি বর্ণনা শ্রীশ্রীঠাকুর দিয়াছেন, তাহা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা কর্ত্তব্য। তিনি বলিয়াছেন :

"যাঁর মন প্রাণ অন্তরাত্মা ঈশ্বরে গত হয়েছে, তিনিই সাধু।...সাধু সর্ব্বদা ঈশ্বরচিন্তা করেন, ঈশ্বরীয় কথা বই কথা কন না। আর সর্ব্বভূতে ঈশ্বর আছেন জেনে তাদের সেবা করেন। মোটামুটি এইগুলি সাধুর লক্ষণ।" (ক ১।৯।২।১৩৩)

শ্রীভগবান গীতাতে ৯।৩০ শ্লোকে এমন পর্য্যন্ত বলিতেছেন, অতি দুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্যচিত্ত হইয়া আমাকে ভজনা করে তবে তাহাকে সাধু বলিয়া মনে করা উচিত। সাধুর রক্ষা অর্থে তাহার দেহের অবশ্যম্ভাবী বিনাশ নিবারণ করা বুঝায় না; তাহার সাধুত্ব রক্ষাই বুঝায়। অতএব অন্তরঙ্গ ভক্তের বেলাতে শ্রীভগবান তাহার সৎপ্রবৃত্তি রক্ষা করার কথা বলিতেছেন বুঝিতে হইবে। অবতারের জীবনাদর্শে এবং শিক্ষানৈপুণ্যে ইহা সংসাধিত হয়॥

শ্রীভগবান অবতারের আর একটি উদ্দেশ্য বলিয়াছেন, "বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।" এই প্রসঙ্গেও "দুষ্কৃতাম্" বলিতে "দুষ্কৃতকারিগণের" এই অর্থে না লইয়া "দুষ্প্রবৃত্তিগুলির" এই অর্থে লইলে সকল দিকের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা হয়। কারণ সকল অবতার অসুর নিধন করেন নাই। শ্রীবুদ্ধ, শ্রীষ্টদেব, চৈতন্যদেব এবং শ্রীশ্রীঠাকুর এই সব অবতারদের বেলাতে কোনও অসুরের বিনাশ দেখি না। যেখানে অসুর বধ হইয়াছে, সেখানেও পুরাণকারেরা বধ না বলিয়া উদ্ধার বলিয়াছেন। সুতরাং অসুর অর্থে আসুরী প্রবৃত্তি বুঝিলে সর্ব্বত্র সঙ্গতি বজায় থাকে। শ্রীভগবান গীতার ১৬।৪ শ্লোকে দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা এবং অজ্ঞান এগুলিকে আসুরী প্রবৃত্তি বলিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীঠাকুর বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া তাঁহার প্রণাম রূপ অস্ত্রে দম্ভ, দ , অভিমান ইত্যাদির বিনাশ সাধন করিয়াছেন, ইহা সুপ্রসিদ্ধ। আবার তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিলে ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞান এই তিনটি একই জিনিষের বিভিন্ন দিক মাত্র। তাই নিষ্ঠুরতার কথাই বলি। মাত্র ছয় দিন হইল পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করিয়াছেন। কিন্তু ৩০শে জুন, ১৮৮৪ তারিখে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের বিনয় বিনম্র ভাবে এতই মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন যে অত্যন্ত কাতর হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন :

"পণ্ডিত। আজ্ঞে, কিসে নিষ্ঠুর ভাবটা যায়? হাস্য দেখলে মাংসপেশী (muscles) স্নায়ু (nerves) মনে পড়ে! শোক দেখলে কি রকম nervous system মনে পড়ে!...

"আজ্ঞে, উপায় কি কিছুই নাই?—একটু মার্দ্দব—

"শ্রীরামকৃষ্ণ। আছে;—বিবেক। একটা গান আছে,—'বিবেক নামে তার বেটারে তত্ত্বকথা তায় সুধাবি।'

"বিবেক, বৈরাগ্য, ঈশ্বরে অনুরাগ—এই উপায়।" (ক ৩।৯।৪।৯৪)

"পণ্ডিত চলিয়া গেলে ঠাকুর হাসিয়া বলিতেছেন—ডাইলিউট (dilute) হয়ে গেছে এক দিনেই!—দেখলে কেমন বিনয়ী—আর সব কথা লয়!" (ক ৩।৯।৬।১০১)

শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শে ও কথাতে দম্ভ ও নিষ্ঠুরতার কেমন বিনাশ হইল![২২]

ভক্তের জন্য অবতার, শ্রীশ্রীঠাকুরের এই কথা স্মরণ রাখিলে ধর্ম্মসংস্থাপন অর্থে ভক্তের ধর্ম্মসঙ্কটের সমাধান বুঝিতে হইবে, যেমন অর্জ্জুনের বেলাতে হইয়াছিল। অবশ্য এমন সময়ও আসে যখন অনেকের মনে একই সঙ্কট উপস্থিত হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রকট লীলাকালে ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার এই দ্বন্দ্ব এবং সাকারবাদীদের মধ্যেও পরস্পরের প্রতি প্রবল বিদ্বেষ বিদ্যমান ছিল। "যত মত, তত পথ" শ্রীশ্রীঠাকুরের এই মহদুদার সমন্বয়-বাণীতে যাঁহারা শ্রদ্ধা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম্মদ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়াছিল এবং ধর্ম্মও সংস্থাপিত হইয়াছিল।

সে ধর্ম্ম কি? শ্রীশ্রীঠাকুর বুঝাইয়াছেন, ধর্ম্ম বাহিরের অনুষ্ঠান নয়,—ধর্ম্ম অন্তরের অনুরাগের অভিব্যক্তি। তিনি বলিয়াছেন :

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আন্তরিক হলে সব ধর্ম্মের ভিতর দিয়াই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবেরাও ঈশ্বরকে পাবে, শাক্তরাও পাবে, বেদান্তবাদীরাও পাবে, ব্রহ্মজ্ঞানীরাও পাবে; আবার মুসলমান, খ্রীষ্টান, এরাও পাবে! আন্তরিক হলে সবাই পাবে।" (ক ২।২।৫।২২)

"কথাটা এই, ঈশ্বরকে ভালবাসতে হবে; মা যেমন ছেলেকে ভালবাসে, সতী যেমন পতিকে ভালবাসে, বিষয়ী যেমন বিষয় ভালবাসে। এই তিনজনের ভালবাসা, এই তিন টান একত্র করলে যতখানি হয়, ততখানি ঈশ্বরকে দিতে পারলে তাঁর দর্শন লাভ হয়।" (ক ১।১।৫।২৭-৮)

শেষের শ্লোকের "যুগে যুগে" কথাটি প্রচলিত অর্থে গ্রহণ করিলে একটু অসঙ্গতি ঠেকে। শ্রীধর স্বামী এটি লক্ষ্য করিয়া "যুগে যুগে" পদের অর্থ করিয়াছেন "তৎ-তৎ-অবসরে"। ইহাতে ৪।৭ শ্লোকের সহিত সঙ্গতি রক্ষা হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীশ্রীঠাকুরের মতে অবতার অন্তরঙ্গ ভক্তের নিকটে তাহার প্রয়োজন মত আবির্ভূত হইয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এ বিষয়ে, আরও বলিয়াছেন:

"এ রকম আছে, দশ অবতার—চব্বিশ অবতার,—আবার অসংখ্য অবতার।[২৩] যেখানে তাঁর বিশেষ শক্তি প্রকাশ, সেখানেই অবতার। তাই তো আমার মত।" (ক ৩।২০।৩।২৪৪)

সুতরাং "যুগ" শব্দের অর্থ সত্য, দ্বাপরাদি যুগ নহে। যখনই ভক্তের সঙ্গে শ্রীভগবানের যোগের প্রয়োজন, তখনই তিনি অবতীর্ণ হন। "যুগ" এবং "যোগ" উভয়ই "যুজ" ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। বাংলাতেও "যুগ" কথাটি অনেক সময়ে "যুগ্ম" এই অর্থে ব্যবহার করা হয়, যেমন "পদযুগ"[২৪]। যুগ শব্দের এই অর্থ গ্রহণ করিলে বলিতে হয়, যিনি শ্রীভগবানে যুক্ত হওয়ার জন্য ব্যাকুল, শ্রীভগবান তাঁহারই নিকটে আবির্ভূত হন। শ্রীশ্রীঠাকুর এই যুক্ত হওয়ার বিষয়ে উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন:

"উপায় থাকবে না কেন? তাঁর শরণাগত হও, আর ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর, যাতে অনুকূল হাওয়া বয়—যাতে শুভযোগ ঘটে। ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তিনি শুনবেনই শুনবেন।" (ক ৩।১৭।৪।২১৭)

"ঈশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে খুঁজলে তাঁকে দর্শন হয়, তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়, কথা হয়, যেমন আমি তোমাদের সঙ্গে কথা কচ্ছি। সত্য বলছি দর্শন হয়!" (ক ১।১২।৩।১৭৬)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদিও আপাতদৃষ্টিতে আলোচ্য শ্লোক দুইটির উল্লিখিত ব্যাখ্যা ব্যক্তিগত এবং সঙ্কীর্ণ বলিয়া বোধ হয়, তথাপি একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বোঝা যাইবে যে প্রচলিত অর্থের সহিতও ইহার অসঙ্গতি নাই। ব্যাকুলতা এবং আগ্রহ দেশ কাল পাত্রের বাঁধ ভাঙ্গিয়া ছড়াইয়া পড়িলে অবতারের লীলাও সর্ব্বত্র, সর্ব্বসময়ে, সকলের মধ্যে অনুভূত হওয়ার পক্ষে বাধা ঘটে না।

১ (ঘ) অবতার-তত্ত্বে প্রতীতির ফল

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ (১০।৩)
জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥ (৪।৯)

যিনি জানেন আমার আদি নাই, জন্ম নাই, আমি সর্ব্বলোকের মহেশ্বর, তিনিই মোহবর্জ্জিত হইয়া সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। (১০।৩)

শ্রীভগবান সর্ব্বলোকের মহেশ্বর এ কথা বলাতে কী বুঝিতে হইবে তাহা তিনি পরবর্ত্তী ১০।৪ এবং ১০।৫ শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন। বুঝাইয়াছেন যে জ্ঞান, বুদ্ধি; সত্য, ক্ষমা; শম, দম; দান, তপস্যা; সন্তোষ, সাম্যবুদ্ধি; অহিংসা, অসংমোহ প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবই কেবল নয়,—সুখ, দুঃখ; উৎপত্তি, বিনাশ; ভয়, অভয়; যশঃ, অযশঃ প্রভৃতি যে সকল দ্বন্দ্ব মানুষকে বিভ্রান্ত করিয়া ফেলে সে সকল দ্বন্দ্বও তাঁহা হইতে উদ্ভূত। শ্রীভগবানের লীলার এই রহস্য যিনি অবধারণ করিতে পারেন, তাঁহার আর মোহ থাকে না এবং পাপও থাকে না। তাই বলিতেছেন:

যিনি আমার এই অপ্রাকৃত ঐশ্বরিক জন্ম ও কর্ম্মের বিষয় অবগত আছেন (অর্থাৎ যিনি জানেন আমি জন্মরহিত হইয়াও লোকানুগ্রহার্থ দেহ ধারণ করি এবং কর্ম্ম করিয়া থাকি), দেহ ত্যাগের পর আর তাঁহার পুনর্জন্ম হয় না। তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন। (৪।৯)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহার তাৎপর্য্য এই যে তিনি দিব্য ভাগবত জীবন লাভ করিয়া থাকেন।

ঈশ্বর তত্ত্ব জানিবার জন্য যাঁহাদের অন্তঃকরণ ব্যাকুল, তাঁহারা দিব্য প্রেরণায় শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইবেন। "ভাবমুখে স্থিত" শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহ এবং মন আশ্রয় করিয়া ঈশ্বরের যে ভাব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, তদ্দর্শনে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্ম-কর্ম্ম যে দিব্য তাঁহাদিগের এরূপ জ্ঞানের উদয় নিশ্চয়ই হইবে। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন :

"যে আন্তরিক ঈশ্বরকে ডাকবে তার এখানে আসতেই হবে! আসতেই হবে! দেখ, তাই হচ্ছে—সেই সব লোকই আসছে।

"এর ভিতরে কে আছেন, আমার বাপেরা জানত! বাপ গয়াতে স্বপ্নে দেখেছিলেন,—রঘুবীর বলছেন, 'আমি তোমার ছেলে হব।'

"এর ভিতরে তিনিই আছেন। কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ! একি আমার কর্ম্ম! স্ত্রী সম্ভোগ স্বপ্নেও হল না!

"ন্যাংটা [পরমহংসাচার্য্য তোতা পুরী] বেদান্তের উপদেশ দিলে। তিন দিনেই সমাধি। মাধবীতলায় ঐ সমাধি অবস্থা দেখে সে হতবুদ্ধি হয়ে বলছে, 'আরে এ কেয়ারে!' পরে সে বুঝতে পারলে—এর ভিতর কে আছে। তখন আমায় বলে, 'তুমি আমায় ছেড়ে দাও!' ও কথা শুনে আমার ভাবাবস্থা হয়ে গেল;—আমি সেই অবস্থায় বললাম, 'বেদান্ত বোধ না হলে তোমার যাবার যো নাই।'...

"এর ভিতর যিনি আছে, আগে থাকতে জানিয়ে দেয়, কোন থাকের ভক্ত আসবে। যাই দেখি গৌরাঙ্গরূপ সামনে এসেছেন, অমনি বুঝতে পারি, গৌর ভক্ত আসছে। যদি শাক্ত আসে, তা হলে শক্তিরূপ,—কালীরূপ—দর্শন হয়।

"কুঠীর উপর থেকে আরতির সময় চেঁচাতাম, 'ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়।' দেখ, এখন সব ক্রমে ক্রমে এসে জুটছে!

"এর ভিতর যিনি নিজে রয়েছেন—যেন নিজে থেকে এই সব ভক্ত লয়ে কাজ করছেন।" (ক ৪।২৪।৩।২৮১-২)

"ভক্ত এখানে যারা আসে—দুই থাক। এক থাক বলছে, 'আমায় উদ্ধার কর, হে ঈশ্বর!' আর এক থাক, তারা অন্তরঙ্গ; তারা ওকথা বলে না। তাদের দুটি জিনিষ জানলেই হল; প্রথম আমি (শ্রীরামকৃষ্ণ) কে! তারপর তারা কে—আমার সঙ্গে সম্বন্ধ কি?" (ক ৪।১৪।১।১১৫)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই তত্ত্ব জানার জন্য শ্রীভগবানের দিব্য লীলার অনুধ্যান একটি শ্রেষ্ঠ সাধনা। পরে ইহা কেহ কেহ বুঝিতে পারিলেও প্রথমে অনেকেই বুঝেন নাই। শ্রীশ্রীঠাকুর কিন্তু প্রথম হইতেই যাঁহাকে যে ভাবে বলিলে সুবিধা হয় সেই ভাবে তাঁহাকে প্রেরণা দিতেন। শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র হাজরা মহাশয় কখনও কখনও শ্রীশ্রীঠাকুরকে অবতার বলিয়া মানিতেন, আবার কখনও বা মানিতেন না: শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে বলিতেছেন:

"তুমি যখন জপ একদিন করছিলে—বাহে থেকে এসে বললাম, 'মা, একি হীনবুদ্ধি, এখানে এসে মালা নিয়ে জপ করছে!—যে এখানে আসবে তার একবারে চৈতন্য হবে। তার মালা জপা অত করতে হবে না।' তুমি কলকাতায় যাও না—দেখবে হাজার হাজার মালা জপ করছে—খানকি পর্য্যন্ত!" (ক ৪।২১।৫।২২৪)

শ্রীশ্রীঠাকুর ইংরাজীনবিশ ভক্তদের বলিতেছেন:

"ছাখ, ধ্যান করতে বসবার আগে একবার (আপনাকে দেখাইয়া) একে ভেবে নিবি। কেন বলছি?—এখানকার উপর তোদের বিশ্বাস আছে কি না। একে ভাবলেই তাঁকে (ভগবানকে) মনে পড়ে যাবে। ঐ যে গো, যেমন গরুর পাল দেখলেই রাখালকে মনে পড়ে,—ছেলেকে দেখলেই তার বাপের কথা মনে পড়ে;—উকীল দেখলেই কাছারীর কথা মনে পড়ে,—সেই রকম, বুঝলে কিনা? মন নানান জায়গায় ছড়িয়ে থাকে কি না, একে ভাবলেই মনটা এক জায়গায় গুটিয়ে আসবে, আর সেই মনে ঈশ্বরকে চিন্তা করলে তাতে ঠিক ঠিক ধ্যান লাগবে—এই জন্যে বলছি।" (গু-পূ ২।৯৩-৪)

আবার মাষ্টার মহাশয়কে বলিতেছেন:

"আচ্ছা, এরা যে সব একাসনে চুপ করে বসে আছে, আর আমায় দেখে—কথা নাই, গান নাই, এতে কি দেখে?" (ক ৩।২১।৫।২৬১)

"দ্বিজর কি অবস্থা! কেবল গা দোলায় আর আমার পানে তাকিয়ে থাকে। এ কি কম? সব মন কুড়িয়ে যদি আমাতে এল, তা হলে তো সবই হল।

"আমি আর কি?—তিনি।...এর (আমার) ভিতর ঈশ্বরের সত্তা রয়েছে! তাই এত লোকের আকর্ষণ বাড়ছে। ছুঁয়ে দিলেই হয়। সে টান, সে আকর্ষণ ঈশ্বরেরই আকর্ষণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"তারক (বেলঘরের) ওখান থেকে (দক্ষিণেশ্বর থেকে) বাড়ী ফিরে যাচ্ছে। দেখলাম, এর ভিতর থেকে শিখার ন্যায় জ্বল জ্বল করতে করতে কি বেরিয়ে গেল,—পেছু পেছু।

"কয়েক দিন পরে তারক আবার এল (দক্ষিণেশ্বরে)। তখন সমাধিস্থ হয়ে তার বুকে পা দিলে—এর ভিতর যিনি আছেন।" (ক ৪।২৩।২।২৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট বারংবার যাতায়াতের ফলে তাঁহার সম্বন্ধে চিন্তা প্রথমে উদিত হয়। এই চিন্তা যতই গভীর হইতে গভীরতর হইতে থাকে, বিশ্বাসও ততই বাড়িতে থাকে। পরিশেষে সমস্ত পাপ দূরীভূত হয়।

"তিনি বলিতেন, 'এখানে এলে গেলেই হবে, আর কিছু করতে হবে না'।" (শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক সংগৃহীত "আদি ও অমৃতময় শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও উপদেশ" [১৩০১ সাল] গ্রন্থের প্রথমাংশ "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা" ৭৪ পৃষ্ঠা।)

২৩শে অক্টোবর, ১৮৮৫ তারিখে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের সহিত নিম্নলিখিত আলাপ হইতেছে:

"ডাক্তার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। কাল রাত তিনটার সময় আমি তোমার জন্য বড় ভেবেছিলুম। বৃষ্টি হল, ভাবলুম দোরটোর খুলে রেখেছে—না কি করেছে, কে জানে!

"শ্রীরামকৃষ্ণ ডাক্তারের স্নেহ দেখিয়া প্রসন্ন হইয়াছেন। আর বলিতেছেন, 'বল কি গো'!" (ক ৪।২৭।৩।৩০৫)

ইহার সাত দিন পরে ৩০শে অক্টোবর তারিখে শ্রীশ্রীঠাকুর ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের সম্বন্ধে বলিতেছেন:

"এখানকার কথা ভাবছে! ক্রমে শ্রদ্ধা হচ্ছে। একবারে অহংকার কি যায় গা! অত বিদ্যা, মান! টাকা হয়েছে! কিন্তু এখানকার কথাতে অশ্রদ্ধা নাই।" (ক ৩।২১।৪।২৬১)

এইরূপ শ্রদ্ধার সহিত চিন্তা করিতে করিতে—

২৫"বিশ্বাস যত বাড়বে, জ্ঞানও তত বাড়বে।" (ক ১।১৫।৩।২৬১)

"বিশ্বাস হয়ে গেলেই হল। বিশ্বাসের চেয়ে আর জিনিষ নাই।

"বিশ্বাসের কত জোর তা তো শুনেছ? পুরাণে আছে, রামচন্দ্র যিনি সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, তাঁর লঙ্কায় যেতে সেতু বাঁধতে হল। কিন্তু হনুমান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাম নামে বিশ্বাস করে লাফ দিয়ে সমুদ্রের পারে গিয়ে পড়ল! তার সেতুর দরকার নাই।

"বিভীষণ একটি পাতায় রাম নাম লিখে, ঐ পাতাটি একটি লোকের কাপড়ের খোঁটে বেঁধে দিছল। সে লোকটি সমুদ্রের পারে যাবে! বিভীষণ তাকে বললে, 'তোমার ভয় নাই, তুমি বিশ্বাস করে জলের উপর দিয়ে চলে যাও; কিন্তু দেখো, যাই অবিশ্বাস করবে, অমনি জলে ডুবে যাবে।' লোকটি বেশ সমুদ্রের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছিল! এমন সময়ে তার ভারি ইচ্ছা হল যে কাপড়ের খোঁটে কি বাঁধা আছে একবার দেখে। খুলে দেখে যে, কেবল রামনাম লেখা রয়েছে। তখন সে ভাবলে, এ কি! শুধু রামনাম একটি লেখা রয়েছে! যাই অবিশ্বাস, অমনি ডুবে গেল।

"যার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, সে যদি মহাপাতক করে—গো, ব্রাহ্মণ, স্ত্রী হত্যা করে, তবুও ভগবানের এই বিশ্বাসের বলে ভারি ভারি পাপ থেকে উদ্ধার হতে পারে। সে যদি বলে, আর আমি এমন কাজ করব না, তার কিছুতেই ভয় হয় না।

"এই বলিয়া ঠাকুর গান ধরিলেন—

'আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে, না তার কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী॥
নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রূণ, সুরাপান আদি বিনাশি নারী।
এ সব পাতক, না ভাবি তিলেক, ব্রহ্মপদ নিতে পারি'।"[২৬]

(ক ১।১।৭।৩৪-৫)

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আন্তরিক ব্যাকুলতা থাকিলে দিব্য প্রেরণাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গলাভ ঘটিয়া থাকে এবং এই সঙ্গের ফলে ঐ ভক্তের দিব্য জন্মকর্ম্মের সম্বন্ধে তত্ত্ব-জ্ঞানের সঞ্চার হয়। উদ্ধৃত শ্লোক দুইটির শেষেরটিতে শ্রীভগবান বলিয়াছেন ঈদৃশ ভক্তের জীবন ভাগবত জীবন। তাঁহার আর কর্ম্ম বন্ধন কোথায় যে তাঁহার পুনর্জন্ম ঘটিবে?

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ-কার লিখিয়াছেন:

"ঠাকুর ... আমাদিগকে স্বয়ং অনেক সময় বলিতেন—'যার শেষ জন্ম সেই এখানে আসবে—যে ঈশ্বরকে একবারও ঠিক ঠিক ডেকেছে, তাকে এখানে আসতে হবেই হবে'।" (গু-উ ৪।২১৭)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আত্ম-তত্ত্ব

২ (ক) আত্মা অবিনাশী

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্॥ (২।১২)
য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥ (২।১৯)
ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বাহভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ (২।২০)
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোহপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা—
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ (২।২২)

পূর্ব্বে আমি ছিলাম না, অথবা তুমি ছিলে না, অথবা এই রাজারা ছিলেন না, এমন নয় [অর্থাৎ পূর্ব্বে সকলেই আমরা আত্মরূপে ছিলাম]। আর পরেও যে আমরা সকলে থাকিব না, তাহাও নয়। (২।১২)

যে আত্মাকে হন্তা বলিয়া জানে, অথবা উহাকে হত বলিয়া মনে করে, তাহারা উভয়েই জানে না যে আত্মা কাহাকেও হত্যা করে না এবং কাহারও দ্বারা নিহত হন না। (২।১৯)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই আত্মা কখনও জন্মেন না বা মরেন না। আবার [অন্যান্য জাত বস্তুর ন্যায়] পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন না, পরে বিদ্যমান হইলেন, এরূপ নয়; তাই ইনি অজ। [আবার এখন থাকিয়া ভবিষ্যতে থাকিবেন না, এমনও নয়; তাই] ইনি নিত্য। ইঁহার পরিবর্ত্তন নাই; ইনি শাশ্বত। ইনি চিরনবীনতায় বিদ্যমান; ইনি সনাতন। শরীর হত হইলেও ইনি নিহত হন না। (২।২০)

মানুষ যেমন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, আত্মাও সেইরূপ জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন শরীর গ্রহণ করেন। (২।২২)

আত্মার অবিনাশিতার বিষয় শ্রীশ্রীঠাকুর নানা ভাবে বুঝাইয়াছেন ঃ

"পূর্ণজ্ঞান হলে মরা মারা এক বোধ হয়। মলেও কিছু মরে না—মেরে ফেললেও কিছু মরে না। যাঁরই লীলা, তাঁরই নিত্য। সেই একরূপে নিত্য, একরূপে লীলা। লীলারূপ ভেঙ্গে গেলেও নিত্য আছেই। জল স্থির থাকলেও জল,—হেললে দুললেও জল। হেলে দোলা থেমে গেলেও সেই জল।" (ক ৪।২৩।৩।২৫৪)

এই বিষয়ে নিজের উপলব্ধির বর্ণনা দিতেছেন ঃ

"আবার এমন অবস্থা হয় যে, দেখি সর্ব্বভূতে ঈশ্বর, পিঁপড়েতেও তিনি। এ অবস্থায় হঠাৎ কোন প্রাণী মরলে এই সান্ত্বনা হয় যে, তার দেহ মাত্র বিনাশ হল। আত্মার জন্মমৃত্যু নাই।" (ক ৫।৪।২।৩৬)

"আগে কই মাছ জাইয়ে রাখা দেখে আশ্চর্য্য হতুম; মনে করতুম এরা কী নিষ্ঠুর, এদের শেষকালে হত্যা করবে! অবস্থা যখন বদলাতে লাগল, তখন দেখি যে, শরীরগুলো খোল মাত্র! থাকলেও এসে যায় না, গেলেও এসে যায় না।" (ক ৩।১৫।৩।১৮৯)

"দেখো, এই ছেলেটি (এঁড়েদয়ের বিষ্ণু) শরীর ত্যাগ করেছে শুনলুম, মনটা খারাপ হয়ে রয়েছে। এখানে আসত, স্কুলে পড়ত, কিন্তু বলত সংসার ভাল লাগে না। পশ্চিমে গিয়ে কোন আত্মীয়ের কাছে কিছুদিন ছিল—সেখানে নির্জ্জনে, মাঠে, বনে, পাহাড়ে সর্ব্বদা বসে ধ্যান করত। বলেছিল যে, কত কি ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"বোধ হয়—শেষ জন্ম। পূর্ব্বজন্মে অনেক কাজ করা ছিল। একটু বাকী ছিল, সেইটুকু বুঝি এবার হয়ে গেল।" (ক ১।৪।১।৭৯)

"যদি ঈশ্বরের দর্শন হয়ে কেউ শরীর ত্যাগ করে, তাকে আত্মহত্যা বলে না। সে শরীর-ত্যাগে দোষ নাই। জ্ঞান লাভের পর কেউ কেউ শরীর ত্যাগ করে। যখন সোনার প্রতিমা একবার মাটীর ছাঁচে ঢালাই হয়, তখন মাটীর ছাঁচ রাখতেও পারে, ভেঙ্গে ফেলতেও পারে।

"অনেক বছর আগে বরাহনগর থেকে একটী ছোকরা আসত। উমের কুড়ি বছর হবে। গোপাল সেন। যখন এখানে আসত, তখন এত ভাব হত যে হৃদয়কে ধরতে হত—পড়ে গিয়ে পাছে হাত পা ভেঙ্গে যায়। সে ছোকরা একদিন হঠাৎ আমার পায়ে হাত দিয়ে বললে, 'আর আমি আসতে পারব না—তবে আমি চললুম।' কিছুদিন পরে শুনলাম যে, সে শরীর ত্যাগ করেছে।" (ক ১।৪।১।৮০)

শ্রীশ্রীঠাকুর এই বিষয়ে আরও পরিষ্কার ভাবে বলিতেছেন :

"কবিরাজেরা বোতলের ভিতর মকরধ্বজ তৈয়ার করে। চারিদিকে মাটি দিয়ে আগুনে ফেলে রাখে। বোতলের ভিতর যে সোনা আছে, সেই সোনা আগুনের তাতে আরও অন্য জিনিষের সঙ্গে মিশে মকরধ্বজ হয়। তখন কবিরাজ বোতলটি লয়ে আস্তে আস্তে ভেঙ্গে ভিতরের মকরধ্বজ রেখে দেয়। তখন বোতল থাকলেই বা কি, আর গেলেই বা কি?" (ক ২।৭।২।৬৬)

"দেহ আর আত্মা। দেহ হয়েছে; আবার যাবে। আত্মার মৃত্যু নাই। যেমন সুপারি; পাকা সুপারি ছাল থেকে আলাদা হয়ে থাকে; কাঁচা বেলায় ফল আলাদা, আর ছাল আলাদা করা বড় শক্ত। তাঁকে দর্শন করলে, তাঁকে লাভ করলে, দেহ বুদ্ধি যায়; তখন দেহ আলাদা, আত্মা আলাদা বোধ হয়।" (ক ২।১০।২।৮৪)

"যতক্ষণ দেহবুদ্ধি ততক্ষণ সুখ দুঃখ, জন্ম মৃত্যু, রোগ শোক। দেহেরই এই সব, আত্মার নয়। দেহের মৃত্যুর পর তিনি হয় তো ভাল জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন—যেমন প্রসব বেদনার পর সন্তান লাভ। আত্মজ্ঞান হলে সুখ দুঃখ জন্ম মৃত্যু, স্বপ্নবৎ বোধ হয়।" (ক ৫।৭।৩।৬৬)

উপযুক্ত পুত্র বিয়োগে একান্ত কাতর বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত মণিমোহন মল্লিকের শোকোচ্ছ্বাস শুনিতে শুনিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের অর্দ্ধবাহ্য দশা উপস্থিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি সমাধি নিমগ্ন হইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"সমাধি ভঙ্গ হইলে তিনি মণিমোহনের নিকটে বসিয়া বলিতে লাগিলেন—

"আহা! পুত্রশোকের মত আর কি জ্বালা আছে? খোলটা (দেহ) থেকে বেরোয় কি-না? খোলটার সঙ্গে সম্বন্ধ—যত দিন খোলটা থাকে তত দিন থাকে।

"এই বলিয়া ঠাকুর নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয়ের মৃত্যুর কথা দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাহাকে বলিতে লাগিলেন। ··· বলিলেন—'অক্ষয় মলো—তখন কিছু হল না। কেমন করে মানুষ মরে, বেশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম। দেখলুম—যেন খাপের ভিতর তলোয়ার খানা ছিল, সেটাকে খাপ থেকে বার করে নিলে; তলোয়ারের কিছু হল না—যেমন তেমনই থাকল,—খাপটা পড়ে রইল! দেখে খুব আনন্দ হল,—খুব হাসলুম গান করলুম, নাচলুম! তার শরীরটাকে তো পুড়িয়ে-ঝুড়িয়ে এল; তার পরদিন (ঘরের পূর্ব্বে, কালীবাড়ীর উঠানের সামনের বারাণ্ডার দিকে দেখাইয়া), ঐখানে দাঁড়িয়ে আছি আর দেখছি কি—যেন প্রাণের ভিতরটায়, গামছা যেমন নেংড়ায়, তেমনি নেংড়াচ্ছে,—অক্ষয়ের জন্য প্রাণটা এমনি করছে! ভাবলুম, মা, এখানে (আমার) পোঁদের কাপড়ের সঙ্গেই সম্বন্ধ নেই, তা ভাইপোর সঙ্গে তো কতই ছিল! এখানেই (আমার) যখন এ রকম হচ্ছে তখন গৃহীদের শোকে কি না হয়!—তাই দেখাচ্ছিস বটে?"[২৮] (গু-পূ ১।২৫-৬)

২ (খ) আত্মা নির্লিপ্ত

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মাঽয়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥ (১৩।৩১)
যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥ (১৩।৩২)
যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত॥ (১৩।৩৩)
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্॥ (১৩।৩৪)

হে কৌন্তেয়, অনাদি ও নির্গুণ বলিয়া এই আত্মা অবিকারী; অতএব দেহে থাকিয়াও তিনি কিছুই করেন না এবং কিছুতেই তিনি লিপ্ত হন না। (১৩।৩১)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেরূপ সর্ব্বব্যাপী আকাশ অতিসূক্ষ্ম বলিয়া কিছুতেই লিপ্ত হয় না সেইরূপ আত্মা সর্ব্বদেহে অবস্থিত থাকিয়াও কিছুতেই লিপ্ত হন না। (১৩।৩২)

হে ভারত, যেমন এক সূর্য্য সমগ্র জগৎকে প্রকাশিত করেন, সেইরূপ এক ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ আত্মা যাবতীয় ক্ষেত্র অর্থাৎ দেহকে প্রকাশিত করেন। (১৩।৩৩)

৬ (ক) "প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগে সৃষ্টি" শীর্ষক অনুচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে যে, ক্ষেত্র বলিতে ব্যষ্টিগত ভাবে দেহ ও সমষ্টিগত ভাবে প্রকৃতি, এবং ক্ষেত্রজ্ঞ বলিতে জীবাত্মা, পরমপুরুষ, পরমাত্মা ইত্যাদি বিবিধ শব্দ শ্রীভগবান বিভিন্ন শ্লোকে ব্যবহার করিয়াছেন। ১৩।২ শ্লোকে বলিয়াছেন, "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত", হে ভারত, [অর্থাৎ জ্ঞান-নিষ্ঠ], সমস্ত ক্ষেত্রে আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিও। এই জ্ঞান পরম জ্ঞান।

যাঁহারা জ্ঞানচক্ষু সহকারে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের এই প্রভেদ এবং ভূতসমূহের [মূল] প্রকৃতি [অবিদ্যা] হইতে মুক্তিই বা কি প্রকার, তাহা জানিতে পারেন, তাঁহারা পরম পদ অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। (১৩।৩৪)

আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন, "সমস্তাধ্যায়ার্থোপসংহারার্থোঽয়ং শ্লোকঃ," এই শ্লোকটি সমগ্র ত্রয়োদশ অধ্যায়ের তত্ত্বের উপসংহারস্বরূপ; সর্ব্বশেষ শ্লোক বলিয়াও বটে এবং সার সংগ্রহ বলিয়াও বটে। এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রীভগবান বলিয়াছেন, "ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্ জ্ঞানং মতং মম", ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে পার্থক্যজ্ঞান সেই জ্ঞানই জ্ঞান, ইহাই আমার অভিমত।

পূর্ব্ববর্ত্তী ২ (ক) অনুচ্ছেদের ২।২০ শ্লোকে "ন জায়তে" এই বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। এই জন্য উল্লিখিত প্রথম শ্লোকের "অনাদি" শব্দের দ্বারা "কালের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন"—অর্থাৎ আত্মা যে শুধু দেশাতীত নন, কালাতীতও এবং এই হিসাবেও তিনি সর্ব্বব্যাপী এই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী শ্লোকগুলিতেও এই সর্ব্বব্যাপিত্বই নানা ভাবে বুঝান হইয়াছে।

দেহ, মন, বুদ্ধি সবই সৃষ্ট পদার্থ,—সবই সগুণ, সুতরাং আত্মা হইতে পারে না। আত্মা যে নির্গুণ। সে সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন :

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আমি কে এইটি খুঁজতে গেলে তাঁকেই পাওয়া যায়। আমি কি মাংস, না হাড়, না রক্ত, না মজ্জা;—না মন, না বুদ্ধি? শেষে বিচারে দেখা যায় যে আমি এসব কিছুই নয়। 'নেতি', 'নেতি'। আত্মা ধরবার ছোঁবার যো নাই। তিনি নির্গুণ—নিরুপাধি।" (ক ৪।১।৫।১১)

"যিনি শুদ্ধ-আত্মা, তিনি নির্লিপ্ত। তাঁতে মায়া বা অবিদ্যা আছে। এই মায়ার ভিতরে তিন গুণ আছে—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। যিনি শুদ্ধ-আত্মা, তাঁতে এই তিন গুণ রয়েছে, অথচ তিনি নির্লিপ্ত। আগুনে যদি নীলবড়ি ফেলে দাও, নীল শিখা দেখা যায়: রাঙ্গা বড়ি ফেলে দাও, লাল শিখা দেখা যায়। কিন্তু আগুনের আপনার কোন রং নাই।[২৯]

"জলে নীল রং ফেলে দাও, নীল জল হবে। আবার ফটকিরি ফেলে দিলে জলেরই সেই রং। (ক ৪।২১।৩।২১৪)

"এই জগতে বিদ্যামায়া অবিদ্যামায়া দুইই আছে; জ্ঞানভক্তি আছে আবার কামিনী কাঞ্চনও আছে; সৎও আছে, অসৎও আছে; ভালও আছে, আবার মন্দও আছে। কিন্তু ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। ভালমন্দ জীবের পক্ষে; তাঁর ওতে কিছু হয় না।

"যেমন প্রদীপের সম্মুখে কেউ বা ভাগবত পড়ছে, আর কেউ বা জাল করছে। প্রদীপ নির্লিপ্ত।

"যদি বল, দুঃখ পাপ অশান্তি এ সকল তবে কি? তার উত্তর এই যে, ওসব জীবের পক্ষে। ব্রহ্ম[৩০] নির্লিপ্ত।" (ক ৩।১।৩।৮)

আত্মা সর্ব্ব অবস্থায় নির্লিপ্ত। দেহে অবস্থিত হইয়াও নির্লিপ্ত।

"চণ্ডাল মাংসের ভার নিয়ে যাচ্ছিল। শঙ্করাচার্য্য গঙ্গা নেয়ে কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। চণ্ডাল হঠাৎ তাঁকে ছুঁয়ে ফেলেছিল। শঙ্কর বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তুই আমায় ছুঁয়ে ফেললি'! সে বললে, 'ঠাকুর, তুমিও আমায় ছোঁও নাই, আমিও তোমায় ছুঁই নাই! তুমি বিচার কর!' ... শুদ্ধ আত্মা নির্লিপ্ত—সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণ;—কোন গুণে লিপ্ত নয়।" (ক ৩।২৪।৩।২৮২)

উল্লিখিত ১৩।৩১ শ্লোকে শুধু "ন লিপ্যতে" বলেন নাই, বলিয়াছেন "ন করোতি"। এই দুই বিষয়েই শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন:

"শুদ্ধাত্মা নির্লিপ্ত; বিদ্যা, অবিদ্যা তাঁর ভিতর দুইই আছে, তিনি নির্লিপ্ত। বায়ুতে কখনও সুগন্ধ, কখনও দুর্গন্ধ পাওয়া যায়: কিন্তু বায়ু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্লিপ্ত। ব্যাসদেব যমুনা পার হচ্ছিলেন, গোপীরাও সেখানে উপস্থিত। তাঁরাও পারে যাবেন—দধি, দুধ, ননী বিক্রি করতে যাচ্ছেন। কিন্তু নৌকা ছিল না; কেমন করে পারে যাবেন—সকলে ভাবছেন। এমন সময় ব্যাসদেব বললেন, 'আমার বড় ক্ষুধা পেয়েছে।' তখন গোপীরা তাঁকে ক্ষীর, সর, ননী সমস্ত খাওয়াতে লাগলেন। ব্যাসদেব প্রায় সমস্ত খেয়ে ফেললেন!

"তখন ব্যাসদেব যমুনাকে সম্বোধন করে বলছেন—'যমুনে, আমি যদি কিছু না খেয়ে থাকি, তা হলে তোমার জল দুই ভাগ হবে আর মাঝের রাস্তা দিয়ে আমরা চলে যাব।' ঠিক তাই হল! যমুনা দুই ভাগ হয়ে গেলেন, মাঝে ওপারে যাবার পথ। সেই পথ দিয়ে ব্যাসদেব ও গোপীরা পার হয়ে গেলেন!

'আমি খাই নাই' তার মানে এই যে আমি সেই শুদ্ধাত্মা। শুদ্ধাত্মা নির্লিপ্ত;—প্রকৃতির পার। তাঁর ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই! জন্ম মৃত্যু নাই—অজর-অমর-সুমেরুবৎ।" (ক ৩।১২।২।১৩৪)

"শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি)। তুমি শুদ্ধাত্মাকে ঈশ্বর বল কেন? শুদ্ধাত্মা নিষ্ক্রিয়, তিন অবস্থার সাক্ষিস্বরূপ। ..... শুদ্ধাত্মা কিরূপ? যেমন চুম্বক পাথর অনেক। দূরে আছে, কিন্তু ছুঁচ নড়ছে—চুম্বক পাথর চুপ করে আছে—নিষ্ক্রিয়।" (কৃক ১।১৩।৭।২১৮)

যেমন আকাশ সর্ব্বব্যাপী হওয়া সত্ত্বেও সূক্ষ্মতা-প্রযুক্ত সুগন্ধ দুর্গন্ধ, ধূলা-বালি ইত্যাদি কিছুতেই লিপ্ত হয় না তেমনি আত্মা সর্ব্বদেহে অবস্থিত থাকিলেও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বলিয়া সর্ব্বতোভাবে নির্লিপ্ত। শ্রীশ্রীঠাকুর এই সূক্ষ্মতার নিম্নলিখিত বর্ণনা দিতেছেন:

"শুদ্ধ-আত্মাকে দেখা যায় না। জলে লবণ মিশ্রিত থাকলে লবণকে চক্ষের দ্বারা দেখা যায় না।

"যিনি শুদ্ধ আত্মা মহাকারণ—কারণের কারণ। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, মহাকারণ। পঞ্চভূত স্থূল। মন বুদ্ধি অহংকার, সূক্ষ্ম। প্রকৃতি বা আদ্যা শক্তি সকলের কারণ। ব্রহ্ম বা শুদ্ধ আত্মা কারণের কারণ।" (ক ৪।২১।৩।২১৪)

শ্রীশ্রীঠাকুরও আকাশের উপমা দিয়াছেন:

"বেদান্তবাদীরা বলে, আত্মা নির্লিপ্ত। সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, এ সব আত্মার কোন অপকার করতে পারে না;—তবে দেহাভিমানী লোকদের কষ্ট দিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে। ধোঁয়া দেওয়াল ময়লা করে, আকাশের কিছু করতে পারে না। কৃষ্ণকিশোর জ্ঞানীদের মত বলত, আমি খ—অর্থাৎ আকাশবৎ। তা সে পরম ভক্ত, তার মুখে ও কথা বরং সাজে, কিন্তু সকলের মুখে নয়।"[৩১] (ক ১।৭।১।১১১)

সূর্য্যের সঙ্গে আত্মার উপমার তাৎপর্য্য এই যে এক সূর্য্য যেমন সমস্ত জগৎ প্রকাশিত করেন অথচ নির্লিপ্ত, এক আত্মাও তেমনি সমস্ত ক্ষেত্র বা দেহ প্রকাশ করিলেও স্বীয় পার্থক্য অক্ষুণ্ণ রাখেন।

"সূর্য্য শিষ্টের উপর আলো দিচ্ছে, আবার দুষ্টের উপরও দিচ্ছে।" (ক ৩।১।৩৮)

"সুরাতে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব আর গঙ্গাজলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব এ দুয়ে কি ভেদ আছে?"[৩২] (ক ৫।৮।১।৭৩)

"অন্তরে বাহিরে; দুই দেখছি! অখণ্ড সচ্চিদানন্দ! সচ্চিদানন্দ কেবল একটা খোল আশ্রয় করে এই খোলের অন্তরে বাহিরে রয়েছেন! এইটি দেখছি।....

"সব দেখছি একটা একটা খোল নিয়ে মাথা নাড়ছে।" (ক ২।২৭।৪।২৭৬)

দেহে আত্মবোধ অজ্ঞান; দেহাত্মবিবেক অর্থাৎ দেহ ও আত্মার পার্থক্য বোধই জ্ঞান। শ্রীশ্রীঠাকুর ইহা নানা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়াছেন:

"যার এই ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে, সে জীবন্মুক্ত! সে ঠিক বুঝতে পারে যে আত্মা আলাদা আর দেহ আলাদা। ভগবানকে দর্শন করলে দেহাত্মবুদ্ধি আর থাকে না! দুটি আলাদা। যেমন নারিকেলের জল শুকিয়ে গেলে শাঁস আলাদা আর খোল আলাদা হয়। আত্মাটি যেন দেহের ভিতর নড় নড় করে। তেমনি বিষয়বুদ্ধি রূপ জল শুকিয়ে গেলে আত্মজ্ঞান হয়। আত্মা আলাদা আর দেহ আলাদা বোধ হয়। ... কাঁচা বাদামের ভিতরের .... বাদাম ছাল থেকে তফাৎ করা যায় না।

"কিন্তু পাকা অবস্থায় ... বাদাম আলাদা ও ছাল আলাদা হয়ে যায়। পাকা অবস্থায় রস শুকিয়ে যায়। ব্রহ্মজ্ঞান হলে বিষয় রস শুকিয়ে যায়।" (ক ৩।১২।২।১৩৫)

"যতক্ষণ দেহটা আছে ততক্ষণ যত্ন করতে হয়।

"কিন্তু দেখছি যে, এটা আলাদা। কামিনী কাঞ্চনের উপর ভালবাসা যদি একেবারে চলে যায়, তা হলে ঠিক বুঝতে পারা যায় যে দেহ আলাদা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর আত্মা আলাদা। ··· যেমন খাপ আর তরবার—খাপ আলাদা, তরবার আলাদা। (ক ৪।২৭।৩।৩০৫)

"কি দেখছি জান? শরীরটা যেন বাঁখারি সাজান কাপড় মোড়া, সেইটে নড়চে। ভিতরে একজন আছে বলে তাই নড়ছে।

"যেন কুমড়ো শাঁস বীচি ফেলা। ভিতরে কামাদি আসক্তি কিছুই নাই। ভিতরে সব পরিষ্কার।" (ক ২।২৭।৪।২৭৫)

"দেখছি যখন তাঁতে মনের যোগ হয়, তখন কষ্ট একধারে পড়ে থাকে।

"এখন কেবল দেখছি একটা চামড়া ঢাকা অখণ্ড, আর এক পাশে গলার ঘাটা পড়ে রয়েছে।" (ক ২।২৭।৪।২৭৬)

"মানুষকেও আমি ঠিক সেইরূপ দেখি। তিনিই যেন মানুষ-শরীরটাকে লয়ে হেলে দুলে বেড়াচ্চেন,—যেমন ঢেউয়ের উপর একটা বালিস ভাসছে—বালিসটা এদিক ওদিক নড়তে নড়তে চলে যাচ্ছে; কিন্তু ঢেউ লেগে একবার উঁচু হচ্ছে আবার ঢেউয়ের সঙ্গে নীচে এসে পড়ছে।" (ক ৩।৮।১।৭৬)

শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষয়ে "সেজবাবুর" অর্থাৎ শ্রীযুক্ত মথুরা মোহনের দর্শনের কথা বলিতেছেন:

"সেজবাবু বললে, 'বাবা, তোমার ভিতরে আর কিছু নাই,—সেই ঈশ্বর আছেন। দেহটা কেবল খোল মাত্র,—যেমন বাহিরে কুমড়োর আকার কিন্তু ভিতরে শাঁস বীচি কিছুই নাই। তোমায় দেখলাম, যেন ঘোমটা দিয়ে কেউ চলে যাচ্ছে'!" (ক ৪।৮।২।৫৩)

২ (গ) আত্ম জ্ঞানের উপায়

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥ (৬।৫)
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥ (৬।৬)

প্রকৃত পক্ষে আত্মা একটিই। কিন্তু এই দুই শ্লোকে আত্মা শব্দটি বিভিন্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; এই কথা স্মরণ রাখিলে শ্লোক দুইটির অর্থ এই রূপ হইবে :

বিবেক-যুক্ত মনের দ্বারা নিজেই নিজেকে [প্রকৃতির বন্ধন হইতে] উদ্ধার করিবে; নিজেকে অধোগামী করিবে না; নিজের শুদ্ধ মন নিজের বন্ধু; নিজের আসক্ত মন নিজের শত্রু। (৬।৫)

যে বিবেক-যুক্ত মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত হইয়াছে সেই মনই নিজের বন্ধু; অজিতাত্মার বিবেকশূন্য মন শত্রুর ন্যায় অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হয়। (৬।৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর স্পষ্ট ভাবে বুঝাইয়াছেন আসক্ত মনের দ্বারা আত্মাকে জানা যায় না; তিনি শুদ্ধ মনের গোচর। আরও বলিতেছেন, শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি, শুদ্ধ আত্মা একই :

"যতক্ষণ মনের দ্বারা বিচার ততক্ষণ নিত্যেতে পৌছান যায় না। মনের দ্বারা বিচার করতে গেলেই জগৎকে ছাড়বার যো নাই,—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ—ইন্দ্রিয়ের এই সকল বিষয়কে ছাড়বার যো নাই। বিচার বন্ধ হলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান। এ মনের দ্বারা আত্মাকে জানা যায় না। আত্মার দ্বারাই আত্মাকে জানা যায়। শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি, শুদ্ধ আত্মা, একই।" (ক ৪।২৩।৩।২৫৫)

"এ মনের গোচর নয় বটে—কিন্তু শুদ্ধ মনের গোচর। এ বুদ্ধির গোচর নয়—কিন্তু শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর। কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি গেলেই, শুদ্ধ মন আর শুদ্ধ বুদ্ধি হয়। তখন শুদ্ধ মন শুদ্ধ বুদ্ধি এক। শুদ্ধ মনের গোচর। ঋষি মুনিরা কি তাঁকে দেখেন নাই? তাঁরা চৈতন্যের দ্বারা চৈতন্যের সাক্ষাৎকার করেছিলেন! (ক ১।১৪।২।২২৭)

"ঋষিরা শুদ্ধ বুদ্ধি শুদ্ধ আত্মা দ্বারা শুদ্ধ আত্মাকে সাক্ষাৎকার করেছিলেন।" (ক ১।১৪।৭।২৩৮)

শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি, শুদ্ধ আত্মা এক বলিয়া মন শুদ্ধ হইলে বুদ্ধিতে লয় হয়, বুদ্ধি শুদ্ধ হইলে আত্মাতে লয় হয় এবং তদনন্তর স্বস্বরূপে থাকা যায়, এ সম্বন্ধে বলিতেছেন :

"কিরূপে স্বস্বরূপে থাকা যায় ন্যাংটা উপদেশ দিত,—মন বুদ্ধিতে লয় কর, বুদ্ধি আত্মাতে লয় কর, তবে স্বস্বরূপে থাকবে।" (ক ৩।১০।২।১০৬-৭)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেন শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি ও শুদ্ধ আত্মা এক, তাহার কারণ বুঝাইতে গিয়া বলিতেছেন যে ভগবান ভিন্ন অন্য কিছু শুদ্ধ নাই; সুতরাং যাহা শুদ্ধ তাহাই ভগবান:

"মন আসক্তিশূন্য হলেই তাঁকে দর্শন হয়। শুদ্ধ মনে যা উঠবে সে তাঁরই বাণী। শুদ্ধ মনও যা শুদ্ধ বুদ্ধিও তা—শুদ্ধ আত্মাও তা। কেন না তিনি বই আর কেউ শুদ্ধ নাই।" (ক ৪।১।৩।৮)

যে মন বিবেক-বৈরাগ্য সহকারে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে, সেই মনই আবার ভোগ সুখে আসক্ত হইয়া অজ্ঞানের মোহকূপে নিপতিত হইতে পারে, এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বুঝাইতেছেন:

"গুরুগিরি বেশ্যাগিরির মত।—ছার টাকা কড়ি, লোকমান্য হওয়া, শরীরের সেবা,—এই সবের জন্য আপনাকে বিক্রি করা!—যে শরীর মন আত্মার দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করা যায়, সেই শরীর মন আত্মাকে সামান্য জিনিষের জন্য এরূপ করে রাখা ভাল নয়। একজন বলেছিল, সাবির এখন খুব সময়—এখন তার বেশ হয়েছে; একখানা ঘর ভাড়া নিয়েছে,—ঘুঁটে রে, গোবর রে, তক্তপোষ, দুখানা বাসন হয়েছে, বিছানা, মাদুর, তাকিয়া,—কত লোক বশীভূত, যাচ্ছে আসছে! অর্থাৎ সাবি এখন বেশ্যা হয়েছে, তাই সুখ ধরে না! আগে সে ভদ্রলোকের বাড়ীর দাসী ছিল, এখন বেশ্যা হয়েছে! সামান্য জিনিষের জন্য নিজের সর্ব্বনাশ!" (ক ৩।১৪।১।১৫৭)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভোগবাসনা ও তাহার কুফল

৩ (ক) বিষয়-ভোগ কিরূপ

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥ (৫।২২)

হে কৌন্তেয়, [রূপ রসাদি] বিষয় জনিত সুখ ভোগ [ঈর্ষা, ভয় ইত্যাদির জন্য] দুঃখের কারণ। আবার [বিষয় লাভে] সুখের উদয় হইলেও [বিষয় হানিতে] সুখের অবসান ঘটে। তাই বিবেকী পুরুষ বিষয়ভোগে প্রীতি লাভ করেন না। (৫।২২)

শ্রীশ্রীঠাকুর বদ্ধজীবের বর্ণনা করিয়া বিষয় ভোগ কিরূপ তাহা আরও বিশদভাবে বুঝাইতেছেন :

"সংসার জালের স্বরূপ, জীব যেন মাছ, ঈশ্বর (যাঁর মায়া এই সংসার) তিনি জেলে !.....

"অধিকাংশ মাছ জালে পড়ে, অথচ এই বোধ নাই যে, জালে পড়েছে মরতে হবে ! জালে পড়েই জাল শুদ্ধ চোঁচা দৌড় মারে এবং একেবারে পাঁকে গিয়ে শরীর লুকাবার চেষ্টা করে। পালাবার কোন চেষ্টা নাই, বরং আরও পাঁকে গিয়ে পড়ে ! এরাই বদ্ধজীব। জালে এরা রয়েছে, কিন্তু মনে করে— হেথায় বেশ আছি। বদ্ধজীব, সংসারে—অর্থাৎ কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত হয়ে আছে ; কলঙ্ক সাগরে মগ্ন ; কিন্তু মনে করে বেশ আছি !...

"বদ্ধ জীবের—সংসারী জীবের—কোন মতে হুঁস আর হয় না। এত দুঃখ, এত দাগা পায়, এত বিপদে পড়ে, তবুও চৈতন্য হয় না।

"উট কাঁটা ঘাস বড় ভালবাসে। কিন্তু যত খায়, মুখ দিয়ে রক্ত দর দর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে পড়ে; তবুও সেই কাঁটা ঘাসই খাবে, ছাড়বে না। সংসারী লোক এত শোক-তাপ পায়, তবু কিছুদিনের পর যেমন তেমনি। স্ত্রী মরে গেল, কি অসতী হল,—তবু আবার বিয়ে করবে! ছেলে মরে গেল, কত শোক পেলে, কিছুদিন পরেই সব ভুলে গেল। সেই ছেলের মা, যে শোকে অধীর হয়েছিল, কিছুদিন পরে চুল বাঁধল, গয়না পরল! এরকম লোক মেয়ের বিয়েতে সর্ব্বস্বান্ত হয়, আবার বছরে বছরে তাদের মেয়ে, ছেলেও হয়। মোকদ্দমা করে সর্ব্বস্বান্ত হয়, আবার মোকদ্দমা করে! যা ছেলে হয়েছে তাদেরই খাওয়াতে পারে না, পরাতে পারে না, ভাল ঘরে রাখতে পারে না, আবার বছরে বছরে ছেলে হয়!

"আবার কখনও কখনও যেন সাপের ছুঁচো গেলা হয়। গিলতেও পারে না, আবার উগরাতেও পারে না। বদ্ধজীব হয়তো বুঝছে যে সংসারে কিছুই সার নাই···তবু ছাড়তে পারে না। তবুও ঈশ্বরের দিকে মন দিতে পারে না!

"কেশব সেনের একজন আত্মীয়, পঞ্চাশ বছর বয়স, দেখি তাস খেলছে! যেন ঈশ্বরের নাম করবার সময় হয় নাই!

"বদ্ধজীবের আর একটি লক্ষণ, তাকে যদি সংসার থেকে সরিয়ে ভাল জায়গায় রাখা যায়, তা হলে হেদিয়ে হেদিয়ে মারা যাবে। বিষ্ঠার পোকার বিষ্ঠাতেই বেশ আনন্দ। ঐতেই বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়। যদি সেই পোকাকে ভাতের হাঁড়িতে রাখ মরে যাবে।" (ক ১।৩।২।৮১-২)

সংসার হইতে সরিয়া অল্পক্ষণের জন্য সাধুসঙ্গ করিতেও বদ্ধজীবদের ভাল লাগে না। সাধুর কথা শুনিয়া বিষয় ভোগে বিতৃষ্ণা জন্মান তো দূরের কথা, তাহারা ঈশ্বরীয় কথা শুনিতেই চাহে না। এ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতেছেন:

"আবার দেখেছি যে, ভক্তদের সঙ্গে হাবাতে লোক এসেছে। তাদের ভারি বিষয়-বুদ্ধি। ঈশ্বরীয় কথা ভাল লাগে না। ওরা হয় তো আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে ঈশ্বরীয় কথা বলছে। এদিকে এরা আর বসে থাকতে পারে না, ছটফট করছে। বার বার কাণে কাণে ফিস ফিস করে বলছে, 'কখন যাবে—কখন যাবে।' তারা হয় তো বললে,' 'দাঁড়াও না হে, আর একটু পরে যাব।' তখন এরা বিরক্ত হয়ে বলে, তবে তোমরা কথা কও, আমরা নৌকায় গিয়ে বসি'।" (ক ১।৩।২।৬৫)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"পাথরে যেমন জল ঢোকে না, সেই রকম বদ্ধজীব ধর্ম্ম কথা শোনে না।" (সু-উপ ২০৯।৫২)

"যেমন নরম মাটিতে ছাপ বসে, কিন্তু পাথরে বসে না, সেইরকম ভক্ত-হৃদয়ে ঈশ্বরের কথা বসে, বদ্ধজীবে বসে না।" (সু-উপ ২১১।৫২)

সংসারে নানা দুঃখ সর্ব্বদাই লাগিয়া রহিয়াছে. আবার সুখ যদি কিছু দেখা যায় তাহাও অনিত্য, এ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন ঃ

"স্ত্রী হয় তো রাতদিন বলে, 'বাবা, কেন এখানে বিয়ে দিলে! না খেতে পেলুম, না বাছাদের খাওয়াতে পারলুম. না পরতে পেলুম, না বাছাদের পরাতে পেলুম, না একখানা গয়না! তুমি আমায় কি সুখে রেখেছ! চক্ষু বুজে ঈশ্বর ঈশ্বর করছেন! ও সব পাগলামি ছাড়।'.....

"রোগ, শোক, দারিদ্র্য, আবার স্ত্রীর সঙ্গে মিল নাই; ছেলে অবাধ্য, মূর্খ, গোঁয়ার!" (ক ১।৯।২।১৩২)

"সংসারে সুখ তো দেখছ। যেমন আমড়া, কেবল আঁটি আর চামড়া। খেলে হয় অম্লশূল।" (ক ৫।১২।১।১০৪)

"দাদ যেমন চুলকালে সুখ কিন্তু পরে জ্বালায় অস্থির করে তোলে, সংসারও সেই রকম। প্রথমে বড়ই সুখ, কিন্তু পরে জ্বালায় অস্থির করে দেয়।" (সু-উপ ৩০১।৭২)

"অরণ্যের মধ্যে বানরেরা শীতকালে কুঁচ জড় করে তার চতুর্দ্দিকে বসে আগুন পোয়ায়। কুঁচের লাল বর্ণকে তারা অগ্নির উত্তাপ মনে করে এবং তার উত্তাপে উত্তপ্ত হবার আশা করে, কিন্তু তাদের আশা পূর্ণ হয় না। সংসারী মানবও সেইরূপ অসার ধন, মান, বিষয়াদি সংগ্রহ করে সুখের আশা করে। কিন্তু তারা কোন ক্রমে সুখ দিতে পারে না।" (সু-উপ ৮৮৭।২২৯)

"তোমরা তো নিজে নিজে দেখেছ, সংসার অনিত্য। এই দেখ না কেন? কত লোক এল গেল। কত জন্মাল, কত দেহ ত্যাগ করল। সংসার এই আছে, এই নাই। অনিত্য![৩৩] যাদের এত 'আমার' 'আমার' করছ, চোখ বুজলেই নাই। কেউ নাই, তবু নাতীর জন্য কাশী যাওয়া হয় না।' 'আমার হারুর কি হবে?' 'গতায়াতের পথ আছে, তবু মীন পালাতে নারে'। 'গুটি পোকা আপন নালে আপনি মরে।' এরূপ সংসার মিথ্যা; অনিত্য।" (ক ১।৯।১।১৩১)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবান বলিতেছেন যে, অবিবেকীরাই অনিত্য বিষয়ে প্রীতি লাভ করে। এরূপ বদ্ধজীবের সাধন ভজনে কিছু ফল হয় না। সে সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীযুক্ত ঈশান মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টান্ত দিয়া একবার বলিলেন :

"ঈশান খুব দানী আর দেখ, জপ তপ খুব করে।" (ক ২।১৯।৭।১৯৮)

কিন্তু আবার বলিলেন :

"ঈশানকে দেখলুম,—কৈ! কিছুই হয় নাই, বল কি! পুরশ্চরণ পাঁচ মাস করেছে! অন্য লোকে এক কাণ্ড করত।" (ক ২।১৯।৭।১৯৮)

ইহার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত ঈশানের মুখের উপর তীব্র ভাষায় তাঁহার ভুল বুঝাইয়া দিতেছেন :

"তুমি খোসামুদের কথায় ভুলো না। বিষয়ী লোক দেখলেই খোসামুদে এসে জুটে।

"মরা গরু একটা পেলে যত শকুনি সেখানে এসে পড়ে।

"বিষয়ী লোকগুলোর পদার্থ নাই। যেন গোবরের ঝোড়া! খোসামুদেরা এসে বলবে, আপনি দানী, জ্ঞানী, ধ্যানী। বলা তো নয়; অমনি—বাঁশ! ওকি! কতকগুলি সংসারী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নিয়ে রাতদিন বসে থাকা, আর তাদের খোসামোদ শোনা!

"সংসারী লোকগুলো তিনজনের দাস, তাদের কি পদার্থ থাকে? মেগের দাস, টাকার দাস, মানবের দাস। একজনের নাম করব না। আট শো টাকা মাইনে কিন্তু মেগের দাস; উঠতে বললে উঠে, বসতে বললে বসে!

"আর সালিশী, মোড়লী, এসব কাজ কি? দয়া, পরোপকার?—এ সব তো অনেক হল! ও সব যারা করবে তাদের থাক আলাদা। .....আগে তিনি, তারপর দয়া, পরোপকার, জগতের উপকার, জীব উদ্ধার। তোমার ও ভাবনায় কাজ কি?

'লঙ্কায় রাবণ মলো, বেহুলা কেঁদে আকুল হল।' (ক ২।১৯।৬।১৯৪-৯৫)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩ (খ) বিষয়-চিন্তার ফল

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষুপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥ (২।৬২)
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ (২।৬৩)

বিষয়-চিন্তা করিতে করিতে মানুষের আসক্তি উৎপন্ন হয়; আসক্তি হইতে কামনা অর্থাৎ সেই বিষয় ভোগের তৃষ্ণা জন্মায়; ঐ কামনা প্রতিরুদ্ধ হইলে [প্রতিরোধকের প্রতি] ক্রোধের উদয় হয়; ক্রোধ হইতে মোহ অর্থাৎ বিপর্য্যয় বুদ্ধি আসে; মোহ হইতে [শাস্ত্র এবং আচার্য্যের তত্ত্বোপদেশ সম্বন্ধে] স্মৃতির বিলোপ ঘটে; স্মৃতি-ভ্রংশ হইতে [সদসদ বিচার] বুদ্ধি বিনষ্ট হয়; এবং বুদ্ধিনাশ হইলে মানুষের পুরুষার্থ আর থাকে না। (২।৬২-৩)

শ্রীভগবান বিশদভাবে বুঝাইতেছেন যে, বিষয়-চিন্তাই সকল অনর্থের মূল। শ্রীশ্রীলাটুমহারাজ ইহাকে "কলাপনা[৩৪]" আখ্যা দিয়াছেন।

বিষয়-চিন্তার ফলে কিরূপে আসক্তির উদয় হয় তাহা বুঝাইবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন :

"ঈশ্বরে ভক্তিলাভ না করে যদি সংসার করতে যাও, তা হলে আরও জড়িয়ে পড়বে। বিপদ, শোক, তাপ, এ সবে অধৈর্য্য হয়ে যাবে। আর যত বিষয় চিন্তা করবে, ততই আসক্তি বাড়বে।" (ক ১।১।৫।২৬)

সেই আসক্তি কত প্রবল হয় তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছ :

"বদ্ধজীব হরিনাম শুনতে চায় না, বলে হরিনাম মরবার দিন হবে, এখন কেন? আবার মৃত্যুশয্যায় শয়ন করে পুত্রকন্যাদের বলে, 'প্রদীপে অত শলতে কেন? একটি শলতে দাও, তেল কম পুড়বে'।" (স্ব-উপ ১৭৩।৪৩)

"রোগটি হচ্ছে বিকার! আবার যে ঘরে বিকারের রোগী, সেই ঘরে জলের জালা আর আচার তেঁতুল। .....সংসারী জীব বিকারের রোগী; বিষয়, জলের জালা; বিষয় ভোগ-তৃষ্ণা, জলতৃষ্ণা। আচার তেঁতুল মনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করলেই মুখে জল সরে, কাছে আনতে হয় না ; এরূপ জিনিষও ঘরে রয়েছে। যোষিৎসঙ্গ।" (ক ১।২।৬।৫৫)

বিষয়-চিন্তা এবং আসক্তি মানুষের অজ্ঞাত-সারেও কি ভাবে ক্রোধ মোহাদির উদ্রেক করিয়া তাহাদিগকে অধোগামী করিতে থাকে, সে বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেনঃ

"কামিনী ও কাঞ্চন এই দুটি বিঘ্ন। মেয়ে মানুষে আসক্তি ঈশ্বরের পথ থেকে বিমুখ করে দেয়। কিসে পতন হয়, পুরুষ জানতে পারে না। যখন কেল্লায় যাচ্ছি, একটুও বুঝতে পারি নাই যে, গড়ানে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। কেল্লার ভিতর গাড়ী পৌছুলে দেখতে পেলুম কত নীচে এসেছি। আহা, পুরুষদের বুঝতে দেয় না! কাপ্তেন বলে, আমার স্ত্রী জ্ঞানী! ভূতে যাকে পায় সে জানে না যে ভূতে পেয়েছে! সে বলে, বেশ আছি!" (ক ২।৮।১।৭১-২)

"কামিনী-কাঞ্চনই মায়া। ওর ভিতর অনেকদিন থাকলে হুঁশ চলে যায়,—মনে হয় বেশ আছি। মেথর গুয়ের ভার বয় ; বইতে বইতে আর ঘেন্না থাকে না।" (ক ৩।৩।৩৬)

"সংসারে শুধু যে কামের ভয়, তা নয়! আবার ক্রোধ আছে। কামনার পথে কাঁটা পড়লেই ক্রোধ।" (ক ২।৮।১।৭২)

"কামিনী-কাঞ্চন একপ্রকার মদ। অনেক মদ খেলে খুড়া জ্যাঠা বোধ থাকে না। তাদেরই বলে ফেলে তোর গুষ্টির। মাতালের গুরু লঘু বোধ থাকে না।" (ক ৩।১৮।২।২২৭)

"বিষয়ীরা মাতাল হয়ে আছে,—কামিনী-কাঞ্চনে মত্ত, হুশ নাই ;—তাই তো ছোকরাদের ভালবাসি। তাদের ভিতর কামিনী-কাঞ্চন এখনও ঢোকে নাই। আধার ভাল ; ঈশ্বরের কাজে আসতে পারে। সাংসারীদের ভিতর কাঁটা বাছতে বাছতে সব যায়,—মাছ পাওয়া যায় না।

"যেমন শিলে থেকো আম—গঙ্গাজল দিয়ে লতে হয়। ঠাকুর সেবায় প্রায় দেওয়া হয় না ; ব্রহ্মজ্ঞান করে তবে কাটতে হয়,—অর্থাৎ তিনি সব হয়েছেন এইরূপ মনকে বুঝিয়ে।" (ক ৩।১৬।১।১৯৮)

"সংসারীরা ..... সর্ব্বদাই মনে করে, আমিই এই সব করছি। আর গৃহ পরিবার এ সব আমার! দাঁত ছরকুটে বলে, 'এদের (মাগ ছেলেদের) কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হবে! আমি না থাকলে এদের কি করে চলবে। আমার স্ত্রী পরিবার কে দেখবে?" (ক ৩।১৬।১।১৯৭)

"সংসারীরা মাতাল হয়ে আছে, কামিনী-কাঞ্চনে মত্ত মাতালকে চালুনির জল একটু একটু খাওয়াতে খাওয়াতে ক্রমে ক্রমে হুঁশ হয়।" (ক ৩।১৬।১।১৯৬)

নতুবা এই মত্ততার ফলে কিরূপে দম্ভের উদয় হয়, সে সম্বন্ধে নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তটি শ্রীশ্রীঠাকুর দিয়াছেন :

"পরমহংসদেবের নিকট একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া অতি বিনীত ভাবে কথা বার্ত্তা কহিত। কিছুকাল পরে সে আর আসত না। একদিন পরমহংসদেব হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া কোন্নগরে যাইয়া দেখিলেন, সেই ব্রাহ্মণ গঙ্গার ধারে বসিয়া হাওয়া খাইতেছে। তখন তাঁহাকে দেখিয়া সেই ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিল, 'কি ঠাকুর, আছ কেমন?' পরমহংসদেব তাহার কথার স্বর শুনিয়া হৃদয়কে বলিয়াছিলেন, 'ও হৃদে, এ লোকটার এখন টাকা হয়েছে, তাই ঐ রকম কথা।" (সু-উপ ৯২২।২৩৭-৮)

সংসারের মোহে মুগ্ধ হইলে লৌকিক বিদ্যায় পারদর্শীদের পর্য্যন্ত ধর্ম্মের বিষয়ে ধারণা হয় না, সে সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত দিতেছেন :

"ধারণা চাই। কেশবের বাড়ীতে নববৃন্দাবন নাটক দেখতে গিয়েছিলাম। দেখলাম, একজন ডিপুটি ৮০০ টাকা মাইনে পায়। সকলে বললে, খুব পণ্ডিত। কিন্তু একটা ছেলে লয়ে ব্যতিব্যস্ত! ছেলেটি কিসে ভাল জায়গায় বসবে, কিসে অভিনয় দেখতে পাবে, এই জন্য ব্যাকুল! এদিকে ঈশ্বরীয় কথা হচ্ছে তা শুনবে না! ছেলে কেবল জিজ্ঞাসা করছে, 'বাবা এটা কি, বাবা ওটা কি! —তিনিও ছেলে লয়ে ব্যতিব্যস্ত। কেবল বই পড়েছে মাত্র, কিন্তু ধারণা হয় নাই।" (ক ৩।১১।১।১১৯)

"যতক্ষণ নাটক হল ডিপুটির কেবল ছেলের সঙ্গে কথা! শালা একবারও কি থিয়েটার দেখলে না! আবার শুনেছি নাকি মাগের দাস,—ওঠ বললে উঠে, বস বললে বসে,—আবার একটা খাঁদা বানুরে ছেলের জন্য এই।" (ক ৩।১৪।৪।১৬৭)

শ্রীভগবান স্মৃতিভ্রংশের কথা বলিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও বলিতেছেন :

"সাঁকোর জল যেমন একদিক দিয়ে আসে এবং আর একদিক দিয়ে বেরিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায়, সংসারী বদ্ধজীবদের পক্ষে ধর্ম্মকথাও সেই রকম। এক কান দিয়ে শোনে, আর এক-কান দিয়ে বেরিয়ে যায়।" (সু-উপ ১৭২।৪৩)

"গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিনের দয়া হল।
একের দয়া বিনে জীব ছারেখারে গেল॥

অর্থাৎ মন চঞ্চল থাকাতে কিম্বা বিষয়াসক্ত হওয়াতে সদুপদেশ, সাধুসঙ্গাদি সকলি বিফল হয়।" (সু-উপ ২৭০।৬৪)

এই ভ্রান্তি যে মোহ-জনিত তাহাও বুঝাইতেছেন :

"বড় বড় দোকানে চালের বড় বড় ঠেক থাকে। ঘরের চাল পর্য্যন্ত উঁচু। চাল থাকে—দালও থাকে। কিন্তু পাছে ইঁদুরে খায়, তাই দোকানদার কুলোয় করে খই মুড়কী রেখে দেয়। মিষ্ট লাগে আর সোঁদা গন্ধ—তাই যত ইঁদুর সেই কুলোতে গিয়ে পড়ে, বড় বড় ঠেকের সন্ধান পায় না! জীব কামিনী-কাঞ্চনে মুগ্ধ হয়। ঈশ্বরের খবর পায় না।" (ক ২।১৯।৫।১৯৩)

সংসারাসক্তদের বুদ্ধি-নাশের নানা দুর্লক্ষণ শ্রীশ্রীঠাকুর তীব্র ভাষায় বর্ণনা করিতেছেন :

"বদ্ধজীব—সংসারী জীব—তাদের হুঁস নাই। তারা জালে পড়েই আছে, অথচ জালে বদ্ধ হয়েছি, এরূপ জ্ঞানও নাই। এরা হরিকথা সম্মুখে হ'লে সেখান থেকে চলে যায়,—বলে, 'হরিনাম মরবার সময় হবে, এখন কেন?' আবার মৃত্যুশয্যায় শুয়ে ····পরিবার ও ছেলেদের মনে করে কাঁদে আর বলে, 'হায়! আমি মলে এদের কি হবে।'·····

"যদি তীর্থ করতে যায়, নিজে ঈশ্বরচিন্তা করবার অবসর পায় না—কেবল পরিবারের পুঁটুলি বইতে বইতে প্রাণ যায়; ঠাকুরের মন্দিরে গিয়ে ছেলেকে চরণামৃত খাওয়াতে, গড়াগড়ি দেওয়াতেই ব্যস্ত। বদ্ধজীব নিজের আর পরিবারদের পেটের জন্য দাসত্ব করে—আর মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা, তোষামোদ করে ধন উপায় করে। যারা ঈশ্বরচিন্তা করে, ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন হয়, বদ্ধজীব তাদের পাগল বলে উড়িয়ে দেয়।·····

"সংসারাসক্ত বদ্ধজীব মৃত্যুকালে সংসারের কথাই বলে। বাহিরে মালা জপলে, গঙ্গাস্নান করলে, তীর্থ গেলে—কি হবে? সংসার-আসক্তি ভিতরে থাকলে মৃত্যুকালে সেটি দেখা দেয়। কত আবোল-তাবোল বকে; হয়তো বিকারের খেয়ালে 'হলুদ, পাঁচফোড়ন, তেজপাতা' বলে চেঁচিয়ে উঠল।" (ক ১।১২।৬।১৮৫-)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবান বলিয়াছেন "বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি"। শ্রীশ্রীঠাকুরও সেই কথাই অন্য ভাবে বলিতেছেন :

"মায়াতে এমনই মানুষ অজ্ঞান হয় যে, পালাবার পথ থাকলেও পালাতে পারে না।" (ক ১।৯।১।১৩০)

"তারা যেন গুটীপোকা, মনে করলে কেটে বেরিয়ে আসতে পারে; কিন্তু অনেক যত্ন করে গুটী তৈয়ার করেছে, ছেড়ে আসতে পারে না; তাতেই মৃত্যু হয়। আবার যেন ঘুণির মধ্যে মাছ; যে পথে ঢুকেছে, সেই পথ দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে, কিন্তু জলের মিষ্ট শব্দ আর অন্য অন্য মাছের সঙ্গে ক্রীড়া, তাই ভুলে থাকে, বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করে না। ছেলে-মেয়ের আধ আধ কথাবার্ত্তা যেন জলকল্লোলের মধুর শব্দ। মাছ অর্থাৎ জীব, পরিবারবর্গ।" (ক ৫।২।২।১৯)

"বাঁদর যেমন শিকারীর পদতলে প্রাণ দেয়, মানুষ সেই রকম সুন্দরীর পদতলে প্রাণ দেয়।" (সু-উপ ২৪৩।৫৮)

"এক প্রকার মাকড়সা আছে, যাদের অনেকগুলি বাচ্চা হয়, তখন তারা আহার যোগাতে অসমর্থ হয়ে আপনাদের পোঁদ খেতে দেয় এবং অবশেষে তাদের খাওয়ার চোটে অস্থির হয়ে মরে যায়। সংসারী মানবও সেইরূপ সন্তান-সন্ততিদিগকে লালন পালন করতে আপনাদের গায়ের রক্ত দিয়েও নিস্তার নেই এবং নানা প্রকার যন্ত্রণা পেয়ে অবশেষে মরে যায়।" (সু-উপ ৮৮৯।২২৯)

৩ (গ) অসংযতেন্দ্রিয়ের দুর্ভোগ

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি॥ (২।৬৭)
নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্॥ (২।৬৬)

যেরূপ জলের উপরকার নৌকাকে বায়ু সরাইয়া লইয়া যায়, সেইরূপ বিষয়ে প্রবর্ত্তমান ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মন যেটির অনুবর্ত্তন করে, সেই ইন্দ্রিয়টিই প্রজ্ঞা হরণ করিয়া ফেলে। (২।৬৭)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসংযতেন্দ্রিয়ের প্রজ্ঞা নাই এবং [পরমার্থ] ভাবনা নাই। যে [পরমার্থ] চিন্তা বিমুখ, তাহার শান্তি থাকে না। যে অশান্ত, তাহার সুখ কোথায় ? (২।৬৬)

প্রথম শ্লোকে বলা হইতেছে রূপ রসাদি পাঁচটি বিষয় পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে, ইহার যে কোনও একটি ইন্দ্রিয় এই ভাবে আকৃষ্ট হইলে মনকেও সঙ্গে সঙ্গে টানিয়া লইয়া যায়। তখন প্রজ্ঞা আর থাকে না। শ্রীশ্রীঠাকুর পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয়ের কথা পৃথক ভাবে না বলিয়া এক কথায় বলিয়াছেন "কামিনী-কাঞ্চন"। এই কামিনী-কাঞ্চন অহঙ্কারের উদ্রেক করিয়া মানুষকে কি ভাবে প্রজ্ঞাহীন করে তাহা বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন :

"কামিনী-কাঞ্চন ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়।...

"কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি থাকলেই বিদ্যার অহঙ্কার, টাকার অহঙ্কার, উচ্চপদের অহঙ্কার—এই সব হয়।" (ক ৪।২৭।৪।৩০৯)

"টাকাও একটি বিলক্ষণ উপাধি। টাকা হলেই মানুষ আর একরকম হয়ে যায়, সে মানুষ থাকে না।...

"একটা ব্যাঙের একটা টাকা ছিল। গর্ত্তে তার টাকাটা ছিল। একটা হাতী সেই গর্ত্ত ডিঙ্গিয়ে গিছিল। তখন ব্যাঙটা বেরিয়ে এসে খুব রাগ করে হাতীকে লাথি দেখাতে লাগল ; আর বললে, 'তোর এতবড় সাধ্য যে আমায় ডিঙ্গিয়ে যাস !' টাকার এত অহঙ্কার।" (ক ১।৪।৬।৮৮-৯)

আবার বলিতেছেন অসংযতেন্দ্রিয়ের মন বিষয় ভাবনায় এমন পরিপূর্ণ যে পরমার্থ-নিষ্ঠ হইয়া প্রজ্ঞা লাভ করার সুযোগ পায় না।

"মানুষের মন যেন সরষের পুঁটুলি। সরষের পুঁটুলি একবার ছড়িয়ে গেলে যেমন কুড়ান ভার হয়ে উঠে, মানুষের মন সেই রকম একবার সংসারে ছড়িয়ে গেলে, স্থির করা ভার হয়ে উঠে।" (সু-উপ ২৩১।৫৬)

"কি জান, কামিনী-কাঞ্চনে মন থাকলে ছড়ান মন কুড়ান দায়। ওর (শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্যের) সালিসী করতে হয়, বলেছে। আবার বাড়ীর ছেলেদের বিষয় ভাবতে হয়।" (ক ৪।২৬।২।২৯৩)

"বদ্ধজীব হাজার লাথি ঝাঁটা খেলেও কামিনী-কাঞ্চনের লোভ সহসা সম্বরণ করে ভগবানে মন দিতে পারে না।" (সু-উপ ১৭০।৪৩)

"যে মন ভগবানকে দিতে হবে, সে মনের বার আনা মেয়ে মানুষ নিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফেলে। তারপর তার ছেলে হলে প্রায় সব মনটাই খরচ হয়ে যায়। তা হলে ভগবানকে আর কি দেবে?

"আবার কারু কারু তাকে (স্ত্রীকে) আগলাতে আগলাতেই প্রাণ বেরিয়ে যায়।...

"একজনের বৌ—কোথায় রাখে এখন ঠিক পাচ্ছে না। বাড়ীতে বড় গোল হয়েছিল। মহা ভাবিত। সে কথায় আর কাজ নাই।

"আর মেয়ে মানুষের সঙ্গে থাকলেই তাদের বশ হয়ে যেতে হয়। সংসারীরা মেয়েদের কথায় উঠতে বললে উঠে, বসতে বললে বসে।" (ক ৪।২২।৩।২৩৪)

অধিকন্তু অসংযতেন্দ্রিয়ের মন অজ্ঞানে আচ্ছন্ন বলিয়াও প্রজ্ঞার উদয় হইতে পারে না।

"কামিনী-কাঞ্চনই ঈশ্বর থেকে মানুষকে বিমুখ করে। সে দিকে যেতে দেয় না। এই দেখ না, সকলেই নিজের পরিবারকে সুখ্যাত করে। তা ভালই হোক আর মন্দই হোক,—যদি জিজ্ঞাসা কর তোমার পরিবারটি কেমন গা, অমনি বলে, আজ্ঞে খুব ভাল।" (ক ১।১০।৮।১৫৪)

ঐ কথাই একটু অন্য ভাবে শ্রীযুক্ত বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে বলিতেছেন:

"কামিনী-কাঞ্চনই সংসার। এরই নাম মায়া! ঈশ্বরকে দেখতে, চিন্তা করতে দেয় না। ...পশুভাব না গেলে ঈশ্বরের আনন্দ আস্বাদন করতে পারে না।" (ক ৫ পরি, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীযুক্ত বঙ্কিম, ৩।৫৯)

স্বীয় সন্তানদিগের সঙ্গে কথা কহিবার সময়ে তীব্রতর ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন:

"ঠাকুর তাঁহার (মণির অর্থাৎ মাষ্টার মহাশয়ের) সঙ্গে কথা কহিতেছেন। ঈশ্বরের পথে থাকিয়া যাহারা স্ত্রী-সঙ্গ করে তাহাদের প্রতি ঠাকুর ক্রোধ ও ঘৃণা প্রকাশ করিতেছেন।

"শ্রীরামকৃষ্ণ। লজ্জা হয় না? ছেলে হয়ে গেছে আবার স্ত্রী-সঙ্গ! ঘৃণা করে না।—পশুদের মত ব্যবহার! নাল, রক্ত, মল, মূত্র এ সব ঘৃণা করে না! যে ভগবানের পাদপদ্ম চিন্তা করে, তার পরমা সুন্দরী রমণী চিতার ভস্ম বলে বোধ হয়। যে শরীর থাকবে না—যার ভিতর কৃমি, ক্লেদ, শ্লেষ্মা, যত প্রকার অপবিত্র জিনিষ—সেই শরীর নিয়ে আনন্দ! লজ্জা হয় না!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"মণি চুপ করিয়া হেঁট মুখ হইয়া আছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বলিতেছেন :

"তাঁর প্রেমের একবিন্দু যদি কেউ পায়, কামিনী-কাঞ্চন অতি তুচ্ছ বলে বোধ হয়।" (ক ৪।৭।১।৩৩-৪)

"মণি। স্ত্রী যদি বলে, আমায় দেখছ না, আমি আত্মহত্যা করব, তা হলে কি হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (গম্ভীর স্বরে)। অমন স্ত্রী ত্যাগ করবে, যে ঈশ্বরের পথে বিঘ্ন করে! আত্মহত্যাই করুক, আর যাই করুক।

"যে ঈশ্বরের পথে বিঘ্ন দেয়, সে অবিদ্যা স্ত্রী।" (ক ২।১।২।১২)

"মেয়ে মানুষ ভক্তিতে যদি কেঁদে গড়াগড়ি দেয় তবুও কোন মতে তাকে বিশ্বাস করবে না।" (সু-উপ ৫০৮।১২২)

শ্রীশ্রীঠাকুর অন্যত্র বুঝাইয়াছেন যে ঈশ্বরের আনন্দ লাভ তো দূরের কথা, অসংযতেন্দ্রিয়ের অশান্তি ও দুঃখের অবধি নাই :

"কামিনী-কাঞ্চন ভোগ করতে সকলে যায়; কিন্তু দুঃখ, অশান্তিই বেশী। সংসার যেন বিশালাক্ষীর দ. নৌকা দহে একবার পড়লে আর রক্ষা নাই। শেকুল কাঁটার মত এক ছাড়ে তো আর একটি জড়ায়। গোলকধান্দায় একবার ঢুকলে বেরোন মুস্কিল। মানুষ যেন ঝলসা পোড়া হয়ে যায়।" (ক ৫।১।২।৪)

"এই স্ত্রী নিয়ে মানুষ কি না দুঃখ ভোগ করছে, তবু মনে করে যে এমন আত্মীয় আর কেউ নাই। কি দুরবস্থা! কুড়ি টাকা মাইনে—তিনটে ছেলে হয়েছে—তাদের ভাল করে খাওয়াবার শক্তি নেই, বাড়ীর ছাদ দিয়ে জল পড়ছে, মেরামত করবার পয়সা নাই—ছেলের নতুন বই কিনে দিতে পারে না—ছেলের পৈতা দিতে পারে না—এর কাছে আট আনা, ওর কাছে চার আনা ভিক্ষে করে।" (ক ৫।১৫।১।১৪০)

"ভোগ থাকলেই যোগ কমে যায়। ভোগ থাকলেই আবার জ্বালা।" (ক ৫।১২।১।১০৪,)

"শ্রীমদ্ভাগবতে আছে যে, অবধূত চব্বিশ গুরুর মধ্যে চিলকে একটি গুরু করেছিলেন। এক জায়গায় জেলেরা মাছ ধরতেছিল, একটি চিল এসে একটা মাছ ছোঁ মেরে নিয়ে চলল। কিন্তু মাছ দেখে পেছনে পেছনে প্রায় এক হাজার কাক চিলকে তাড়া করে গেল; আর সঙ্গে সঙ্গে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কা কা করে বড় গোলমাল করতে লাগল। মাছ নিয়ে চিল যেদিকে যায়, কাকগুলাও তাড়া করে সেই দিকে যেতে লাগল। দক্ষিণ দিকে চিলটা গেল; কাকগুলাও সেই দিকে গেল। আবার উত্তর দিকে যখন সে গেল, ওরাও সেই দিকে গেল। এইরূপে পূর্ব্ব দিকে ও পশ্চিম দিকে চিল ঘুরতে লাগল। শেষে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে মাছটা তার কাছ থেকে পড়ে গেল। তখন কাকগুলা চিলকে ছেড়ে মাছের দিকে গেল। চিল তখন নিশ্চিন্ত হয়ে একটা গাছের ডালের উপর গিয়ে বসল। বসে ভাবতে লাগল,—ঐ মাছটা যত গোল করেছিল। এখন মাছ কাছে নাই, আমি নিশ্চিন্ত হলুম।[৩৫] (ক ১।৮।৩।১২৪-৫)

"মাছ অর্থাৎ ভোগের বস্তু। কাকগুলা ভাবনা চিন্তা। যেখানে ভোগ সেখানেই ভাবনা-চিন্তা; ভোগ ত্যাগ হয়ে গেলেই শান্তি।

"আবার দেখ, অর্থই আবার অনর্থ হয়। তোমরা ভাই ভাই বেশ আছ, কিন্তু ভায়ে ভায়ে হিস্যে নিয়ে গোল হয়। কুকুররা গা চাটাচাটি করছে, পরস্পর বেশ ভাব। কিন্তু গৃহস্থ যদি ভাত দুটি ফেলে দেয় তা হলে পরস্পর কামড়া-কামড়ি করবে!" (ক ৫।১২।১।১০৫)

৩ (ঘ) কামনা পরম শত্রু

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥ (৩।৩৭)
ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্ব্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্॥ (৩।৪০)

পূর্ব্ববর্তী ৩।৩৬ শ্লোকে অর্জ্জুন শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মানুষ কাহার দ্বারা প্রযুক্ত হইয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন বলপূর্ব্বক নিয়োজিত হইয়াই পাপাচরণ করে। এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান বলিতেছেন:

ইহা কামনা, [এবং অন্য দিক দিয়া দেখিলে] ইহাই ক্রোধ; কারণ কামনা দুষ্পূরণীয় [এবং কামনা চরিতার্থ না হইলেই ক্রোধে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিণত হয়]। ইহা রজোগুণ-জাত এবং অতিশয় উগ্র। সংসারে ইহাকে শত্রু বলিয়া জানিবে। (৩।৩৭)

ইন্দ্রিয়-নিচয়, মন এবং বুদ্ধি এইগুলিকে কামনার আশ্রয়স্থান বলা হয়। এইগুলির দ্বারা কামনা জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া জীবকে বিমূঢ় করে। (৩।৪০)

শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন :

"কাম যেন গাছের মূল, কামনা যেন ডালপালা।" (ক ৫।১২।১।১০৪)

এ জন্য তিনি কামের কথা প্রথমে বিশেষভাবে বলিয়া তাহার পরে কাঞ্চন ও অন্যান্য বিষয়ে কামনার উদয়ে কিরূপে মন বুদ্ধি মলিন হইয়া পড়ে ; এবং পরিশেষে অজ্ঞান ও মোহ আসিয়া পড়াতে কত অনর্থ ঘটে ; সেই সকল কথা পরে পরে বর্ণনা করিয়াছেন।

"এই কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি মানুষকে হীনবুদ্ধি করেছে। হরমোহন যখন প্রথমে গেল, তখন বেশ লক্ষণ ছিল। দেখবার জন্য আমি ব্যাকুল হতাম। তখন বয়স ১৭।১৮ হবে। প্রায় ডেকে ডেকে পাঠাই, আর যায় না। এখন মাগকে এনে আলাদা বাসা করেছে! মামার বাড়ীতে ছিল, বেশ ছিল। সংসারের কোন ঝঞ্ঝাট ছিল না। এখন আলাদা বাসা করে পরিবারের রোজ বাজার করে। সেদিন ওখানে গিয়েছিল। আমি বললাম, 'যা, এখান থেকে চলে যা—তোকে ছুঁতে আমার গা কেমন করছে'।" (ক ৪।১৫।৩।১২৫-৬)

"কামিনী-কাঞ্চনে জীবকে বদ্ধ করে। জীবের স্বাধীনতা যায়। কামিনী থেকেই কাঞ্চনের দরকার। তার জন্য পরের দাসত্ব। স্বাধীনতা চলে যায়। তোমার মনের মত কাজ করতে পার না।

"জয়পুরের গোবিনজীর পূজারীরা প্রথম প্রথম বিবাহ করে নাই। তখন খুব তেজস্বী ছিল। রাজা একবার ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তা তারা যায় নাই। বলেছিল—'রাজাকে আসতে বল।' তারপর রাজা ও পাঁচজনে, তাদের বিয়ে দিয়ে দিলেন। তখন রাজার সঙ্গে দেখা করবার জন্য, আর কাহারও ডাকতে হল না। নিজে নিজেই গিয়ে উপস্থিত। 'মহারাজ, আশীর্ব্বাদ করতে এসেছি, এই নির্ম্মাল্য এনেছি, ধারণ করুন।' কাজে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাজেই আসতে হয় ;আজ ঘর তুলতে হবে, আজ ছেলের অন্নপ্রাশন, আজ হাতে খড়ি এই সব।

"বার শো নেড়া আর তের শো নেড়ী তার সাক্ষী উদম সাঁড়ী'—এ গল্প তো জান। নিত্যানন্দ গোস্বামীর ছেলে বীরভদ্রের তের শো নেড়া শিষ্য ছিল। তারা যখন সিদ্ধ হয়ে গেল, তখন বীরভদ্রের ভয় হল। তিনি ভাবতে লাগলেন, 'এরা সিদ্ধ হল ; লোককে যা বলবে তাই বলবে ; যে দিক দিয়ে যাবে সেই দিকেই ভয় ; কেন না, লোক না জেনে যদি অপরাধ করে, তাদের অনিষ্ট হবে।' এই ভেবে বীরভদ্র তাদের ডেকে···বললেন, 'এই তের শো নেড়ী তোমাদের সেবা করবে। তোমরা এদের বিয়ে কর।' ওরা বললে, 'যে আজ্ঞা ; কিন্তু আমাদের মধ্যে একশো জন কোথায় চলে গেছে।' ঐ বার শোর এখন প্রত্যেকের সেবাদাসী সঙ্গে থাকতে লাগল। তখন আর সে তেজ নাই। সে তপস্যার বল নাই। মেয়ে মানুষ সঙ্গে থাকাতে আর সে বল রইল না ; কেন না, সে সঙ্গে স্বাধীনতা লোপ হয়ে যায়।

"তোমরা নিজে নিজে তো দেখছ, পরের কর্ম্ম স্বীকার করে কি হয়ে রয়েছ? আর দেখ, অত পাশ করা, কত ইংরাজি পড়া পণ্ডিত মনিবের চাকরি স্বীকার করে, তাদের বুট জুতোর গোঁজা দুবেলা খায়! এর কারণ কেবল 'কামিনী'। বিয়ে করে নদের হাট বসিয়ে আর হাট তোলবার যো নাই! তাই এত অপমান বোধ, এত দাসত্বের যন্ত্রণা!" (ক ১।৪।৪।৮৪-৫)

"দেখ না, মেয়ে মানুষের কি মোহিনী শক্তি,—অবিদ্যারূপিণী মেয়েদের! পুরুষগুলোকে যেন বোকা, অপদার্থ করে রেখে দেয়। যখনই দেখি স্ত্রী-পুরুষ এক সঙ্গে বসে আছে, তখন বলি, আহা! এরা গেছে! (মাষ্টারের দিকে তাকাইয়া)—হারু এমন সুন্দর ছেলে, তাকে পেতনীতে পেয়েছে!—'ওরে, হারু কোথা গেল ওরে, হারু কোথা গেল!' —আর হারু কোথা গেল! সব্বাই গিয়ে দেখে হারু বটতলায় চুপ করে বসে আছে! সে রূপ নাই, সে তেজ নাই, সে আনন্দ নাই! বটগাছের পেতনীতে হারুকে পেয়েছে।

"স্ত্রী যদি বলে, 'যাও তো একবার',—অমনি উঠে দাঁড়ায় ; 'বস তো'—অমনি বসে পড়ে!

"একজন উমেদার বড় বাবুর কাছে আনাগোনা করে হায়রান হয়েছে। কর্ম্ম আর হয় না। আফিসের বড় বাবু। তিনি বলেন, 'এখন খালি নাই,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাঝে মাঝে এসে দেখা করো।' এই রূপে কতকাল কেটে গেল ;—উমেদার হতাশ হয়ে গেল। সে একজন বন্ধুর কাছে দুঃখ করছে। বন্ধু বললে, 'তোর যেমন বুদ্ধি!—ওটার কাছে আনাগোনা করে পায়ের বাঁধন ছেঁড়া কেন? তুই গোলাপকে ধর, কালই তোর কর্ম্ম হবে।' উমেদার বললে, 'বটে!—আমি এক্ষণই চললুম।' গোলাপ বড়বাবুর রাঁড়। উমেদার দেখা করে বললে, 'মা, তুমি এটি না করলে হবে না—আমি মহা বিপদে পড়েছি। ব্রাহ্মণের ছেলে আর কোথায় যাই। মা, অনেক দিন কাজ কর্ম্ম নাই, ছেলে পুলে না খেতে পেয়ে মারা যায়। তুমি একটি কথা বলে দিলেই আমার একটি কাজ হয়।' গোলাপ ব্রাহ্মণের ছেলেকে বললে, 'বাছা, কাকে বললে হয়?' আর ভাবতে লাগল, 'আহা, ব্রাহ্মণের ছেলে বড় কষ্ট পাচ্ছে।' উমেদার বললে, 'বড়বাবুকে একটি কথা বললে আমার নিশ্চয় একটি কর্ম্ম হয়।' গোলাপ বললে 'আমি আজই বড়বাবুকে বলে ঠিক করে রাখব।' তার পরদিন সকালে উমেদারের কাছে একটি লোক গিয়ে উপস্থিত ; সে বললে, 'তুমি আজ থেকেই বড়বাবুর আফিসে বেরুবে।' বড়বাবু সাহেবকে বললে, 'এ ব্যক্তি বড় উপযুক্ত লোক। একে নিযুক্ত করা হয়েছে ; এঁর দ্বারা অফিসের বিশেষ উপকার হবে।'

"এই কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে সকলে ভুলে আছে।" (ক ৩।১ ।২।১৬১-২)

"শিষ্যের কাপড়ের দোকান আছে। গুরুর পুঁথি বাঁধবার জন্য টুকরা ছিটের দরকার। গুরু শিষ্যের নিকট আপন অভাব জানালেন। শিষ্য 'তাইতো, তাইতো আগে বললে হত, এই গিয়ে সে দিন একটা টুকরা পড়েছিল, তা অমুককে দিলাম,' ইত্যাদি ইত্যাদি নানা প্রকার ওজর আপত্তি করে শেষে বললে, 'তা এবার টুকরা পড়লে আপনার জন্য রেখে দেব, আপনি মধ্যে মধ্যে এসে সংবাদ নেবেন।' গুরু অগত্যা তাতেই রাজী হলেন। ওদিকে শিষ্যের স্ত্রী বাটীর ভিতর হতে সকল কথা শুনছিল। গুরুদেবকে চলে যেতে দেখে সে লোক দ্বারা তাঁকে বাটীর মধ্যে ডেকে পাঠাল। গুরু বাটীর ভিতর এলেন। শিষ্যের স্ত্রী বললে, 'কর্ত্তার নিকট আপনি কী চাচ্ছিলেন?' গুরু সকল কথা খুলে বললেন। শিষ্যের স্ত্রী বললে, 'তা আপনি যান, কাল আপনার বাটী ছিট পাঠিয়ে দেব।' গুরু তথাস্তু বলে চলে গেলেন। তারপর রাত্রে শিষ্য দোকান বন্ধ করে ঘরে এলে পর তার স্ত্রী বললে, 'তুমি কি দোকান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বন্ধ করে এসেছ না কি?' শিষ্য বললে, 'হ্যাঁ, কেন?' স্ত্রী বললে, 'তবে তুমি এক্ষণই ফিরে গিয়ে আমার জন্য ভাল দেখে দুখান ছিট আন।' শিষ্য বললে, 'তার আর কি, আমি কাল তোমায় খুব ভাল দুখান ছিট দেব।' স্ত্রী বললে, 'তা হবে না, এখনি আন।' স্বামী বললে, 'আমি শপথ করছি, কাল সকালে তোমায় ছিট দেবোই দেব।' স্ত্রী বললে, 'তা হবে না, আমায় এখনি দাও।' স্বামী কি করে, এ তো গুরু নয়, যে মধ্যে মধ্যে এসে সংবাদ নিতে বলবে, এ যে গুরুর গুরু মহাগুরু, এর কথা উপেক্ষা করা যায় না। অগত্যা সেই রাত্রে ফের দোকান খুলে দুখান ছিট নিয়ে এলো। স্ত্রী সেই দুখান ছিট গুরুকে পাঠিয়ে দিয়ে বললে, 'আপনার যা আবশ্যক হবে আমাকে বলবেন'।" (সু-উপ ৩১৯।৭৬-৭)

"বাটীতে একটি গরীব ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করতে গেছে। তা বাটীর কর্তাটি নির্লিপ্ত সংসারী, অর্থাৎ নিজ হাতে একটি পয়সা রাখেন না, সব স্ত্রীর হাতে দেন। বাবু বললেন, 'তা ঠাকুর, আমি তো পয়সা-কড়ি ছুঁই না, আমায় মিছে বলা।' ব্রাহ্মণ নাছোড়বান্দা, অনেক কাকুতি মিনতি করে ধরলেন। বাবুজী মনে মনে ভাবলেন একটা টাকা না নিয়ে ছাড়বে না এবং প্রকাশ্যে বললেন, 'আচ্ছা, আপনি কাল আসবেন, যা হয় হবে।' পরে বাড়ীর মধ্যে গিয়ে বললেন, 'দেখ, একটি গরীব ব্রাহ্মণ ভারি বিপদে পড়েছে, তাকে একটা টাকা দিতে হবে।' স্ত্রী টাকার কথা শুনে জ্বলে গিয়ে বললে, 'ওঃ, কী দাতাই হয়েছেন! টাকা ওমনি শাকপাতা কিনা, আনলেই হল!' বাবুজি আমতা আমতা করে বললেন, 'গরীব মানুষ, অনেক করে ধরেছে, একটা টাকা না দিলে চলে না।' স্ত্রী বললে, 'তা হবে না, টাকা আমি দিতে পারব না।' বাবুজী শেষে অনেক জেদ করাতে স্ত্রী বললে, 'তবে এই একটা দুয়ানি আছে, নে যাও।' বাবুজী নির্লিপ্ত সংসারী! অগত্যা স্ত্রী যা হাতে তুলে দিলেন, ব্রাহ্মণকে তাই এনে দিলেন।" (সু-উপ ৬৮৬।১৭২)

"সকলকেই দেখি, মেয়েমানুষের বশ। কাপ্তেনের বাড়ী গিছলাম;— তার বাড়ী হয়ে রামের বাড়ী যাব। তাই কাপ্তেনকে বললাম, 'গাড়ী ভাড়া দাও।' কাপ্তেন তার মাগকে বললে সে মাগও তেমনি—'ক্যা হুয়া', 'ক্যা হুয়া' করতে লাগল। শেষে কাপ্তেন বললে যে, 'ওরাই (রামেরা) দেবে।' গীতা, ভাগবত, বেদান্ত সব ওর ভিতরে!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"টাকা কড়ি সর্ব্বস্ব সব মাগের হাতে! আবার বলা হয়,—'আমি দুটো টাকাও আমার কাছে রাখতে পারি না—কেমন আমার স্বভাব!'...

"পুরুষগুলো বুঝতে পারে না, কত নেমে গেছে।" (ক ৪।১৩।২।১০৬-৭)

শ্রীভগবান কামকে শত্রু জ্ঞান করার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও বুঝাইতেছেন কামনাকে পূর্ব্বে মোহবশতঃ যত অনুরাগই দেখান হইয়া থাকুক না কেন, এখন সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবহার করিতেই হইবে:

"একজন কুকুর পুষেছিল। সে দিনরাত সেইটেকে নিয়ে থাকত। কখন তাকে কোলে করত, কখন তার মুখের উপর মুখ দিয়ে বসে থাকত। পরে একজন বিজ্ঞ লোক এসে তাকে ধমকে বুঝিয়ে দিলে যে কুকুরকে অত আদর দিতে নাই। ওরা পশুর জাত কোন দন আদর করতে করতে ফট করে কামড়ে দিবে ঠিক নাই। সে সেই কথা বুঝতে পেরে কুকুরটাকে কোল থেকে ফেলে দিলে এবং আর কখনই তাকে কোলে নেবে না বলে প্রতিজ্ঞা করলে। কিন্তু কুকুরটা তা বোঝে না। সে তাকে দেখলেই দৌড়িয়ে তার কোলে উঠতে যায়। পরে দিন কতক কোলে উঠতে আসলেই তাকে প্রহার করাতে তবে সে নিরস্ত হয়। তোমাদেরও সেই দশা। অনেক কাল আদর করে যে কুকুরকে কোলে করে এসেছ, এক্ষণে তুমি নিরস্ত হলেও কুকুর ছাড়বে কেন? তবে ওতে কোন দোষ নাই। কুকুর তোমার কোলে উঠতে আসুক, তুমি আর তাকে কোলে তুলো না এবং তাকে খুব প্রহার করো; দিন কতক বাদে সে পালিয়ে যাবে।" (সু-উপ ৩৪২।৮৮-৯)

"যা কিছু দেখছ, শুনছ, চিন্তা করছ, সবই মায়া। এক কথায় বলতে গেলে, কামিনী-কাঞ্চনই মায়ার আবরণ।

"পান খাওয়া, মাছ খাওয়া, তামাক খাওয়া, তেল মাখা এ সব তাতে দোষ নাই। এ সব শুধু ত্যাগ করলে কী হবে? কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগই দরকার। সেই ত্যাগই ত্যাগ!" (ক ৫।৮।২।৭৫)

"একজন চৈতন্যদেবকে বললে, 'এদের (ভক্তদের) এত উপদেশ দেন, তেমন উন্নত করতে পারছে না কেন?' তিনি বললেন,—'এরা যোষিৎসঙ্গ করে সব অপব্যয় করে!—তাই ধারণা করতে পারে না। ফুটো কলসীতে জল রাখলে জল ক্রমে ক্রমে বেরিয়ে যায়।" (ক ৪।১২।৩।১০৩)

শ্রীভগবান কাম এবং ক্রোধকে একই জিনিষের দুই পিঠ বলিয়া বর্ণনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও বুঝাইয়াছেন কামিনীর জন্যই কাঞ্চন; ক্রমে তাহা হইতে ক্রোধ ইত্যাদি রজস্তমোগুণ দেখা দেয় এবং পরিশেষে তজ্জনিত মায়া আসিয়া জীবকে বিমূঢ় করিয়া ফেলে।

"টাকা কাছে থাকলেই ভাবনা, অহঙ্কার, দেহের সুখের চেষ্টা, ক্রোধ, এই সব এসে পড়ে; রজোগুণ বৃদ্ধি করে। আবার রজোগুণ থাকলেই তমোগুণ।" (ক ৪।২৭।৪।৩০৯)

"দেখেছি, সংসারী ভক্ত যখন পূজা করছে গরদ পরে, তখন বেশ ভাবটি। এমন কি জল-যোগ পর্য্যন্ত এক ভাব। তারপর নিজ মূর্ত্তি; আবার রজঃ তমঃ।" (ক ৫।৭।১।৬১)

"যেমন কামার শালে লোহা যতক্ষণ হাপরে থাকে ততক্ষণ লাল থাকে, হাপর থেকে বার করলেই কাল হয়ে যায়, সেই রকম সংসারী মানুষ যতক্ষণ ধর্ম্ম মন্দিরে বা ধার্মিক লোকের নিকট থাকে ততক্ষণ ধর্ম্মভাবে পূর্ণ থাকে, বাইরে এলেই সে ভাব চলে যায়।" (সু-উপ ২১৫।৫২)

"স্প্রীংয়ের গদীর উপর বসলেই নুয়ে যায়, উঠলেই আবার তেমনি সমান হয়ে যায়। সংসারী মানুষরা সেই রকম যখন ধর্ম্মকথা শোনে তখন ধর্ম্মভাব হয়, কিন্তু সংসারে ঢুকলেই সব ভুলে যেমন তেমনি হয়ে পড়ে।" (সু-উপ ২১৪।৫২)

কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি কি ভাবে জ্ঞানকে আবৃত করে তাহা বুঝাইবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন:

"বন্ধনের কারণ কামিনী-কাঞ্চন। কামিনী-কাঞ্চনই সংসার। কামিনী-কাঞ্চনই ঈশ্বরকে দেখতে দেয় না।

"এই বলিয়া ঠাকুর নিজের গামছা লইয়া সম্মুখ আবরণ করিলেন। আর বলিতেছেন—'আর আমায় তোমরা দেখতে পাচ্ছ?—এই আবরণ। এই কামিনী-কাঞ্চন আবরণ গেলেই চিদানন্দ লাভ।" (ক ৪।১৩।২।১০৬)

শ্রীযুক্ত কেদার নাথ চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর ন্যায় বিশিষ্ট এবং বহুজনমান্য ভক্তকেও মুখের উপরে স্পষ্ট ভাবে বলিতেছেন:

"মাগ-সুখ যে ত্যাগ করেছে, সে জগৎসুখ ত্যাগ করেছে।[৩৬]—এই কামিনী-কাঞ্চনই আবরণ। তোমাদের তো এত বড় বড় গোঁফ, তবু তোমরা ঐ-তেই রয়েছ! বল! মনে মনে বিবেচনা করে দেখ।" (ক ৪।১৩।২।১০৬)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"কেদারকে বললুম, কামিনী-কাঞ্চনে মন থাকলে হবে না। ইচ্ছা হল, একবার তার বুকে হাত বুলিয়ে দি,—কিন্তু পারলাম না। ভিতরে অষ্টবঙ্কট। ঘরে বিষ্ঠার গন্ধ, ঢুকতে পারলাম না। যেমন স্বয়ম্ভু লিঙ্গ কাশী পর্য্যন্ত জড়। সংসারে আসক্তি,—কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি,—থাকলে হবে না।" (ক ৪।২৩।৮।২৬৮-৯)

"স্ত্রীলোক সম্বন্ধে খুব সাবধান না থাকলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। তাই সংসারে কঠিন। যত সিয়ান হও না কেন, কাজলের ঘরে থাকলে গায়ে কালী লাগবে। যুবতীর সঙ্গে নিষ্কামেরও কাম হয়।" (ক ৪।১০।৪।৮০)

"কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না হলে হবে না। ত্যাগ হলে তবে অজ্ঞান অবিদ্যা নাশ হয়।[৩৭] আতস কাঁচের উপর সূর্য্যের কিরণ পড়লে কত জিনিষ পুড়ে যায়। কিন্তু ঘরের ভিতর ছায়া, সেখানে আতাস কাঁচ লয়ে গেলে ওটি হয় না। ঘর ত্যাগ করে বাহিরে এসে দাঁড়াতে হয়!" (ক ৩।১৭।৪।২১৮)

"যারা নিজে সতরঞ্চ খেলে, তারা চাল তত বুঝে না; কিন্তু যারা না খেলে উপর চাল বলে দেয়, তাদের চাল ওদের চেয়ে অনেকটা ঠিক ঠিক হয়। সংসারী লোক মনে করে, আমরা বড় বুদ্ধিমান। কিন্তু তারা বিষয়াসক্ত। নিজে খেলছে। নিজেদের চাল ঠিক ঠিক বুঝতে পারে না। কিন্তু সংসার-ত্যাগী সাধুলোক বিষয়ে অনাসক্ত। তারা সংসারীদের চেয়ে বুদ্ধিমান। নিজে খেলে না, তাই উপর চাল ঠিক বলে দিতে পারে!" (ক ১।১৫।২।২৫৭-৮)

"জীব মায়ার রাজ্যে বাস করে। এ মায়া ঈশ্বরকে জানতে দেয় না। এই মায়া মানুষকে অজ্ঞান করে রেখেছে! হৃদে একটা এঁড়ে বাছুর এনেছিল। একদিন দেখি, সেটিকে বাগানে বেঁধে দিয়েছে, ঘাস খাওয়াবার জন্য। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'হৃদে, ওটাকে রোজ ওখানে বেঁধে রাখিস কেন?' হৃদে বললে, 'মামা, এঁড়েটিকে দেশে পাঠিয়ে দিব। বড় হলে লাঙ্গল টানবে।' যাই এ কথা বলেছে, আমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলাম। মনে হয়েছিল, কী মায়ার খেলা! কোথায় কামারপুকুর—সিওড়, কোথায় কলকাতা! এই বাছুরটি যাবে, ওই পথ! সেখানে বড় হবে। তারপর কতদিন পরে লাঙ্গল টানবে, এরই নাম সংসার,—এরই নাম মায়া!

"অনেকক্ষণ পরে মূর্চ্ছা ভেঙ্গে ছিল।" (ক ১।৬।২।১০৭)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কামিনী-কাঞ্চনের মায়ার আবরণ না যাওয়া পর্য্যন্ত যাহাই করা হউক, জ্ঞান লাভ হয় না।

"ডাকুরে বলে এক রকম মাকড়সা আছে, তা কামড়ালে আগে হলুদ পড়া দিয়ে বিষ তুলে ফেলে তারপর ঔষধ লাগাতে হয়, তবে ঔষধ খাটে। সেই রকম কামিনী-কাঞ্চন রূপ মাকড়সায় জীবকে কামড়ালে আগে ত্যাগ করতে হয়, তারপর তার সাধনা খাটে।" (স্থ-উপ ৪৬৬।১১৩)

"যে সরষে ভূত ছাড়াবে তারই মধ্যে ভূত প্রবিষ্ট হয়েছে। ভূত ছাড়বে কেমন করে? যে মন দিয়ে সাধন করবে, তাই যদি বিষয়াসক্ত হয়ে পড়ে তা হলে সাধনা অসম্ভব।" (স্থ-উপ ৩০২।৭২)

অপর পক্ষে মোহ এবং অজ্ঞানের আবরণ অপসারিত হইলেই জ্ঞান উদিত হইয়া থাকে।

"কামিনী-কাঞ্চনই মায়া। মায়াকে যদি চিনতে পার, আপনি লজ্জায় পালাবে। একজন বাঘের ছাল পরে ভয় দেখাচ্ছে। যাকে ভয় দেখাচ্ছে, সে বললে, 'আমি তোকে চিনেছি, তুই আমাদের হরে।' তখন সে হেসে চলে গেল—আর একজনকে ভয় দেখাতে গেল।" (ক ২।১২।১।১০৪)

"মায়াকে চিনতে পারলে সে তখনই পালায়। এক গুরু শিষ্য বাড়ী যাচ্ছিলেন, সঙ্গে চাকর ছিল না। পথের মাঝে এক মুচীকে দেখতে পেয়ে বললেন, 'ওরে, আমার সঙ্গে যাবি? ভাল খেতে পাবি, আদরে থাকবি, চল না।' মুচী বললে, 'ঠাকুর, আমি অতি নীচ জাত, কেমন করে আপনার চাকর হয়ে যাব?' গুরু বললেন, 'তাতে তোর কোন চিন্তা নেই, তুই কাকেও আপনার পরিচয় দিস নি, কি কারু সঙ্গে আলাপ করিস নি।' মুচী রাজি হল। সন্ধ্যার সময় শিষ্যবাড়ীতে গুরু সন্ধ্যা করছেন, এমন সময় আর একজন ব্রাহ্মণ এসে চাকরকে বললেন—'অমুক জায়গা থেকে আমার জুতো জোড়াটা এনে দেত?' চাকর কথা কইলে না। ব্রাহ্মণ আবার বললেন, সে তাতেও চুপ করে রইল। ব্রাহ্মণ তিন চার বার বললেন, সে তবুও নড়ল না। শেষে বামুন বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আরে ব্যাটা, ব্রাহ্মণের কথা শুনিস নে, তুই কী জাত, মুচী নাকি?' মুচী একথা শুনে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে গুরুর দিকে চেয়ে বললে,—'ঠাকুর মশায় গো, ঠাকুর মশায় গো! আমায় চিনেছে আমি পালাই'।" (স্থ-উপ৪৭।১৩)

"কামিনী-কাঞ্চন মায়া। এই মায়াকে সরিয়ে যে তাঁকে দর্শন করে, সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁকে দেখতে পায়। একজনকে বোঝাতে বোঝাতে (ঈশ্বর একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখালেন); হঠাৎ সামনে দেখলাম, দেশের (কামারপুকুরের) একটি পুকুর, আর একজন লোক পানা সরিয়ে যেন জল পান করলে। জলটি স্ফটিকের মত। দেখালে যে সেই সচ্চিদানন্দ মায়ারূপ পানাতে ঢাকা;—যে সরিয়ে জল খায় সেই পায়।" (ক ৩।৪।১।৩৮)

কামনা বাসনাই যত অনর্থের মূল, এই বিষয়ে বর্ণনা করিয়া পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বুঝাইতেছেন, যদি কামনা করিতেই হয়, তবে ভক্তি কামনা করা উচিত।

"আমার কিন্তু ভক্তিকামনা আছে। ও মন্দ নয়, বরং ভালই হয়। মিষ্ট খারাপ জিনিষ—অম্ল হয়, কিন্তু মিছরিতে বরং উপকার হয়।" (ক ৪।২২।২।২৩২)

অন্যত্র শ্রীশ্রীঠাকুর অন্য উপমা দিয়াছেন:

"শাক খেলে অসুখ হয়, কিন্তু হিঞ্চে শাক খেলে উপকার হয়; হিঞ্চে শাক শাকের মধ্যে নয়।" (ক ৩।১১।২।১২০)

৩ (ঙ) প্রবৃত্তি পরায়ণতার অপকার

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥ (১৬।৭)
ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ॥ (১৬।২১)

আসুর-ভাবাপন্ন ব্যক্তিরা কোন কাজে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত এবং কোন কাজ হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত, তাহা জানে না। তাহাদের মধ্যে সদাচার, [এবং বিশেষতঃ] শৌচ ও সত্য নাই। (১৬।৭)

কাম, ক্রোধ এবং লোভ—এই তিনটি নরকের দ্বার স্বরূপ; ইহারা জীবাত্মার অধোগতির কারণ। অতএব এই তিনটি পরিত্যাগ করা চাইই চাই। (১৬।২১)

শ্রীভগবান গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে আসুরী সম্পদের বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন। উপরে উদ্ধৃত সপ্তম শ্লোক ভিন্ন অন্য শ্লোক যথা অষ্টম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে অষ্টাদশ শ্লোকেও নানা বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি লক্ষণই সংসারীতে, বিশেষতঃ বদ্ধজীবে বর্ত্তমান। সেই জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর আসুরভাবাপন্ন না বলিয়া সংসারী বা বদ্ধজীব শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

তিনি নিজে শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র হাজরা মহাশয়কে আনিয়া তাঁহার কাছে রাখিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত অধর লাল সেনকেও তিনি কত স্নেহ করিতেন। তথাপি তাঁহারা সংসারী; জ্ঞান ভক্ত লাভের প্রবৃত্তি তাঁহাদের নাই; বিষয় হইতে নিবৃত্ত না হইয়া বরং বিষয় ভোগের জন্যই তাঁহারা আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন; এই সব কথার অবতারণা করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন:

"হাজরা বলেছিল—অধরের কর্ম্ম হবে, তুমি একটু মাকে বল। অধরও বলেছিল। আমি মাকে একটু বলেছিলাম—'মা, এ তোমার কাছে আনাগোনা করছে, যদি হয় তো হোক না।' কিন্তু সেই সঙ্গে মাকে বলেছিলুম—'মা, কী হীনবুদ্ধি! জ্ঞান ভক্তি না চেয়ে তোমার কাছে এই সব চাচ্ছে!'

"(অধরের প্রতি) কেন হীনবুদ্ধি লোকগুলোর কাছে অত আনাগোনা করলে? এত দেখলে শুনলে!—সাতকাণ্ড রামায়ণ, সীতা কার ভার্য্যে!" (ক ৪।১৭।৪।১৬১)

আকবর বাদসাহ অনন্ত ঐশ্বর্য্যশালী তথাপি তিনি প্রবৃত্তিপরায়ণ; আর ফকিরের কিছুই নাই তথাপি তিনি নিবৃত্তিপরায়ণ; এই প্রভেদ বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন:

"একটি ফকির বনে কুটীর করে থাকত। তখন আকবর শা দিল্লীর বাদশা। ফকিরটির কাছে অনেকে আসত। অতিথি সৎকার করতে তার বড় ইচ্ছা হয়। একদিন ভাবলে যে, টাকা-কড়ি না হলে কেমন করে অতিথি সৎকার হয়? তবে যাই একবার আকবর শার কাছে। সাধু ফকিরের অবারিত দ্বার। আকবর শা তখন নমাজ পড়ছিলেন, ফকির নমাজের ঘরে গিয়ে বসল। দেখলে আকবর শা নমাজের শেষে বলছেন, 'হে আল্লা, ধন দাও, দৌলত দাও,' আরো কত কি। এই সময় ফকিরটি উঠে নমাজের ঘর থেকে চলে যাবার উদ্যোগ করতে লাগল। আকবর শা ইসারা করে বসতে বললেন। নমাজ শেষ হলে বাদশা জিজ্ঞাসা করলেন,—'আপনি এসে বসলেন, আবার চলে যাচ্ছেন?' ফকির বললে,—'সে আর মহারাজের শুনে কাজ নাই, আমি চললুম।' বাদশা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেক জিদ করাতে ফকির বললে,—'আমার ওখানে অনেকে আসে। তাই কিছু টাকা প্রার্থনা করতে এসেছিলাম।' আকবর বললেন, 'তবে চলে যাচ্ছিলেন কেন?' ফকির বললে, 'যখন দেখলুম তুমিও ধনদৌলতের ভিখারী,—তখন মনে করলুম যে ভিখারীর কাছে চেয়ে আর কি হবে? চাইতে হয় তো আল্লার কাছে চাইব'।" (ক ২।২৩।২।২৩২)

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজের দিব্যোন্মাদ অবস্থার উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত অধর লাল সেনকে বলিতেছেন :

"নিবৃত্তিই ভাল, প্রবৃত্তি ভাল নয়। এই অবস্থার পর আমার মাইনে সই করাতে ডেকেছিল—যেমন সবাই খাজাঞ্চির কাছে সই করে। আমি বললাম —'তা, আমি পারব না। আমি তো চাচ্ছি না। তোমাদের ইচ্ছা হয়, আর কারুকে দাও।'

"একে ঈশ্বরের দাস।—আবার কার দাস হব?" (ক ৪।১৮।৪।১৬১) প্রবৃত্তিপরায়ণ লোকেরা সদাচার কি তাহা জানে না এবং পালনও করে না। তাই দুঃখ পায়।

"জীব যেমন কর্ম্ম করে, তেমনি ফল পায়। তাই গানে আছে :

"দোষ কারু নয় গো মা। আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা॥ ষড় রিপু হল কোদণ্ড-স্বরূপ, পুণ্যক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ, সে কূপে বেড়িল কাল রূপ জল, কাল মনোরমা।"[৩৮] (ক ২।৩।৫।৪০)

শৌচ দ্বিবিধ,—বাহ্য ও আন্তর। প্রথমটি গৌণ; দ্বিতীয়টিই মুখ্য। ঐটির উল্লেখ করিয়াই শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন, সংসারী জীবের মন অশুদ্ধ, তাহা শুদ্ধ না করিলে হইবে না :

"তবে সংসারী জীবের মন ঘোলা জল হয়ে আছে বটে,কিন্তু নির্ম্মলি ফেললে আবার পরিষ্কার হতে পারে। বিবেক বৈরাগ্য নির্ম্মলি।" (ক ৪।১৬।২।১৩৭)

সংসারীরা মিথ্যা আচরণ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করে, সে বিষয়ে বলিতেছেন :

"দেখ, ব্যবসা করতে গেলে সত্য কথার আঁট থাকে না। ব্যবসায় তেজী মন্দি আছে। নানকের গল্পে আছে যে বললেন, 'অসাধুর দ্রব্য ভোজন করতে গিয়ে দেখলুম যে সে সব রক্তমাখা হয়ে গেছে!' সাধুদের শুদ্ধ জিনিষ দিতে হয়। মিথ্যা উপায়ে রোজগার করা জিনিষ দিতে নাই। সত্য পথে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।" (ক ৫।৩।৩।৩০)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"মন মুখ এক করাই প্রকৃত সাধনা। নতুবা মুখে বলছে, 'তুমি আমার সর্ব্বস্ব' এবং মন বিষয়কেই সর্ব্বস্ব জেনে বসে রয়েছে, এরূপ লোকের সকল সাধনাই বিফল।" (সু-উপ ৩০৫।৭২)

সত্যের অপরিহার্য্যতা আরও স্পষ্টভাবে বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন:

"এই রকম আছে যে সত্য কথাই কলির তপস্যা। সত্যকে আঁট করে ধরে রাখলে ভগবান লাভ হয়।[৩৯] সত্যে আঁট না থাকলে ক্রমে ক্রমে সব নষ্ট হয়।··· সব মাকে দিতে পারলুম, 'সত্য' মাকে দিতে পারলুম না।" (ক ১।৮।১।১২১-২)

"তুলসী দাস বলেছে, 'সত্য কথা, অধীনতা, পরস্ত্রী মাতৃসমান···

এই সে হরি না মিলে তুলসী ঝুট জবান।" (ক ৩।১৪।৩।১৬২)

আবার বলিতেছেন, সত্য পালন মানে কেবল সত্য কথা বলা নয়, সত্য আচরণ করা:

"বিষয়ীরা সাধুর কাছে যখন আসে তখন বিষয়-কথা, বিষয়-চিন্তা একেবারে লুকিয়ে রেখে দেয়। তার পর চলে গেলে সেইগুলি বার করে। পায়রা মটর খেলে; মনে হল যে ওর হজম হয়ে গেল। কিন্তু গলার ভিতর সব রেখে দেয়। গলায় মটর গিড় গিড় করে।" (ক ৪।২১।৫।২২৩)

"সংসারী লোক কপট হয়—সরল হয় না। মুখে বলে ঈশ্বরকে ভালবাসি কিন্তু বিষয়ে যত টান। কামিনী-কাঞ্চনে যত ভালবাসা, তার অতি অল্প অংশও ঈশ্বরের দিকে দেয় না। অথচ মুখে বলে ঈশ্বরকে ভালবাসি।

"(মণি মল্লিকের প্রতি) কপটতা ছাড়।

"মণিলাল। মানুষ সম্বন্ধে না ঈশ্বর সম্বন্ধে?

"শ্রীরামকৃষ্ণ। সব রকম। মানুষ সম্বন্ধেও বটে, আর ঈশ্বর সম্বন্ধেও বটে; কপটতা করতে নাই।" (ক ৫।১৫।১।১৪০)

"সরল হলে ঈশ্বরকে সহজে পাওয়া যায়। সরল হলে উপদেশে শীঘ্র কাজ হয়। পাটকরা জমি কাঁকর কিছু নাই, বীজ পড়লেই গাছ হয়; আর শীঘ্র ফল হয়।" (ক ৪।১৪।১।১১৪)

শ্রীযুক্ত মাথুরামোহন বিশ্বাস শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রথম রসদ্‌দার। তাঁহার কত বিশ্বাস, কত ভক্তি! তথাপি তিনি সংসারী। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন, কাম, ক্রোধ, লোভের বশবর্ত্তী হইয়া সংসারীরা কত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্যায় করে এবং পরিশেষে তাহার ফল ভুগিয়া থাকে। এমন কি, এই প্রসঙ্গে হনুমানের দৃষ্টান্ত পর্য্যন্ত দিয়া বুঝাইতেছেন যে, ক্রোধ ত্যাগ করা চাই-ই চাই :

"ঈশ্বরের নিয়ম যে, পাপ করলে তার ফল পেতে হবে। লঙ্কা খেলে তার ঝাল লাগবে না? সেজবাবু বয়স কালে অনেক রকম করেছিল, তাই মৃত্যুর সময় নানা রকম অসুখ হল। কম বয়সে এত টের পাওয়া যায় না, কালীবাড়ীতে ভোগ রাঁধবার অনেক সুঁদরী কাঠ থাকে। ভিজে কাঠ প্রথমটা বেশ জ্বলে যায়, তখন ভিতরে যে জল আছে, টের পাওয়া যায় না। কাঠটা পোড়া শেষ হলে যত জল পিছনে ঠেলে আসে ও ফ্যাঁচ ফোঁচ করে উনুন নিবিয়ে দেয়। তাই কাম, ক্রোধ, লোভ এ সব থেকে সাবধান হতে হয়। দেখ না, হনুমান ক্রোধ করে লঙ্কা দগ্ধ করেছিল, শেষে মনে পড়ল, অশোক বনে সীতা আছেন। তখন ছটফট করতে লাগল, পাছে সীতার কিছু হয়।" (ক ৫।১।২।৬)

লোভ পরিহার করাও যে অত্যাবশ্যক সে সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উপাখ্যানটি বলিয়াছেন :

"এক নাপিত পথে চলতে চলতে হঠাৎ শুনতে পেল কে যেন বলছে, 'সাত ঘড়া টাকা নিবি?' নাপিত আশ্চর্য্য হয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখলে কিন্তু কাউকে দেখতে পেলে না। সাত ঘড়া টাকার নাম শুনে সে কিঞ্চিৎ লুব্ধ হয়ে ব্যাপারটা কী জানবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে বললে, 'নেব'। অমনি সে আবার শুনতে পেলে কে যেন বললে, 'আচ্ছা, তোর বাড়ীতে দিয়ে এলুম, নিগে যা।' নাপিত বাড়ী গিয়ে দেখে যথার্থই তার গৃহে ঘড়া রয়েছে। নাপিত ভাল করে নেড়ে চেড়ে দেখতে পেলে ছয়টি ঘড়া মোহরে ভরা আর একটি ঘড়া খালি রয়েছে। খালি ঘড়াটি পূর্ণ করবার জন্য তার একান্ত ইচ্ছা হল এবং তার ঘরে সোনা রূপা যা কিছু ছিল সমুদায় এনে সেই খালি ঘড়ার ভিতর পুরলে, কিন্তু তাতে সে ঘড়া পুরবে কেন? নাপিত সংসারের খরচ কমিয়ে রোজ রোজ সেই ঘড়া পুরতে লাগল এবং অবশেষে কাকুতি মিনতি করে রাজা মহাশয়কে জানালে যে তার সংসারে এখন ভারি কষ্ট হচ্ছে; সে যে কয়টাকা বেতন পায় তাতে তার চলে না। রাজা তার মাইনে বাড়িয়ে দিলেন কিন্তু নাপিতের যে দশা সেই দশা। সে এখন লোকের কাছে মেগে পেতে খায় এবং যা কিছু টাকা পায় তা ঐ ঘড়ার ভিতর পোরে। পরে রাজা একদিন তার দুর্দ্দশা দেখে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বললেন, 'হ্যাঁরে, আগে তুই কম মাইনে পেতিস তাতে তো তোর বেশ চলত। আর এখন তুই দ্বিগুণ মাইনে পাচ্ছিস, তবু তোর চলে না কেন রে? তুই কি সাত ঘড়া মোহর এনেছিস না কি?' নাপিত থতমত খেয়ে বললে, 'আজ্ঞে, আপনাকে কে বললে?' রাজা বললেন, 'আরে সে যে যক্ষের ধন! সেই যক্ষটা আমার নিকট এসে বলেছিল—সাত ঘড়া ধন নেবে? আমি বললাম—জমার টাকা না খরচের টাকা? যক্ষটা অমনি পালিয়ে গেল আর কোন কথা কইলে না। ও টাকা কি নিতে আছে, ও টাকা খরচ করবার যো নাই, ও কেবলই জমার টাকা। ভাল চাস তো ফিরিয়ে দিয়ে আয়।' নাপিত ঐ কথা শুনে তাড়াতাড়ি সেই স্থলে গিয়ে বললে, 'তোমার টাকা তুমি নিয়ে যাও, আমার কাজ নাই।' যক্ষ বললে, 'আচ্ছা।' বাটীতে এসে নাপিত দেখে ঘড়াগুলি নিয়ে গেছে। লাভের মধ্যে সেই সঙ্গে সে এতকাল ধরে সেই খালি ঘড়াটার ভিতর যা পুরেছিল সেগুলিও নিয়ে গেছে।" (সু-উপ ৩২৫।৮১-৮২)

৩(চ) ফলকামনা সমাধির বিঘ্ন

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥ (২।৪২)
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥ (২।৪৩)
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥ (২।৪৪)

হে পার্থ, যাহাদের বিবেকজ্ঞান নাই, তাহারা [ইহলোকে ভোগসম্পদ এবং পরলোকে স্বর্গফল ইত্যাদি] বেদের [কর্ম্মকাণ্ডের] প্রীতিকর বাক্যে অনুরক্ত; তাহারা বলে এই সকল [বেদোক্ত] কাম্য কর্ম্ম ভিন্ন অন্য [ধর্ম্ম] কিছু নাই; তাহাদের চিত্ত কামনাকুল; স্বর্গই তাহাদের কাছে পরম পুরুষার্থ; কর্ম্মের ফলে জন্ম ঘটিবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং [শুধু ইহ জন্মে কেন, পরজন্মেও] ভোগৈশ্বর্য্য লাভের উপায়-স্বরূপ বিবিধ ক্রিয়াকলাপের প্রশংসাসূচক শ্রুতিমনোহর বাক্যে তাহারা একান্ত অনুরক্ত। [কিন্তু] এই সব কথাতে বিমূঢ়-চিত্ত, ভোগৈশ্বর্য্যে আসক্ত ব্যক্তিগণের [কার্য্যাকার্য্য নির্ণায়ক] বুদ্ধি সমাধিস্থ হইতে পারে না। (২।৪২-৪৪)

"বিপশ্চিৎ"—"বিপশ্চন্ চিন্তয়তে", সমস্ত বিষয় বুদ্ধির সহিত বিবেচনা করে। অতএব শ্রীভগবানের ব্যবহৃত "অবিপশ্চিতঃ" পদের অর্থ এই যে, যাহারা এই ভাবে প্রকৃষ্ট জ্ঞান সংগ্রহ করিতে পারে নাই। সেই প্রকৃষ্ট জ্ঞান মানে শাস্ত্র-পাণ্ডিত্য নয়,—নিত্যানিত্য জ্ঞান বা বিবেকজ্ঞান, একথা শ্রীশ্রীঠাকুর পরিষ্কার করিয়া বলিতেছেন :

"পাণ্ডিত্য কি লেকচার কি হবে যদি বিবেক-বৈরাগ্য না আসে? ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য; তিনিই বস্তু আর সব অবস্তু; এর নাম বিবেক।" (ক ২।১।২ ১১)

তাই "অবিপশ্চিতঃ" পদের তাৎপর্য্য এই যে, বেদের কর্ম্মকাণ্ডে বর্ণিত কাম্যকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে ইহজন্মে ও পরজন্মে ভোগৈশ্বর্য্য লাভ হইবে—যাহারা এই জ্ঞান লাভ করিয়াছে তাহাদের জ্ঞান প্রকৃষ্ট জ্ঞান নয়। তাহাদের ঈশ্বর-জ্ঞানের নিম্নলিখিত বর্ণনা শ্রীশ্রীঠাকুর দিয়াছেন :

"বিষয়ীর ঈশ্বর কিরূপ জান? যেমন খুড়ী জেঠীর কোঁদল শুনে ছেলেরা খেলা করবার সময় পরস্পর বলে, 'আমার ঈশ্বরের দিব্য।' আর যেমন কোন ফিট বাবু, পান চিবুতে চিবুতে, স্টীক (stick) হাতে করে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে একটি ফুল তুলে বন্ধুকে বলে, 'ঈশ্বর কি beautiful ফুল করেছেন!' কিন্তু বিষয়ীর এই ভাব ক্ষণিক, যেন তপ্ত লোহার উপর জলের ছিটে।" (ক ১।১২।২।১৭৫-৩)

যখন চিত্ত ঈশ্বরে স্থির হওয়ার কথা, তখন পর্য্যন্ত অবিবেকীদের মন সাংসারিক ভোগসম্পদের ভাবনাতেই অভিনিবিষ্ট থাকে।

"অনেকে আহ্নিক করবার সময় যত রাজ্যের কথা কয়; কিন্তু কথা কইতে নাই,—তাই ঠোঁট বুজে যত প্রকার ইসারা করতে থাকে। এটা নিয়ে এস, ওটা নিয়ে এস, হুঁ উঁ হুঁ,—এই সব করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আবার কেউ মালা জপ করছে; তার ভিতর থেকেই মাছ দর করে! জপ করতে করতে হয়তো আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, 'ঐ মাছটা!" যত হিসাব সেই সময়ে।

"কেউ হয়তো গঙ্গা স্নান করতে এসেছে। সে সময় কোথা ভগবান চিন্তা করবে, গল্প করতে বসে গেল! যত রাজ্যের গল্প! 'তোর ছেলের বিয়ে হল, কি গয়না দিলে?' 'অমুকের বড় ব্যামো'; 'অমুক শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছে কি না'; 'অমুক কনে দেখতে গিছল; তা দেওয়া থোয়া সাধ আহ্লাদ খুব করবে'; 'হরিশ আমার বড় ন্যাওটো, আমায় ছেড়ে এক দণ্ড থাকতে পারে না'; 'এত দিন আসতে পারিনি, মা—অমুকের মেয়ের পাকা দেখা, বড় ব্যস্ত ছিলাম।'

"দেখ দেখি কোথায় গঙ্গায় স্নানে এসেছে! যত সংসারের কথা!" (ক ৩।১২।২।১৩২-৩)

অবিবেকীদের কাছে সংসারই সার, সুতরাং বাসনা-ক্ষয়, বৈরাগ্যলাভ, ঈশ্বরানুরাগ অথবা সমাধি কিছুই হয় না।

"কি জান, একটু কামনা থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। ধর্ম্মের সূক্ষ্মা গতি! ছুঁচে সুতা পরাচ্ছ—কিন্তু সুতার ভিতর একটু আঁস থাকলে ছুঁচের ভিতর প্রবেশ করবে না।

"ত্রিশ বছর মালা জপে, তবু কেন কিছু হয় না?...

"কামনা থাকতে, যত সাধনা কর না কেন, সিদ্ধিলাভ হয় না।"[৪৩] (ক ৩।১৫।১।১৮১)

"আচ্ছা, এরা এত জপ করে, এত তীর্থ করেছে, তবু এরকম কেন? যেন আঠার মাসে এক বৎসর!

"হরিশকে বললুম, কাশী যাওয়া কি দরকার যদি ব্যাকুলতা না থাকে! ব্যাকুলতা থাকলে এইখানেই কাশী।

"এত তীর্থ—এত জপ করে, হয় না কেন? ব্যাকুলতা নাই। ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকলে তিনি দেখা দেন।

"যাত্রার গোড়ায় অনেক খচমচ খচমচ করে; তখন শ্রীকৃষ্ণকে দেখা যায় না। তার পর নারদ ঋষি যখন ব্যাকুল হয়ে বৃন্দাবনে এসে, বীণা বাজাতে বাজাতে ডাকে আর বলে, 'প্রাণ হে গোবিন্দ, মম জীবন!' তখন কৃষ্ণ আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকতে পারেন না। রাখালদের সঙ্গে সামনে আসেন, আর বলেন 'ধবলী রও! ধবলী রও!" (ক ৫।১০।২।৯৫)

"কেন তীব্র বৈরাগ্য হয় না জিজ্ঞাসা করছ? তার মানে আছে। ভিতরে বাসনা প্রবৃত্তি সব আছে। হাজরাকে তাই বলি। ওদেশে মাঠে জল আনে, মাঠের চারিদিকে আল দেওয়া আছে, পাছে জল বেরিয়ে যায়। কাদার আল, কিন্তু আলের মাঝে মাঝে ঘোগ—গর্ত্ত। প্রাণপণে তো জল আনছে, কিন্তু ঘোগ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে! বাসনা ঘোগ। জপ, তপ করে বটে, কিন্তু পেছনে বাসনাঘোগ দিয়ে সব বেরিয়ে যাচ্ছে।" (ক ২।১৯।৫।১৯১)

"যতক্ষণ কিছু ভোগ বাকি থাকে, কি কর্ম্ম বাকি থাকে, ততক্ষণ সমাধি হয় না।" (ক ৫।১৮।২।১৭৪)

এমন কি, যদিই বা কখনও কোনও ক্রমে সংসারীদের কামনাকুল মন একাগ্র হয়ও, সে ভাব স্থায়ী হইতে পারে না।

"বিষয় চিন্তা মনকে সমাধিস্থ হতে দেয় না।.....

"ওদেশে দেয়ালের ভিতর গর্ত্তে নেউল থাকে। গর্ত্তে যখন থাকে বেশ আরামে থাকে। কেউ কেউ ন্যাজে ইট বেঁধে দেয়—তখন ইটের জোরে গর্ত্ত থেকে বেরিয়ে পড়ে। যত বার গর্ত্তের ভিতর গিয়ে আরামে বসবার চেষ্টা করে—তত বারই ইটের জোরে বাইরে এসে পড়ে। বিষয় চিন্তা এমনি—যোগীকে যোগভ্রষ্ট করে।

"বিষয়ী লোকদের এক একবার সমাধির অবস্থা হতে পারে। সূর্য্যোদয়ে পদ্ম ফোটে, কিন্তু সূর্য্য মেঘেতে ঢাকা পড়লে আবার পদ্ম মুদিত হয়ে যায়। বিষয় মেঘ।" (ক ৪।৭।৫।৪৭)

"বিষয়ী লোকের জ্ঞান কখনও দেখা যায়। এক একবার দীপ শিখার ন্যায়। না, না, সূর্য্যের একটি কিরণের ন্যায়। ফুটো দিয়ে যেন কিরণটি আসছে। বিষয়ী লোকের ঈশ্বরের নাম করা! অনুরাগ নাই!... শ ৫

"বিষয়ী লোকদের রোক নাই। হল, হল; না হল, না হল। জলের দরকার হয়েছে, কূপ খুঁড়ছে। খুঁড়তে, খুঁড়তে যেমন পাথর বেরুল, অমনি সেখানটা ছেড়ে দিলে। আর এক জায়গা খুঁড়তে বালি পেয়ে গেল; কেবল বালি বেরোয়! সেখানটাও ছেড়ে দিলে। যেখানে খুঁড়তে আরম্ভ করেছে, সেখানেই খুঁড়বে; তবে তো জল পাবে!" (ক ২।৩।৫।৪০)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাম্য কর্ম্মে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ হইতে পারে এ কথা সত্য, কিন্তু তাহাতে ভগবান লাভ হইবে না, অর্থাৎ মন সমাধিস্থ হইবে না। শ্রীশ্রীঠাকুর ভাবস্থ হইয়া বলিতেছেন :

"মা, কারণানন্দ চাই না। সিদ্ধি খাব।

"সিদ্ধি কি না বস্তু লাভ। অষ্টসিদ্ধির সিদ্ধি নয়। সে (অণিমা-লঘিমাদি) সিদ্ধির কথা কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেছিলেন, 'ভাই, যদি দেখ যে, অষ্টসিদ্ধির একটি সিদ্ধি কারও আছে, তা হলে জেন যে, সে ব্যক্তি আমাকে পাবে না।' কেন না, সিদ্ধি থাকলেই অহঙ্কার থাকবে, আর অহঙ্কারের লেশ থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না।" (ক ১।১২।২।১৭৫)

"চিত্ত-শুদ্ধি না হলে হয় না। কামিনী-কাঞ্চনে মন মলিন হয়ে আছে, মনে ময়লা পড়ে আছে। ছুঁচ কাদা দিয়ে ঢাকা থাকলে আর চুম্বকে টানে না। মাটি কাদা ধুয়ে ফেললে তখন চুম্বক টানে। মনের ময়লা তেমনি চোখের জলে ধুয়ে ফেলা যায়। 'হে ঈশ্বর, আর অমন কাজ করব না' বলে যদি কেউ অনুতাপে কাঁদে, তা হলে ময়লাটা ধুয়ে যায়। তখন ঈশ্বর-রূপ চুম্বক পাথর মনরূপ ছুঁচকে টেনে লন। তখন সমাধি হয়, ঈশ্বর দর্শন হয়।" (ক ১।৪।৭।৯৪-৫)

"মাটি পাট করা না হলে হাঁড়ি তৈয়ার হয় না। ভিতরে বালি ঢিল থাকলে হাঁড়ি ফেটে যায়। তাই কুমোর আগে মাটি পাট করে।" (ক ৪।২১।২।২১২)

৩ (ছ) ইন্দ্রিয়ের রাগদ্বেষ

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥ (৩।৩৪)
যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥ (২।৬০)

[অনুকূল বিষয়ে] অনুরাগ এবং [প্রতিকূল বিষয়ে] বিদ্বেষ ইন্দ্রিয়ের আসিয়াই পড়ে। [তথাপি] রাগদ্বেষের বশীভূত হইও না। [কারণ] এ দুইটি জীবের [শ্রেয়োলাভের] বিঘ্নকারী। (৩।৩৪)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে কৌন্তেয়, চিত্তবিক্ষেপকারী ইন্দ্রিয়গণ, সংযমে যত্নশীল বিবেকী পুরুষের চিত্ত পর্য্যন্ত বলপূর্ব্বক হরণ করে। (২।৬০)

প্রেয় বিষয় শ্রেয়ঃ না হইলেও তাহার প্রতি অনুরাগ এবং শ্রেয়ঃ বিষয় প্রেয় না হইলেই তাহার প্রতি বিদ্বেষ, এ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তটি দিয়াছেন :

"মেছুনী মালীর বাড়ীতে রাত্রে অতিথি হয়েছিল। তাকে ফুলের ঘরে শুতে দেওয়াতে তার আর ঘুম হয় না। হুস খুস করছে, তাকে দেখে মালিনী এসে বললে, 'কেন গো, ঘুমুচ্ছিস নি কেন গো!' মেছুনী বললে, 'কি জানি মা, কেমন ফুলের গন্ধে ঘুম হচ্ছে না, তুমি একবার আঁসচুবড়িটা আনিয়ে দিতে পার?'

তখন মেছুনী আঁসচুবড়িতে জল ছিটিয়ে সেই গন্ধ আঘ্রাণ করতে করতে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হল।" (ক ৫ পরি, কেশবের সহিত দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে, ২।৭৫)

যাঁহারা ইন্দ্রিয় সংযমের অভ্যাস না করিয়া বরং ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিতেই নিরত থাকেন, তাঁহারা যতই প্রতিভাশালী এবং বহুজনমান্য হউন না কেন, তথাপি রাগদ্বেষের বশীভূত হইয়া বিষয় চিন্তাতে বৃথাই জীবন যাপন করিতেছেন। এই কদভ্যাস পরিহার করা কত প্রয়োজন তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য সাহিত্য-সম্রাট শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মুখের উপর পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন :

"এঃ! তুমি তো বড় ছ্যাঁচড়া! তুমি যা রাত দিন কর, তাই তোমার মুখে বেরোচ্ছে। লোকে যা খায় তার ঢেকুর উঠে। মুলো খেলে মুলোর ঢেকুর উঠে। ডাব খেলে ডাবের ঢেকুর উঠে। কামিনী-কাঞ্চনের ভিতর রাতদিন রয়েছ, আর ঐ কথাই মুখ দে বেরুচ্ছে। কেবল বিষয় চিন্তা করলে পাটোয়ারী স্বভাব হয়, মানুষ কপট হয়।" (ক ৫ পরি, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীযুক্ত বঙ্কিম ২।৫৮)

"রসুনের বাটি যত ধোও না কেন, গন্ধ একটু থাকবেই। ছোকরারা শুদ্ধ আধার; কামিনী-কাঞ্চন স্পর্শ করে নাই; অনেকদিন ধরে কামিনী-কাঞ্চন ঘাঁটলে রসুনের গন্ধ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"যেমন কাকে ঠোকরান আম। ঠাকুরদের দেওয়া যায় না, নিজেরও সন্দেহ।

"নূতন হাঁড়ি আর দৈ পাতা হাঁড়ি! দৈ পাতা হাঁড়িতে দুধ রাখতে ভয় হয়। প্রায় দুধ নষ্ট হয়ে যায়।" (ক ২।২৩।২।২৩০)

"কি জানিস—(তোদের) এখন যৌবনের বন্যা এসেছে। তাই বাঁধ দিতে পারছিস না। বান যখন আসে তখন কি আর বাঁধ টাঁধ মানে? বাঁধ উছলে ভেঙ্গে জল ছুটতে থাকে। লোকের ধান-ক্ষেতের উপর এক বাঁশ জল দাঁড়িয়ে যায়! তবে বলে—কলিতে মনের পাপ, পাপ নয়। আর মনে একবার আধবার কখন কুভাব এসে পড়ে তো 'কেন এল', বলে বসে বসে তাই ভাবতে থাকবি কেন? ওগুলো কখন কখন শরীরের ধর্ম্মে আসে যায়—শৌচ-পেচ্ছাপের চেষ্টার মত মনে করবি। শৌচ-পেচ্ছাপের চেষ্টা হয়েছিল বলে লোকে কি মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসে? সেই রকম ঐ ভাবগুলোকে অতি সামান্য, তুচ্ছ, হেয় জ্ঞান করে মনে আর আনবি না। আর তাঁর নিকটে খুব প্রার্থনা করবি, হরিনাম করবি ও তাঁর কথাই ভাববি। ও ভাবগুলো এল কি গেল—সে দিকে নজর দিবিনা। এর পর ওগুলো ক্রমে ক্রমে বাঁধ মানবে।" (গু-পূ ১।২৮-৯)

রাগদ্বেষ আসিয়া পড়িলেও তাহাদের বশীভূত না হইয়া কিরূপে থাকিতে হইবে সে সম্বন্ধে বলিতেছেন:

"পাথুরেঘাটার গিরীন্দ্র ঘোষ বলেছিল, কাম ক্রোধাদি রিপু এরা তো যাবে না, এদের মোড় ফিরিয়ে দাও। ঈশ্বরের কামনা কর। সচ্চিদানন্দের সহিত রমণ কর। ক্রোধ যদি না যায়, ভক্তির তমঃ আন। কী! আমি দুর্গানাম করেছি, উদ্ধার হব না? আমার আবার পাপ কি? বন্ধন কি? তারপর ঈশ্বর লাভ করবার লোভ কর। ঈশ্বরের রূপে মুগ্ধ হও। আমি ঈশ্বরের দাস, আমি ঈশ্বরের ছেলে, যদি অহঙ্কার করতে হয়, তো এই অহঙ্কার কর। এই রকমে ছয় রিপুর মোড় ফিরিয়ে দিতে হয়।" (ক ১।১৫।২।২৫৫-৬)

ইন্দ্রিয়সংযম না করাতে সংসারীরা আমরণ সংসার-চিন্তাতেই ব্যাপৃত থাকে, ঈশ্বর-চিন্তা কখনও করে না, তাহাদের শ্রেয়োলাভ কেমন করিয়া হইবে, এ কথা বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন:

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"বদ্ধজীব বিষয়ে আসক্ত হয়ে থাকে, আর ভগবানকে ভুলে থাকে—ভুলেও ভগবানের চিন্তা করে না।...

"বদ্ধজীবেরা সংসারে কামিনী-কাঞ্চনে বদ্ধ হয়েছে। হাত পা বাঁধা। আবার মনে করে যে, সংসারের ঐ কামিনী ও কাঞ্চনেতেই সুখ হবে, আর নির্ভয়ে থাকবে। জানে না যে, ওতেই মৃত্যু হবে। বদ্ধজীব যখন মরে তার পরিবার বলে, 'তুমি তো চললে, আমার কি করে গেলে?'...

"বদ্ধজীবেরা ঈশ্বর চিন্তা করে না। যদি অবসর হয়, তা হলে হয় আবোল তাবোল ফালতো গল্প করে, নয় মিছে কাজ করে। জিজ্ঞাসা করলে বলে, 'আমি চুপ করে থাকতে পারি না, তাই বেড়া বাঁধছি'।" (ক ১।১৬।৩৩-৪)

অপর পক্ষে, রাগদ্বেষ ত্যাগ হইলে তবে সিদ্ধিলাভ হইবে, সে কথাও বলিতেছেন :

"একজন বাউল এসেছিল। তা আমি বললাম, 'তোমার রসের কাজ সব হয়ে গেছে?—খোলা নেমেছে?' যত রস জাল দেবে, তত রেফাইন (refine) হবে। প্রথম, আকের রস—তারপর গুড়—তারপর দোলো—তারপর চিনি—তারপর মিছরি, ওলা এই সব। ক্রমে ক্রমে আরও রেফাইন হচ্ছে।

"খোলা নামবে কখন? অর্থাৎ সাধন শেষ হবে কবে?—যখন ইন্দ্রিয় জয় হবে—যেমন জোঁকের উপর চূণ দিলে জোঁক আপনি খুলে পড়ে যাবে,—ইন্দ্রিয় তেমনি শিথিল হয়ে যাবে। 'রমণীর সঙ্গে থাকে, না করে রমণ'।" (ক ৪।১৮।১।১৫৩)

শ্রীভগবান বলিয়াছেন ইন্দ্রিয়-সংযম সহজ ব্যাপার নয়। প্রযত্নশীল, বিবেকী ব্যক্তির চিত্ত পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়গণ হরণ করিয়া ফেলে। এই বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর নিজের দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন :

"চিত্তশুদ্ধি না হলে ভগবান দর্শন হয় না। কাম, ক্রোধ, লোভ, এ সব জয় করলে তবে তাঁর কৃপা হয়; তখন দর্শন হয়। তোমাদের অতি গুহ্য কথা বলছি; কাম জয় করবার জন্য আমি অনেক কাণ্ড করেছিলাম। এমন কি আনন্দ আসনের চারিদিকে 'জয় কালী' 'জয় কালী'—বলে অনেকবার প্রদক্ষিণ করেছিলাম।" (ক ৫।৩।২।২৯)

"কাম চলে যাওয়া কি সহজ ব্যাপার? আমারই ছয় মাস পরে বুক কি করে এসেছিল! তখন গাছতলায় পড়ে কাঁদতে লাগলাম! বললাম, 'মা, যদি তা হয়, তা হলে গলায় ছুরি দিব'!" (ক ৩।১৩।২।১৪৭)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ওরে, ভগবদ্দর্শন না হলে কাম একেবারে যায় না। তা (ভগবানের দর্শন) হলেও শরীর যতদিন থাকে ততদিন একটু-আধটু থাকে, তবে মাথা তুলতে পারে না। তুই কি মনে করিস আমারই একেবারে গেছে? এক সময়ে মনে হয়েছিল যে কামটাকে জয় করেছি। তারপর পঞ্চবটীতে বসে আছি, আর এমনি কামের তোড় এল যে, আর যেন সামলাতে পারি নি! তারপর ধূলোয় মুখ ঘসড়ে কাঁদি আর মাকে বলি, 'মা, বড় অন্যায় করেছি, আর কখনও ভাবব না যে কাম জয় করেছি'—তবে যায়!" (গু-পূ ১।২৮)

কামনা বাসনা বড় হউক আর ছোটই হউক, ত্যাগ করা চাইই চাই, সে সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন:

"বাসনার লেশ থাকতে ঈশ্বর দর্শন হয় না, অতএব ছোট ছোট বাসনাগুলি পূরণ করে নেবে এবং বড় বড় বাসনাগুলো বিচার করে ত্যাগ করবে।" (সু-উপ ৫৩৩।১২৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর সর্ব্বপ্রকারের ভোগাকাঙ্ক্ষা সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিয়াছিলেন। তথাপি তাঁহার মনে পর্য্যন্ত তুচ্ছ ভোগের ইচ্ছা কোনও কোনও সময়ে জাগিয়াছিল। কিন্তু ভোগ করিবার পরে তখনই তিনি কিভাবে সেগুলি ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা দিয়াছেন:

"ভোগ লালসা থাকা ভাল নয়। আমি তাই জন্য যা যা মনে উঠত অমনি করে নিতাম।

"বড়বাজারের রং করা সন্দেশ দেখে খেতে ইচ্ছা হল। এরা আনিয়ে দিলে। খুব খেলাম,—তারপর অসুখ।

"ছেলেবেলা গঙ্গা নাইবার সময়, তখন নাথের বাগানে, একটি ছেলের কোমরে সোনার গোট দেখেছিলাম। এই অবস্থার পর সেই গোট পরতে সাধ হল। তা বেশীক্ষণ রাখবার যো নাই,—গোট পরে ভিতর দিয়ে শিড় শিড় করে উপরে বায়ু উঠতে লাগল—সোনা গায়ে ঠেকেছে কি না? একটু রেখেই খুলে ফেলতে হল। তা না হলে ছিঁড়ে ফেলতে হবে!

"ধনেখালির খৈচুর, কৃষ্ণনগরের সরভাজা, তাও খেতে সাধ হয়েছিল।

"শম্ভুর চণ্ডীর গান শুনতে ইচ্ছা হয়েছিল। সে গান শোনার পর আবার রাজনারায়ণের চণ্ডী শুনতে ইচ্ছা হয়েছিল। তাও শোনা হল।

"অনেক সাধুরা সে সময়ে আসত। তা সাধ হল, তাদের সেবার জন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আলাদা একটি ভাঁড়ার হয়। সেজোবাবু তাই করে দিলে। সেই ভাঁড়ার থেকে সাধুদের সিদে, কাঠ, এসব দেওয়া হত।

"একবার মনে উঠল যে খুব ভাল জরীর সাজ পরব। আর রূপার গুড়গুড়িতে তামাক খাব। সেজোবাবু নূতন সাজ, গুড়গুড়ি, সব পাঠিয়ে দিলে। সাজ পরা হল। গুড়গুড়ি নানা রকম করে টানতে লাগলাম। একবার এ পাশ থেকে, একবার ওপাশ থেকে—উঁচু থেকে, নীচু থেকে। তখন বললাম, 'মন, এর নাম রূপার গুড়গুড়িতে তামাক খাওয়া!' এই বলে গুড়গুড়ি ত্যাগ হয়ে গেল। সাজগুলো খানিক পরে খুলে ফেললাম,—পা দিয়ে মাড়াতে লাগলাম—আর তার উপর থু থু করতে লাগলাম—বললাম, 'এর নাম সাজ! এই সাজে রজোগুণ হয়'!" (ক ৪।২০।২।১৮৭)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অনাসক্তি এবং তাহার সুফল

(৪) ক ইন্দ্রিয়-সংযম

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ (২।৫৮)
বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥ (২।৫৯)
তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ (২।৬১)
যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥ (২।৬৯)

কূর্ম্ম যেমন অঙ্গসকল সঙ্কুচিত করিয়া লয়, তেমনি যিনি ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গুলি সর্ব্বপ্রকারে সংহরণ করেন, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। (২।৫৮)

কচ্ছপ ভয়ের কারণ হইতে কর-চরণাদি সংহরণ করে বটে, পরে কিন্তু আর কোনও ক্রমেই সেগুলি নির্গত করে না; স্থিতপ্রজ্ঞও তেমনি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গুলির উপসংহার করেন এবং কোনও অবস্থাতেই বিষয়ের সঙ্গে আর সেগুলিকে সংযুক্ত করেন না। পূজ্যপাদ মধুসূদন সরস্বতী মহাশয় বলিয়াছেন, "সরাগ-বিষয়-নিবৃত্তিঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণম্", অর্থাৎ বাসনা এবং বিষয় উভয় হইতে নিবৃত্ত হওয়াই স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ, কেবল বিষয় হইতে নিবৃত্ত হওয়া নয়। এই কথাটি পরের শ্লোকে পরিষ্কার ভাবে বলিতেছেন :

ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণে বিরত ব্যক্তির বিষয় ভোগ নিবৃত্ত হয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বটে কিন্তু ভোগ-তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় না। পরমপুরুষের সাক্ষাৎকার হইলে ভোগতৃষ্ণাও নিবারিত হয়। (২।৫৯)

আমার অনন্য ভক্ত আমাতে চিত্ত সমাহিত করিয়া ঐ সকল ইন্দ্রিয় সংযত পূর্ব্বক অবস্থান করেন। যাঁহার ইন্দ্রিয়গুলি বশীভূত হইয়াছে, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। (২।৬১)

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫৪র শ্লোকে, স্থিতপ্রজ্ঞ কাহাকে বলে অর্জ্জুনের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান ২।৫৫ শ্লোকে বলিয়াছিলেন স্থিতপ্রজ্ঞ সর্ব্ববিধ কামনা মন হইতে পরিহার করিয়া আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট থাকেন। তিনি প্রকৃত "আমি"কে পাইয়া আত্ম-জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, অন্য কিছু পাওয়ার বা জানার বাসনাতে তাঁহার ইন্দ্রিয়নিচয় আর কেমন করিয়া চঞ্চল হইবে? পরবর্ত্তী অনেকগুলি শ্লোক এই কথারই সম্প্রসারণ মাত্র। উদ্ধৃত শ্লোকগুলির শেষেরটিতেও শ্রীভগবান এই তত্ত্বটিই একটু অন্যভাবে বলিতেছেন:

সর্ব্বসাধারণের পক্ষে যাহা [অর্থাৎ যে আত্মজ্ঞান] রাত্রির ন্যায় [অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং দুর্ব্বোধ্য] তাহাতে [অর্থাৎ সেই আত্মজ্ঞানে] সংযমী ব্যক্তি চৈতন্যবান। এবং যাহাতে [অর্থাৎ যে বিষয়-নিষ্ঠাতে] প্রাণি-সাধারণ জাগ্রত [অর্থাৎ উদ্যমশীল] তাহা [আত্মজ্ঞানী] মুনির পক্ষে রাত্রির ন্যায় [অন্ধকার এবং দুর্ব্বোধ্য]। (২।৬৯)

শ্রীধর স্বামী তাঁহার ভাষ্যে বলিয়াছেন, "যদা দিবান্ধানামুলূকাদীনাং রাত্রাবেব দর্শনং ন তু দিবসে" অর্থাৎ দিবসে অন্ধ পেচক কেবল রাত্রিতেই দেখিতে পায়, দিনের বেলা নয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে আত্মতত্ত্ব বিষয়ে অজ্ঞ সংসারীদিগের যত কিছু দেখা শুনা সবই মায়ার অন্ধকারে, কিছুই চৈতন্যের আলোকে নয়।

এই পেচকত্ব সহজে ঘোচে না। বাহিরের বিষয় ত্যাগও চাই, অন্তরের বাসনা ত্যাগও চাই।

"ত্যাগ করতে হলে ঈশ্বরের কাছে পুরুষকারের জন্য প্রার্থনা করতে হয়। যা মিথ্যা বলে বোধ হবে তা তৎক্ষণাৎ ত্যাগ।

"ঋষিদের এই পুরুষকার ছিল। এই পুরুষকারের দ্বারা ঋষিরা ইন্দ্রিয় জয় করেছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"কচ্ছপ যদি হাত পা ভিতরে সাঁদ করে দেয়, চারখানা করে কাটলেও হাত পা বার করবে না!" (ক ৫।১৫।১।১৪০)

বিষয় গ্রহণ না করিলেই বৈরাগ্য করা হইল এমন নয়। কারণ সে অবস্থাতেও বিষয় বাসনা থাকিতে পারে। তখন যেটি দেখা যায় সেটি সত্যকার বৈরাগ্য নয়,—"মর্কট বৈরাগ্য।" এই সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন :

"ভোগান্ত হয়ে গেলে তবে ত্যাগের সময় হয়। জোর করে কেউ ত্যাগ করতে পারে?

"এক রকম বৈরাগ্য আছে; তাকে বলে মর্কট বৈরাগ্য। হীনবুদ্ধি লোকের ঐ বৈরাগ্য হয়। রাঁড়ীপুতি (বিধবার ছেলে) মা সুতা কেটে খায়—ছেলের একটু কাজ ছিল, সে কাজ গেছে—তখন বৈরাগ্য হল, গেরুয়া পরলে, কাশী চলে গেল। আবার কিছুদিন পরে পত্র লিখছে—আমার একটি কর্ম্ম হইয়াছে, দশ টাকা মাহিনা। ওরই ভিতর সোনার আংটী আর জামাজোড়া কেনবার চেষ্টা করছে। ভোগের ইচ্ছা যাবে কোথায়?" (ক ৫ পরিশিষ্ট ; শ্রীরামকৃষ্ণ মনোমোহন মন্দিরে, ১।৭৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে বলিতেছেন :

"তুমি বলছ বটে [বিষয় কর্ম্ম] ছাড়বে। কাপ্তেনও ঐ কথা বলেছিল। সংসারী লোকেরা বলে, কিন্তু পেরে ওঠে না!

"অনেক পণ্ডিত আছে, কত জ্ঞানের কথা বলে। মুখেই বলে, কাজে কিছুই নয়। যেমন শকুনি খুব উঁচুতে উঠে; কিন্তু ভাগাড়ের দিকে নজর; অর্থাৎ সেই কামিনী-কাঞ্চনের উপর,—সংসারের উপর,—আসক্তি।" (ক২।১৩।২।১১৬-৭)

"কি জান, যতক্ষণ ভোগ-বাসনা ততক্ষণ ঈশ্বরকে জানতে বা দর্শন করতে প্রাণ ব্যাকুল হয় না। ছেলে খেলা নিয়ে ভুলে থাকে। সন্দেশ দিয়ে ভুলোও খানিক সন্দেশ খাবে। যখন খেলাও ভাল লাগে না, সন্দেশও ভাল লাগে না, তখন বলে 'মা যাব'; আর সন্দেশ চায় না। যাকে চেনে না, কোনও কালে দেখে নাই, সে যদি বলে, 'আয়, মার কাছে নিয়ে যাই'—তারই সঙ্গে যাবে। যে কোলে করে নিয়ে যায়, তারই সঙ্গে যাবে।

"সংসারের ভোগ হয়ে গেলে ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়। কি করে তাঁকে পাব, কেবল এই চিন্তা হয়। যে যা বলে তাই শুনে।" (ক ১৬।৩।১১০)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুধু বিষয়-ভোগের অবসান হইলেই হয় না, বিষয়-ভোগের সংস্কার পর্য্যন্ত যাওয়া চাই, এ সম্বন্ধে দুটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন :

"বড় বেলায় দামড়া হয়েছে, আমি বর্দ্ধমানে দেখেছিলাম। একটা দামড়া, গাই গরুর কাছে যেতে দেখে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ কি হল? এ তো দামড়া!' তখন গাড়োয়ান বললে, 'মশায়, এ বেশী বয়সে দামড়া হয়েছিল। তাই আগেকার সংস্কার যায় নাই।'

"এক জায়গায় সন্ন্যাসীরা বসে আছে—একটি স্ত্রীলোক সেইখান দিয়ে চলে যাচ্ছে। সকলেই ঈশ্বরচিন্তা করছে, একজন আড়চোখে চেয়ে দেখলে। সে তিনটি ছেলে হবার পর সন্ন্যাসী হয়েছিল।" (ক ২।২৩।২।২৩০)

মনে আসক্তি লইয়া বনে গেলেও যে উহার হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যায় না সেই সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন :

"মনে করলেই ত্যাগ করা যায় না। প্রারব্ধ, সংস্কার, এ সব আবার আছে। একজন রাজাকে একজন যোগী বললে, 'তুমি আমার কাছে বসে থেকে ভগবানের চিন্তা কর।' রাজা বললে, 'ঠাকুর, সে বড় হবে না; আমি থাকতে পারি; কিন্তু আমার এখনও ভোগ আছে। এ বনে যদি থাকি, হয় তো বনেতে একটা রাজ্য হয়ে যাবে! আমার এখনও ভোগ আছে'।" (ক ২।১২।১।১০৪)

সাধু হইয়া বনে গেলেও অন্তর্নিহিত বাসনার ফলে কিরূপে সংসার গড়িয়া উঠে তাহা বুঝাইবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত গল্পটি বলিতেছেন :

"একজন সাধু গুরুর উপদেশ নিয়ে নির্জ্জন স্থানে সামান্য একটি কুটির বেঁধে সাধন ভজন করতে লাগলেন। তিনি প্রত্যহ স্নান করে ভিজে কাপড় ও কৌপীন কুটীরের কাছে একটি গাছে শুকোবার জন্য রেখে দিতেন। সাধু যখন ভিক্ষার জন্য বেরিয়ে যেতেন, সেই সময় ইন্দুর এসে কৌপীন কেটে দিত। সাধু ভিক্ষায় বেরিয়ে লোকের কাছে ইন্দুরের উপদ্রবের কথা বললেন। তারা বললে, 'আপনাকে রোজ রোজ কে কৌপীন দেবে? আপনি এক কাজ করুন, একটা বিড়াল পুষুন, তা হলে বিড়ালের ভয়ে ইন্দুর আসবে না।' সাধু তখনই একটা বিড়াল বাচ্চা নিয়ে এলেন। সেই থেকেই ইন্দুরের উপদ্রব বন্ধ হল। সাধু সেই বিড়ালটাকে দুধ ভিক্ষা করে এনে খাওয়াতে লাগলেন। কিছুদিন পরে কোন লোক তাঁকে বললে, 'সাধুজী, আপনার রোজ দুধের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দরকার, দু'চার দিন ভিক্ষা করে চলতে পারে, বার মাস কে আপনাকে দুধ দেবে? একটা গরু পুষুন, তা হলে তার দুধ খেয়ে আপনিও পরিতৃপ্ত হবেন আর বিড়ালকেও খাওয়াতে পারবেন।' কিছু দিনের মধ্যে সাধু একটা গাই নিয়ে এলেন। পরে সাধু সেই গরুর খড় বিচালী গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করতে লাগলেন। তখন গ্রামের লোকেরা তাঁকে বললে, 'আপনার কুটীরের কাছে পতিত জমিতে চাষ আরম্ভ করুন, তা হলে খড় বিচালীর জন্য ভিক্ষা করতে হবে না।' তখন সাধু নিকটের পতিত জমিতে চাষ আরম্ভ করলেন। ফসল রাখবার জন্য গোলাবাড়ী ইত্যাদি তৈয়ারী করে ঠিক গৃহস্থের মত মহা ব্যস্ত হয়ে দিন কাটাতে লাগলেন। কিছুদিন পরে সাধুটির গুরু এসে উপস্থিত হলেন। শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বৎস, এ সব কি?' শিষ্য অপ্রতিভ হয়ে বললে, 'প্রভুজী, এক কৌপীন কা ওয়াস্তে।' গুরু দর্শনে তার সকল আসক্তি কেটে গেল ও তখনি সেই সব ত্যাগ করে গুরুর সঙ্গে চলে গেল। দেখ, এক কপ্নীর জন্য কত কষ্ট। সাধু কপ্নী লয়ে ব্যস্ত, সংসারী ব্যস্ত ভার্য্যা লয়ে।" (কথাসার, কামিনী কাঞ্চন, ৩০ প্যারা, ১৫৩-৪ পৃঃ)

পরমপুরুষের সাক্ষাৎকার হইলে দিব্যানন্দ লাভ হইবে এবং বিষয়-লালসার আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটিবে সে সম্বন্ধে বলিতেছেন:

"তাঁর যদি একবার কৃপা হয়, ঈশ্বরের যদি একবার দর্শন লাভ হয়, আত্মার যদি একবার সাক্ষাৎকার হয়, তা হলে আর কোন ভয় নাই—তখন ছয় রিপু আর কিছু করতে পারবে না।

"নারদ, প্রহ্লাদ, এই সব নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষদের অত করে [ঘোড়ার মত] চক্ষের দুদিকে ঠুলি দিতে হয় না। যে ছেলে নিজে বাপের হাত ধরে মাঠের আলপথে চলছে, সে ছেলে বরং অসাবধান হয়ে বাপের হাত ছেড়ে দিয়ে খানায় পড়তে পারে। কিন্তু বাপ যে ছেলের হাত ধরে, সে কখনও খানায় পড়ে না।" (ক ১।১৫।২।২৫৬)

এমন কি যে সকল রিপু পূর্ব্বে কত বাধা দিয়াছিল, ঈশ্বর দর্শনের পরে তাহারাই বাধ্য ভৃত্যের মত অনুগত হইবে।

"বড় বাবুর সঙ্গে আলাপ দরকার। তাঁর কখানা বাড়ী, কটা বাগান, কত কোম্পানীর কাগজ, এ আগে জানবার জন্য অত ব্যস্ত কেন? চাকরদের কাছে গেলে তারা দাঁড়াতেই দেয় না,—কোম্পানীর কাগজের খবর কি দিবে!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু যো সো করে বড় বাবুর সঙ্গে একবার আলাপ কর, তা ধাক্কা খেয়েই হোক, আর বেড়া ডিঙ্গিয়েই হোক,—তখন কত বাড়ী, কত বাগান, কত কোম্পানীর কাগজ, তিনিই বলে দিবেন। বাবুর সঙ্গে আলাপ হলে আবার চাকর দ্বারবান সব সেলাম করবে।"[৪১] (ক ১।১৩।৩।২০১-২)

"সংসারীরা বলে, কেন কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি যায় না? তাঁকে লাভ করলে আসক্তি যায়। যদি একবার ব্রহ্মানন্দ পায়, তা হলে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করে বা অর্থ, মান, সম্ভ্রমের জন্য আর মন দৌড়ায় না।...

"রাবণকে বলেছিল, 'তুমি সীতার জন্য মায়ায় নানা রূপ ধরছ, একবার রামরূপ ধরে সীতার কাছে যাও না কেন?' রাবণ বললে, 'তুচ্ছং ব্রহ্মপদং পরবধূ সঙ্গঃ কুতঃ[৪২]—যখন রামকে চিন্তা করি, তখন ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয়, পরস্ত্রী তো সামান্য কথা! তা রামরূপ কি ধরব'?" (ক ১।১৩।৬।২১৫)

"ছোট ছোট ছেলেরা ঘরের ভেতর বসে আপন মনে পুতুল খেলছে, কোন ভাবনা নেই; কিন্তু যেই মা এল, অমনি সকলে পুতুল ফেলে 'মা মা' বলে কাছে দৌড়ে গেল। তোমরাও এখন ধন মান যশের পুতুল লয়ে সংসারে নিশ্চিন্ত হয়ে সুখে খেলা করছ, কোন ভয় ভাবনা নেই। যদি মা আনন্দময়ীকে তোমরা একবার দেখতে পাও, তা হলে আর তোমাদের ধন মান যশ ভাল লাগবে না; সব ফেলে তাঁর কাছে দৌড়ে যাবে।" (সু-উপ ২১৯।৫৩-৪)

"এক সের চালে চৌদ্দগুণ খই হয়। কামিনী-কাঞ্চনের আনন্দ অপেক্ষা ঈশ্বরের আনন্দ যে কত বেশী, তা আর বলা যায় না। তাঁর রূপ চিন্তা করলে রম্ভা, তিলোত্তমার রূপ চিতাভস্ম বলে বোধ হয়।" (সু-উপ ৫১৫।১২৩)

"যদি... ঈশ্বর লাভ হয়, তা হলে আর মেয়ে মানুষে আসক্তি থাকে না। ঘরে থাকলেও, মেয়ে মানুষে আসক্তি থাকে না, তাদের ভয় থাকে না! যদি একটা চুম্বক পাথর খুব বড় হয়, আর একটা সামান্য হয়, তা হলে লোহাকে কোন্‌টা টেনে লবে? বড়টাই টেনে লবে। ঈশ্বর বড় চুম্বক পাথর, তাঁর কাছে কামিনী ছোট চুম্বক পাথর। কামিনী কি করবে?...

"যিনি ঈশ্বর লাভ করেছেন, তিনি কামিনীকে আর অন্য চক্ষে দেখেন না যে ভয় হবে। তিনি ঠিক দেখেন যে মেয়েরা মা ব্রহ্মময়ীর অংশ, আর মা বলে তাই সকলকে পূজা করেন।" (ক ১।৪।৪।৮৫)

ব্রাহ্ম-সমাজের শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য সান্যাল তাঁহার রচিত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেনের জীবনচরিতে লিখিয়াছেন যে কেশবের সহিত দেখা হওয়ার পরে পরমহংসদেব পূর্ব্বেকার মত বদলাইয়া এখন বলেন যে সংসারেও ধর্ম্ম হয়। ঐ বই ভক্তদের হাতে দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন :

"ওরা ঐ নিয়ে আছে, তাই 'সংসার সংসার' করছে!—কামিনী-কাঞ্চনের ভিতর রয়েছে,—তাঁকে লাভ করলে ওকথা বলে না। ঈশ্বরের আনন্দ পেলে সংসার কাকবিষ্ঠা হয়ে যায়!" (ক ৩।১৪।৪।১৬৯)

"ঈশ্বরের আনন্দ পেলে আর কিছু ভাল লাগে না। তখন কামিনী-কাঞ্চনের কথা যেন বুকে বাজে। (ঠাকুর কীর্ত্তনের সুরে বলিতেছেন) 'আন লোকের আন কথা কিছু ভাল তো লাগে না!' তখন ঈশ্বরের জন্য পাগল হয়, টাকা ফাকা কিছুই ভাল লাগে না।" (ক ৩।১৪।৬।১৭৪)

অনন্য ভক্তির উদয়ে আসক্তি যায় এবং চিত্ত সমাহিত হয়। তখন সহজেই ইন্দ্রিয়গুলি বশীভূত করা চলে। শুধু তাই কেন, সহজেই ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়। এ সম্বন্ধে বলিতেছেন :

"যখন দেখবে, ঈশ্বরের নাম করতেই অশ্রু আর পুলক হয়, তখন জানবে, কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি চলে গেছে, ঈশ্বর লাভ হয়েছে। দেশলাই যদি শুকনো হয়, একটা ঘসলেই দপ করে জ্বলে উঠে। আর যদি ভিজে হয়, পঞ্চাশটা ঘসলেও কিছু হয় না, কেবল কাঠিগুলো ফেলা যায়। বিষয়-রসে রসে থাকলে, কামিনী-কাঞ্চন রসে মন ভিজে থাকলে, ঈশ্বরের উদ্দীপনা হয় না! হাজার চেষ্টা কর, কেবল পণ্ডশ্রম। বিষয় রস শুকুলে তৎক্ষণাৎ উদ্দীপনা হয়।...

"তাঁর দর্শন হলে বিষয় রস শুকিয়ে যাবে; কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি সব দূরে চলে যাবে।" (ক ১।১২।৫।১৮৩)

"তাঁকে চিন্তা যত করবে, ততই সংসারের সামান্য ভোগের জিনিষে আসক্তি কমবে। তাঁর পাদপদ্মে যত ভক্তি হবে, ততই বিষয়-বাসনা কম পড়ে আসবে, ততই দেহের সুখের দিকে নজর কমবে; পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ বোধ হবে, নিজের স্ত্রীকে ধর্ম্মের সহায় বন্ধু বোধ হবে, পশুভাব চলে যাবে, দেবভাব আসবে, সংসারে একেবারে অনাসক্ত হয়ে যাবে।" (ক ১।১৩।৬।২১৫)

"বাঘ যেমন কপ কপ করে জানোয়ার খেয়ে ফেলে, তেমনি 'অনুরাগ বাঘ' কাম, ক্রোধ এই সব রিপুদের খেয়ে ফেলে। ঈশ্বরে একবার অনুরাগ হলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কামক্রোধাদি থাকে না। গোপীদের ঐ অবস্থা হয়েছিল। কৃষ্ণে অনুরাগ।" (ক ২।৩।৪।৩৭)

"যদি ঈশ্বরের পাদপদ্মে একবার ভক্তি হয়, যদি তার নাম গুণগান করতে ভাল লাগে, ইন্দ্রিয়-সংযম আর চেষ্টা করে করতে হয় না। রিপুবশ আপনা আপনি হয়ে যায়।

"যদি কারও পুত্রশোক হয়, সেদিন সে কি আর লোকের সঙ্গে ঝগড়া করতে পারে, না নিমন্ত্রণে গিয়ে খেতে পারে? সে কি লোকের সামনে অহঙ্কার করে বেড়াতে পারে, না সুখ-সম্ভোগ করতে পারে?

"বাদুলে পোকা যদি একবার আলো দেখতে পায়, তা হলে কি সে আর অন্ধকারে থাকে?...

"ভক্ত কিন্তু বাদুলে পোকার মত পুড়ে মরে না। ভক্ত যে আলো দেখে ছুটে যায়, সে যে মণির আলো! মণির আলো খুব উজ্জ্বল বটে, কিন্তু স্নিগ্ধ আর শীতল। এ আলোতে গা পুড়ে না, এ আলোতে শান্তি হয়, আনন্দ হয়। (ক ১।১৫।২।২৫৭)

উদ্ধৃত শ্লোকের প্রথমটিতে এবং তৃতীয়টিতে শ্রীভগবান বলিয়াছেন যাঁহার ইন্দ্রিয় সংযত হইয়াছে, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই প্রজ্ঞা বা প্রকৃষ্ট জ্ঞান কি? সেটি আত্মজ্ঞান,—দেহাত্ম বিবেকজ্ঞান। শ্রীশ্রীঠাকুরও বলিতেছেন:

"যতক্ষণ বিষয়াসক্তি থাকে, কামিনী-কাঞ্চনে ভালবাসা থাকে, ততক্ষণ দেহ-বুদ্ধি যায় না। বিষয়াসক্তি যত কমে, ততই আত্মজ্ঞানের দিকে চলে যেতে পারা যায়; আর দেহ-বুদ্ধি কমে। বিষয়াসক্তি একেবারে চলে গেলে আত্ম-জ্ঞান হয়, তখন আত্মা আলাদা আর দেহ আলাদা বোধ হয়।..

"...সে ব্যক্তি খোড়ো নারিকেলের মত হয়ে যায়—দেহাত্মবুদ্ধি চলে যায়। দেহের সুখ দুঃখে তার সুখ দুঃখ বোধ হয় না। সে ব্যক্তি দেহের সুখ চায় না। জীবন্মুক্ত হয়ে বেড়ায়।" (ক ১।১২।৫।১৮২-৮৩)

এই জ্ঞান লাভ করিবার জন্য কামিনী-কাঞ্চনের আসক্তি কি ভাবে পরিহার করিয়া ইন্দ্রিয় নিচয় সংযত করিতে হয়, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপে শ্রীশ্রীঠাকুর স্বীয় জীবনের অশ্রুতপূর্ব্ব, এমন কি অচিন্ত্য, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের পুণ্য কাহিনীর বিবরণ প্রদান করিয়াছেন:

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"স্ত্রীলোক গায়ে ঠেকলে অসুখ হয়; যেখানে ঠেকে, সেখানটা ঝন ঝন করে, যেন শিঙি মাছের কাঁটা বিঁধলো।" (ক ২।২৭।১।২৬৯)

"যদি আত্মীয়তা করে কাছে গিয়ে কথা কইতে যাই, মাঝে যেন কি একটা আড়াল থাকে, সে আড়ালের ওদিকে যাবার যো নাই!

"ঘরে একলা বসে আছি, এমন সময় যদি কোন মেয়ে এসে পড়ে, তা হলে একেবারে বালকের অবস্থা হয়ে যাবে; আর সেই মেয়েকে মা বলে জ্ঞান হবে!" (ক ২।২৭।২।২৭০)

"তারপর মথুর বাবুও একটু বেয়ে চেয়ে দেখেছিলেন। তিনি একদিন মেছো বাজারে কোন সুন্দরী বেশ্যার সঙ্গে পরামর্শ করে তার গৃহে কতকগুলি সুন্দরী বেশ্যাকে সুসজ্জিত করে বসিয়ে রেখেছিলেন এবং ঠাকুরকে নিয়ে গিয়ে তাদের মধ্যে ছেড়ে দেন। ঠাকুর তাদের মধ্যে যেয়ে 'মা আনন্দময়ী', 'মা আনন্দময়ী' বলে তাদের সকলকে গড় করে তাদের মধ্যে বসে 'মা ব্রহ্মময়ী', 'মা আনন্দময়ী' বলতে বলতে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। বেশ্যারা ঠাকুরের ভাব দেখে সব ভীত হয়ে কেউ বাতাস করতে লাগল এবং কেউ আপনাকে অপরাধী জ্ঞান করে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে লাগল। মথুরবাবু লজ্জিত হলেন কিন্তু পরমহংসদেবের প্রতি তাঁর ভক্তি বেড়ে গেল।" (শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত কর্তৃক সংগৃহীত "আদি ও অমৃতময় শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও উপদেশ" [১৩০১ সাল] গ্রন্থের প্রথমাংশ "শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা" ৪১ পৃষ্ঠা)

শ্যামপুকুরের বাড়ীতে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমুখে বলিয়াছেন:

"আমাকে বীড়বার জন্য, আর আমার পাগলামি সারাবার জন্য, তারা একজন রাঁড় এনে ঘরে বসিয়ে দিয়ে গেল,—সুন্দর, চোখ ভাল। আমি 'মা মা বলে' ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম।" (ক ১।১৭।৫।২৮৮)

আবার বলিতেছেন:

"হাঁ গা, এটা আমার কদিন ধরে হচ্ছে কেন বল দেখি? ধাতুর কোন জিনিষে হাত দেবার যো নাই! একবার একটা বাটিতে হাত দিছিলুম; তা' হাতে শিঙিমাছের কাঁটা ফোটার মত হল। হাত ঝন ঝন কন কন করতে লাগল। গাড়ু না ছুঁলে নয়, তাই মনে করলুম গামছাখানা ঢাকা দিয়ে দেখি তুলতে পারি কি না; যাই হাত দিয়েছি অমনি হাতটা ঝন ঝন কন কন করতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাগল ; খুব বেদনা! শেষে মাকে প্রার্থনা করলুম, 'মা, আর এমন কর্ম্ম করব না ; মা, এবার মাপ করো'।" (ক ১।১৪।১।২২৪-২৫)

"একখানা তালুক আমার নামে লিখে দেবে (সেজবাবু) বলেছিল। আমি কালীঘর থেকে শুনলাম। সেজবাবু আর হৃদে এক সঙ্গে পরামর্শ করছিল। আমি এসে সেজবাবুকে বললাম—'দেখ, অমন বুদ্ধি করো না! —ওতে আমার ভারী হানি হবে।' (ক ৪।১৮।৪।১৬৩)

এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণতর বিবরণ "লীলা-প্রসঙ্গ" হইতে নীচে উদ্ধৃত করিতেছি :

"সহস্র সহস্র মুদ্রার সম্পত্তি দিতে চাহিয়াছিল বলিয়া···[শ্রীশ্রীঠাকুরের] মনে এমন বিষম যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছিল যে, পরম অনুগত মথুরকে যষ্টি হস্তে আরক্ত নয়নে প্রহার করিতে ছুটাছুটি করিয়াছিলেন এবং পরেও সে সব কথা আমাদের নিকট কখন কখন বলিতে বলিতে উত্তেজিত হইয়া বলিতেন, 'মথুর ও লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারী বিষয় লেখাপড়া করে দেবে শুনে মাথায় যেন করাত বসিয়ে দিয়েছিল, এমন যন্ত্রণা হয়েছিল'!" (গু-উ ২।৬৩)

"লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারী, বেদান্তবাদী, এখানে প্রায় আসত। বিছানা ময়লা দেখে বললে, 'আমি দশ হাজার টাকা লিখে দোব, তার সুদে তোমার সেবা চলবে।'

"যাই ও কথা বললে, অমনি যেন লাঠি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলাম!

"চৈতন্য হবার পর তাকে বললাম, 'তুমি অমন কথা যদি আর মুখে বল, তা হলে এখানে আর এস না। আমার টাকা ছোঁবার যো নাই, কাছেও রাখবার যো নাই।'

"সে ভারী সূক্ষ্মবুদ্ধি,—বললে, 'তা হলে এখন আপনার ত্যাজ্য, গ্রাহ্য আছে। তবে আপনার জ্ঞান হয় নাই।'

"আমি বললাম, 'আমার বাপু, এতদূর হয় নাই!'

"লক্ষ্মীনারায়ণ তখন হৃদয়ের কাছে দিতে চাইলে ; আমি বললাম, 'তা হলে আমায় বলতে হবে, একে দে, ওকে দে ; না দিলে রাগ হবে! টাকা কাছে থাকাই খারাপ! সে সব হবে না।'

"আরসীর কাছে জিনিষ থাকলে প্রতিবিম্ব হবে না?" (ক ৪।২১।৪।২১৭)

দক্ষিণেশ্বরে ডাক্তার ভগবান রুদ্রকে বলিতেছেন :

"আচ্ছা, এটা তোমার কি মনে হয়? টাকা ছুঁলে হাত এঁকে বেঁকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায়। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। আর যদি আমি গিরো (গ্রন্থি) বাঁধি, যতক্ষণ না গিরো খোলা হয়, ততক্ষণ নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে থাকবে।

"এই বলিয়া একটি টাকা আনিতে বলিলেন। ডাক্তার দেখিয়া অবাক যে, হাতের উপর টাকা দেওয়াতে হাত বাঁকিয়া গেল; আর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। টাকাটি স্থানান্তরিত করিবার পর ক্রমে ক্রমে তিন বার দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িয়া, তবে হাত পুনর্ব্বার শিথিল হইল।" (ক ৪।২৬।৩।২৯)

৪ (খ) মনশ্চাঞ্চল্য নিবারণ

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥ (৬।৩৫)

হে মহাবাহো, মন যে চঞ্চল এবং উহাকে নিগৃহীত করা যে দুষ্কর, সে বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু হে কৌন্তেয়, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা উহাকে বশীভূত করা যায়। (৬।৩৫)

এই শ্লোকের প্রথম চরণে শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে "মহাবাহো" বলিয়া এবং দ্বিতীয় চরণে "কৌন্তেয়" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। ইহার একটি তাৎপর্য্য আছে। শ্রীভগবান বলিতে চাহিতেছেন, "অর্জ্জুন, তোমার সামর্থ্যের অভাব নাই, সে কথা আমি জানি। তথাপি চঞ্চল মনকে নিগৃহীত করা তোমার পক্ষেও দুষ্কর, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তুমি আমার আপন পিসিমা কুন্তীর পুত্র; তুমি আমার আপনার জন; আমার মুখ চাহিয়া আমার উপদিষ্ট অভ্যাস ও বৈরাগ্যের সাহায্যে তুমি নিশ্চয়ই মনকে বশীভূত করিতে পারিবে।"

পূর্ব্ববর্ত্তী ৪ (ক) "ইন্দ্রিয় সংযম" শীর্ষক অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ২।৫৯ শ্লোকে শ্রীভগবান বলিয়াছেন, "পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে।" সেই নিবৃত্তি কিরূপে আসিবে এখানে সে বিষয়ে একটি ইঙ্গিত দিতেছেন।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলিতেছেন, মন বশে নাই; নানা বন্ধন। তাহার উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর অভ্যাস সহকারে মন নিগৃহীত করার কথা বলিতেছেন:

"প্রিয়। (সহাস্যে) আজ্ঞা, পায়ে বন্ধন—এগুতে দেয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীরামকৃষ্ণ। পায়ে বন্ধন থাকলে কি হবে ?—মন নিয়ে কথা।...

প্রিয়। মন যে আমার বশ নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে কি! অভ্যাস যোগ। অভ্যাস কর, দেখবে মনকে যে দিকে নিয়ে যাবে, সেই দিকেই যাবে। মন ধোপা ঘরের কাপড়। তারপর লালে ছোপাও লাল—নীলে ছোপাও নীল। যে রঙে ছোপাবে সেই রঙ হয়ে যাবে।" (ক ৪।২০।৩।১৯৫)

লৌকিক যে কোন বিদ্যা আয়ত্ত করিতে হইলে যেমন অভ্যাসের প্রয়োজন, পরমার্থ বিদ্যা অর্জ্জনের বেলাতেও অভ্যাস সেইরূপ অপরিহার্য্য। ইহা বুঝাইবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর অনেকগুলি দৃষ্টান্ত পরে পরে দিতেছেন :

"আর তোমরা যেমন অনেক অভ্যাস করে গাইতে, বাজাতে বা নাচতে শিখ, সেইরূপ ঈশ্বরেতে মনের যোগ অভ্যাস করতে হয়; পূজা, জপ, ধ্যান এ সব নিয়মিত অভ্যাস করতে হয়।" (ক ৫।১২।১।১০৩)

"রোজ তাঁকে ডাকা অভ্যাস করতে হয়। এক দিনে হয় না; রোজ ডাকতে ডাকতে ব্যাকুলতা আসে।

"কেবল রাত দিন বিষয় কর্ম্ম করলে ব্যাকুলতা কেমন করে আসবে ?" (ক ৫।১৭।২।১৬৭)

শ্রীযুক্ত ঈশান মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীশ্রীঠাকুর উৎসব করিতে আসিয়াছেন। সেখানে তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত শ্রীশের সহিত আলাপ করিতেছেন। শ্রীযুক্ত শ্রীশ বলিলেন, "সংসারে থাকতে থাকতে তাঁর দিকে যাওয়া বড় কঠিন।" তদুত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন :

"কেন ? অভ্যাস যোগ ? ওদেশে ছুতোরদের মেয়েরা চিড়ে ব্যাচে। তারা কত দিক সামলে কাজ করে, শোন। ঢেঁকির পাট পড়ছে, হাতে ধানগুলি ঠেলে দিচ্ছে আর এক হাতে ছেলেকে কোলে করে মাই দিচ্ছে। আবার খদ্দের এসেছে; ঢেঁকি এদিকে পড়ছে, আবার খদ্দেরের সঙ্গে কথাও চলছে। খদ্দেরকে বলেছে, 'তা হলে তুমি যে ক পয়সা ধার আছে, সে ক পয়সা দিয়ে যেও; আর জিনিষ লয়ে যেও।' দেখ,—ছেলেকে মাই দেওয়া, ঢেঁকি পড়ছে ধান ঠেলে দেওয়া, ও কাঁড়া ধান তোলা, আবার খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলা, এক সঙ্গে করছে। এরই নাম অভ্যাস যোগ। কিন্তু তার পনের আনা মন ঢেঁকির পাটের দিকে রয়েছে, পাছে হাতে পড়ে যায়। আর এক আনায় ছেলেকে মাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেওয়া আর খদ্দেরের সঙ্গে কথা কওয়া। তেমনি যারা সংসারে আছে, তাদের পনের আনা মন ভগবানে দেওয়া উচিত। না দিলে সর্ব্বনাশ ;—কালের হাতে পড়তে হবে। আর এক আনায় অন্যান্য কর্ম্ম কর।" (ক ৩।৭।১।৬৫)

"হিন্দুস্থানী মেয়েরা মাথায় করে চার পাঁচটি জল ভরা কলসী নিয়ে যায়, পথে আত্মীয় লোকদের সঙ্গে গল্প করে, সুখ দুঃখের কথা কয়, কিন্তু তাদের মন থাকে মাথার কলসীর উপর, যেন সেগুলি পড়ে না যায়। ধর্ম্মপথের পথিকদেরও সকল অবস্থার ভিতরে ঐ রকম দৃষ্টি রাখতে হবে, মন যেন তাঁর পথ থেকে সরে না যায়।" (সু-উপ ১১৬।৩০-৩১)

"বৈরাগ্য অর্থাৎ সংসারের দ্রব্যের উপর বিরক্তি। এটি একবারে হয় না—রোজ অভ্যাস করতে হয়। কামিনী-কাঞ্চন আগে মনে ত্যাগ করতে হয় ;—তারপর তাঁর ইচ্ছায় মনের ত্যাগও করতে হয়, বাহিরের ত্যাগও করতে হয়। কলকেতার লোকদের বলবার যো নাই 'ঈশ্বরের জন্য সব ত্যাগ কর'—বলতে হয় 'মনে ত্যাগ কর'।

"অভ্যাসযোগের দ্বারা কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি ত্যাগ করা যায়। গীতায় এ কথা আছে। অভ্যাস দ্বারা মনে অসাধারণ শক্তি এসে পড়ে ; তখন ইন্দ্রিয়-সংযম করতে—কাম, ক্রোধ বশ করতে—কষ্ট হয় না।" (ক ৪।১।৫।১০)

অভ্যাসের শক্তি কত প্রবল সে সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত উপাখ্যানটি বলিয়াছেন :

"একজন হিন্দু বড় ভক্ত ছিল,—সর্ব্বদা জগদম্বার পূজা আর নাম করত। মুসলমানদের যখন রাজ্য হল, তখন সেই ভক্তকে ধরে মুসলমান করে দিল ; আর বললে, 'তুই এখন মুসলমান হয়েছস, বল আল্লা! কেবল আল্লা নাম জপ কর।' সে অনেক কষ্টে আল্লা, আল্লা বলতে লাগল। কিন্তু এক একবার বলে ফেলতে লাগল, 'জগদম্বা!' তখন মুসলমানেরা তাকে মারতে যায়। সে বলে, 'দোহাই সেখজী, আমায় মারবেন না, আমি তোমাদের আল্লা নাম করতে খুব চেষ্টা করছি, কিন্তু আমাদের জগদম্বা আমার কণ্ঠা পর্য্যন্ত রয়েছেন, তোমাদের আল্লাকে ঠেলে ঠেলে দিচ্ছেন'।" (ক ৩।৯।৫।৯৭)

"জিতেন্দ্রিয় হওয়া যায় কি রকম করে? আপনাতে মেয়ের ভাব আরোপ করতে হয়।" (ক ২।১৯।১।১৭৮)

"আরোপ করলে ভাব বদলে যায়। প্রকৃতি ভাব আরোপ করলে ক্রমে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কামাদি রিপু নষ্ট হয়ে যায়। ঠিক মেয়েদের মতন ব্যবহার হয়ে দাঁড়ায়। যাত্রাতে যারা মেয়ে সাজে তাদের নাইবার সময় দেখেছি,—মেয়েদের মত দাঁত মাজে, কথা কয়।" (ক ৪।১।২।৫)

"আমি অনেক দিন সখী ভাবে ছিলাম। মেয়েমানুষের কাপড়, গয়না পরতাম, ওড়না গায়ে দিতাম। ওড়না গায়ে দিয়ে আরতি করতাম। তা না হলে পরিবারকে আটমাস কাছে এনে রেখেছিলাম কেমন করে? দুজনেই মার সখী।

"আমি আপনাকে পুরুষ বলতে পারি না।" (ক ২।১৯।১।১৭৮)

আলোচ্য শ্লোকে শ্রীভগবান শুধু অভ্যাসের বিষয়েই বলেন নাই, বৈরাগ্যের বিষয়েও বলিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বৈরাগ্য সাধনের জন্য বিবেক-বিচারের বিষয়েও উল্লেখ করিয়াছেন :

"ঈশ্বর সৎ আর সব অসৎ, এই বিচার! সৎ মানে নিত্য। অসৎ—অনিত্য। যার বিবেক হয়েছে, সে জানে ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। বিবেক উদয় হলে ঈশ্বরকে জানবার ইচ্ছা হয়। অসৎকে ভালবাসলে—যেমন দেহসুখ, লোকমান্য, টাকা এই সব ভালবাসলে—ঈশ্বর যিনি সৎরূপ তাঁকে জানতে ইচ্ছা হয় না। সদসৎ বিচার এলে তবে ঈশ্বরকে খুঁজতে ইচ্ছা করে।" (ক ১।৯।২।১৩৩)

"যার ঈশ্বরে মন সেই তো মানুষ। মানুষ, আর মান হুঁশ। যার হুঁশ আছে, চৈতন্য আছে, যে নিশ্চিত জানে. ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য,—সেই মানহুঁশ।" (ক ৩।২০।৩।২৪৪)

"সংসারে দুই স্বভাবের লোক দেখতে পাওয়া যায়। কতকগুলো কুলোর ন্যায় স্বভাব-বিশিষ্ট, আর কতকগুলো চালুনির ন্যায়। কুলো যেমন ভূষি প্রভৃতি অসার বস্তু পরিত্যাগ করে সার বস্তু শস্যগুলি আপনার ভিতর রাখে, সেই রকম এক শ্রেণীর লোক সংসারের অসার বস্তু (কামিনী কাঞ্চনাদি) পরিত্যাগ করে সার বস্তু ভগবানকে গ্রাস করে ; এবং চালুনি সার বস্তু সকল পরিত্যাগ করে অসার বস্তুগুলি নিজের ভিতর রাখে, সেইরূপ দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকগুলি সার বস্তু ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করে অসার বস্তু কামকাঞ্চনাদি গ্রহণ করে।" (সু-উপ ৯১৫।২৩৫-৬)

"ওরে, সদসদ্ বিচার চাই। সর্ব্বদা বিচার করে মনকে বলতে হয় যে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন, তুমি এই জিনিষটা ভোগ করবে, এটা খাবে, ওটা পরবে বলে ব্যস্ত হচ্ছ—কিন্তু যে পঞ্চভূতে আলু, পটল, চাল, ডাল ইত্যাদি তৈয়ারি হয়েছে, সেই পঞ্চভূতেই আবার সন্দেশ রসগোল্লা ইত্যাদি তৈয়ারি হয়েছে; যে পঞ্চভূতে হাড়-মাস-রক্ত-মজ্জায় নারীর সুন্দর শরীর হয়েছে, তাতেই আবার তোমার, সকল মানুষের ও গরু ছাগল ভেড়া ইত্যাদি প্রাণীরও শরীর হয়েছে;—তবে কেন এগুলো পাবার জন্য এত হাঁই ফাঁই কর? ওতে তো আর সচ্চিদানন্দ লাভ হবে না!—তাতেও যদি না মানে তো বিচার করতে করতে দু একবার ভোগ করে, সেটাকে ত্যাগ করতে হয়। যেমন ধর, রসগোল্লা খাবে বলে মন ভারি ধরেছে, কিছুতেই আর বাগ মানছে না—যত বিচার করছ সব যেন ভেসে যাচ্ছে; তখন কতকগুলো রসগোল্লা এনে এগাল ওগাল করে চিবিয়ে খেতে খেতে মনকে বলবে—মন, এরই নাম রসগোল্লা; এও আলু-পটলের মত পঞ্চভূতের বিকারে তৈরী হয়েছে; এও খেলে শরীরে গিয়ে রক্তমাংস মলমূত্র হবে; যতক্ষণ গালে আছে ততক্ষণই এটা মিষ্ট—গলার নীচে নাবলে আর ঐ আস্বাদের কথা মনে থাকবে না; আবার বেশী খাও তো অসুখ হবে; এর জন্য এত লালায়িত হও! ছিঃ ছিঃ!—এই খেলে, আর খেতে চেও না। সামান্য সামান্য বিষয়গুলো এই রকম করে বিচার বুদ্ধি নিয়ে ভোগ করে ত্যাগ করা চলে, কিন্তু বড় বড় গুলোতে ওরকম করা চলে না; ভোগ করতে গেলেই বন্ধনে পড়ে যেতে হয়! সে জন্য বড় বড় বাসনাগুলোকে বিচার করে, তাতে দোষ দেখে, মন থেকে তাড়াতে হয়।" (গু-পূ ৪।১৪৯-৫০)

"বিচার করা খুব দরকার। কামিনী-কাঞ্চন অনিত্য। ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু। টাকায় কি হয়? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার জায়গা হয়, এই পর্য্যন্ত। ভগবান লাভ হয় না। তাই টাকা জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। এর নাম বিচার; বুঝেছ?...

"বস্তু বিচার! এই দেখ, টাকাতেই বা কি আছে, আর সুন্দর দেহেই বা কি আছে! বিচার কর, সুন্দরীর দেহেতেও কেবল হাড়, মাংস, চর্বি, মল, মূত্র এই সব আছে। এই সব বস্তুতে, মানুষ ঈশ্বরকে ছেড়ে কেন মন দেয়? কেন ঈশ্বরকে ভুলে যায়?" (ক ১।১।৫।২৬-৭)

যদি বিচার ঠিক ঠিক হয়, তবে ঈশ্বর বস্তু, আর সব অবস্তু, এই ধারণা বদ্ধমূল হয়। তখন যথার্থ বৈরাগ্য আসে। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন:

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"বিবেক হলে বৈরাগ্যের কার্য্য আপনি হয়ে যায়; বৈরাগ্য সাধনের স্বতন্ত্র প্রয়োজন হয় না।"[৪৩] (সু-উপ ৬২৮।১৫৯)

"সব আছে, কোন অভাব নাই, কিছু ভাল লাগে না। ভগবানের জন্য একলা একলা কাঁদে। সে বৈরাগ্য যথার্থ বৈরাগ্য।" (ক ১।৫।২।৯৮)

আবার বৈরাগ্যের প্রকারভেদ আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীযুক্ত ঈশান চন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে তাঁহার বর্ত্তমান মন্দ বৈরাগ্যের পরিবর্ত্তে তীব্র বৈরাগ্যের জন্য পুরুষকার প্রয়োগ করিতে বলিতেছেন:

"তুমি এরকম ঢিমে তেতালা বাজালে চলবে না। তীব্র বৈরাগ্য দরকার। ১৫ মাসে এক বৎসর করলে কি হয়? তোমার ভিতরে যেন জোর নাই। শক্তি নাই। চিঁড়ের ফলার। উঠে পড়ে লাগ! কোমর বাঁধ।

"তাই আমার ঐ গানটা ভাল লাগে না! 'হরিসে লাগি রহরে ভাই; তেরা বনত বনত বনি যাই।' 'বনত বনত বনি যাই'—আমার ভাল লাগে না। তীব্র বৈরাগ্য চাই।" (ক ২।১৯।৫।১৯০)

"তীব্র বৈরাগ্য হলে, এই কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি থেকে নিস্তার হতে পারে। তীব্র বৈরাগ্য কাকে বলে? হচ্ছে হবে, ঈশ্বরের নাম করা যাক; এ সব মন্দ বৈরাগ্য। যার তীব্র বৈরাগ্য, তার প্রাণ ভগবানের জন্য ব্যাকুল; মার প্রাণ যেমন পেটের ছেলের জন্য ব্যাকুল। যার তীব্র বৈরাগ্য, সে ভগবান ভিন্ন আর কিছু চায় না। সংসারকে পাতকুয়া দেখে; তার মনে হয়, বুঝি ডুবে গেলাম। আত্মীয়দের কালসাপ দেখে, তাদের কাছে থেকে পালাতে ইচ্ছা হয়; আর পালায়ও। 'বাড়ীর বন্দোবস্ত করি, তারপর ঈশ্বরচিন্তা করব', একথা ভাবেই না। ভিতরে খুব রোক।

"তীব্র বৈরাগ্য কাকে বলে, একটা গল্প শোন। এক দেশে অনাবৃষ্টি হয়েছে। চাষারা সব খানা কেটে দূর থেকে জল আনছে! একজন চাষার খুব রোক আছে; সে একদিন প্রতিজ্ঞা করলে, যতক্ষণ না জল আসে, খানার সঙ্গে আর নদীর সঙ্গে এক হয়, ততক্ষণ খানা খুঁড়ে যাবে। এদিকে স্নান করবার বেলা হল। গৃহিনী মেয়ের হাতে তেল পাঠিয়ে দিল। মেয়ে বললে—'বাবা, বেলা হয়েছে, তেল মেখে নেয়ে ফেল।' সে বললে, 'তুই যা, আমার এখন কাজ আছে।' বেলা দুই প্রহর, একটা হল, তখনও চাষা মাঠে কাজ করছে। স্নান করার নামটি নাই। তার স্ত্রী তখন মাঠে এসে বললে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'এখনও নাও নাই কেন? ভাত জুড়িয়ে গেল, তোমার যে সবই বাড়াবাড়ি! না হয় কাল করবে, কি খেয়ে দেয়েই করবে!' গালাগালি দিয়ে চাষা কোদাল হাতে করে তাড়া করলে; আর বললে, 'তোর আক্কেল নাই? বৃষ্টি হয় নাই। চাষবাস কিছুই হল না, এবার ছেলে পুলে কী খাবে? না খেয়ে সব মারা যাবি! আমি প্রতিজ্ঞা করেছি মাঠে আজ জল আনব, তবে [আজ নাওয়া খাওয়ার কথা কব।' স্ত্রী গতিক দেখে দৌড়ে পালিয়ে গেল। চাষা সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে সন্ধ্যার সময় খানার সঙ্গে নদীর যোগ করে দিলে। তখন একধারে বসে দেখতে লাগল যে, নদীর জল মাঠে কুল কুল করে আসছে। তার মন তখন শান্ত আর আনন্দে পূর্ণ হল। বাড়ী গিয়ে স্ত্রীকে ডেকে বললে, 'সে, এখন তেল দে, আর একটু তামাক সাজ।' তার পর নিশ্চিন্ত হয়ে নেয়ে খেয়ে, সুখে ভোঁস ভোঁস করে নিদ্রা যেতে লাগল! এই রোক, তীব্র বৈরাগ্যের উপমা।

"আর একজন চাষা—সেও মাঠে জল আনছিল। তার স্ত্রী যখন গেল আর বললে, 'অনেক বেলা হয়েছে, এখন এস, এত বাড়াবাড়িতে কাজ নাই'; তখন সে বেশী উচ্চবাচ্য না করে কোদাল রেখে স্ত্রীকে বললে—'তুই যখন বলছিস তো চল!' সে চাষার আর মাঠে জল আনা হল না! এটি মন্দ বৈরাগ্যের উপমা।

"খুব রোক না হলে, চাষার যেমন মাঠে জল আসে না, সেইরূপ মানুষের ঈশ্বর লাভ হয় না।" (ক ১।৪।৩।৮২-৮৪)

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজের দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন :

"যদি তীব্র বৈরাগ্য হয়, তা হলে হয়! যা মিথ্যা বলে জানছি, রোক করে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ কর। যখন আমার ভারি ব্যামো, গঙ্গাপ্রসাদ সেনের কাছে লয়ে গেল। গঙ্গাপ্রসাদ বললে, 'স্বর্ণপটপটি খেতে হবে, কিন্তু জল খেতে পাবে না; বেদানার রস খেতে পার।' সকলে মনে করলে, জল না খেয়ে কেমন করে আমি থাকব। আমি রোক করলুম, আর জল খাব না। 'পরমহংস!' আমি তো পাতি হাঁস নই—রাজহাঁস!—দুধ খাব।" (ক ২।৮।১।৭০)

"ভগবান লাভ করতে হলে তীব্র বৈরাগ্য দরকার। যা ঈশ্বরের পথে বিরুদ্ধ বলে বোধ হবে, তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করতে হয়। পরে হবে বলে ফেলে রাখা উচিত নয়। কামিনী-কাঞ্চন ঈশ্বরের পথে বিরোধী; ও থেকে মন সরিয়ে নিতে হবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ঢিমে তেতালা হলে হবে না। একজন গামছা কাঁধে স্নান করতে যাচ্ছে। পরিবার বললে, তুমি কোন কাজের নও; বয়স বাড়ছে এখনও এ সব ত্যাগ করতে পারলে না। আমাকে ছেড়ে তুমি একদিনও থাকতে পার না। কিন্তু অমুক কেমন ত্যাগী!

"স্বামী। কেন, সে কি করেছে?

"পরিবার। তার ষোল জন মাগ, সে এক এক জন করে তাদের ত্যাগ করছে। তুমি কখনও ত্যাগ করতে পারবে না।

"স্বামী। এক এক জন করে ত্যাগ! ওরে-খেপী, সে ত্যাগ করতে পারবে না। যে ত্যাগ করে, সে কি একটু একটু করে ত্যাগ করে!

"পরিবার (সহাস্যে)। তবু তোমার চেয়ে ভাল।

"স্বামী। খেপী, তুই বুঝিস না। তার কর্ম্ম নয়, আমিই ত্যাগ করতে পারব, এই দেখ আমি চললুম!

"এর নাম তীব্র বৈরাগ্য। যাই বিবেক এল, তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করলে। গামছা কাঁধেই চলে গেল। সংসার গোছগাছ করতে এল না। বাড়ীর দিকে একবার পেছন ফিরে চাইলেও না।

"যে ত্যাগ করবে তার খুব মনের বল চাই। ডাকাতে পড়ার ভাব। অ্যায়!!!—ডাকাতি করবার আগে যেমন ডাকাতরা বলে, মার! লোট! কাট!" (ক ৩।১৪।৪।১৬৪-৫)

মনের বল এমন হওয়া চাই যে, গুরুজনদের কথা পর্য্যন্ত অমান্য করিতে হইবে; সে সম্বন্ধে জনৈক ভক্তকে বলিতেছেন:

"একজন ভক্ত। যদি কারু মা বলেন তুই দক্ষিণেশ্বরে যাস্ না। যদি দিব্য দেন আর বলেন, যদি যাস্ তো আমার রক্ত খাবি!—

"শ্রীরামকৃষ্ণ। যে মা ও কথা বলে সে মা নয়;—সে অবিদ্যারূপিণী। সে মার কথা না শুনলে কোন দোষ নাই। সে মা ঈশ্বর লাভের পথে বিঘ্ন দেয়। ঈশ্বরের জন্য গুরুজনের বাক্য লঙ্ঘনে দোষ নাই।[৪৪] ভরত রামের জন্য কৈকেয়ীর কথা শুনে নাই। গোপীরা কৃষ্ণদর্শনের জন্য পতিদের মানা শুনে নাই। প্রহ্লাদ ঈশ্বরের জন্য বাপের কথা শুনে নাই। বলি ভগবানের প্রীতির জন্য গুরু শুক্রাচার্য্যের কথা শুনে নাই। বিভীষণ রামকে পাবার জন্য জ্যেষ্ঠ ভাই রাবণের কথা শুনে নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"তবে 'ঈশ্বরের পথে যেও না' এ কথা ছাড়া আর সব কথা শুনবি।" (ক ৩।১২।৪।১৪১)

"তীব্র বৈরাগ্য হলে ওসব হিসাব থাকে না। 'বাড়ীর সব বন্দোবস্ত করে দিব, তার পরে সাধনা করব'—তীব্র বৈরাগ্য হলে এরূপ মনে হয় না। গোঁসাই লেকচার দিয়েছিল, তা বলে, 'দশ হাজার টাকা হলে ঐ থেকে খাওয়া দাওয়া এই সব হয়—তখন নিশ্চিন্ত হয়ে ঈশ্বরকে বেশ ডাকা যেতে পারে।'

"কেশব সেনও ইঙ্গিত করেছিল। বলেছিল—'মহাশয়, যদি কেউ বিষয় আশয় ঠিক ঠাক করে, ঈশ্বর চিন্তা করে—তা পারে কি না? তার তাতে কিছু দোষ হতে পারে কি?'

"আমি বললাম, তীব্র বৈরাগ্য হলে……'টাকা জমাব, বিষয় ঠিক ঠাক করব', এ সব হিসাব আসে না। ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু—ঈশ্বরকে ছেড়ে বিষয় চিন্তা!

"একটা মেয়ের ভারি শোক হয়েছিল। আগে নৎটা কাপড়ের আঁচলে বাঁধলে,—তারপর 'ওগো, আমার কি হল গো'। বলে আছড়ে পড়ল। কিন্তু খুব সাবধান, নৎটা না ভেঙ্গে যায়।" (ক ৪।২৯।১।৩১৭)

তীব্র বৈরাগ্য ঈশ্বরে ভক্তি না হইলে আসে না। শ্রীশ্রীঠাকুর নরেন্দ্রাদি ভক্তগণকে বলিতেছেন ঃ

"ভক্তিই সার। তাঁকে ভালবাসলে বিবেক-বৈরাগ্য আপনি আসে।" (ক ২।১।২।৯)

শ্রীভগবান বৈরাগ্য এবং অভ্যাসের বিষয়ে পৃথক ভাবে উল্লেখ না করিয়া একসঙ্গেই বলিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও সেইরূপই করিয়াছেন। কেবল বৈরাগ্যের পরিবর্ত্তে তাহার অন্য দিক অর্থাৎ অনুরাগ এবং ব্যাকুলতার উল্লেখ করিয়াছেন।

"রোজ অভ্যাস করতে হয়। circusএ দেখে এলাম, ঘোড়া দৌড়ুচ্ছে, তার উপর বিবি এক পায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কত অভ্যাসে ঐটি হয়েছে!

"আর তাঁকে দেখবার জন্য অন্ততঃ একবার করে কাঁদ।

"এই দুটি উপায়—অভ্যাস আর অনুরাগ অর্থাৎ তাঁকে দেখবার জন্য ব্যাকুলতা।" (ক ৫।৪।১।৫২)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্য সত্যই অভ্যাস ও বৈরাগ্যের জন্য প্রেরণা ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিলে তবে অনুশীলন সম্ভব হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর লাটু মহারাজের জীবনে এটি প্রতিফলিত করিয়াছেন। যে সমাজে লাটুর জন্ম হইয়াছিল এবং বাল্যজীবন কাটিয়াছিল, সেই সমাজে পিতা-পুত্রও এক সঙ্গে বসিয়া মদ্য পান করে। এই জন্মগত এবং আবাল্য-সঞ্চিত সংস্কারের বশে লাটুর মন একদিন চঞ্চল হয়। তাই যে দিকে মদের দোকান আছে সে দিক দিয়া না গিয়া অনেক ঘুর পথে লাটু সেদিন হইতে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। কিছুদিন পরে সে কথা জানিতে পারিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর লাটুকে বুঝাইয়া বলিলেন, ঐ ভাবে মনশ্চাঞ্চল্য নিবারিত হইবে না। মদ্য পরিহারের জন্য অভ্যাস লাটু নিজেই করিতেছেন, এটি ভাবিলে চলিবে না। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে, তাঁহার প্রীতির জন্য মদ্য ত্যাগের অভ্যাস চালাইতেছেন—এইটি ভাবিতে হইবে। তাই তিনি লাটুকে ডাকিয়া বলিলেন :

"দোকানের পাশ দিয়ে যাবি তাতে কোন দোষ হবে না। ইখানকে (নিজের বুক দেখাইয়া) মনে করবি তাহলে আর কোন নেশা তোর মনকে টানতে পারবেক না।" ("শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা", ২য় সংস্করণ ১৪৭ পৃঃ)

শুধু মদে আসক্তির বেলাতে নয়, যে সব সুদৃঢ় আসক্তি জৈব সংস্কার নামে অভিহিত, যেমন আহার, নিদ্রা, মৈথুন, সেগুলির বেলাতেও শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশ তাঁহার প্রীত্যর্থে লাটু মহারাজ কিরূপ অদম্য অধ্যবসায় সহকারে আজীবন প্রতিপালন করিয়াছিলেন, সে বিষয়ও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর "মণি" অর্থাৎ মাষ্টার মহাশয়কে এ বিষয়ে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতেছেন :

"শ্রীরামকৃষ্ণ। বৈরাগ্য মানে কি বল দেখি?

'মণি। বৈরাগ্য মানে শুধু সংসারে বিরাগ নয়। ঈশ্বরে অনুরাগ আর সংসারে বিরাগ।

"শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, ঠিক বলেছ।" (ক ৪।১৬।৩।১৪২)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪ (গ) সংসারে সন্ন্যাস।

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ (৫।৩)
রাগদ্বেষ-বিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ (২।৬৪)
বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ (২।৭১)

হে মহাবাহো, যিনি কোনও কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না অথবা কোনও বিষয়ে দ্বেষও করেন না, তাঁহাকে নিত্য সন্ন্যাসী বলিয়া জানিবে। তাদৃশ রাগদ্বেষাদি দ্বন্দ্ব-শূন্য পুরুষ অনায়াসে [সংসার] বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন। (৫।৩)

এই শ্লোকটির ভাষ্যে সন্ন্যাসবাদী আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন, "যো ন দ্বেষ্টি কিঞ্চিৎ। ন কাঙ্ক্ষতি সুখদুঃখে তৎ সাধনে চ। এবং বিধো যঃ কর্ম্মণি বর্ত্তমানোঽপি স নিত্যসন্ন্যাসীতি জ্ঞাতব্যঃ।"

প্রকৃত সন্ন্যাস কর্ম্মত্যাগে বা গৃহত্যাগে নয়,—রাগদ্বেষ ত্যাগে। এই কথা স্মরণ রাখিয়া এই অনুচ্ছেদের শিরোনামা দেওয়াহইয়াছে,—"সংসারে সন্ন্যাস।"

সংযতমনা পুরুষ [প্রিয় বিষয়ে] অনুরাগ এবং [অপ্রিয় বিষয়ে] বিরাগ, এই উভয় হইতেই বিমুক্ত। তিনি আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা বিষয় গ্রহণ করা সত্ত্বেও শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। (২।৬৪)

যে ব্যক্তি সমস্ত কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিস্পৃহ হইয়া বিচরণ করেন, যিনি মমত্ব বুদ্ধি-বর্জ্জিত এবং অহঙ্কার-শূন্য, তিনিই শান্তিলাভ করেন। (২।৭১)

শ্রীভগবান বলিয়াছেন, "জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী, যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।" শ্রীশ্রীঠাকুরও বলিতেছেন :

"মনে ত্যাগ হলেই হল ; তা হলেও সন্ন্যাসী।…কিন্তু বাসনায় আগুন দিতে হয় তবে তো!" (ক ৩।২৩।৩।২৭৬)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"বিষয়ের উপর, কামিনী-কাঞ্চনের উপর, ভালবাসা থাকলে হয় না। সন্ন্যাস করলেও হয় না যদি বিষয়াসক্তি থাকে। যেমন থুতু ফেলে আবার থুতু খাওয়া।" (ক ৫।৬।১।৪৭)

আবার বলিতেছেন, তিনি নির্দ্বন্দ্ব,—শুভাশুভ ফলে তাঁহার আসক্তি থাকে না। ইহার ফলে নিত্যানিত্য জ্ঞানের উদয়ে তিনি সংসারের নশ্বরত্বের বিষয় বুঝিতে পারেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও বলিতেছেন :

"গীতায় দেখনি? অনাসক্ত হয়ে সংসারে থেকে কর্ম্ম করলে, সব মিথ্যা জেনে জ্ঞানের পর সংসারে থাকলে, ঠিক ঈশ্বর লাভ হয়।

"যারা কষ্টে ছাড়ে, তারা হীন থাকের লোক।

"সংসারী জ্ঞানী কি রকম জান? যেমন সার্সীর ঘরে কেউ আছে। ভিতর বার দুই দেখতে পায়।" (ক ২।২৬।২।২৬২)

"জ্ঞানের আলো সংসারের ভিতর পড়ে, তাই তারা, ভাল, মন্দ, নিত্য, অনিত্য, এ সব সে আলোতে দেখতে পায়।

"যারা অজ্ঞান, ঈশ্বরকে মানে না, অথচ সংসারে আছে, তারা যেন মাটির ঘরের ভিতর বাস করে। ক্ষীণ আলোতে শুধু ঘরের ভিতরটি দেখতে পায়। কিন্তু যারা জ্ঞান লাভ করেছে, ঈশ্বরকে জেনেছে, তারপর সংসারে আছে, তারা যেন সার্সীর ঘরের ভিতর বাস করে। ঘরের ভিতরও দেখতে পায়, ঘরের বাহিরের জিনিষও দেখতে পায়। জ্ঞান সূর্য্যের আলো ঘরের ভিতরে খুব প্রবেশ করে। সে ব্যক্তি ঘরের ভিতরের জিনিষ খুব স্পষ্টরূপে দেখতে পায়,—কোনটি ভাল, কোনটি মন্দ, কোনটি নিত্য, কোনটি অনিত্য।" (ক ৩।১৭।৪।২১৯)

শ্রীভগবান বলিয়াছেন, সংসার-বন্ধন সহজেই চলিয়া যায়,—সংসার চলিয়া যায় এ কথা বলেন নাই। এ বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের উক্তি নীচে দেওয়া হইল।

"সংসারে জ্ঞান কারু কারু হয়। তাই দুই যোগীর কথা আছে; গুপ্ত যোগী ও ব্যক্ত যোগী। যারা সংসার ত্যাগ করেছে তারা ব্যক্ত যোগী, তাদের সকলে চেনে। গুপ্ত যোগীর প্রকাশ নাই।" (ক ৩।১১।৩।১২৫)

নাগ মহাশয় ছিলেন "গুপ্ত যোগী"। তিনি প্রায়ই বলিতেন, "যে হয় গুপ্ত, সে হয় পোক্ত; যে হয় ব্যক্ত, সে হয় ত্যক্ত।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাশীপুরের বাগানে নরেন্দ্র, রাখাল, মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তদিগকে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন :

"ত্যাগ দরকার।...একটা জিনিষের পর যদি আর একটা জিনিষ থাকে, প্রথম জিনিষটা পেতে গেলে, ও জিনিষটা সরাতে হবে না? একটা না সরালে আর একটা কি পাওয়া যায়?...

"তবে মনে ত্যাগ। এখানে যারা আসে, কেউ সংসারী নয়। কারু কারু একটু ইচ্ছা ছিল,—মেয়ে মানুষের সঙ্গে থাকা (রাখাল, মাষ্টার প্রভৃতির ঈষৎ হাস্য)। সেই ইচ্ছাটুকু হয়ে গেল।" (ক ৩।২৪।৩।২৮৩)

এখন এই সব ভক্তদিগের বাহিরের ত্যাগও চাই সেই ইঙ্গিত করিতেছেন। শ্রীযুক্ত মহিমাচরণ প্রভৃতি ভক্তদিগকে কিন্তু বলিতেছেন :

"তোমরা সংসারী, তোমরা এও রাখ, অও রাখ। সংসারও রাখ, ধর্ম্মও রাখ।" (ক ১।১৩।৪।২০৪)

"তোমাদের পক্ষে মনে ত্যাগ—সংসার অনাসক্ত হয়ে কর।" (ক ১।১৩।৪।২০৫)

"পিঁপড়ের মত সংসারে থাক। এই সংসারে নিত্য অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে মিশান—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।

"জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দরস আর বিষয়রস! হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ করবে।...

"গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি নেবে।" (ক ১।১১।৭।১৭১-২)

"সংসারে থেকে যে তাঁকে ডাকে সে বীর ভক্ত। ভগবান বলেন, যে সংসার ছেড়ে দিয়েছে সে তো আমায় ডাকবেই, আমার সেবা করবেই—তার আর বাহাদুরী কি? সে যদি আমায় না ডাকে সকলে ছি ছি করবে। আর যে সংসারে থেকে তাঁকে ডাকে—বিশ মণ পাথর ঠেলে যে আমায় দেখে সেইই ধন্য, সেইই বাহাদুর—সেইই বীরপুরুষ।" (ক ১।১১।৭।১৭১)

"যেমন কারু মাথায় দু মণ বোঝা আছে, আর বর যাচ্ছে। মাথায় বোঝা—তবুও সে বর দেখছে। খুব শক্তি না থাকলে হয় না।...পানকৌটী জলে সর্ব্বদা ডুব মারে, কিন্তু পাখা একবার ঝাড়া দিলেই আর গায়ে জল থাকে না।" (ক ১।১৫।১।২৪৮)

"একজন কেরানী জেলে গিছিল। জেল খাটা শেষ হলে সে জেল থেকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেরিয়ে এল। এখন জেল থেকে এসে, সে কি কেবল ধেই ধেই করে নাচবে? না, কেরানীগিরিই করবে?

"সংসারী যদি জীবন্মুক্ত হয়, সে মনে করলে অনায়াসে সংসারে থাকতে পারে। যার জ্ঞান লাভ হয়েছে, তার এখান সেখান নাই। তার সব সমান। যার সেখানে আছে, তার এখানেও আছে।

"যখন কেশব সেনকে বাগানে প্রথম দেখলাম, বলেছিলাম—'এরই ল্যাজ খসেছে!' সভাশুদ্ধ লোক হেসে উঠল। কেশব বললে, 'তোমরা হেস না, এর কিছু মানে আছে, এঁকে জিজ্ঞাসা করি।' আমি বললাম, 'যতদিন ব্যাঙাচির ল্যাজ না খসে, তার কেবল জলে থাকতে হয়, আড়ায় উঠে ডাঙ্গায় বেড়াতে পারে না; যেই ল্যাজ খসে, অমনি লাফ দিয়ে ডাঙ্গায় পড়ে। তখন জলেও থাকে, আবার ডাঙ্গায়ও থাকে। তেমনি মানুষের যতদিন অবিদ্যার ল্যাজ না খসে, ততদিন সংসার জলে পড়ে থাকে। অবিদ্যার ল্যাজ খসলে—জ্ঞান হলে, তবে মুক্ত হয়ে বেড়াতে পারে, আবার ইচ্ছা হলে সংসারে থাকতে পারে'।" (ক ১।১৩।৪।২০৭-৮)

"তোমাদের সব ত্যাগ করতে হবে কেন? তোমরা রসে বসে বেশ আছ। সারে মাতে তোমরা বেশ আছ। নক্সা খেলা জান? আমি বেশী কাটিয়ে জলে গেছি। তোমরা খুব শেয়ানা। কেউ দশে আছ; কেউ ছয়ে আছ; কেউ পাঁচে আছ। বেশী কাটাও নাই; তাই আমার মত জলে যাও নাই। খেলা চলছে। এ তো বেশ!

"সত্য বলছি, তোমরা সংসার করছ, এতে দোষ নাই। তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখতে হবে। তা না হলে হবে না।...

"মন নিয়ে কথা। মনেতেই বদ্ধ মনেতেই মুক্ত।...দেখ না, যদি একটু ইংরাজী পড়, তো অমনি মুখে ইংরাজী কথা এসে পড়ে। ফুট ফাট ইট মিট!...

"আবার যদি পণ্ডিত সংস্কৃত পড়ে, অমনি শ্লোক ঝাড়বে। মনকে যদি কুসঙ্গে রাখ, তো সেই রকম কথাবার্ত্তা, চিন্তা, হয়ে যাবে। যদি ভক্তের সঙ্গে রাখ, ঈশ্বর চিন্তা, হরিকথা, এই সব হবে।

"মন নিয়েই সব। এক পাশে পরিবার, এক পাশে সন্তান। একজনকে এক ভাবে, সন্তানকে আর এক ভাবে, আদর করে। কিন্তু একই মন!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত।[৪৫] আমি মুক্ত পুরুষ; সংসারেই থাকি বা অরণ্যেই থাকি, আমার বন্ধন কি?" (ক ১।২।৫।৫২)

উদ্ধৃত শ্লোকের দ্বিতীয়টিতে শ্রীভগবান বলিয়াছেন, রাগদ্বেষ-বিযুক্ত এবং আত্মবশীভূত হইয়া অর্থাৎ ঈশ্বরে মন রাখিয়া, তাঁহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারিলে, বিষয়-ত্যাগ না করিয়াও প্রসাদ বা আনন্দ লাভ হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীঠাকুরও বলিতেছেন:

"সংসার-ধর্ম্ম; তাতে দোষ নাই। কিন্তু ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন রেখে, কামনাশূন্য হয়ে কাজ কর্ম্ম করবে।" (ক ১।১৮।৫।২৯৭)

"ঈশ্বরে বেশী মন রেখে, খানিকটা মন দিয়ে সংসারের কাজ করবে।

"সাধুর মন ঈশ্বরে বার আনা,—আর কাজে চার আনা। সাধুর ঈশ্বরের কথাতেই বেশী হুঁস। সাপের ল্যাজ মাড়ালে আর রক্ষা নাই! ল্যাজে যেন তার বেশী লাগে।" (ক ৪।১৩।২।১০৮)

"তোমাদের বলি—তোমরা সংসারে আসক্ত হয়ো না। দেখ, রাখালের জ্ঞান অজ্ঞান বোধ হয়েছে,—সৎ অসৎ বিচার হয়েছে। —এখন তাকে বলি, 'বাড়ীতে যা; কখনও এখানে এলি, দুই দিন থাকলি।'

"আর তোমরা পরস্পর প্রণয় করে থাকবে—তবেই মঙ্গল হবে। আর আনন্দে থাকবে। যাত্রাওয়ালারা যদি এক সুরে গায়, তবেই যাত্রাটি ভাল হয়,—আর যারা শুনে, তাদেরও আহ্লাদ হয়।" (ক ৪।১৩।২।১০৭-৮)

উদ্ধৃত শ্লোকের শেষেরটিতে শ্রীভগবান প্রথমেই বলিতেছেন, "বিহায় কামান্ সর্ব্বান্"। শ্রীশ্রীঠাকুরও বলিয়াছেন:

"সংসারে কাম ক্রোধ এই সবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়, নানা বাসনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়, আসক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়! যুদ্ধ কেল্লা থেকে হলেই সুবিধা। গৃহ থেকে যুদ্ধই ভাল;—খাওয়া মেলে;—ধর্ম্মপত্নী অনেক রকম সাহায্য করে। কলিতে অন্নগত প্রাণ—অন্নের জন্য সাত জায়গায় ঘুরার চেয়ে এক জায়গাই ভাল। গৃহে, কেল্লার ভিতর থেকে যেন যুদ্ধ করা।" (ক ১।১৩।৪।২০৫)

"যতদূর পার স্ত্রীলোকের সঙ্গে অনাসক্ত হয়ে থাকবে।... ঈশ্বরেতে বিশ্বাস-ভক্তি এলে, অনেকটা অনাসক্ত হয়ে থাকতে পারবে। দুই একটি ছেলে হলে স্ত্রী পুরুষ দুইজনে ভাই বোনের মত থাকবে, আর ঈশ্বরকে সর্ব্বদা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রার্থনা করবে, যাতে ইন্দ্রিয়-সুখেতে মন না যায়,—ছেলে পুলে আর না হয়।" (ক ১।১৫।৩।২৬৩)

"স্বামী বর্ত্তমানে যে স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে, সে তো নারী নয়—সাক্ষাৎ ভগবতী।" (সু-উপ ৭৬৪।১৯২)

শ্রীভগবান আবার বলিতেছেন, "চরতি নিস্পৃহঃ"। শ্রীশ্রীঠাকুর এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন:

'একখানা জাহাজ সমুদ্র দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার যত লোহা-লক্কড়, পেরেক, স্ক্রু উপড়ে যেতে লাগল। কাছে চুম্বকের পাহাড় ছিল, তাই সব লোহা আলগা হয়ে উপড়ে যেতে লাগল। আমি কৃষ্ণকিশোরের বাড়ী যেতাম। একদিন গিয়েছি, সে বললে, 'তুমি পান খাও কেন?' আমি বললাম, 'খুসী, পান খাব—আর্শীতে মুখ দেখব,—হাজার মেয়ের ভিতরে ন্যাংটো হয়ে নাচব!' কৃষ্ণকিশোরের পরিবার তাকে বকতে লাগল—বললে, 'তুমি কারে কি বল?—রামকৃষ্ণকে কি বলছ?'

"এ অবস্থা হলে কাম ক্রোধাদি দগ্ধ হয়ে যায়! শরীরের কিছু হয় না। অন্য লোকের শরীরের মত দেখতে সব—কিন্তু ভিতর ফাঁক আর নির্ম্মল।" (ক ৩।৯।২।৮৪)

"চৈতন্যদেব বলেছিলেন, 'শুন শুন নিত্যানন্দ ভাই, সংসারী জীবের কভু গতি নাই।'

"ঈশ্বরেতে শুদ্ধা ভক্তি যদি না হয়, তা হলে 'কোন গতি নাই'। কেউ যদি ঈশ্বরলাভ করে সংসারে থাকে তার কোন ভয় নাই। নির্জ্জনে মাঝে মাঝে সাধন করে কেউ যদি শুদ্ধা ভক্তি লাভ করতে পারে, সংসারে থাকলে তার কোন ভয় নাই। চৈতন্যদেবের সংসারী ভক্তও ছিল। তারা সংসারে নামমাত্র থাকত। অনাসক্ত হয়ে থাকত।" (ক ২।১।২।১৩)

"দুর্গাচরণ ডাক্তার এত মাতাল, চাব্বিশ ঘণ্টা মদ খেয়ে থাকত; কিন্তু কাজের বেলায় ঠিক,—চিকিৎসা করবার সময় কোনও রূপ ভুল হবে না। ভক্তি লাভ করে কর্ম্ম করলে দোষ নাই। কিন্তু বড় কঠিন, খুব তপস্যা চাই।" (ক ৩।১৭।৪।২১৫)

১৩ (খ) "সকাম ও নিকাম ভক্তি" শীর্ষক অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ১২।১৭ শ্লোকটিতে ভক্তের লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ঐ শ্লোকটির আগে ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরে ১৩ হইতে ১৬ এবং ১৮, ১৯ শ্লোকেও "ধর্ম্মামৃতের" কথা আছে। কি ভক্ত, কি জ্ঞানী,—কি গৃহী, কি সন্ন্যাসী—সকলেরই পক্ষে এই কুড়িটি সদাচার পালনীয়। অবশ্য ইহার মধ্যে "সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী" এবং "অনিকেত" এই দুইটি শব্দও আছে। কিন্তু এই দুইটি দ্বারা শুধু সন্ন্যাস-আশ্রমই সূচিত হইতেছে এরূপ মনে করা ঠিক নয়। এ দুইটি দ্বারা যথাক্রমে ফলাকাঙ্ক্ষা-ত্যাগী এবং গৃহে মমত্ববুদ্ধি-বিরহিত বুঝিতে হইবে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ১০ম শ্লোকে "বিবিক্তদেশ-সেবিত্বম্" এবং "অরতির্জনসংসদি" এই দুইটি শব্দের উল্লেখ আছে। ১৮।৫২ শ্লোকেও "বিবিক্তসেবী" পদ আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বুঝাইয়াছেন যে এই নির্জ্জন সাধনা শুধু গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীদের অনুষ্ঠান করিতে হইবে এমন নয়, সংসারস্থ সন্ন্যাসব্রতীদেরও পালন করা অত্যাবশ্যক। এবং গৃহে থাকিয়াও কি ভাবে নির্জ্জন সাধনা করা যাইতে পারে সে সম্বন্ধে তিনি নানা নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

"ব্রহ্মজ্ঞানীরা আমায় বলেছিল, 'মহাশয়, আমাদের জনক রাজার মত। তাঁর মত নির্লিপ্ত ভাবে আমরা সংসার করব।' আমি বললুম, নির্লিপ্তভাবে সংসার করা বড় কঠিন। মুখে বললেই জনকরাজা হওয়া যায় না। জনকরাজা হেঁটমুণ্ড হয়ে উর্দ্ধপদ করে কত তপস্যা করেছিলেন। তোমাদের হেঁটমুণ্ড বা উর্দ্ধপদ হতে হবে না, কিন্তু সাধন চাই; নির্জ্জনে বাস চাই! নির্জ্জনে জ্ঞানলাভ, ভক্তিলাভ করে, তবে গিয়ে সংসার করতে হয়।" (ক ১।১৫।১।২৪৮-৪৯)

"আর নির্জ্জন না হলে ভগবান চিন্তা হয় না। সোনা গলিয়ে গয়না গড়ব, তা যদি গলাবার সময় পাঁচবার ডাকে, তা হলে সোনা গলান কেমন করে হয়? চাল কাঁড়ছ—একলা বসে কাঁড়তে হয়। এক একবার চাল হাতে করে তুলে দেখতে হয়, কেমন সাফ হল। কাঁড়তে-কাঁড়তে যদি পাঁচবার ডাকবে, ভাল কাঁড়া কেমন করে হয়?…

"কিছু দিন নির্জ্জনে থাকতে হয়।…সোনা হলে তার পরে যেখানেই থাক। নির্জ্জনে থেকে যদি ভক্তি লাভ হয়, যদি ভগবান লাভ হয়, তা হলে সংসারেও থাকা যায়। তাই তো ছোকরাদের থাকতে বলি। কেন না, এখানে দিন কতক থাকলে ভগবানে ভক্তি হবে। তখন বেশ সংসারে গিয়ে থাকতে পারবে।" (ক ২।৮।১।৭০-১)

"বাড়ীর কাছে এমন একটি আড্ডা করতে হয়, যেখানে থেকে বাড়ীতে এসে অমনি একবার ভাত খেয়ে যেতে পার।" (ক ১।১২।৪।১৭৮)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ঠাকুর শ্যাম বসুর উপর প্রসন্ন হইয়াছেন। শ্যাম বসুর বয়স হইয়াছে, এখন ইচ্ছা—কিছুদিন ঈশ্বর চিন্তা করেন।

"শ্রীরামকৃষ্ণ (শ্যাম বসুর প্রতি)। বিষয়ের কথা একবারে ছেড়ে দেবে। ঈশ্বরীয় কথা বই অন্য কোনও কথা বলো না। বিষয়ী লোক দেখলে আস্তে আস্তে সরে যাবে। এতদিন সংসার করে তো দেখলে, সব ফক্কাবাজী! ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু।" (ক ২।২৫।২।২।৬-৭)

"দিন কতক নির্জ্জনে সাধন করতে হয়। তবে ভক্তি লাভ হয়, জ্ঞান লাভ হয়; তারপর গিয়ে সংসার কর, দোষ নাই। যখন নির্জ্জনে সাধন করবে, সংসার থেকে একবারে তফাৎ যাবে; তখন যেন স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, মাতা, পিতা, ভাই, ভগিনী, আত্মীয়, কুটুম্ব কেহ কাছে না থাকে। নির্জ্জনে সাধনের সময়ে ভাববে, আমার কেউ নাই; ঈশ্বরই আমার সর্ব্বস্ব। আর কেঁদে কেঁদে তাঁর কাছে জ্ঞান ভক্তির জন্য প্রার্থনা করবে।

"যদি বল কত দিন সংসার ছেড়ে নির্জ্জনে থাকব? তা এক দিন যদি এই রকম করে থাক, সেও ভাল; তিন দিন থাকলে আরও ভাল; বা বার দিন, এক মাস, তিন মাস, এক বৎসর, যে যেমন পারে। জ্ঞান ভক্তি লাভ করে সংসার করলে, আর বেশী ভয় নাই।

"হাতে তেল মেখে কাঁটাল ভাঙ্গলে হাতে আটা লাগে না। চোর চোর যদি খেল, বুড়ী ছুঁয়ে ফেললে আর ভয় নাই। একবার পরশমণিকে ছুঁয়ে সোনা হও, সোনা হবার পর হাজার বৎসর যদি মাটিতে পোতা থাক, মাটি থেকে তোলবার সময় সেই সোনাই থাকবে।" (ক ১।৮।২।১২৩)

"এই ভক্তিলাভ করতে হলে নির্জ্জন হওয়া চাই। মাখন তুলতে গেলে নির্জ্জনে দই পাততে হয়। দইকে নাড়ানাড়ি করলে দই বসে না। তারপর নির্জ্জনে বসে সব কাজ ফেলে, দই মন্থন করতে হয়। তবে মাখন তোলা যায়।

"আবার দেখ এই মনে নির্জ্জনে ঈশ্বরের চিন্তা করলে, জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য লাভ হয়। কিন্তু সংসারে ফেলে রাখলে ঐ মন নীচ হয়ে যায়। সংসারে কেবল কামিনী-কাঞ্চন চিন্তা।

"সংসার জল, আর মনটি যেন দুধ। যদি জলে ফেলে রাখ, তা হলে দুধে জলে মিশে এক হয়ে যায়, খাঁটি দুধ খুঁজে পাওয়া যায় না। দুধকে দই পেতে মাখন তুলে যদি জলে রাখা যায়, তা হলে ভাসে। তাই নির্জ্জনে সাধনা দ্বারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আগে জ্ঞান ভক্তি রূপ মাখন লাভ করবে। সেই মাখন সংসার-জলে ফেলে রাখলেও মিশবে না ; ভেসে থাকবে।" (ক ১।১।৫।২৬)

"প্রথমাবস্থায় সাবধান হওয়া চাই।...অশ্বত্থ গাছ যখন চারা থাকে, তখন চারিদিকে বেড়া দেয়, পাছে ছাগল গরুতে নষ্ট করে। কিন্তু গুঁড়ি মোটা হলে আর বেড়ার দরকার থাকে না। হাতী বেঁধে দিলেও গাছের কিছু করতে পারে না। যদি নির্জ্জনেতে সাধন করে ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি করে, বল বাড়িয়ে, বাড়ী গিয়ে সংসার কর, কামিনী-কাঞ্চনে তোমার কিছু করতে পারবে না।" (ক ১।১২।৪।১৭৯)

"মাষ্টার। সাধন কি বরাবর করতে হয় ?

"শ্রীরামকৃষ্ণ। না,—প্রথমটা একটু উঠে পড়ে লাগতে হয়। তারপর আর বেশী পরিশ্রম করতে হবে না। যতক্ষণ ঢেউ, ঝড়, তুফান, আর ব্যাঁকের কাছ দিয়ে যেতে হয়, ততক্ষণ মাঝির দাঁড়িয়ে হাল ধরতে হয়;—সেইটুকু পার হয়ে গেলে আর না। যদি ব্যাঁক পার হল আর অনুকূল হাওয়া বইল, তখন মাঝি আরাম করে বসে, হালে হাতটা ঠেকিয়ে রাখে ; তারপর পাল টাঙ্গাবার বন্দোবস্ত করে তামাক সাজতে বসে। কামিনী-কাঞ্চনের ঝড় তুফানগুলো কাটিয়ে গেলে তখন শান্তি।" (ক ৩।২।১।২১-২২)

শ্রীভগবান "নির্ম্মম" অর্থাৎ মমত্ববোধ বিরহিত হওয়ার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বুঝাইতেছেন :

"পাহাড়ে উঠতে গেলে তার তলায় বড় বড় শালগাছ ও ছোট ছোট ঘাস দেখে মনে হয়, ঘাস কী ছোট, শালগাছ কত বড়। পরে সে পাহাড়ের উপর উঠে দেখে, ঘাস ও শালগাছ সমান হয়ে গেছে। সেই রকম পার্থিব দৃষ্টিতে বাপ মা কত বড়, কিন্তু ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি পড়লে সকলেই সমান হয়ে যায় ; তখন তাঁর সেবাই কর্ত্তব্য কাজ হয়।" (সু-উপ ৪২০।১০৩)

ঈশ্বরের সেবাই প্রধান কর্ত্তব্য হইলে সংসার কিরূপে করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে দুইটি চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন :

"আর ঘুসকীর মত থাক। সে ঘর কন্নার সব কাজ করে, কিন্তু মন উপপতির উপর পড়ে থাকে। ঈশ্বরের উপর মন ফেলে রেখে সংসারের কাজ সব কর।"[৪৬] (ক ২।৮।১।৭০)

"যখন শব-সাধন করে, মাঝে মাঝে শবটা হাঁ করে ভয় দেখায়। তাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাল ছোলা ভাজা রাখতে হয়। তার মুখে মাঝে মাঝে দিতে হয়। শরটা ঠাণ্ডা হলে তবে নিশ্চিন্ত হয়ে জপ করতে পারবে। তাই পরিবারদের ঠাণ্ডা রাখতে হয়। তাদের খাওয়া দাওয়ার জোগাড় করে দিতে হয়, তবে সাধন ভজনের সুবিধা হয়।" (ক ৫।৬।৫।৫৮)

শ্রীভগবান শুধু নির্মম হওয়ার কথা বলেন নাই, নিরহঙ্কার হওয়ার কথাও বলিয়াছেন। এই দুইটির সাধনা যুগপৎ কি ভাবে করিতে হইবে সে সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বুঝাইতেছেন :

"সব কাজ করবে, কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখবে। স্ত্রী, পুত্র, বাপ, মা সকলকে নিয়ে থাকবে ও সেবা করবে। যেন কত আপনার লোক। কিন্তু মনে জানবে যে তারা তোমার কেউ নয়।" (ক ১।১।৫।২৫)

"আমি বলি যে, সংসার করতে দোষ কি? তবে সংসারে দাসীর মত থাক।

"দাসী মনিবের বাড়ীর কথায় বলে, 'আমাদের বাড়ী'। কিন্তু তার নিজের বাড়ী হয়ত কোন পাড়াগাঁয়ে। মনিবের বাড়ীকে দেখিয়ে মুখে বলে, 'আমাদের বাড়ী'। মনে জানে যে ও বাড়ী আমাদের নয়, আমাদের বাড়ী সেই পাড়াগাঁয়ে। আবার মনিবের ছেলেকে মানুষ করে, আর বলে, 'হরি আমার বড় দুষ্ট হয়েছে,' 'আমার হরি মিষ্টি খেতে ভালবাসে না'। 'আমার হরি' মুখে বলে বটে, কিন্তু জানে যে, হরি আমার নয়, মনিবের ছেলে।

"তাই যারা আসে, তাদের আমি বলি, সংসার কর না কেন, তাতে দোষ নাই! তবে ঈশ্বরেতে মন রেখে কর, জান যে বাড়ী ঘর পরিবার আমার নয়; এ সব ঈশ্বরের। আমার ঘর ঈশ্বরের কাছে।" (ক ১।১০।৮।১৫৩)

"আর সংসারে থাক, ঝড়ের এঁটো পাতা হয়ে। ঝড়ের এঁটো পাতাকে কখনও ঘরের ভিতরে লয়ে যায়, কখনও আস্তাকুড়ে। হাওয়া যেদিকে যায়, পাতাও সেইদিকে যায়। কখনও ভাল জায়গায়, কখনও মন্দ জায়গায়। তোমাকে এখন সংসারে ফেলেছেন; ভাল, এখন সেই স্থানেই থাক—আবার যখন সেখান থেকে তুলে ওর চেয়ে ভাল জায়গায় লয়ে ফেলবেন, তখন যা হয় হবে!" (ক ১।১৩।৪।২০৫-৬)

সুকঠোর তপশ্চারিণী, শ্রীশ্রীমার লীলা-সহচরী, পুণ্যময়ী যোগীনমাকে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন :

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"তাঁর উপর ভার দিয়ে থাক না গো। ঝড়ের এঁটো পাতা হয়ে থাকতে হয়, সেটা কি জান? পাতখানা পড়ে আছে, য্যামনে হাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছে তামনে উড়ে যাচ্ছে, সেই রকম; এই রকম করে তাঁর উপর ভার দিয়ে পড়ে থাকতে হয়—চৈতন্য-বায়ু য্যামনে মনকে ফেরাবে, ত্যামনে ফিরবে, এই আর কি।" (শু-উ ৫।২৪২)

সংসারে থাকিয়াও সন্ন্যাস পালনের সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরের এই সকল উপদেশ কঠিন বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু যিনি এগুলি প্রতিপালন করেন, তাঁহার জীবন দিব্যজীবন হয়; তিনি পরমানন্দ লাভ করেন। সে বিষয়ে পরবর্ত্তী ৪ (ঘ) "গৃহস্থ সন্ন্যাসী" শীর্ষক অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে।

৪ (ঘ) "গৃহস্থ সন্ন্যাসী"

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥ (৫।২৩)
আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন
কামকামী॥ (২।৭০)

এই সংসারে থাকিয়াই যিনি শরীর ত্যাগের পূর্ব্বে কাম-ক্রোধজাত বেগ প্রতিরোধ করিতে পারেন, তিনিই যোগী, তিনিই সুখী পুরুষ। (৫।২৩)

যেমন [নদনদীর] বারিরাশি পরিপূর্ণ সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াও [বেলাভূমি অতিক্রম করিতে পারে না বলিয়া] সমুদ্র স্থির ভাবেই অবস্থিত থাকে, সেইরূপ বিষয় সমূহ যাঁহাতে প্রবেশ করিয়াও [চিত্ত বিক্ষোভ ঘটাইতে পারে না], তিনিই শান্তি লাভ করেন। যিনি ভোগ কামনা করেন, তিনি শান্তি পান না। (২।৭০)

পূজ্যপাদ মাষ্টার মহাশয় "কথামৃতে" "গৃহস্থ সন্ন্যাসী" শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর পূজ্যপাদ নাগ মহাশয়ের জীবনে "গৃহস্থ সন্ন্যাসী"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাহাকে বলে স্পষ্ট ভাবে দেখাইয়াছেন। এ বিষয়ে গীতার শ্লোকানুযায়ী শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশগুলির বর্ণনা প্রথমে করিয়া পরে আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব যে, ঐগুলি কি ভাবে নাগ মহাশয়ের জীবনে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে।

উদ্ধৃত শ্লোকের প্রথমটিতে শ্রীভগবান প্রথমেই কামক্রোধাদি জয়ের অবস্থার উল্লেখ করিয়াছেন। এ বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরও নানা কথা বলিয়াছেন :

"যিনি ঈশ্বর লাভ করেছেন তাঁর কামক্রোধাদি নাম মাত্র। যেমন পোড়া দড়ি। দড়ির আকার। কিন্তু ফুঁ দিলে উড়ে যায়!" (ক ৪।১।৩।৭)

"জ্ঞানীর সব বাসনা যায় না,—যা থাকে তাতে কোন হানি হয় না। পরশমণিকে ছুঁলে তরবার সোনা হয়ে যায়,—তখন আর সে তরবারে হিংসার কাজ হয় না। সেইরূপ জ্ঞানীর কাম ক্রোধের কেবল ভঙ্গীটুকু থাকে। নাম মাত্র। তাতে কোন অনিষ্ট হয় না।" (ক ৪।৭।৪।৪৪)

"জ্ঞানীর শরীর যেমন তেমনিই থাকে; তবে জ্ঞানাগ্নিতে কামাদি রিপু দগ্ধ হয়ে যায়। কালীবাড়ীতে অনেক দিন হল ঝড় বৃষ্টি হয়ে কালীঘরে বজ্র-পাত হয়েছিল। আমরা গিয়ে দেখলাম, কপাটগুলির কিছু হয় নাই; তবে স্ক্রুগুলির মাথা ভেঙ্গে গিছিল। কপাটগুলি যেন শরীর, কামাদি আসক্তি যেন স্ক্রুগুলি।" (ক ৩।১০।২।১০৭)

"ঠিক ভাব যদি হয়, তা হলে কাম-ক্রোধের কেবল আকার মাত্র থাকে। যদি ঈশ্বর-লাভের পর 'দাস আমি' বা 'ভক্তের আমি' থাকে, সে ব্যক্তি কারও অনিষ্ট করতে পারে না।...

"নারিকেল গাছের বেল্লো শুকিয়ে ঝরে পড়ে গেলে, কেবল দাগমাত্র থাকে। সেই দাগে এইটি টের পাওয়া যায় যে, এককালে ঐখানে নারিকেলের বেল্লো ছিল। সে রকম যার ঈশ্বর-লাভ হয়েছে, তার অহঙ্কারের দাগ মাত্র থাকে, কাম-ক্রোধের আকার মাত্র থাকে।" (ক ১।৪।৭।৯১)

"পাঁঠা কাটলেও যেমন খানিকক্ষণ ধড়ফড়্ করে, অহঙ্কারও সেরূপ গিয়েও যায় না। জীবন্মুক্ত পুরুষেরা যে অহঙ্কার লয়ে সংসারে বিচরণ করেন, তাহা এরূপ অর্থাৎ জীবন-শূন্য। তাতে আর তাঁদিগকে কামকাঞ্চনে আবদ্ধ করতে পারে না।" (সু-উপ ৫৭৩।১৩৮)

"যে ভগবানের ভক্ত, তার কূটস্থ বুদ্ধি হওয়া চাই। যেমন কামারশালের নাই। হাতুড়ির ঘা অনবরত পড়ছে, তবু নির্ব্বিকার। অসৎ লোকে তোমাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কত কি বলবে, নিন্দা করবে। তুমি যদি আন্তরিক ভগবানকে চাও, তুমি সব সহ্য করবে। দুষ্ট লোকের মধ্যে থেকে কি আর ঈশ্বর চিন্তা হয় না? দেখ না, ঋষিরা বনের মধ্যে ঈশ্বরকে চিন্তা করত। চারিদিকে বাঘ, ভাল্লুক, নানা হিংস্র জন্তু। অসৎ লোকেরা বাঘ ভাল্লুকের স্বভাব; তেড়ে এসে অনিষ্ট করবে।" (ক ২।১৫।২।১৪৭)

দুর্দ্দমনীয় কামক্রোধাদির অভিঘাত সংসারে সকল সময়েই আছে। কিন্তু যিনি সংসারে থাকিয়াও সন্ন্যাস-ব্রতে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার বিবেক-বৈরাগ্যাদি অটুট থাকে।

"আমি বলি, চৈতন্য লাভের পর সংসারে গিয়ে থাক। অনেক পরিশ্রম করে যদি কেউ সোনা পায়, সে মাটির ভিতর রাখতে পারে,—বাক্সের ভিতর রাখতে পারে,—জলের ভিতরও রাখতে পারে,—সোনার কিছু হয় না।" (ক ৪।২৪।১।২৭৪)

"ইট বা টালী যদি কোন ছাপ শুদ্ধ পোড়ান হয় তো পোড়াবার পর সে ছাপ আর কিছুতেই উঠে না। সেইরূপ ভগবানে ভক্তি লাভ করে একটু পেকে যদি তোমরা সংসারে ঢোক, তা হলে সে ভক্তি চিরকাল থাকবে, কামকাঞ্চন তোমাদের একেবারে সংসারে ডুবিয়ে ফেলতে পারবে না।" (কথাসার; সংসার-আশ্রম; ১৯১ প্যারা; ১১০ পৃষ্ঠা)

"বিবেক-বৈরাগ্য লাভ করে সংসার করতে হয়। সংসার-সমুদ্রে কাম-ক্রোধাদি কুমীর আছে। হলুদ গায়ে মেখে জলে নামলে কুমীরের ভয় থাকে না। বিবেক-বৈরাগ্য হলুদ। সদসৎ বিচারের নাম বিবেক। ঈশ্বরই সৎ, নিত্যবস্তু। আর সব অসৎ, অনিত্য, দুদিনের জন্য। এইটি বোধ। আর ঈশ্বরে অনুরাগ। তাঁর উপর টান—ভালবাসা। গোপীদের কৃষ্ণের উপর যেরূপ টান ছিল।" (ক ১।২।৬।৫৫)

"এই মায়ার সংসারে বিদ্যা অবিদ্যা দুইই আছে। পরমহংস কাকে বলি? যিনি হাঁসের মত দুধে জলে একসঙ্গে থাকলেও জলটি ছেড়ে দুধটি নিতে পারেন। পিঁপড়ের ন্যায় বালিতে চিনিতে একসঙ্গে থাকলেও বালি ছেড়ে চিনিটুকু গ্রহণ করতে পারেন।" (ক ৩।৭।২।৭০)

শ্রীভগবান বলিয়াছেন, "স যুক্তঃ স সুখী নরঃ।" এ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জনকের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। কারণ জনকের দেহাত্মবিবেকজ্ঞান তো ছিলই অধিকন্তু সকল বিষয়েই নিত্যানিত্য-বিবেকজ্ঞানও ছিল।

"জনক নির্লিপ্ত বলে তাঁর একটি নাম বিদেহ;—কি না, দেহে দেহবুদ্ধি নাই। সংসারে থেকেও জীবন্মুক্ত হয়ে বেড়াতেন। কিন্তু দেহবুদ্ধি যাওয়া অনেক দূরের কথা। খুব সাধন চাই।" (ক ১।১৫।১।২৪৯)

"এই সংসার মজার কুটি। আমি খাই দাই, আর মজা লুটি॥ জনক রাজা, মহাতেজা, তার কিসে ছিল ত্রুটি। সে যে এদিক ওদিক দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি॥[৪৭]

"কি ভয়? তাঁকে ধর। কাঁটা বন হলেই বা। জুতো পায়ে দিয়ে কাঁটা বনে চলে যাও! কিসের ভয়? যে বুড়ী ছোঁয় সে কি আর চোর হয়?

"জনক রাজা দুখানা তলোয়ার ঘুরাত। একখানা জ্ঞানের একখানা কর্ম্মের। পাকা খেলোয়াড়ের কিছু ভয় নাই।" (ক ২।২৩।৩।২৩৬)

উল্লিখিত শ্লোকের দ্বিতীয়টির তাৎপর্য্য এই যে, বিক্ষোভের কারণ থাকিলেও বিক্ষোভ ঘটিবে না। সংসারে পূর্ব্ববর্ণিত ভাবে সন্ন্যাস পালন করিলে তবেই এটি সম্ভব। এ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর নানা কথা বলিয়াছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে নিজের দৃষ্টান্তও দিয়াছেন:

"জ্ঞান লাভ করে থাকতে হয়,—ভগবানকে লাভ করে থাকতে হয়।.... ঈশ্বরলাভের পর যে সংসার, সে বিদ্যার সংসার। কামিনী-কাঞ্চন তাতে নাই; কেবল ভক্তি, ভক্ত আর ভগবান। আমারও মাগ আছে;—ঘরে ঘটি বাটিও আছে;—হরে প্যালাদের খাইয়ে দিই, আবার যখন হাবীর মা এরা আসে এদের জন্যও ভাবি।" (ক ৩।১৪।৩।১৭৪)

"আমার অবস্থা নজিরের জন্য। তোমরা সংসার কর, অনাসক্ত হয়ে। গায়ে কাদা লাগবে, কিন্তু ঝেড়ে ফেলবে, পাঁকাল মাছের মত। কলঙ্ক সাগরে সাঁতার দেবে,—তবু গায়ে কলঙ্ক লাগবে না।...

"সংস্কারের জন্য বিয়ে করতে হয়, কিন্তু সংসার আর কেমন করে হবে! গলায় পৈতে পরিয়ে দেয় আবার খুলে খুলে পড়ে যায়!—সামলাতে পারি না।" (ক ৩।১৪।২।১৬০)

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ শে নভেম্বর তারিখে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীযুক্ত জয়গোপাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেনের বাড়ীতে শুভাগমন করিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার ভ্রাতা বৈকুণ্ঠ এবং সমাগত প্রতিবেশীদিগের সঙ্গে আলাপ করিতেছেন :

"বৈকুণ্ঠ। আমরা সংসারী লোক, আমাদের কিছু বলুন।

"শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁকে জেনে,—এক হাত ঈশ্বরের পাদপদ্মে রেখে আর এক হাতে সংসারের কার্য্য কর।...

"প্রতিবেশী। মহাশয়, এক হাত ঈশ্বরে আর এক হাত সংসারে রাখব কেন? যদি সংসার অনিত্য, এক হাতই বা সংসারে দিব কেন?

"শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁকে জেনে সংসার করলে অনিত্য নয়।...

'কালী নামে দাওরে বেড়া ফসলে তসরূপ হবে না।' ঈশ্বরে শরণাগত হও, সব পাবে। 'সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছে তো যম ঘেঁসে না'। শক্ত বেড়া! তাঁকে যদি লাভ করতে পার, সংসার অসার বলে বোধ হবে না। যে তাঁকে জেনেছে, সে দেখে জীবজগৎ সে তিনিই হয়েছেন! ছেলেদের খাওয়াবে, যেন গোপালকে খাওয়াচ্ছ। পিতামাতাকে ঈশ্বর ঈশ্বরী দেখবে ও সেবা করবে। তাঁকে জেনে সংসার করলে বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে প্রায় ঐহিক সম্বন্ধ থাকে না। দুজনেই ভক্ত, কেবল ঈশ্বরের কথা কয়, ঈশ্বরের প্রসঙ্গ লয়ে থাকে। ভক্তের সেবা করে। সর্ব্বভূতে তিনি আছেন, তাঁর সেবা দুজনে করে।

"প্রতিবেশী। মহাশয়, এরূপ স্ত্রী পুরুষ তো দেখা যায় না।

"শ্রীরামকৃষ্ণ। আছে;—অতি বিরল;—বিষয়ী লোকেরা তাদের চিনতে পারে না। তবে এরূপটি হতে গেলে দুজনেরই ভাল হওয়া চাই। দুই জনেই যদি সেই ঈশ্বরানন্দ পেয়ে থাকে, তা হলেই এটি সম্ভব হয়। ভগবানের বিশেষ কৃপা চাই।" (ক ১।৯১-২।১৩০-১৩২)

"গৃহস্থ সন্ন্যাসী" কাহাকে বলে সেটি নাগ মহাশয়ের জীবনে শ্রীশ্রীঠাকুর পরিস্ফুট করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহার পুণ্যজীবনের ঘটনাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হইল :

"কয়েক মাস দক্ষিণেশ্বর যাতায়াত করিবার পর নাগ মহাশয় একদিন শুনিলেন, ঠাকুর কোন ভক্তকে বলিতেছেন, 'দেখ, ডাক্তার, উকীল, মোক্তার, দালাল, এদের ঠিক ঠিক ধর্ম্মলাভ হওয়া বড় কঠিন।'... শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনিয়া তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, 'যে বৃত্তি ঈশ্বর লাভের প্রবল অন্তরায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া ঠাকুর নির্দ্দেশ করিলেন, সে বৃত্তি দ্বারা অন্ন-বস্ত্র লাভে আমার প্রয়োজন নাই।' সেই দিনই বাসায় আসিয়া ঔষধের বাক্স ও চিকিৎসার পুস্তকাদি লইয়া গিয়া গঙ্গা-গর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। তারপর গঙ্গা-স্নান করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। কুতের কার্য্যই এখন তাঁহার একমাত্র জীবিকা হইল। (সাধু নাগমহাশয়, ৪র্থ সংস্করণ, ৫২ পৃঃ)

"ডাক্তারী ছাড়িয়া এখন জপতপেরও যেমন সুবিধা হইল, দক্ষিণেশ্বর যাইবারও তেমনি অবসর পাইলেন। বাসায় গঙ্গাজল রাখিবার একটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্থান ছিল; সেইখানে জালার পাশে বসিয়া তিনি সর্ব্বদা ধ্যান করিতেন। যেদিন কুতের কার্য্যের জন্য বাগবাজার যাইতেন, সেদিন খাল পার হইয়া বন বাগান অঞ্চলে একটি নির্জ্জন স্থান খুঁজিয়া লইতেন এবং সেইখানে বসিয়া ধ্যান করিতেন। একদিন এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার কি অদ্ভুত দর্শনাদি হইয়াছিল; বাসায় আসিয়া সুরেশকে বলিয়াছিলেন —ধ্যানে আর কখন তাঁহার তেমন আনন্দ হয় নাই।

"শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ঘন ঘন যাইতে যাইতে নাগ মহাশয়ের অন্তরে অতি তীব্র বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল। সংসার ত্যাগ করিবেন স্থির করিয়া অনুমতি লইতে দক্ষিণেশ্বরে গেলেন। কিন্তু ঘরে প্রবেশ করিয়াই তিনি শুনিতে পাইলেন, ঠাকুর ভাবাবেশে বলিতেছেন, 'তা সংসার-আশ্রমে দোষ কি? তাঁতে মন থাকলেই হয়! গৃহস্থাশ্রম কিরূপ জান? যেমন কেল্লার ভিতর থেকে লড়াই করা!···তুমি জনকের মত গৃহস্থাশ্রমে থাকবে। তোমায় দেখে গৃহীরা যথার্থ গৃহস্থের ধর্ম্ম শিখবে!' (সাধু নাগমহাশয়, ৪র্থ সংস্করণ, ৫৩ পৃঃ)

"শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া নাগ মহাশয় বাসায় ফিরিলেন, কিন্তু মন বড় ব্যাকুল হইল।··· দিন কোথায় দিয়া চলিয়া যায়, কখন কোথায় থাকেন কিছুই স্থিরতা নাই। বাসায় ফিরিতে কোন দিন রাত্রি দ্বিপ্রহর, কোন দিন দুইটা বাজে! সামান্য কুতের কার্য্য করাও নাগ মহাশয়ের পক্ষে এখন দুষ্কর হইয়া উঠিল। কিছু পূর্ব্বে রণজিৎ হাজরা বলিয়া এক ব্যক্তির সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। রণজিৎ দরিদ্র সন্তান, কিন্তু অতি ধর্ম্মভীরু; নাগ মহাশয় যেদিন অক্ষম হইতেন, সে-ই তাঁহার হইয়া কুতের কার্য্য চালাইয়া দিত। (সাধু নাগমহাশয়, ৪র্থ সংস্করণ, ৫৪ পৃঃ)

"দিন যাইতে লাগিল, নাগ মহাশয়···স্থির করিলেন, রণজিৎকে কুতের কার্য্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ভগবচ্চিন্তা করিবেন। সুযোগমত একদিন পাল বাবুদের কাছে কথাটা পাড়িলেন। বাবুরা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার তা হলে কি করে চলবে?' নাগ মহাশয় বলিলেন, 'তিনি (রণজিৎ) দয়া করিয়া যাহা দিবেন, তাহাতে একপ্রকার চলিয়া যাইবে।' (সাধু নাগ মহাশয়, ৪র্থ সংস্করণ, ৫৭ পৃঃ)

"নাগ মহাশয় এখন হইতে জামা জুতার ব্যবহার একেবারে ছাড়িয়া দিলেন। বার মাস একখানি ভাগলপুরী খেস গায়ে দিয়া থাকিতেন।...রসনার ভালমন্দ আস্বাদের লালসাকে জয় করিবার জন্য, তিনি খাদ্যদ্রব্যের সহিত লবণ বা মিষ্ট ব্যবহার করিতেন না। বলিতেন, 'জিহ্বার সুখেচ্ছা হবে।'

"...নাগ মহাশয়ের একদিন মনে হইল, (চালের) কুঁড়ো খাইয়া জীবন ধারণ করিবেন। ভাবিলেন, 'যা হোক কিছু খেয়ে জীবন ধারণ করলেই হল, ভালমন্দ আস্বাদের অত প্রয়োজন কি?' লবণ বা মিষ্ট না দিয়া কেবল গঙ্গা জল মাখিয়াই সেই কুঁড়ো খাইলেন। তিনি দুই দিন এইরূপ আহার করিবার পর কীর্ত্তিবাস (কুঁড়োর মালিক) জানিতে পারিয়া, সমস্ত কুঁড়ো বেচিয়া ফেলে। (সাধু নাগমহাশয়, ৪র্থ সংস্করণ, ৫৯ পৃঃ)

"ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শনের পর নাগ মহাশয় যখন প্রথম দেশে আসিয়া বাস করেন তখন ভাবিয়াছিলেন, একখানি কুটীর বাঁধিয়া নির্জ্জনে বাস করিবেন। মাতাঠাকুরাণী [নাগ মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী] তাঁহার মনোভাব অবগত হইয়া বলেন, 'আমি কোন দিন কোন বিষয়ের জন্য আপনাকে বিরক্ত করি নাই, কখন করিবও না, তবে পৃথক বাসের কি প্রয়োজন?' সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর আশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়া নাগ মহাশয় সংসারে বাস করিতে লাগিলেন; কিন্তু গৃহে থাকিয়াও তিনি আজীবন সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম পালন করিয়া গিয়াছেন। মাতাঠাকুরাণী বলেন, 'তাঁহার (নাগ মহাশয়ের) শরীরে কি মনে কোনরূপ মানবীয় বিকার বা পরিবর্ত্তন কখন লক্ষিত হয় নাই। 'জয় রামকৃষ্ণ' বলিয়া তিনি জৈব ভাবের মস্তকে পদাঘাত করিতে করিতে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি অগ্নি মধ্যে বাস করিয়াছেন বটে, কিন্তু দিনেকের তরেও তাঁর শরীর দগ্ধ হয় নাই।' (সাধু নাগমহাশয়, ৪র্থ সংস্করণ, ১০৫ পৃঃ)

"নাগ মহাশয় একদিন গিরিশ বাবুর বাটী গমন করেন। ঠাকুরের প্রসঙ্গ হইতে হইতে স্বামী নিরঞ্জনানন্দ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'মহাশয়, ঠাকুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলতেন, নিজেকে দীনহীন মনে করলে মানুষ দীনহীনই হয়ে যায়। আপনি দিনরাত অমন করে আপনাকে দীনহীন মনে করেন কেন?' নাগ মহাশয় বলিলেন, "নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছি আমি অতি হীন, অতি অধম, কি করে আমি নিজেকে শিব মনে করব?'··· কথাগুলি নাগ মহাশয় এমন দীনহীন ভাবে বলিলেন যে, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ আর কোনরূপ তর্ক, যুক্তি, প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। (সাধু নাগমহাশয়, ৪র্থ সংস্করণ, ১০২-৩ পৃঃ)

"শ্রীযুত গিরিশ বলেন,···'নাগ মহাশয়কে মহামায়া বাঁধতে লাগলেন। কিন্তু মহামায়া যত বাঁধেন, নাগ মহাশয় তত সরু হয়ে যান। ক্রমে এত সরু হলেন যে, মায়া-জালের মধ্য দিয়ে গলে চলে গেলেন'।" (সাধু নাগমহাশয়, ৪র্থ সংস্করণ, ১২২ পৃঃ)

এই সকল লোকোত্তর জীবন যদি সকলের অলক্ষ্যে দুর্গম গিরিগুহাতে বা বিজন অরণ্যে অতিবাহিত হয় তবে লোককল্যাণ সাধিত হয় না। তাঁহাদিগের পুণ্য সঙ্গের প্রভাব কত সুদূরপ্রসারী তাহা পরবর্ত্তী অনুচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

৪ (ঙ) সাধুর উচ্চ আদর্শ

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ (৩।২১)

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে যে আচরণ করেন, অপর সাধারণেও তাহাই করে। তিনি যাহা প্রামাণ্য বলিয়া অনুষ্ঠান করেন, লোকে তাহারই অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে। (৩।২১)

এই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সাধারণ অর্থে শ্রেষ্ঠ নহেন। তিনি অন্তরে বাহিরে সর্ব্বতোভাবে নির্লিপ্ত বলিয়া, সেই সাধুর পৃথক ব্যক্তিত্ব থাকে না; তাঁহার সত্তা ঈশ্বরেই নিমজ্জিত। তাই এই প্রসঙ্গে পরবর্ত্তী ৩।২৩ শ্লোকে শ্রীভগবান বলিয়াছেন, "মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ" এবং এই ইঙ্গিত করিতেছেন যে, ঈদৃশ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আচরণ তাঁহারই আচরণ। এরূপ মহাপুরুষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে আদর্শ স্থাপন করেন, তদনুসারেই সকলে নিজ নিজ জীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে।

১ (গ) "অবতারের উদ্দেশ্য" শীর্ষক অনুচ্ছেদে শ্রীশ্রীঠাকুরের সাধু সম্বন্ধে উক্তি উদ্ধৃত করা হইয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে "যাঁর মন প্রাণ অন্তরাত্মা ঈশ্বরে গত হইয়াছে তিনিই সাধু।" এরূপ সাধুর পৃথক ব্যক্তিত্ব নাই, ঈশ্বরের সঙ্গে একীভূত। শ্রীশ্রীঠাকুর বুঝাইতেছেন :

বাটীর ছাদের জল যেমন বাঘমুখো অথবা অন্য প্রকার নল দিয়ে পড়ে, কিন্তু সে জল তাদের নয়—আকাশের, সেই রকম সাধুভক্তদের মুখ দিয়ে যে সকল সত্য ও স্বর্গীয় তত্ত্ব প্রচারিত হয়, সে সকল তাঁদের নিজের নয়—ঈশ্বরের।" (সু-উপ ৩৪৫।৯০)

তাই তাঁহাদের উপদেশ পালন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

"চৈতন্যদেব হরিনাম প্রচার করেছিলেন—অতএব ভাল। দেখ চৈতন্যদেব কত বড় পণ্ডিত—আর তিনি অবতার। তিনি যে কালে এই নাম প্রচার করেছিলেন, এ অবশ্য ভাল। চাষারা নিমন্ত্রণ খাচ্ছে—তাদের জিজ্ঞাসা করা হল, 'তোমরা আমড়ার অম্বল খাবে?' তারা বললে, 'যদি বাবুরা খেয়ে থাকেন তা হলে আমাদের দেবেন। তাঁরা যেকালে খেয়ে গেছেন, সেকালে ভালই হয়েছে'।" (ক ৪।১৯।৩।১৭৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর এমন পর্য্যন্ত বলিয়াছেন, অবতারাদির বেলাতে শাস্ত্রবিধি খাটে না।

"শ্রীনাথ ডাক্তার। আজ্ঞে, শাস্ত্রে তো আছে, কর্ম্মফল কারুই এড়াবার যো নাই।

"শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)। বল না, ঈশ্বরকোটী আর জীবকোটীর অনেক তফাৎ। ঈশ্বরকোটীর অপরাধ হয় না; বল না।" (ক ৩।২৬।২।২৯৩)

সাধু সন্ন্যাসী অন্তরে তো ত্যাগ করিবেনই, আবার বাহিরেও ত্যাগ করিবেন। নতুবা তাঁহাদের আদর্শ অনুসরণ করিয়া লোকে কেমন করিয়া শিক্ষা লাভ করিবে?

"সাধু সন্ন্যাসী···নির্লিপ্ত হলেও, লোকশিক্ষার জন্য কাছে কামিনী-কাঞ্চন রাখবে না। সন্ন্যাসী—সন্ন্যাসী—জগদ্‌গুরু! তাঁকে দেখে তবে তো লোকের চৈতন্য হবে।" (ক ৪।১৩।৪।১১২)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী আর কাঞ্চন—যেমন সুন্দরীর পক্ষে তার গায়ের বোটকা গন্ধ! ও গন্ধ থাকলে বৃথা সৌন্দর্য্য।" (ক ৪।১৩।৪।১১১)

"সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্য্যন্ত দেখবে না। সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রীলোক,—থুথু ফেলে থুথু খাওয়া।…

সন্ন্যাসী কামিনী-কাঞ্চন দুইই ত্যাগ করবে—যেমন মেয়ের পট পর্য্যন্ত দেখবে না, তেমনি কাঞ্চন—টাকা—স্পর্শ করবে না। টাকা কাছে থাকলেও খারাপ। হিসাব, দুশ্চিন্তা, টাকার অহঙ্কার, লোকের উপর ক্রোধ, কাছে থাকলে এই সব এসে পড়ে। সূর্য্য দেখা যাচ্ছিল, মেঘ এসে সব ঢেকে দিলে।…

"সন্ন্যাসীর এ কঠিন নিয়ম কেন? তার নিজের মঙ্গলের জন্যও বটে,—আর লোকশিক্ষার জন্য। সন্ন্যাসী যদিও নিজে নির্লিপ্ত হয়—জিতেন্দ্রিয় হয়—তবু লোকশিক্ষার জন্য কামিনী-কাঞ্চন এই রূপে ত্যাগ করবে।

"সন্ন্যাসীর ষোল আনা ত্যাগ দেখলে তবে তো লোকের সাহস হবে! তবেই তো তারা কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করতে চেষ্টা করবে!" (ক ৪।১০।৪।৮০-৮১)

"সন্ন্যাসীর নির্জ্জলা একাদশী; সন্ন্যাসী যদি ভোগ রাখে, তা হলেই ভয়। কামিনী কাঞ্চন ভোগ।…টাকা-কড়ি, মান-সম্ভ্রম, ইন্দ্রিয়সুখ—এই সব ভোগ। সন্ন্যাসীর ভক্ত-স্ত্রীলোকের সঙ্গে বসা বা আলাপ করাও ভাল নয়—নিজেরও ক্ষতি আর অন্য লোকেরও ক্ষতি। অন্য লোকের শিক্ষা হয় না, লোক-শিক্ষা হয় না। সন্ন্যাসীর দেহ ধারণ লোকশিক্ষার জন্য।" (ক ৫।১৭।১।১৬৩)

"ছোকরাদের সাধনার অবস্থা। এখন কেবল ত্যাগ।…আমি ওদের বলি, মেয়েমানুষ ভক্ত হলেও তাদের সঙ্গে বসে কথা কবে না; দাঁড়িয়ে একটু কথা কবে। সিদ্ধ হলেও এইরূপ করতে হয়—নিজের সাবধানের জন্য,—আর লোক শিক্ষার জন্য। আমিও মেয়েরা এলে একটু পরে বলি, তোমরা ঠাকুর দেখগে। তাতে যদি না উঠে, নিজে উঠে পড়ি। আমার দেখে আবার সবাই শিখবে।" (ক ৪।২০।২।১৯০)

"যাদের দ্বারা তিনি লোকশিক্ষা দেবেন, তাদের সংসার ত্যাগ করা দরকার। যিনি আচার্য্য, তাঁর কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী হওয়া দরকার। তা না হলে উপদেশ গ্রাহ্য হয় না। শুধু ভিতরে ত্যাগ হলে হবে না। বাহিরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্যাগও চাই, তবে লোকশিক্ষা হয়। তা, না হলে লোকে মনে করে, ইনি যদিও কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করতে বলছেন, ইনি নিজে ভিতরে ভিতরে ঐ সব ভোগ করেন।

"একজন কবিরাজ ঔষধ দিয়ে রোগীকে বললে, 'তুমি আর একদিন এসো, খাওয়া দাওয়ার কথা বলে দিব।' সেদিন তার ঘরে অনেকগুলি গুড়ের নাগরি ছিল। রোগীর বাড়ী অনেক দূরে। সে আর একদিন এসে দেখা করলে। কবিরাজ বললে, 'খাওয়া দাওয়া সাবধানে করবি, গুড় খাওয়া ভাল নয়।' রোগী চলে গেলে একজন বৈদ্যকে বললে, 'ওকে অত কষ্ট দিয়ে আনা কেন? সেদিন বললেই তো হত!' বৈদ্য হেসে বললে, 'ওর মানে আছে। সেদিন ঘরে অনেকগুলি গুড়ের নাগরি ছিল। সেদিন যদি বলি, রোগীর বিশ্বাস হত না। সে মনে করত ওঁর ঘরে যেকালে এত গুড়ের নাগরি, উনি নিশ্চয় কিছু কিছু খান। তা হলে গুড় জিনিষটা এত খারাপ নয়। আজ আমি গুড়ের নাগরি লুকিয়ে ফেলেছি, এখন বিশ্বাস হবে।'

"আদি সমাজের আচার্য্যকে দেখলাম। শুনলাম নাকি দ্বিতীয় না তৃতীয় পক্ষের বিয়ে করেছে!—বড় বড় ছেলে!

"এই সব আচার্য্য! এরা যদি বলে 'ঈশ্বর সত্য আর সব মিথ্যা', কে বিশ্বাস করবে!—এদের শিষ্য যা হবে,বুঝতেই পারছ।

"হেগো গুরু তার পেদো শিষ্য! সন্ন্যাসীও যদি মনে ত্যাগ করে, বাহিরে কামিনী কাঞ্চন লয়ে থাকে—তার দ্বারা লোকশিক্ষা হয় না। লোকে বলবে, লুকিয়ে লুকিয়ে গুড় খায়।

"সিঁথির মহেন্দ্র (কবিরাজ) রামলালের কাছে পাঁচটা টাকা দিয়ে গিছলো —আমি জানতে পারি নাই।

"রামলাল বললে পর, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কাকে দিয়েছে?' সে বললে, 'এখানকার জন্যে।' আমি প্রথমটা ভাবলুম, দুধের দেনা আছে, না হয় সেইটে শোধ দেওয়া যাবে। ওমা! খানিক রাত্রে ধড়মড় করে উঠে পড়েছি। বুকে যেন বিল্লি আঁচড়াচ্ছে! রামলালকে তখন গিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলুম—'তোর খুড়ীকে কি দিয়েছে?' সে বললে, 'না।' তখন তাকে বললুম, 'তুই এক্ষণই ফিরিয়ে দিয়ে আয়!' রামলাল তারপর টাকা ফিরিয়ে দিলে।[৪৮]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"সন্ন্যাসীর পক্ষে টাকা লওয়া বা লোভে আসক্ত হওয়া কিরূপ, জান? যেমন ব্রাহ্মণের বিধবা অনেক কাল হবিষ্য খেয়ে, ব্রহ্মচর্য্য করে, বাঁদী উপপতি করেছিল!

"ওদেশে ভগী তেলীর অনেক শিষ্য সামন্ত হল। শূদ্রকে সব্বাই প্রণাম করে দেখে, জমিদার একটা দুষ্ট লোক লাগিয়ে দিলে। সে তার ধর্ম্ম নষ্ট করে দিলে—ভজন সব মাটি হয়ে গেল। পতিত সন্ন্যাসী সেইরূপ।

"তোমরা সংসারে আছ, তোমাদের সৎসঙ্গ (সাধু সঙ্গ) দরকার।

"আগে সাধু সঙ্গ, তারপর শ্রদ্ধা। সাধুরা যদি তাঁর নামগুণানুকীর্ত্তন না করে, তা হলে কেমন করে লোকের ঈশ্বরে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভক্তি হবে? তিনপুরুষে আমীর জানলে তবে তো লোকে মানবে?" (ক ৪।২১।২।২১০-১১)

লিখিত বা মৌখিক যে কোনও প্রকার উপদেশই হউক না কেন, ত্যাগী সাধু কর্ত্তৃক প্রদত্ত না হইলে ধারণা করা যায় না।

"বইএতে অনেক কথা আছে বটে, কিন্তু যারা বই লিখেছে, তারা ধারণা করতে পারে না। সাধু সঙ্গ হলে তবে ধারণা হয়। ঠিক ঠিক ত্যাগী সাধু যদি উপদেশ দেয়, তবেই লোকে সে কথা শুনে। শুধু পণ্ডিত যদি বই লিখে বা মুখে উপদেশ দেয়, সে কথা তত ধারণা হয় না।" (ক ৩।১৩।১।১৪৩)

যদি সাধু মহাপুরুষদের উপদেশ ধারণা করিতে হয় এবং তাঁহাদের আদর্শে নিজ নিজ জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে হয় তাহা হইলে দীর্ঘ দিন ধরিয়া সদাসর্ব্বদা তাঁহাদের সঙ্গ করা বিশেষ প্রয়োজন।

"যদি কোন মহাপুরুষ বলে, আমি ঈশ্বরকে দেখেছি, তবুও সাধারণ লোকে সেই মহাপুরুষের কথা লয় না। লোকে মনে করে, ও যদি ঈশ্বর দেখেছে, আমাদের দেখিয়ে দিক। কিন্তু একদিনে কি নাড়ী দেখতে শেখা যায়? বৈদ্যের সঙ্গে অনেক দিন ধরে ঘুরতে হয়; তখন কোনটা কফের, কোনটা বায়ুর, কোনটা পিত্তের নাড়ী, বলা যেতে পারে। যাদের নাড়ী দেখা ব্যবসা, তাদের সঙ্গ করতে হয়।

"অমুক নম্বরের সুতা, যে সে কি চিনতে পারে? সুতোর ব্যবসা কর, যারা ব্যবসা করে, তাদের দোকানে কিছুদিন থাক, তবে কোনটা চল্লিশ নম্বর, কোনটা একচল্লিশ নম্বরের সুতা, ঝাঁ করে বলতে পারবে।" (ক ২।৪।১।৪৬)

সাধুসঙ্গ চিত্তশুদ্ধির উপায়, সে সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন:

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"সাধু সঙ্গ, প্রার্থনা, গুরুর উপদেশ এই সব প্রয়োজন। তবে চিত্তশুদ্ধি হয়। তবে তাঁর দর্শন হয়।...ময়লা আর্শিতে মুখ দেখা যায় না।" (ক ৫।৩।১।২৫)

নানা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন, সাধু সঙ্গ সর্ব্বদাই প্রয়োজন:

"সংসারে হবে না কেন? তবে কি জান, মন নিজের কাছে নাই। নিজের কাছে মন থাকলে তবে তো ভগবানকে দেবে। মন বন্ধক দিয়েছ; কামিনী-কাঞ্চনে বন্ধক। তাই সর্ব্বদা সাধু সঙ্গ দরকার।

"মন নিজের কাছে এলে তবে সাধন-ভজন হবে। সর্ব্বদাই গুরুর সঙ্গ, গুরুর সেবা, সাধু সঙ্গ প্রয়োজন। হয় নির্জ্জনে রাত দিন তাঁর চিন্তা, নয় সাধু সঙ্গ। মন একলা থাকলেই ক্রমে শুষ্ক হয়ে যায়।

"এক ভাঁড় জল যদি আলাদা রেখে দাও, ক্রমে শুকিয়ে যাবে। কিন্তু গঙ্গাজলের ভিতর যদি ঐ ভাঁড় ডুবিয়ে রাখ তা হলে শুকুবে না।" (ক ৫ পরিশিষ্ট; শিমুলিয়ায় ব্রাহ্মসমাজের মহোৎসবে, ১৮৮৮)

"সৎসঙ্গ সর্ব্বদাই দরকার। গঙ্গার যত কাছে যাবে ততই শীতল হাওয়া পাবে; অগ্নির যত কাছে যাবে ততই উত্তাপ পাবে।" (ক ৫।৬।৩।৫৪)

"সাধুসঙ্গ সর্ব্বদাই দরকার। রোগ লেগেই আছে। সাধুরা যা বলেন, সেইরূপ করতে হয়। শুধু শুনলে কি হবে? ঔষধ খেতে হবে, আবার আহারের কটকেনা করতে হবে। পথ্যের দরকার।" (ক ১।১৫।৩।২৬২)

"ন্যাংটা (শ্রীমৎ তোতাপুরী) বলতো, ঘটি রোজ মাজতে হয়; তা না হলে কলঙ্ক পড়বে। সাধুসঙ্গ সর্ব্বদাই দরকার।" (ক ৫।১৬।৩।১৫৫)

সাধুসঙ্গের মহিমা কি অপরূপ!

"আমি একবার মিউজিয়মে গিছলুম; তা দেখালে ইট পাথর হয়ে গেছে, জানোয়ার পাথর হয়ে গেছে। দেখলে, সঙ্গের গুণ কি! তেমনি সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ করলে তাই হয়ে যায়।" (ক ৫।১৫।১।১৩৯)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ত্রিগুণের বন্ধন এবং তাহা হইতে মুক্তি

৫ (ক) ত্রিগুণ একত্র থাকে

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥ (১৪।৫)
রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা॥ (১৪।১০)

হে মহাবাহো, প্রকৃতি হইতে সম্ভূত সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিনটি গুণ অবিনাশী আত্মাকে দেহে আবদ্ধ করে। (১৪।৫)

হে ভারত, সত্ত্বগুণ রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া প্রবল হয়; রজোগুণ সত্ত্ব ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া প্রবল হয়; এবং তমোগুণ সত্ত্ব ও রজোগুণকে অভিভূত করিয়া প্রবল হয়। (১৪।১০)

উল্লিখিত শ্লোকের প্রথমটিতে শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে "মহাবাহো" বলিয়া সম্বোধন করিয়া এই ইঙ্গিত করিলেন, তুমি যত পরাক্রমশালীই হও না কেন, ত্রিগুণের বন্ধন অতিক্রম করিতে পারিবে না। তোমার যত কিছু বলবীর্য্য, যত কিছু শারীরিক এবং মানসিক ক্রিয়া সবই এই তিন গুণ মিলিত হইয়া করে। তুমি যদি মনে কর এ সব তুমি করিতেছ, তবে সেই অজ্ঞানের ফলে তোমার বন্ধন অনিবার্য্য। সেই অজ্ঞানের নাশ হইলে তবে তুমি বুঝিতে পারিবে, তুমি কিছুই কর না, কোনও ফল ভোগ কর না, সবই কেবল দেখ মাত্র। যখন এই চৈতন্যের উদয় ঘটিবে তখন তুমি হইবে পুরুষ, ক্ষেত্রজ্ঞ। সে বিষয়ে "প্রকৃতি-পুরুষ" শীর্ষক ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উল্লিখিত শ্লোকের দ্বিতীয়টিতে অর্জ্জুনকে "ভারত" বলিয়া সম্বোধনের তাৎপর্য্য এই যে তুমি "ভা" অর্থাৎ জ্ঞানে "রত"অর্থাৎ নিষ্ঠাবান্; অতএব তুমি প্রকৃতি-সম্ভূত গুণের কার্য্য আত্মার কার্য্য বলিয়া ভুল করিও না যেন।

রজোগুণে বাসনার আধিক্য থাকে। সুতরাং রজোগুণ প্রশমিত না হওয়া পর্য্যন্ত মন স্থির হয় না এবং বুদ্ধিরও তীক্ষ্ণতা হয় না। অতএব সত্ত্বগুণজাত জ্ঞানের প্রকাশ কেমন করিয়া হইবে? আবার তমোগুণ প্রসূত ভ্রমপ্রমাদাদি প্রবল থাকিলেও সত্ত্বগুণের কার্য্য হইতে পারে না। অন্য পক্ষে, তিন গুণ একত্র থাকিলেও সত্ত্ব ও তমঃ অভিভূত করিয়া তবে রজঃ প্রবল হয় এবং সত্ত্ব ও রজঃ অভিভূত করিয়া তবে তমঃ প্রবল হয়। অর্থাৎ আমরা সচরাচর অবিমিশ্রিত সত্ত্ব, রজঃ বা তমোগুণের কার্য্য দেখিতে পাই না; মিশ্রিত অবস্থায় যেটি প্রবল তাহারই কার্য্য দেখিয়া থাকি।

গীতার ২।৪৫ শ্লোকে শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে "নিস্ত্রৈগুণ্য" হওয়ার নির্দ্দেশ দিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না আবার "নিত্য সত্ত্বস্থ" হইতেও বলিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে তিন গুণের সমাহার হইলে তবে বিশুদ্ধ সত্ত্বের উদয় হয়। তাহার পূর্ব্বেকার সত্ত্ব অবিমিশ্রিত সত্ত্ব নয়। শ্রীশ্রীঠাকুর স্পষ্টভাবে বুঝাইয়াছেন:

"কামনা-শূন্য হয়ে কর্ম্ম করতে চেষ্টা করলে, শেষে শুদ্ধ সত্ত্ব লাভ হয়। রজো মিশান সত্ত্বগুণ থাকলে ক্রমে নানা দিকে মন হয়।" (ক ১।১৭।৫।২৮৯)

সত্ত্বগুণ পর্য্যন্ত যে রজস্তমোগুণের সাহচর্য্যের ফলে বন্ধনের কারণ হইয়া থাকে, সে সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন:

"মানুষ তাঁর মায়াতে পড়ে স্বস্বরূপকে ভুলে যায়। সে যে বাপের অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী তা ভুলে যায়! তাঁর মায়া ত্রিগুণময়ী। এই তিন গুণই ডাকাত, সর্ব্বস্ব হরণ করে; স্বস্বরূপকে ভুলিয়ে দেয়। সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ তিন গুণ। এদের মধ্যে সত্ত্বগুণই ঈশ্বরের পথ দেখিয়ে দেয়। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে সত্ত্বগুণও নিয়ে যেতে পারে না।

"একজন ধনী বন পথ দিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় তিনজন ডাকাত এসে তাকে ঘিরে ফেললে ও তার সর্ব্বস্ব হরণ করলে। সব কেড়ে কুড়ে নিয়ে একজন ডাকাত বললে, 'আর একে রেখে কি হবে? একে মেরে ফেল'; এই বলে তাকে কাটতে এল। দ্বিতীয় ডাকাত বললে, 'মেরে ফেলে কাজ নেই,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একে আষ্টে পিষ্টে বেঁধে এইখানেই ফেলে রেখে যাওয়া যাক। তা হলে পুলিশকে খবর দিতে পারবে না।' এই বলে ওকে বেঁধে রেখে ডাকাতরা চলে গেল।

"খানিকক্ষণ পরে তৃতীয় ডাকাতটি ফিরে এল। এসে বললে, 'আহা, তোমার বড় লেগেছে, না? আমি তোমার বন্ধন খুলে দিচ্ছি।' বন্ধন খোলবার পর লোকটিকে সঙ্গে করে নিয়ে ডাকাত পথ দেখিয়ে দেখিয়ে চলতে লাগল। সরকারি রাস্তার কাছে এসে বললে, 'এই পথ ধরে যাও, এখন তুমি অনায়াসে নিজের বাড়ীতে যেতে পারবে।' লোকটি বললে, 'সে কি মহাশয়, আপনিও চলুন, আপনি আমার কত উপকার করলেন। আমাদের বাড়ীতে গেলে আমরা কত আনন্দিত হব।' ডাকাতটি বললে, 'না, আমার ওখানে যাবার যো নাই; পুলিশে ধরবে।' এই বলে সে পথ দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল।

"প্রথম ডাকাতটি তমোগুণ, যে বলেছিল, 'একে রেখে আর কি হবে, মেরে ফেল।' তমোগুণে বিনাশ হয়। দ্বিতীয় ডাকাতটি রজোগুণ, রজোগুণে মানুষ সংসারে বদ্ধ হয়, নানা কাজ জড়ায়। রজোগুণ ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়। সত্ত্বগুণই কেবল ঈশ্বরের পথ দেখিয়ে দেয়। দয়া, ধর্ম্ম, ভক্তি এ সব সত্ত্বগুণ থেকে হয়। সত্ত্বগুণ যেন সিঁড়ির শেষ ধাপ, তার পরেই ছাদ।" (ক ৫।৫।২।৪১-৪২)

এ তিনটি গুণ একত্র থাকা সত্ত্বেও এক এক সময়ে এক একটি প্রবল হইয়া উঠিতে পারে। গীতার প্রথম অধ্যায়ের শেষে অর্জ্জুনের ক্ষত্রিয়-সুলভ রজোগুণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সূচনাতে ক্লীবত্বপূর্ণ তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর এই কথাটা একটু অন্যভাবে বুঝাইয়াছেন:

"রজোগুণে কাজের আড়ম্বর হয়। তাই রজোগুণ থেকে তমোগুণ এসে পড়ে। বেশী কাজ জড়ালেই ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়।" (ক ১।১০।৬।১৪৭)

ঈশ্বরের কথাতে উল্লাস অর্থাৎ সত্ত্বগুণ থাকিলেও পাণ্ডিত্যাভিমান অর্থাৎ রজোগুণ যে যায় না, সে সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তটি দিয়াছেন:

"মহিমাচরণ পশ্চিমের গোল বারান্দায় বসিয়া মাণ সেনের ডাক্তারের সহিত উচ্চৈঃস্বরে শাস্ত্রালাপ করিতেছেন। ঠাকুর নিজের আসন হইতে শুনিতে পাইতেছেন ও ঈষৎ হাস্য করিয়া মাষ্টারকে বলিতেছেন—'ঐ ঝাড়ছে! রজোগুণ! রজোগুণে একটু পাণ্ডিত্য দেখাতে, লেকচার দিতে ইচ্ছা হয়। সত্ত্বগুণে অন্তর্মুখ হয়,—আরগোপন। কিন্তু খুব লোক! ঈশ্বর-কথায় এত উল্লাস!" (ক ৪।১২।৩।১০১)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫ (খ) ত্রিগুণের বর্ণনা

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ (১৪।১১)
তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ (১৪।৬)
লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ (১৪।১২)
রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥ (১৪।৭)
অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ (১৪।১৩)
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥ (১৪।৮)
সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ (১৪।৯)
সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥ (১৪।১৭)

যখনই কোনও দেহেন্দ্রিয়দ্বারে জ্ঞানরূপ প্রকাশ ঘটে তখন জানিবে যে সত্ত্বগুণ প্রবল হইয়াছে। (১৪।১১)

সত্ত্বগুণ প্রকাশশীল এবং নির্দ্দোষ; [তথাপি রজোগুণের মিশ্রণে অহংবোধ এবং তমোগুণের মিশ্রণে অজ্ঞান কিছুটা থাকিয়া যায় বলিয়া] "আমি জ্ঞানী", "আমি সুখী" এরূপ অভিমানে ইহা জীবকে আবদ্ধ করে। (১৪৬)

হে ভরতশ্রেষ্ঠ, রজোগুণ বৃদ্ধি পাইলে লোভ, কর্ম্মে প্রবৃত্তি এবং উদ্যম, অতৃপ্তি ও [বিষয়] স্পৃহা উৎপন্ন হয় । (১৪।১২)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে কৌন্তেয়, রজোগুণকে রাগাত্মক বলিয়া জানিবে, ইহা তৃষ্ণা ও আসক্তি উৎপাদন করিয়া কর্ম্মাসক্তি দ্বারা জীবকে বন্ধন করে। (১৪।৭)

হে কুরুনন্দন, তমোগুণ বৃদ্ধি পাইলে বিবেকভ্রংশ, অনুদ্যম, অনবধানতা এবং বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ঘটে। (১৪।১৩)

হে ভারত, তমোগুণকে অজ্ঞানপ্রসূত এবং সর্ব্বজীবের ভ্রান্তিজনক বলিয়া জানিও। ইহা অনবধানতা, আলস্য ও অবসাদ দ্বারা জীবকে আবদ্ধ করে। (১৪।৮)

হে ভারত, সত্ত্বগুণ সুখেতে, রজোগুণ কর্ম্মেতে এবং তমোগুণ জ্ঞান আচ্ছাদিত করিয়া অনবধানতাতে জীবকে সংশ্লিষ্ট করে। (১৪।৯)

সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান, রজোগুণ হইতে লোভ ও তমোগুণ হইতে অজ্ঞান, অনবধানতা এবং বুদ্ধি-বিপর্য্যয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। (১৪।১৭)

উল্লিখিত শ্লোক কয়টিতে ত্রিগুণের লক্ষণ ও কার্য্য পৃথক পৃথক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। "সত্ত্ব" শব্দ "সৎ" শব্দ হইত নিষ্পন্ন হইয়াছে; "সত্ত্ব" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অস্তিত্ব মাত্র। যেমন স্বচ্ছ কাচের মধ্য দিয়া প্রত্যেক জিনিস ঠিক ঠিক দেখা যায়, তেমনি সত্ত্বগুণময় দেহেন্দ্রিয় দ্বারের সকল অনুভব অবিকৃত। তাই সত্ত্বগুণের ফলে জ্ঞানের উদয় হয়।

রজোগুণময় দেহেন্দ্রিয় যেন লাল কাঁচ। ইহার সাহায্যে ঠিক ঠিক দেখা যায় না। সব কিছু লাল দেখিয়া ভোগের বাসনা জাগে। অথচ সত্ত্বগুণ-সম্ভূত জ্ঞান না থাকাতে প্রকৃত ভোগ কিসের দ্বারা এবং কি উপায়ে সংসিদ্ধ হইবে তাহা বোঝা যায় না; এবং ভোগ বাসনা চরিতার্থ না হওয়াতে দুঃখ ঘটে।

তমোগুণময় দেহেন্দ্রিয় যেন কাল কাচ। তাহার ভিতর দিয়া দেখিলে সবই অন্ধকার ঠেকে। তাহাতে সত্ত্বগুণের জ্ঞানও নাই; রজোগুণের কর্ম্মপ্রবৃত্তিও নাই।[৪৯]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ৪।৫ শ্লোকে[৫০] ঋষি "লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণা" ত্রিবর্ণা অজার উল্লেখ করিয়া রজঃ, সত্ত্ব এবং তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা জন্মরহিতা প্রকৃতির বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও বলিয়াছেন :

"সত্ত্বগুণকে সাদা রং এর সঙ্গে উপমা দিয়েছে ; রজোগুণকে লাল রং এর সঙ্গে আর তমোগুণকে কাল রং এর সঙ্গে।" (ক ৩।১৫।১।১৮০)

সপ্তদশ অধ্যায়ের ২, ৩ এবং ৪ শ্লোকে শ্রীভগবান গুণভেদে শ্রদ্ধার পার্থক্য বর্ণনা করিয়াছেন এবং ৭ হইতে ২৩ শ্লোকে আহার, যজ্ঞ, তপস্যা ও দান গুণভেদ-বশতঃ ত্রিবিধ হয় সে বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। পুনরপি অষ্টাদশ অধ্যায়ের ২০ হইতে ৩৯ শ্লোকে জ্ঞান, কর্ম্ম, কর্ত্তা ত্রিবিধ এবং কর্ত্তার বুদ্ধি, ধৃতি, সুখ ত্রিবিধ এইসব বর্ণনা দিয়াছেন। উপসংহারে ৪০ শ্লোকে বলিয়াছেন কিছুই ত্রিগুণ হইতে মুক্ত নহে।

শ্রীশ্রীঠাকুরও নানা ভাবে বুঝাইয়াছেন যে সংসারীদের কাজ কর্ম্মে, আচার ব্যবহারে, পূজার্চ্চনায় এবং সাধন ভজনে এই তিন গুণ কি ভাবে পরিলক্ষিত হয় :

"সংসারীর সত্ত্বগুণ কি রকম জান ? বাড়ীটি এখানে ভাঙ্গা, ওখানে ভাঙ্গা —মেরামত করে না। ঠাকুর দালানে পায়রাগুলো হাগছে। উঠানে সেওলা পড়েছে, হুঁশ নাই। আসবাবগুলো পুরান, ফিটফাট করবার চেষ্টা নাই। কাপড় যা তাই, একখানা হলেই হল। লোকটি খুব শান্ত, শিষ্ট, দয়ালু, অমায়িক, কারু কোন অনিষ্ট করে না।

"সংসারীর রজোগুণের লক্ষণ আবার আছে। ঘড়ি, ঘড়ির চেন, হাতে দুই তিনটা আংটী। বাড়ীর আসবাব খুব ফিটফাট। দেওয়ালে (Queen's) কুইনের ছবি, রাজপুত্রের ছবি, কোন বড়মানুষের ছবি। বাড়ীটি চুণকাম করা, যেন কোনখানে একটু দাগ নাই। নানা রকমের ভাল পোষাক। চাকরদেরও পোষাক। এমনি এমনি সব।" (ক ১।৩।২।৬৬)

"তমোগুণের স্বভাব অহঙ্কার। অহঙ্কার অজ্ঞান তমোগুণ থেকে হয়।... তমোগুণের আর একটি লক্ষণ—ক্রোধ। ক্রোধে দিক-বিদিক জ্ঞান থাকে না।... আবার তমোগুণের আর একটি লক্ষণ, কাম।" (ক ১।১৫।২।২৫৫)

"শেষ জন্মে সত্ত্বগুণ থাকে, ভগবানে মন হয় ; তাঁর জন্য মন ব্যাকুল হয় ; নানা বিষয় কর্ম্ম থেকে মন সরে আসে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"কৃষ্ণদাস পাল এসেছিল। দেখলাম রজোগুণ! তবে হিন্দু; জুতো বাইরে রাখলে। একটু কথা কয়ে দেখলুম, ভিতরে কিছুই নাই। জিজ্ঞাসা করলুম, 'মানুষের কি কর্ত্তব্য?' তা বলে, 'জগতের উপকার করব।' আমি বললুম, 'হ্যাঁ গা, তুমি কে? আর কী উপকার করবে? আর জগৎ কতটুকু গা, যে তুমি উপকার করবে'?" (ক ২।১৯।২।১৮১)

কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিতেছেন যে তাঁহার রজোগুণ সত্ত্বের রজোগুণ। বলিতেছেন:

"তোমার কর্ম্ম সাত্ত্বিক কর্ম্ম। সত্ত্বের রজঃ। সত্ত্বগুণ থেকে দয়া হয়। দয়ার জন্য যে কর্ম্ম করা যায়, সে রাজসিক কর্ম্ম বটে—কিন্তু এ রজোগুণ—সত্ত্বের রজোগুণ, এতে দোষ নাই। শুকদেবাদি লোকশিক্ষার জন্য দয়া রেখেছিলেন—ঈশ্বর-বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য। তুমি বিদ্যাদান, অন্নদান করছ; এও ভাল। নিষ্কাম করতে পারলেই এতে ভগবান লাভ হয়। কেউ করে নামের জন্য, পুণ্যের জন্য, তাদের কর্ম্ম নিষ্কাম নয়।" (ক ৩।১।২।৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বলিতেছেন:

"যেমন সংসারীদের মধ্যে সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণ আছে, তেমনি ভক্তিরও সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণ আছে।[৫১]...

"যে ভক্তের সত্ত্ব গুণ আছে, সে ধ্যান করে অতি গোপনে। সে হয় তো মশারির ভিতর ধ্যান করে,—সবাই জানছে ইনি শুয়ে আছেন, বুঝি রাত্রে ঘুম হয় নাই, তাই উঠতে এত দেরী হচ্ছে। এদিকে শরীরের উপর আদর কেবল পেটচলা পর্য্যন্ত; শাকান্ন পেলেই হল। খাবার ঘটা নাই। পোষাকের আড়ম্বর নাই। বাড়ীর আসবাবের জাঁকজমক নাই। আর সত্ত্বগুণী ভক্ত কখনও তোষামোদ করে ধন লয় না।" (ক ১।৩।২।৬৬-৬৭)

"ভক্তির রজঃ যাদের হয়, তাদের একটু ইচ্ছা হয়—লোকে দেখুক, আমি ভক্ত। সে ষোড়শোপচার দিয়ে পূজা করে, গরদ পরে ঠাকুর ঘরে যায়,—গলায় রুদ্রাক্ষের মালা,—মালায় মুক্তা,—মাঝে মাঝে একটি সোনার রুদ্রাক্ষ।" (ক ৪।১৫।৪।১২৭)

"ভক্তির তমঃ যার হয়, তার বিশ্বাস জলন্ত। ঈশ্বরের কাছে সেরূপ ভক্ত জোর করে। যেন ডাকাতি করে ধন কেড়ে লওয়া। 'মার, কাট, বাঁধ!' এইরূপ ডাকাত-পড়া ভাব।" (ক ১।৩।৩।৬৭)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ডাকাত ঢেঁকি নিয়ে ডাকাতি করে, আটটা দারোগার ভয় নাই,—মুখে,—'মার! লোট!' উন্মাদের ন্যায় বলে—'হর, হর, হর, ব্যোম, ব্যোম! জয় কালী!' মনে খুব জোর।" (ক ৪।১৫।৪।১২৭)

"যার যেমন ভাব, ঈশ্বরকে সে তেমনি দেখে। তমোগুণী ভক্ত; সে দেখে মা পাঁঠা খায়, আর বলিদান দেয়। রজোগুণী ভক্ত নানা ব্যঞ্জন ভাত করে দেয়। সত্ত্বগুণী ভক্তের পূজার আড়ম্বর নাই। তার পূজা লোকে জানতে পারে না। ফুল নাই, তো বিল্বপত্র, গঙ্গাজল দিয়ে পূজা করে। দুটি মুড়কী দিয়ে কি বাতাসা দিয়ে শীতল দেয়। কখনও বা ঠাকুরকে একটু পায়েস রেঁধে দেয়।" (ক ২।১০।৪।৮৮-৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীযুক্ত ঈশান চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে বলিতেছেন:

"ভক্তির তমঃ আনবে। মার কাছে জোর কর।—

'মায়ে পোয়ে মকদ্দমা ধুম হবে রামপ্রসাদ বলে।
তখন শান্ত হব ক্ষান্ত হয়ে আমায় যখন করবি কোলে॥'

"ত্রৈলোক্য (শ্রীযুক্ত মথুরা মোহন বিশ্বাসের পুত্র) বলেছিল, আমি যেকালে ওদের ঘরে জন্মেছি, তখন আমার হিস্সে আছে।

"তোমার যে আপনার মা, গো! এ কি পাতান মা, এ কি ধর্ম্ম-মা! এতে জোর চলবে না তো কিসে জোর চলবে? বল—

'মা, আমি কি আটাশে ছেলে, আমি ভয় করিনি চোখ রাঙ্গালে।
এবার করব নালিস শ্রীনাথের আগে, ডিক্রী লব এক সওয়ালে॥'

"আপনার মা! জোর কর! যার যাতে সত্ত্বা থাকে, তার তাতে টানও থাকে। মার সত্ত্বা আমার ভিতর আছে বলে তাই তো মার দিকে অত টান হয়। যে ঠিক শৈব, সে শিবের সত্ত্বা পায়। কিছু কণা তার ভিতর এসে পড়ে। যে ঠিক বৈষ্ণব, তার নারায়ণের সত্ত্বা ভিতরে আসে।" (ক ২।১৯।৫।১৯১-৯২)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫ (গ) গুণের অপসারণ

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ॥ (২।২)
ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ (২।৩)

হে অর্জ্জুন, এই সঙ্কট সময়ে কি কারণে তোমার এই মোহ উপস্থিত হইল ? ইহা আর্য্যজনের অযোগ্য, স্বর্গহানিকর অযশস্কর। (২।২)

হে পার্থ, কাতর হইও না। এরূপ পৌরুষহীনতা তোমার [ন্যায় বীরের] উপযুক্ত নয়। হে পরন্তপ, ক্ষুদ্রাশয়োচিত হৃদয়দৌর্ব্বল্য পরিহার করিয়া [যুদ্ধার্থ] উত্থিত হও। (২।৩)

আত্মীয়স্বজনের আসন্ন মৃত্যু চিন্তায় অর্জ্জুন নিতান্ত কাতর হইয়াছেন। ১।২৭ এবং ২।১ শ্লোকে তাঁহার মনের এই অবস্থা 'কৃপা' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অপরের দুঃখে দুঃখিত হইয়া সেই দুঃখ মোচনের প্রবৃত্তি 'কৃপা' নহে,—'দয়া।' দয়া সবলের ধর্ম্ম, সত্ত্বগুণ-প্রসূত; 'কৃপা' দুর্ব্বলের ধর্ম্ম, তমোগুণ-প্রসূত। এই তমোভাব দূরীভূত করার জন্য শ্রীভগবান তীব্র ভাষা প্রয়োগ করিয়া রজোভাবের উদ্দীপনা করিতেছেন।

উল্লিখিত প্রথম শ্লোকে "অর্জ্জুন" বলিয়া ডাকিয়া শ্রীভগবান এই ইঙ্গিত করিতেছেন, তুমি দিগ্বিজয় কালে কত পার্থিব সম্পদ অর্জ্জন করিয়াছিলে, আবার দেবতার কৃপাতে কত অপার্থিব সম্পদও অর্জ্জন করিয়াছ; তুমি এমন হইলে কেন ?

আবার দ্বিতীয় শ্লোকের প্রথম চরণে "পার্থ" বলিয়া সম্বোধন করিয়া অর্জ্জুনকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে তোমার মাতা পৃথার দেবারাধনার ফলে তোমার জন্ম; তুমি দৈবীশক্তি-সম্পন্ন; তোমার পক্ষে নির্বীর্য্য হওয়া উচিত নয়। পুনশ্চ, দ্বিতীয় চরণে "পরন্তপ" সম্বোধনের তাৎপর্য্য এই যে শত্রু দমনের সামর্থ্য তোমার আছে; অতএব তমঃ-সুলভ নিশ্চেষ্টতা তোমাতে সাজে না, রজঃ-সুলভ পৌরুষই সাজে।

অর্জ্জুন কিন্তু সে কথা মানিলেন না। পরবর্ত্তী কয়েকটি শ্লোকেও তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিলাপ চলিতে লাগিল। অবশেষে তিনি শরণাগত হইয়া নির্দ্দেশ প্রার্থনা করাতে, ২।১১ শ্লোক হইতে ২।৩০ শ্লোক অবধি জ্ঞানোপদেশ দিয়া শ্রীভগবান তাঁহার তমোভাব দূর করিয়া সত্ত্বভাবের উদয় করিতে চাহিলেন। কিন্তু তমঃ হইতে সত্ত্বে যাইতে হইলে রজোভাবের মধ্য দিয়া যাওয়া প্রয়োজন। এজন্য ২।৩১ শ্লোক হইতে ২।৩৭ অবধি সাতটি শ্লোকে রজোগুণ সুলভ ক্ষাত্রধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করিলেন। তাহার পরে পুনরায় সত্ত্বগুণের উপদেশ দিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী হইতে অনুরূপ একটি দৃষ্টান্ত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ" হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :

"সিঁদুরিয়া পটির শ্রীযুক্ত মণিমোহন মল্লিকের একটি উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যু হইল। মণিমোহন পুত্রের সৎকার করিয়াই ঠাকুরের নিকট আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুরকে অভিবাদন করিয়া বিমর্ষভাবে ঘরের একপাশে বসিলেন।...বসিবার অল্পক্ষণ পরেই ঠাকুরের দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িল এবং ঘাড় নাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি গো? আজ এমন শুকনো দেখছি কেন?'...বৃদ্ধ মণিমোহনের সেই রুক্ষবেশ ও শোক-নিরুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনিয়া গৃহাভ্যন্তরস্থ সকলেই স্তম্ভিত—নীরব!...

"অপর সকলে মণিমোহনকে...নানা কথা কহিলেও, ঠাকুর এ ক্ষেত্রে অনেকক্ষণ কোন কথাই না কহিয়া মণিমোহনের শোকোচ্ছ্বাস কেবল শুনিয়াই যাইতে লাগিলেন। তাঁহার তখনকার সেই উদাসীনভাব দেখিয়া কেহ কেহ বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—ইঁহার হৃদয় কি কঠোর, কি করুণাশূন্য!

"বৃদ্ধের কথা শুনিতে শুনিতে কতক্ষণ পরে ঠাকুর অর্দ্ধবাহ্য দশা প্রাপ্ত হইলেন এবং সহসা তাল ঠুকিয়া দাঁড়াইয়া শ্রীযুক্ত মণিমোহনকে লক্ষ্য করিয়া অপূর্ব্ব তেজের সহিত গান ধরিলেন—

'জীব সাজ সমরে।
ঐ দেখ রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে।
আরোহণ করি মহাপুণ্য রথে, ভজন সাধন দুটো অশ্ব জুড়ে তাতে,
দিয়ে জ্ঞানধনুকে টান ভক্তিব্রহ্মবাণ সংযোগ কর রে।
আর এক যুক্তি আছে শুন সুসঙ্গতি
সব শত্রু নাশের চাইনে রথরথী
রণ ভূমি যদি করেন দাশরথি ভাগীরথীর তীরে॥'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"গানের বীরত্বব্যঞ্জক সুর ও তদনুরূপ অঙ্গভঙ্গী, ঠাকুরের নয়ন হইতে নিঃসৃত বৈরাগ্য ও তেজের সহিত মিলিত হইয়া, সকলের প্রাণে তখন এক অপূর্ব্ব আশা ও উদ্যমের স্রোত প্রবাহিত করিল। সকলেরই মন তখন শোক-মোহের রাজ্য হইতে উত্থিত হইয়া এক অপূর্ব্ব ইন্দ্রিয়াতীত, সংসারাতীত, বিমল ঈশ্বরীয় আনন্দে পূর্ণ হইল। মণিমোহনও উহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া এখন শোক-তাপ ভুলিয়া স্থির, গম্ভীর, শান্ত! (গু-পূ ১।২২-২৪)

এই গান শেষ হইবার খানিকক্ষণ পরেই শ্রীশ্রীঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। সেই সমাধি ভঙ্গের পরে তিনি শ্রীযুক্ত মণিমোহনের পূর্ব্বেকার শোকাচ্ছন্ন তমোভাব বিদূরিত হইয়াছে দেখিয়া সংসারের অনিত্যতা এবং আত্মার নিত্যতা সম্বন্ধে নানা প্রসঙ্গ করিয়া সত্ত্বভাবের উদ্দীপনা করিতে লাগিলেন।

হিংসাত্মক তমোভাব হইতে অহিংসাত্মক সত্ত্বভাবের উদয় সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত উপাখ্যানটি বলিয়াছেন। বুঝাইয়াছেন সত্ত্বগুণের আবির্ভাবের জন্য রজোগুণ দূরীভূত করার প্রয়োজন আছে বটে, তথাপি সেই আবির্ভাবের পূর্ব্বে রজোগুণ সম্পূর্ণ পরিহার করা যায় না,—তাহার আকারটা অন্ততঃ রাখিতে হয়:

"এক মাঠে এক রাখাল গরু চরাত। সেই মাঠে একটা ভয়ানক বিষাক্ত সাপ ছিল। সকলেই সেই সাপের ভয়ে অত্যন্ত সাবধানে থাকত। একদিন একটি ব্রহ্মচারী সেই মাঠের পথ দিয়ে আসছিল। রাখালেরা দৌড়ে এসে বললে, 'ঠাকুর মহাশয়, ওদিক দিয়ে যাবেন না। ওদিকে একটা ভয়ানক বিষাক্ত সাপ আছে।' ব্রহ্মচারী বললে, 'বাবা, তা হোক, আমার তাতে ভয় নাই, আমি মন্ত্র জানি।' এই কথা বলে ব্রহ্মচারী সেই দিকে চলে গেল। রাখালেরা ভয়ে কেউ সঙ্গে গেল না। এদিকে সাপটা ফণা তুলে দৌড়ে আসছে, কিন্তু কাছে না আসতে আসতে ব্রহ্মচারী যেই একটি মন্ত্র পড়লে, অমনি সাপটা কেঁচোর মতন পায়ের কাছে পড়ে রইল। ব্রহ্মচারী বললে, 'ওরে, তুই কেন পরের হিংসা করে করে বেড়াস, আয় তোকে মন্ত্র দিব। এই মন্ত্র জপলে তোর ভগবানে ভক্তি হবে, ভগবান লাভ হবে, আর হিংসাপ্রবৃত্তি থাকবে না।' এই বলে সে সাপকে মন্ত্র দিল। সাপটা মন্ত্র পেয়ে গুরুকে প্রণাম করলে, আর জিজ্ঞাসা করলে, 'ঠাকুর, কি করে সাধনা করব বলুন।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরু বললেন, 'এই মন্ত্র জপ কর, আর কারও হিংসা কোরো না।' ব্রহ্মচারী যাবার সময় বললে, 'আমি আবার আসব।'

"এই রকমে কিছুদিন যায়। রাখালেরা দেখে যে, সাপটা আর কামড়াতে আসে না। ঢ্যালা মারে, তবুও রাগ হয় না, যেন কেঁচোর মতন হয়ে গেছে। একদিন একজন রাখাল কাছে গিয়ে ন্যাজ ধরে খুব ঘুরপাক দিয়ে তাকে আছড়ে আছড়ে ফেলে দিলে। সাপটার মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগল, আর সে অচেতন হয়ে পড়ল। নড়ে না, চড়ে না। রাখালেরা মনে করলে যে সাপটা মরে গেছে। এই মনে করে তারা সব চলে গেল।

"অনেক রাত্রে সাপের চেতনা হল। সে আস্তে আস্তে অতি কষ্টে তার গর্ত্তের ভিতর চলে গেল। শরীর চূর্ণ,—নড়বার শক্তি নাই। অনেক দিন পরে যখন অস্থিচর্ম্ম সার, তখন বাহিরে আহারের চেষ্টায় রাত্রে এক একবার চরতে আসত; ভয়ে দিনের বেলা আসত না; মন্ত্র লওয়া অবধি আর হিংসা করে না। মাটী, পাতা, গাছ থেকে পড়ে গেছে এমন ফল, খেয়ে প্রাণ ধারণ করত।

"প্রায় এক বৎসর পরে ব্রহ্মচারী সেই পথে আবার এল। এসেই সাপের সন্ধান করলে। রাখালেরা বললে, 'সে সাপটা মরে গেছে।' ব্রহ্মচারীর কিন্তু ওকথা বিশ্বাস হল না। সে জানে, যে মন্ত্র ও নিয়েছে তা সাধন না হলে দেহত্যাগ হবে না। খুঁজে খুঁজে সেই দিকে তার দেওয়া নাম ধরে ডাকতে লাগল। সে গুরুদেবের আওয়াজ শুনে গর্ত্ত থেকে বেরিয়ে এল ও খুব ভক্তিভাবে প্রণাম করলে। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করলে, 'তুই কেমন আছিস?' সে বললে, 'আজ্ঞে, ভাল আছি।' ব্রহ্মচারী বললে, 'তবে তুই এত রোগা হয়ে গিছিস কেন?' সাপ বললে, 'ঠাকুর, আপনি আদেশ করেছেন,—কারও হিংসা কোরো না। তাই পাতাটা, ফলটা, খাই বলে, বোধ হয় রোগা হয়ে গিছি!' ওর সত্ত্বগুণ হয়েছে কি না, তাই কারু উপর ক্রোধ নাই। সে ভুলেই গিছলো যে, রাখালেরা মেরে ফেলবার যোগাড় করেছিল! ব্রহ্মচারী বললে, 'শুধু না খাওয়ার দরুণ এরূপ অবস্থা হয় না, অবশ্য আরও কারণ আছে; ভেবে দেখ।' সাপটার মনে পড়ল যে রাখালেরা আছাড় মেরেছিল। তখন সে বললে, 'ঠাকুর, মনে পড়েছে বটে, রাখালেরা একদিন আছাড় মেরেছিল। তারা অজ্ঞান, জানে না যে আমার মনের কি অবস্থা; আমি যে কাউকেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কামড়াব না বা কোনরূপ অনিষ্ট করব না, কেমন করে জানবে?' ব্রহ্মচারী বললে, 'ছি! তুই এত বোকা, আপনাকে রক্ষা করতে জানিস না; আমি কামড়াতেই বারণ করেছি, ফোঁস করতে নয়। ফোঁস করে তাদের ভয় দেখাস নাই কেন?" (ক ১।১।৬।৩০-৩২)

৫ (ঘ) ত্রিগুণাতীত

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ (১৪।২৬)
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥ (১৪।২৪)
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥ (১৪।২৫)

যিনি ঐকান্তিক ভক্তিযোগ সহকারে আমার উপাসনা করেন, তিনি এই তিন গুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাব লাভ করিতে সমর্থ হন। (১৪।২৬)

সাংখ্যের পরিভাষায় যাহা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, বেদান্তের পরিভাষায় তাহাই মায়া। সুতরাং ত্রিগুণাতীত এবং মায়াতীত ব্রহ্মভাব একই কথা।

সুখ দুঃখ যাঁহার নিকট সমান; যিনি আত্মস্বরূপে অবস্থিত; মৃৎপিণ্ডে, প্রস্তরে ও সুবর্ণে যাঁহার তুল্য বুদ্ধি; প্রিয় ও অপ্রিয় দুইই যাঁহার কাছে একই রূপ; নিন্দা ও স্তুতিতে যাঁহার সমান জ্ঞান; যিনি ধৈর্য্যশীল; মানে ও অপমানে যিনি সমবুদ্ধি; শত্রুপক্ষে ও মিত্রপক্ষে যাঁহার তুল্য জ্ঞান; যিনি [ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া] কোন কর্ম্মই করেন না; এইরূপ ব্যক্তি গুণাতীত বলিয়া অভিহিত হন। (১৪।২৪-২৫)

এগুলি কি সিদ্ধ অবস্থার বর্ণনা? না সাধনার বর্ণনা? অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলে এই সকল লক্ষণ দেখা দেয়? না কি, এই সকল সদ্‌গুণের অনুশীলনের ফলে ত্রিগুণ অতিক্রম করা যায়? দুইটিই সত্য। গীতায় অন্যত্রও সিদ্ধির উপায় এবং সিদ্ধ অবস্থা ঐ ভাবে একসঙ্গেই বর্ণিত হইয়াছে। গীতাতে দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞের, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে কর্ম্মযোগীর, দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তের, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জ্ঞানীর, চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে সত্ত্বগুণীর, ষোড়শ অধ্যায়ে দৈবী সম্পদশালীর এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ে সাত্ত্বিক ভাবের বর্ণনা মূলতঃ একই। এমন কি, একই শ্লোকে অনেকগুলি ভাবের বর্ণনা একসঙ্গে আছে। উদাহরণ স্বরূপে ২।৪৫ শ্লোকের উল্লেখ করিতেছি। তাহাতে নিস্ত্রৈগুণ্য, নির্দ্বন্দ্ব, নিত্যসত্ত্বস্থ, নির্যোগক্ষেম এবং আত্মবান একসঙ্গে বলা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরও বিশুদ্ধ সত্ত্ব, সত্ত্বের সত্ত্ব, ত্রিগুণাতীত, নিত্যভক্ত ইত্যাদি বিভিন্ন আখ্যা দিয়া একই অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন:

"সত্ত্বগুণে ভক্তি হয়। কিন্তু ভক্তির সত্ত্ব, ভক্তির রজঃ, ভক্তির তমঃ আছে। ভক্তির সত্ত্ব, বিশুদ্ধ সত্ত্ব; এ হলে—ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুতেই মন থাকে না, কেবল দেহটা যাতে রক্ষা হয় ঐটুকু শরীরের উপর মন থাকে।

"পরমহংস তিন গুণের অতীত। তার ভিতর তিন গুণ আছে, আবার নাই; ঠিক বালক; কোন গুণের বশ নয়। তাই ছোট ছোট ছেলেদের পরমহংসরা কাছে আসতে দেয়, তাদের স্বভাব আরোপ করবে বলে।" (ক ৫।৭।১।৬১)

"ত্রিগুণাতীত ভক্ত। তার বালকের স্বভাব। ঈশ্বরের নাম করাই তাঁর পূজা। শুদ্ধ তাঁর নাম।" (ক ২।১০।৪।৮৯)

"সত্ত্বের সত্ত্ব—বিশুদ্ধ সত্ত্ব—হলে ঈশ্বর দর্শনের আর দেরী নাই;—যেমন অরুণোদয় হলে বুঝা যায় যে, সূর্য্যোদয়ের আর দেরী নাই।"

(ক ৪।১৫।৪।১২৭)

"কি জান—রজোগুণ না গেলে, শুদ্ধসত্ত্ব না এলে, ভগবানেতে মন স্থির হয় না। তাঁর উপর ভালবাসা আসে না, তাঁকে লাভ করা যায় না।"

(ক ৩।১১।৪।১২৬)

"যদি কারও শুদ্ধসত্ত্ব (গুণ) আসে, সে কেবল ঈশ্বর চিন্তা করে, তার আর কিছুই ভাল লাগে না। কেউ কেউ প্রারব্ধের গুণে জন্ম থেকে শুদ্ধসত্ত্ব গুণ পায়।...দু একজন লোকের শুদ্ধ সত্ত্ব দেখতে পাওয়া যায়। এই নিষ্কাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্ম করতে করতে রজোমিশান সত্বগুণ ক্রমে শুদ্ধসত্ব হয়ে দাঁড়ায়। শুদ্ধসত্ব হলেই ঈশ্বর লাভ তাঁর কৃপায় হয়। সাধারণ লোকে এই শুদ্ধসত্বের অবস্থা বুঝতে পারে না।" (ক ১।১৭।৫।২৮৯)

"আবার ত্রিগুণাতীত ভক্ত আছে;—নিত্য ভক্ত যেমন নারদাদি। সে ভক্তিতে চিন্ময় শ্যাম, চিন্ময় ধাম, চিন্ময় সেবক; নিত্য ঈশ্বর, নিত্য ভক্ত, নিত্য ধাম।" (ক ৩।৯।৪।৯৪)

সব চিন্ময় এই বোধের কথা অন্য ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে সর্ব্বত্র ব্রহ্মভাবের উদয় হয়। ঐকান্তিক একনিষ্ঠ ভক্ত যে ত্রিগুণাতীত হইয়া ব্রহ্মভাব লাভ করেন, তাহা শ্রীশ্রীঠাকুর স্পষ্টই বলিতেছেন :

"মানুষের স্বধাম হচ্ছে পরব্রহ্ম। ত্রিগুণাতীত না হলে, ব্রহ্মজ্ঞান হয় না।" (ক ১।৫।২।৪২)

"সত্বগুণে পালন, রজোগুণে সৃষ্টি, তমোগুণে সংহার।[৫২] কিন্তু ব্রহ্ম সত্ব-রজস্তমঃ তিন গুণের পার। প্রকৃতির পার। যেখানে ঠিক ঠিক সেখানে গুণ পৌছিতে পারে না।" (ক ১।৬।২।১০৩)

ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ সাধন-সাপেক্ষ। সুখ দুঃখ ইত্যাদিতে সমজ্ঞান করিতে হইলে ১৪।২৪-২৫ শ্লোকে বর্ণিত যাবতীয় দ্বন্দ্বের প্রতিঘাত সহ করার মত শক্তি চাই। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন :

"সকল বর্ণ এক একটা, কিন্তু 'শ' তিনটা, শ, ষ, স। যত পার সয়ে যাও। এই দুঃখ কষ্টের সংসারে সহ্যগুণ এতই প্রয়োজন যে, মানুষকে প্রথমাবধি সহ্যগুণ শিক্ষা দিবার জন্যই যেন বর্ণমালায় তিনটি শ, ষ, স ধরা হয়েছে।" (সু-উপ ৩৭৫।৯৬)

তাই বর্ণমালায় তিনটি 'শ' এর পরে 'হ'। অর্থাৎ যিনি সংসারের যাবতীয় দ্বন্দ্বের প্রতিঘাত বারংবার সহ করিতে সমর্থ, তাঁহার পক্ষেই ত্রিগুণাতীত হওয়া সম্ভব।

"ত্রিগুণাতীত হওয়া বড় কঠিন। ঈশ্বর লাভ না করলে হয় না।" (ক ১।৬।২।১০৬)

১৪।২৬ শ্লোকে শ্রীভগবান বলিয়াছেন ত্রিগুণাতীত ভক্ত ব্রহ্মজ্ঞানে স্থিত; ১৪।২৪ শ্লোকে বলিয়াছেন তিনি আত্মস্বরূপে অবস্থিত। শ্রীশ্রীঠাকুর সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথাই অন্য ভাষায় বলিয়াছেন, ত্রিগুণাতীত ঈশ্বরের সত্ত্বা পান। তাঁহার স্বভাব ঈশ্বরের ন্যায় বালক-স্বভাব হয়।

"সাক্ষাৎকারের লক্ষণ কি জান? বালক-স্বভাব হয়।[৫৩] কেন বালক স্বভাব হয়? ঈশ্বর নিজে বালক-স্বভাব কি না! তাই যে তাঁকে দর্শন করে, তারও বালক-স্বভাব হয়ে যায়।" (ক ২।২২।৩।২২২)

"যে যাঁকে চিন্তা করে তার সত্ত্বা পায়। ঈশ্বরের স্বভাব বালকের ন্যায়। বালক যেমন খেলা-ঘর করে, ভাঙ্গে, গড়ে,—তিনিও সেইরূপ সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করছেন। বালক যেমন কোনও গুণের বশ নয়—তিনিও তেমনি সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণের অতীত।" (ক ৪।১।২।৪)

"ঈশ্বর লাভ হলে পাঁচ বছরের বালকের স্বভাব হয়। 'বালকের আমি' আর 'পাকা আমি'। বালক কোন গুণের বশ নয়। ত্রিগুণাতীত। সত্ত্ব রজঃ তমঃ কোন গুণের বশ নয়। দেখ, ছেলে তমোগুণের বশ নয়! এই মাত্র ঝগড়া মারামারি করলে, আবার তৎক্ষণাৎ তারই গলা ধরে কত ভাব, কত খেলা! রজোগুণেরও বশ নয়। এই খেলা-ঘর পাতলে, কত বন্দোবস্ত, কিছুক্ষণ পরেই সব পড়ে রইলো; মার কাছে ছুটেছে! হয়ত একখানি সুন্দর কাপড় পরে বেড়াচ্ছে। খানিকক্ষণ পরে কাপড় খুলে পড়ে গেছে! হয় কাপড়ের কথা একেবারে ভুলে গেল—নয়, বগলদাবায় করে বেড়াচ্ছে!

"যদি ছেলেটিকে বল, 'বেশ কাপড়খানি, কার কাপড় রে?' সে বলে, 'আমার কাপড়, আমার বাবা দিয়েছে!' যদি বল, 'লক্ষ্মী ছেলে, আমায় কাপড়খানি দাও না।' সে বলে, 'না, আমার কাপড় আমার বাবা দিয়েছে; না, আমি দেব না।' তারপর ভুলিয়ে একটি পুতুল কি আর একটি বাঁশী যদি হাতে দাও তা হলে পাঁচ টাকা দামের কাপড়খানা তোমায় দিয়ে চলে যাবে। আবার পাঁচ বছরের ছেলের সত্ত্বগুণেরও আঁট নাই। এই পাড়ার খেলুড়েদের সঙ্গে কত ভালবাসা, একদণ্ড না দেখলে থাকতে পারে না। কিন্তু বাপ মার সঙ্গে অন্য জায়গায় চলে গেল, তখন নূতন খেলুড়ে হল। তাদের উপর তখন সব ভালবাসা পড়ল; পুরান খেলুড়েদের এক রকম একেবারে ভুলে গেল। তারপর জাত অভিমান নাই। মা বলে দিয়েছে ও তোর দাদা হয়, তা সে ষোল আনা জানে যে, এ আমার ঠিক দাদা। তা একজন যদি বামুনের ছেলে হয়, আর একজন যদি কামারের ছেলে হয় তো একপাতে বসে ভাত খাবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর শুচি অশুচি নাই, হেগো পোঁদে খাবে! আবার লোক লজ্জা নাই, ছোঁচাবার পর যাকে তাকে পেছন ফিরে বলে—'দেখ দেখি, আমার ছোঁচান হয়েছে কি না' ?" (ক ১।১৫।২।২৫৪-৫)

"পরমহংসের স্বভাব ঠিক পাঁচ বছরের বালকের মত। সব চৈতন্যময় দেখে।

"যখন আমি ও দেশে (কামারপুকুরে) রামলালের ভাই (শিবরাম) এর তখন ৪।৫ বছর বয়স,—পুকুরের ধারে ফড়িঙ ধরতে যাচ্ছে। পাতা নড়ছে, আর পাতার শব্দ পাছে হয়, তাই পাতাকে বলছে, 'চোপ্! আমি ফড়িঙ ধরব!' ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে, আমার সঙ্গে ঘরের ভিতর সে আছে; বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে,—তবুও দ্বার খুলে খুলে বাহিরে যেতে চায়। বকার পর আর বাহিরে গেল না, উঁকি মেরে মেরে এক একবার দেখছে, বিদ্যুৎ,—আর বলছে, 'খুড়ো, আবার চকমকি ঠুকছে।'

"পরমহংস বালকের ন্যায়—আত্মপর নাই, ঐহিক সম্বন্ধের আঁট নাই। রামলালের ভাই একদিন বলছে, 'তুমি খুড়ো, না পিসে ?'

"পরমহংসের বালকের ন্যায় গতিবিধির হিসাব নাই। সব ব্রহ্মময় দেখে,—কোথায় যাচ্ছে,—কোথায় চলছে,—হিসাব নাই। রামলালের ভাই হৃদের বাড়ী দুর্গাপূজা দেখতে গিছিল। হৃদের বাড়ী থেকে ছটকে আপনা আপনি কোন দিকে চলে গেছে। চার বছরের ছেলে দেখে পথের লোক জিজ্ঞাসা করেছে, 'তুই কোথা থেকে এলি ?' তা কিছু বলতে পারে না। কেবল বললে,—'চালা' (অর্থাৎ যে আটচালায় পূজা হয়েছে)। যখন জিজ্ঞাসা করলে, 'কার বাড়ী থেকে এসেছিস ?' তখন কেবল বলে—'দাদা'।" (ক ৪।১৫।২।১২১-২২)

"মহাপুরুষদের বালক-স্বভাব। ঈশ্বরের কাছে তারা সর্ব্বদাই বালক, তাদের অহঙ্কার থাকে না। তাদের সব শক্তি ঈশ্বরের শক্তি, বাপের শক্তি, নিজের কিছু নয়। এইটি তাদের দৃঢ় বিশ্বাস।" (ক ১।১৫।২।২৫৬)

"বালকের সব নির্ভর মার উপর।

"দাসীর ছেলে বাবুর ছেলের সঙ্গে কোঁদল করতে করতে বলে, আমি মাকে বলে দিব।" (ক ৪।১১।২।৮৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজের বিষয়ে বলিতেছেন :

"আমায় বালকের অবস্থায় রেখেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ঘাস বনে একদিন কি কামড়ালে। আমি শুনেছিলাম, সাপে যদি আবার কামড়ায়, তা হলে বিষ তুলে লয়। তাই গর্ত্তে হাত দিয়ে রইলাম। একজন এসে বললে, 'ও কি করছেন? সাপ যদি সেইখানটা আবার কামড়ায়, তা হলে হয়। অন্য জায়গায় কামড়ালে হয় না।'

"শরতের হিম ভাল, শুনেছিলাম। কলকাতা থেকে গাড়ী করে আসবার সময় মাথা বের করে হিম লাগাতে লাগলাম।" (ক ৪।২১।৩।২১৩)

উদ্ধৃত শ্লোকের দ্বিতীয়টিতে অর্থাৎ ১৪।২৪ শ্লোকে একটি লক্ষণ আছে, "ধীরঃ"। শ্রীশ্রীঠাকুর বুঝাইতেছেন,

"কেন আমি অসুখ হলে অধৈর্য্য হই? আমায় বালকের স্বভাবে রেখেছে।" (ক ৪।১১।২।৮৯)

এই অনুচ্ছেদেই পূর্ব্বে উদ্ধৃত তাঁহার কথাতে ইহার কারণও বলিয়া দিয়াছেন, "বালকের সব নির্ভর মার উপর।" ত্রিগুণাতীত ভক্তও কোন বাহ্য বস্তু বা ব্যক্তির উপর আস্থা রাখেন না বলিয়াই বাহিরে তাঁহাকে অধীর দেখায়, অন্তরে অন্তরে তাঁহার ঈশ্বর নির্ভরতা অক্ষুণ্ণ থাকে।

১৪।২৪ শ্লোকে বর্ণিত "সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চন" [৫৪] অবস্থা বুঝাইবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন:

"কোন ছেলে কোঁচড়ে রত্ন লয়ে বসে আছে। কত লোক রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে। অনেকে তার কাছে রত্ন চাচ্ছে। কিন্তু সে কাপড়ে হাত চেপে মুখ ফিরিয়ে বলে, 'না, আমি দেবো না।' আবার হয়তো যে চায় নি, চলে যাচ্ছে, পেছনে পেছনে দৌড়ে গিয়ে সেধে তাকে দিয়ে ফেলে!"(ক ৩।১৫।১।১৮১)

এ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর যুক্তি দিয়া এবং নিজের দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন:

"মানুষ নিজে ঐশ্বর্য্যের আদর করে বলে ভাবে, ঈশ্বরও আদর করেন। ভাবে তাঁর ঐশ্বর্য্যের প্রশংসা করলে তিনি খুসি হবেন। শম্ভু বলেছিল, 'আর এখন এই আশীর্ব্বাদ কর, যাতে এই ঐশ্বর্য্য তাঁর পাদপদ্মে দিয়ে মরতে পারি।' আমি বললুম, 'এ তোমার পক্ষেই ঐশ্বর্য্য; তাঁকে তুমি কি দিবে! তাঁর পক্ষে এগুলো কাঠ মাটি!'

"যখন বিষ্ণুঘরের গয়না সব চুরি গেল, তখন সেজবাবু আর আমি ঠাকুরকে দেখতে গেলাম। সেজবাবু বললে, 'দূর ঠাকুর, তোমার কোন যোগ্যতা নাই। তোমার গা থেকে সব গয়না নিয়ে গেল, আর তুমি কিছু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করতে পারলে না।' আমি তাঁকে বললাম, 'এ তোমার কি কথা! তুমি যাঁর গয়না গয়না করছ, তাঁর পক্ষে এগুলো মাটির ডেলা। লক্ষ্মী যাঁর শক্তি তিনি তোমার গুটিকতক টাকা চুরি গেল কি না, এই নিয়ে কি হাঁ করে আছেন? এই রকম কথা বলতে নাই'।" (ক ২।১০।৪।৮৮)

"মণিলাল মল্লিক ও ভবনাথ [১৮৮৩-৮৪ খ্রীষ্টাব্দের] Exhibition এর কথা বলিতেছেন···। তাঁহারা বলিতেছেন—কত রাজারা বহুমূল্য জিনিষ সব পাঠাইয়াছেন, সোনার খাট ইত্যাদি—একটা দেখবার জিনিষ।

"শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি সহাস্যে)। হাঁ, গেলে একটা বেশ লাভ হয়। ঐ সব সোনার জিনিষ, রাজারাজড়ার জিনিষ দেখে সব ছ্যা হইয়া যায়। সেটাও অনেক লাভ। হৃদে, কলকাতায় যখন আমি আসতাম, লাটসাহেবের বাড়ী আমাকে দেখাত—'মামা, ঐ দেখ, লাটসাহেবের বাড়ী, বড় বড় থাম!' মা দেখিয়ে দিলেন, কতকগুলি মাটির ইট উঁচু করে সাজান।" (ক ৫।১৫।১।১৩৮)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রকৃতি পুরুষ

৬ (ক) প্রকৃতি পুরুষের সংযোগে সৃষ্টি

যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ॥ (১৩।২৬)

হে ভরতবংশাবতংস, স্থাবর জঙ্গম যত কিছু পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে, সে সমস্তই ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতে হয় বলিয়া জানিবে। (১৩।২৬)

তুমি পুণ্যশ্লোক ভরতের শ্রেষ্ঠ বংশধর, তথাপি তোমার বেলাতেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই জানিও, এই ইঙ্গিতটি "ভরতর্ষভ" সম্বোধনে নিহিত।

পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী বুঝাইয়াছেন যে, কৃষক যেমন ক্ষেত্র হইতে বীজোৎপন্ন শস্য ভোগ করে, জীবও তেমনি দেহ অবলম্বন করিয়া প্রাক্তন কর্ম্মজনিত সুখ দুঃখ ভোগ করেন। তাই দেহকে ক্ষেত্র বলা হয়। আবার কৃষক যেমন জানে, ইহা আমার ক্ষেত্র, আমিই ইহার ফল ভোগ করি, জীবও তেমনি অভিমান করেন, ইহা আমার দেহ; সুখদুঃখাদি আমিই ভোগ করি। এই হেতু জীবকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হইয়া থাকে। গীতার ১৩।১ শ্লোকে শ্রীভগবান শরীরকে ক্ষেত্র এবং ১৩।২ শ্লোকে জীবাত্মাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

১৩।৪ শ্লোকে শ্রীভগবান বলিয়াছেন যে ঋষিরা নানা প্রকারে পৃথক ভাবে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছেন এবং পরে ব্রহ্মসূত্রে ঐগুলি সুসম্বদ্ধ ভাবে সুসজ্জিত হইয়াছে। এই কারণ বশতঃ ব্রহ্মসূত্রের একটি নাম দেওয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছে উত্তরমীমাংসা। আবার ঐ গ্রন্থে ক্ষেত্রজ্ঞের বিচার আছে বলিয়া উহার আর একটি নাম শারীরক সূত্র। কিন্তু এই বেদান্ত দর্শন অনুসারে ক্ষেত্র পৃথক পৃথক ভাবে না দেখিয়া সমষ্টিগত ভাবে দেখিলে বলিতে হয়, ক্ষেত্রজ্ঞ অদ্বয় জ্ঞান-তত্ত্ব, অবিকারী ব্রহ্ম। এ অবস্থাতে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদের প্রশ্ন থাকে না।

গীতার অনেক ভাষ্যকার গীতার ৭।৪ শ্লোকে বর্ণিত অপরা প্রকৃতির সহিত জড় প্রকৃতির এবং ৭।৫ শ্লোকে বর্ণিত পরা প্রকৃতির সহিত সাংখ্যোক্ত পুরুষের সামঞ্জস্য দেখাইয়াছেন। শ্রীভগবান ত্রয়োদশ অধ্যায়ে প্রথমে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিষয় বলিয়া ১৯শ শ্লোক হইতে যথাক্রমে প্রকৃতি এবং পুরুষের নিম্নলিখিত বর্ণনা দিয়াছেন। প্রকৃতি অনাদি; দেহেন্দ্রিয়াদি বিকার সমূহের ও সুখদুঃখাদি গুণ সমূহের কারণ (১৩।১৯); দেহেন্দ্রিয়াদির কর্তৃত্বের বিষয়েও তিনিই কারণ (১৩।২০)।

পুরুষ অনাদি (১৩।১৯); সুখদুঃখাদি গুণ সমূহ ভোগের কারণ (১৩।২০); ঐ গুণসঙ্গ হেতু সদসদ্ যোনিতে জন্ম ঘটে (১৩।২১); এই দেহে যে পরমপুরুষ আছেন তিনি উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর ও পরমাত্মা বলিয়াও উক্ত হন (১৩।২২)।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে সাংখ্যে এবং বেদান্তে বর্ণিত প্রকৃতি-পুরুষের সহিত গীতোক্ত প্রকৃতি-পুরুষের সৌসাদৃশ্য এবং পার্থক্য উভয়ই বুঝা যাইবে। মূল কথা এই, এক অদ্বিতীয় চৈতন্যময় পুরুষই আছেন। তিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর। তিনিই লীলাবশতঃ দেহ মন নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং দেহমনের অবস্থা জানার জন্য তিনিই দেহমনরূপে অনুভবও করিতেছেন। খেলা শেষ হইলে তিনি কেবল মাত্র চৈতন্য হন। খণ্ড জীবরূপে যিনি, অখণ্ড চৈতন্যরূপেও তিনিই।

পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমেশানন্দ তাঁহার "গীতা-সার-সংগ্রহ প্রবেশিকা"তে এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়াছেন:

"এক নির্জ্জন ঘরে একটি ঘড়ি টক্ টক্ করিয়া চলিতেছে এবং কত ঘণ্টা কত মিনিট সময় গেল, তাহা হিসাব করিতেছে। হঠাৎ ছাদ হইতে একখানা ইট খসিয়া ঘড়ির উপর পড়িল, ঘড়ি ভাঙ্গিয়া গেল; কিন্তু তাহা কেহই জানিল না। আমাদের কাহারও গায়ে একটু মাত্র বেশী গরম লাগিলেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'উহু' করিয়া উঠে কে? যে দেহযন্ত্রের মধ্যে থাকিয়া দেহের সব ব্যাপার 'আমার নিজের' এইরূপ বোধ করে, সেই ভোক্তা পুরুষ। আর ঐ যে ঘড়ির মত শরীরের গতি এবং বুদ্ধির বিচার, তাহার হেতু প্রকৃতি। পুরুষ আছেন বলিয়া ভোগ হয়। তাহা না হইলে দেহমনের লাভ ক্ষতি জানিত কে?" (১০৭ পৃঃ ২য় সংস্করণ)

অবশ্য একটি বিষয়ে সাংখ্যের সঙ্গে গীতার এবং বেদান্তের প্রভেদ আছে। সাংখ্য মতে প্রকৃতির স্বভাবই পরিণাম, এজন্য উহাকে প্রসবধর্ম্মী বলা হয়। কিন্তু আলোচ্য ১৩।২৬ শ্লোকে বলা হইতেছে যে, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগে স্থাবর জঙ্গম সকল পদার্থের সৃষ্টি হয়। ১৩।১০ শ্লোকেও শ্রীভগবান বলিতেছেন "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।" আবার ১৪।৩ শ্লোকে ইহাকে প্রকৃতির গর্ভাধান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ৭।৪ শ্লোকে "মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা" বলিয়াছেন। ৭।১৪ শ্লোকে "মম মায়া" আখ্যা দিয়াছেন। ১৮।৬১ শ্লোকে মায়া বা প্রকৃতি যে তাঁহার দ্বারাই চালিত এ কথা স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। বেদান্তেও বলা হইয়াছে ঈশ্বরের অধিষ্ঠানই প্রকৃতির সৃষ্টিরূপে পরিণামের কারণ, "স ঐক্ষত", "ঈক্ষাঞ্চক্রে" ইত্যাদি।

এইরূপ কিছু কিছু পার্থক্য থাকিলেও গীতা, বেদান্ত এবং সাংখ্যে মূলগত ঐক্য রহিয়াছে। তাই এই বিষয়ে বলার সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুর গীতোক্ত ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের স্পষ্ট উল্লেখ না করিয়া কখনও সাংখ্যের পরিভাষা ব্যবহার করিয়া প্রকৃতি ও পুরুষ বলিয়াছেন; আবার কখনও বা বেদান্তের পরিভাষা অনুযায়ী ব্রহ্ম ও শক্তি বলিয়াছেন; কখনও বা শিব ও শক্তি বা কালী; কখনও বা রাম ও সীতা; কখনও বা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা ইত্যাদি।

প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগে সকল পদার্থের উৎপত্তি এই কথা শ্রীশ্রীঠাকুরও বলিয়াছেন, তবে তিনি প্রকৃতি-পুরুষ শব্দ ব্যবহার না করিয়া অন্য শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন:

"শক্তি না থাকলে শুধু শিবে কার্য্য হয় না। যেমন শুধু মাটিতে কোন গড়ন হয় না, জল চাই তবে গড়ন হয়।" (সু-উপ ৫৩৪।১২৭)

এই সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে বুঝাইতেছেন:

"আমি আর কি বলব বাবু—সচ্চিদানন্দ যে কি (পদার্থ), তা কেউ বলতে পারে না। তাই তিনি প্রথম হলেন—অর্দ্ধনারীশ্বর! কেন?—না, দেখাবেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলে যে পুরুষ প্রকৃতি দুইই আমি। তারপর তা থেকে আরও এক থাক নেবে আলাদা আলাদা পুরুষ ও আলাদা আলাদা প্রকৃতি হলেন।" (গু-উ ৫।২৪৯)

"পুরুষ আর প্রকৃতি ছাড়া আর কিছুই নাই। নারদ বলেছিলেন, 'হে রাম, যত পুরুষ দেখতে পাও, সব তোমার অংশ; আর, যত স্ত্রী দেখতে পাও, সব সীতার অংশ'।"[৫৫] (ক ৩।১৭।১।২০৩)

"হাঁ, ওরা এক সঙ্গেই থাকে। পায়রাদের দেখ নাই, তফাতে থাকতে পারে না। যেখানে পুরুষ, সেখানেই প্রকৃতি; যেখানে প্রকৃতি সেখানেই পুরুষ।" (ক ৩।২০।৫।২৫০)

"যোগমায়া অর্থাৎ পুরুষ-প্রকৃতির যোগ। যা কিছু দেখছ সবই পুরুষ-প্রকৃতির যোগ। শিবকালীর মূর্ত্তি, শিবের উপর কালী দাঁড়িয়ে আছেন। শিব শব হয়ে পড়ে আছেন। কালী শিবের দিকে চেয়ে আছেন। এই সমস্তই পুরুষ-প্রকৃতির যোগ। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, তাই শিব শব হয়ে পড়ে আছেন। পুরুষের যোগে প্রকৃতি সমস্ত কাজ করছেন। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করছেন। রাধা-কৃষ্ণ যুগল মূর্ত্তিরও মানে ঐ। ঐ যোগের জন্য বঙ্কিম ভাব। সেই যোগ দেখানর জন্যই শ্রীকৃষ্ণের নাকে মুক্তা; শ্রীমতীর নাকে নীল পাথর। শ্রীমতীর গৌর বরণ মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল। শ্রীকৃষ্ণের শ্যামবর্ণ, তাই শ্রীমতীর নীল পাথর। আবার শ্রীকৃষ্ণ পীতবসন ও শ্রীমতী নীলবসন পরেছেন।" (ক ১।৬।৩।১০৯)

"নাম-রূপ যেখানে সেখানেই প্রকৃতির ঐশ্বর্য্য। সীতা হনুমানকে বলেছিলেন, 'বৎস, আমিই একরূপে রাম, একরূপে সীতা হয়ে আছি; একরূপে ইন্দ্র, একরূপে ইন্দ্রাণী,—একরূপে ব্রহ্মা, একরূপে ব্রহ্মাণী,—একরূপে রুদ্র, একরূপে রুদ্রাণী,—হয়ে আছি।—নাম-রূপ যা আছে, সব চিচ্ছক্তির ঐশ্বর্য্য। চিচ্ছক্তির ঐশ্বর্য্য সমস্তই; এমন কি, ধ্যান, ধ্যাতা পর্য্যন্ত। আমি ধ্যান করছি, যতক্ষণ বোধ, ততক্ষণ তাঁরই এলাকায় আছি।" (ক ২।১৯।৩।১৮৬)

"একদিন দেখালেন, চতুর্দ্দিকে শিব আর শক্তি। শিব-শক্তির রমণ। মানুষ, জীব, জন্তু, তরু, লতা সকলের ভিতরেই সেই শিব আর শক্তি!—পুরুষ আর প্রকৃতি! এদের রমণ।" (ক ৪।৯।২।৬৬)

শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্য দেহে যে শিব-শক্তি যুগপৎ বিরাজমান, এ কথা বুঝাই-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বার জন্য তাঁহার জীবনের একটি ঘটনা "লীলা প্রসঙ্গ" হইতে নীচে উদ্ধৃত করিতেছি :

"সর্ব্বদাই আপন ভাবে বিভোর ঠাকুর একদিন তাঁহার ঘরের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে যে লম্বা বারান্দাটি পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত আছে, তথায় আপন মনে গোঁ-ভরে পদচারণ করিতেছিলেন। ঠাকুরবাড়ী ও পঞ্চবটীর মধ্যে যে একটি পৃথক বাড়ী আছে, যাহাকে এখনও 'বাবুদের কুঠি' বলিয়া ঠাকুরবাড়ীর কর্ম্মচারীরা নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, তাহারই একটি প্রকোষ্ঠে মথুরবাবু তখন একাকী আপন মনে বসিয়াছিলেন। মথুরবাবু যেখানে বসিয়াছিলেন, সেখান হইতে ঠাকুর যেখানে বেড়াইতেছিলেন সে স্থানটির ব্যবধান বড় বেশী না হওয়ায় বেশ নজর হইতেছিল।...মথুরবাবুই হঠাৎ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া দৌড়াইয়া ঠাকুরের নিকট আগমন করিলেন এবং প্রণত হইয়া তাঁহার পাদদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন!

"ঠাকুর বলেন, 'বললুম, তুমি একি করছ? তুমি বাবু, রাণীর জামাই, লোকে তোমায় এমন করতে দেখলে কি বলবে? স্থির হও, উঠ।'—সে কি তা শুনে! তারপর ঠাণ্ডা হয়ে সকল কথা ভেঙ্গে বললে অদ্ভুত দর্শন হয়েছিল! বললে, 'বাবা, তুমি বেড়াচ্ছ আর আমি স্পষ্ট দেখলুম, যখন এদিকে আগিয়ে আসছ, দেখছি তুমি নও, আমার ঐ মন্দিরের মা! আর যাই পিছন ফিরে ওদিকে যাচ্ছ, দেখি কি যে সাক্ষাৎ মহাদেব! প্রথম ভাবলুম চোখের ভ্রম হয়েছে; চোখ ভাল করে পুঁছে ফের দেখলুম,—দেখি তাই! এইরূপ যতবার করলুম, দেখলুম তাই!' এই বলে আর কাঁদে! আমি বললুম, 'আমি তো কৈ কিছু জানি না বাবু'—কিন্তু সে কি শুনে! শুনে ভয় হল, পাছে এ কথা কেউ জেনে গিন্নিকে (রাণী রাসমণিকে) বলে দেয়। সেই বা কি ভাববে, হয়ত বলবে কিছু গুণটুণ করেছে। অনেক করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলায় তবে সে ঠাণ্ডা হয়!" (গু-পূ ৬।১৯২-৪)

হর-পার্ব্বতী যে সর্ব্বদেহে অধিষ্ঠিত এই তত্ত্বটির সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উপাখ্যানটিও "লীলা প্রসঙ্গ" হইতে উদ্ধৃত হইল :

"কিশোর বয়সে গণেশ একদিন ক্রীড়া করিতে করিতে একটি বিড়াল দেখিতে পান এবং বালসুলভ-চপলতায় উহাকে নানাভাবে পীড়া প্রদান ও প্রহার করিয়া ক্ষতবিক্ষত করেন। বিড়াল কোনরূপে প্রাণ বাঁচাইয়া পলায়ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলে, গণেশ শান্ত হইয়া নিজ জননী শ্রীশ্রীপার্ব্বতী দেবীর নিকট আগমন করিয়া দেখিলেন, দেবীর শ্রীঅঙ্গের নানা স্থানে প্রহার-চিহ্ন দেখা যাইতেছে। বালক মাতার ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া, নিতান্ত ব্যথিত হইয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, দেবী বিমর্ষ ভাবে উত্তর করিলেন,—'তুমিই আমার ঐরূপ দুরবস্থার কারণ।' মাতৃভক্ত গণেশ ঐ কথায় বিস্মিত ও অধিকতর দুঃখিত হইয়া সজল নয়নে বলিলেন,—'সে কি কথা মা, আমি তোমাকে কখন প্রহার করিলাম? অথবা এমন কোন দুষ্কর্ম করিয়াছি বলিয়াও তো স্মরণ হইতেছে না, যাহাতে তোমার অবোধ বালকের জন্য অপরের হস্তে তোমাকে ঐরূপ অপমান সহ্য করিতে হইবে?' জগন্ময়ী শ্রীশ্রীদেবী তখন বালককে বলিলেন,—'ভাবিয়া দেখ দেখি, কোন জীবকে আজ তুমি প্রহার করিয়াছ কি না?' গণেশ বলিলেন,—'তাহা করিয়াছি; অল্পক্ষণ হইল, একটা বিড়ালকে মারিয়াছি।' যাহার বিড়াল সে-ই মাতাকে ঐরূপে প্রহার করিয়াছে ভাবিয়া, গণেশ তখন রোদন করিতে লাগিলেন। অতঃপর শ্রীশ্রীগণেশ-জননী অনুতপ্ত বালককে সাদরে হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন,—'তাহা নহে বাবা, তোমার সম্মুখে বিদ্যমান আমার এই শরীরকে কেহ মারে নাই, কিন্তু আমিই মার্জ্জারাদি যাবতীয় প্রাণিরূপে সংসারে বিরাজ করিতেছি, এজন্য তোমার প্রহারের চিহ্ন আমার অঙ্গে দেখিতে পাইতেছ। তুমি না জানিয়া ঐরূপ করিয়াছ, সেজন্য দুঃখ করিও না; কিন্তু অদ্যাবধি এ কথা স্মরণ রাখিও, স্ত্রী-মূর্ত্তি-বিশিষ্ট জীবসকল আমার অংশে উদ্ভূত হইয়াছে এবং পুং-মূর্ত্তি-ধারী জীবসমূহ তোমার পিতার অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে—শিব ও শক্তি ভিন্ন জগতে কেহ বা কিছুই নাই!' গণেশ মাতার ঐকথা শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া হৃদয়ে ধারণ করিয়া রহিলেন এবং বিবাহযোগ্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, মাতাকে বিবাহ করিতে হইবে ভাবিয়া, উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে অসম্মত হইলেন। ঐরূপে শ্রীশ্রীগণেশ চিরকাল ব্রহ্মচারী হইয়া রহিলেন এবং শিবশক্ত্যাত্মক জগৎ—এই কথা হৃদয়ে সর্ব্বদা ধারণ করিয়া থাকায়, জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য হইলেন।" (সা ১১।২০১-২)

"ঠাকুর শ্রীশ্রীগণপতির জ্ঞানগরিমাসূচক নিম্নলিখিত কাহিনীটিও বলিয়াছিলেন,—কোন সময়ে শ্রীশ্রীপার্ব্বতী দেবী নিজ বহুমূল্য রত্নমালা দেখাইয়া গণেশ ও কার্ত্তিককে বলেন যে, চতুর্দ্দশ-ভুবনান্বিত জগৎ পরিক্রমণ করিয়া তোমাদের মধ্যে যে অগ্রে আমার নিকট উপস্থিত হইবে, তাহাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি এই রত্নমালা প্রদান করিব। শিখিবাহন কার্ত্তিকেয় অগ্রজের লম্বোদর স্থূল তনুর গুরুত্ব এবং তদীয় বাহন মূষিকের মন্দগতি স্মরণ করিয়া বিদ্রূপ হাস্য হাসিলেন এবং 'রত্নমালা আমারই হইয়াছে' স্থির করিয়া, ময়ূরারোহণে জগৎ পরিভ্রমণে বহির্গত হইলেন। কার্ত্তিক চলিয়া যাইবার বহুক্ষণ পরে গণেশ আসন পরিত্যাগ করিলেন এবং প্রজ্ঞা-চক্ষু-সহায়ে শিবশক্ত্যাত্মক জগৎকে শ্রীশ্রীহর-পার্ব্বতীর শরীরে অবস্থিত দেখিয়া, ধীর পদে তাঁহাদিগকে পরিক্রমণ ও বন্দনা করতঃ নিশ্চিন্ত মনে উপবিষ্ট রহিলেন। অনন্তর কার্ত্তিক ফিরিয়া আসিলে শ্রীশ্রীপার্ব্বতী দেবী প্রসাদী রত্নমালা গণপতির প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক তাঁহার গলদেশে উহা সস্নেহে লম্বিতা করিলেন।" (সা ১১।২০২-৩)

৬ (খ) প্রকৃতি কর্ত্রী, পুরুষ অকর্ত্তা

প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥ (১৩।২৯)
যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ (৭।১২)
নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টাঽনুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥ (১৪।১৯)

পূর্ব্ববর্ত্তী ৬ (ক) অনুচ্ছেদের ১৩।২৬ শ্লোকে শ্রীভগবান প্রকৃতি-পুরুষের উল্লেখ না করিয়া ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়াছেন। বর্ত্তমান অনুচ্ছেদের ১৩।২৯ শ্লোকের প্রথম চরণে প্রকৃতির উল্লেখ করিয়া দ্বিতীয় চরণে পুরুষ না বলিয়া আত্মা নামে অভিহিত করিয়াছেন; দ্বিতীয় শ্লোকটিতে প্রকৃতি না বলিয়া তদ্‌বিকার সম্ভূত ত্রিগুণ এবং পুরুষ না বলিয়া শ্রীভগবান নিজেকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন; সর্ব্ব শেষের তৃতীয় শ্লোকটিতে সর্ব্বনিয়ন্ত্রী প্রকৃতির পরিবর্ত্তে ত্রিগুণ এবং অকর্ত্তা পুরুষের পরিবর্ত্তে সে সব হইতে পৃথক ব্রহ্মভাবের উল্লেখ করিয়াছেন। এই তিনটি শ্লোকের তাৎপর্য্য একই,—প্রকৃতি কর্ত্রী, পুরুষ অকর্ত্তা। তাই একসঙ্গে দেওয়া হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃতিই সমস্ত প্রকারে সমস্ত কর্ম্ম করেন, আত্মা [অর্থাৎ পুরুষ] অকর্ত্তা, ইহা যিনি দর্শন করেন তিনিই সম্যগ্‌দর্শী। (১৩।২৯)

সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক, এই সকল ভাবই আমা হইতে জাত [অর্থাৎ আমার সত্তাতেই তাহাদের সত্তা] বলিয়া জানিবে। কিন্তু আমি সে সকলে অবস্থিত নই [অর্থাৎ জীবের ন্যায় এই সকল প্রকৃতির বিকারের অধীন নই; কারণ আমি সম, শান্ত, নির্বিকার]। তথাপি সে সকল আমাতে [আমাকে আশ্রয় করিয়াই] রহিয়াছে। (৭।১২)

এই শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য "ভাবাঃ পদার্থাঃ" লিখিয়াছেন। এবং অনেকেই তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে অব্যবহিত পরেকার ৭।১৩ শ্লোকের সহিত সঙ্গতি রক্ষা হয় না। কারণ ঐ শ্লোকে শ্রীভগবান "ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ" পদে আমার এই ত্রিগুণময় ভাবের উল্লেখ করিয়া ভাব অর্থে পদার্থের নির্দ্দেশ করেন নাই। সেখানে শমদমাদি সাত্ত্বিক ভাব, হর্ষদর্পাদি রাজসিক ভাব এবং শোক-মোহাদি তামসিক ভাবের দ্বারা জগৎ মোহিত হইয়া তাঁহার অব্যয় স্বরূপ জানিতে পারে না, এই কথাই বলিয়াছেন। ঐ বিষয়ে ১ (খ) "অবতারকে চেনা কঠিন" শীর্ষক অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং আলোচ্য শ্লোকে ভাব অর্থে পদার্থ গ্রহণ করিলে সামঞ্জস্য থাকে না। শ্রীধর স্বামীর ভাষ্য অনুসারে "সাত্ত্বিকা ভাবাঃ শমদমাদয়ঃ, রাজসাশ্চ হর্ষদর্পাদয়ঃ, তামসাশ্চ শোকমোহাদয়ঃ।" ইহাই সমীচীন বোধ হয়।

যখন সাক্ষিভাবে অবস্থিত জীব ত্রিগুণ ভিন্ন অন্য কর্ত্তা কাহাকেও দেখিতে পান না, এবং ত্রিগুণের অতীত পরম বস্তু [আত্মাকে] জ্ঞাত হন, তখন তিনি আমার [অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত ব্রহ্ম] ভাব প্রাপ্ত হন। (১৪।১৯)

বর্ত্তমান অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রকৃতির কর্ত্রীত্ব এবং পুরুষের অকর্ত্তৃত্বের বিষয়টির উপরে শ্রীশ্রীঠাকুর একটি সুন্দর উপমা দ্বারা চমৎকার আলোক পাত করিয়াছেন:

"ওতে [সাংখ্য দর্শনে] বলে পুরুষ অকর্ত্তা, কিছু করেন না; প্রকৃতিই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকল কাজ করেন; পুরুষ প্রকৃতির ঐ সকল কাজ সাক্ষিস্বরূপ হয়ে দেখেন; প্রকৃতিও আবার পুরুষকে ছেড়ে আপনি কোন কাজ করতে পারেন না। ... ওই যে গো দেখনি, বে-বাড়ীতে? কর্ত্তা হুকুম দিয়ে নিজে বসে বসে আলবোলায় তামাক টানছে। গিন্নী কিন্তু কাপড়ে হলুদ মেখে একবার এখানে একবার ওখানে বাড়ীময় ছুটোছুটি করে, এ কাজটা হল কি না, ও কাজটা করলে কি না, সব দেখছেন, শুনছেন; বাড়ীতে যত মেয়ে ছেলে আসছে, তাদের আদর অভ্যর্থনা করছেন—আর মাঝে মাঝে কর্ত্তার কাছে এসে হাত মুখ নেড়ে শুনিয়ে যাচ্ছেন—'এটা এই রকম করা হল, ওটা এই রকম হল, এটা করতে হবে, ওটা করা হবে না'—ইত্যাদি। কর্ত্তা তামাক টানতে টানতে সব শুনছেন আর 'হুঁ হুঁ' করে ঘাড় নেড়ে সব কথায় সায় দিচ্ছেন!—সেই রকম আর কি।" (শু-উ ৪।১৬৯-৭০)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তম পরিচ্ছেদ

জন্মান্তর-বাদ

৭ (ক) পুনর্জন্ম কাহাদের হয়

মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ (৮।১৫)
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ (৮।১৬)
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ (৮।৬)
অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ (৮।৫)

মহাত্মারা আমাকে পাইয়া আর দুঃখের আলয় স্বরূপ অনিত্য জন্ম প্রাপ্ত হন না। [যেহেতু তাঁহারা মৎ প্রাপ্তি স্বরূপ] পরমা সিদ্ধি লাভ করেন। (৮।১৫)

হে অর্জ্জুন, ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমস্ত লোক হইতেই জীবেরা পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। কিন্তু হে কৌন্তেয়, আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না। (৮।১৬)

যাহাদের পুনর্জন্ম হয়, তাহাদের সম্বন্ধে শ্রীভগবান ১৪।১৪, ১৪।১৫ এবং ১৪।১৮ শ্লোকে বলিয়াছেন, "সত্বগুণ প্রধান ব্যক্তিরা উর্দ্ধলোকে জন্মগ্রহণ করে, রজোগুণ প্রধান ব্যক্তিরা ইহলোকে জন্মগ্রহণ করে এবং তমোগুণ প্রধান ব্যক্তিরা অধোগামী হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৮।১৬ শ্লোকের প্রথম চরণে "অর্জ্জুন" এবং দ্বিতীয় চরণে "কৌন্তেয়" বলিয়া সম্বোধন করার একটি তাৎপর্য্য আছে। শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, তোমার বিবিধ সদ্‌গুণের সাহায্যে তুমি যে-কোনও উন্নত লোক অর্জ্জন কর না কেন, সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী, মহাত্মাদের পর্য্যন্ত আমাকে না পাওয়া অবধি এই গতি। কিন্তু তুমি আমার পিসিমা কুন্তীর পুত্র, তুমি আমাকেই পাইবে; সুতরাং তোমার বেলাতে সেরূপ ঘটার আশঙ্কা নাই।

হে কৌন্তেয়, যিনি যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে অন্তকালে দেহত্যাগ করেন, তিনি সর্ব্বদা সেইভাবে তন্ময়চিত্ত থাকায় সেই ভাবই প্রাপ্ত হন। (৮।৬)

অন্তকালে যিনি আমাকেই স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়া প্রস্থান করেন, তিনি আমার ভাবই প্রাপ্ত হন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। (৮।৫)

একজন ব্রাহ্মভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আপনি জন্মান্তর মানেন?" তাহার উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন:

"হাঁ, আমি শুনেছি জন্মান্তর আছে। ঈশ্বরের কার্য্য আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কি বুঝব? অনেকে বলে গেছে, তাই অবিশ্বাস করতে পারি না।" (ক ১।৩।৭।৭৬)

শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, 'পরলোক কি রকম' জানিতে চাহিলে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে বুঝাইতেছেন:

"কেশব সেনও ঐকথা জিজ্ঞাসা করেছিল। যতক্ষণ মানুষ অজ্ঞান থাকে, অর্থাৎ যতক্ষণ ঈশ্বর-লাভ হয় নাই, ততক্ষণ জন্মগ্রহণ করতে হবে। কিন্তু জ্ঞানলাভ হলে আর এ সংসারে আসতে হয় না। পৃথিবীতে বা অন্য কোন লোকে যেতে হয় না।

"কুমোরেরা হাঁড়ি রৌদ্রে শুকুতে দেয় দেখ নাই, তার ভিতর পাকা হাঁড়িও আছে, কাঁচা হাঁড়িও আছে? গরু-টরু চলে গেলে হাঁড়ি কতক কতক ভেঙ্গে যায়। পাকা হাঁড়ি ভেঙ্গে গেলে কুমোর সেগুলিকে ফেলে দেয়, তার দ্বারা আর কোন কাজ হয় না। কাঁচা হাঁড়ি ভাঙ্গলে কুমোর তাদের আবার লয়; নিয়ে চাকেতে তাল পাকিয়ে দেয়, নূতন হাঁড়ি তৈয়ার হয়। তাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যতক্ষণ ঈশ্বর দর্শন হয় নাই, ততক্ষণ কুমোরের হাতে যেতে হবে, অর্থাৎ এই সংসারে ফিরে ফিরে আসতে হবে।

"সিদ্ধ ধান পুঁতলে কি হবে? গাছ আর হয় না। মানুষ জ্ঞানাগ্নিতে সিদ্ধ হলে তার দ্বারা আর নূতন সৃষ্টি হয় না, সে মুক্ত হয়ে যায়।" (ক ২।১৩।১।১১১-১২)

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার প্রথম রসদদার পরমভক্ত শ্রীযুক্ত মথুরা নাথ বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত দিয়াও বুঝাইতেছেন যে, যাই কিছু করা হউক না কেন ঈশ্বর লাভ করিয়া ভোগবাসনা শেষ না হইলে, পুনর্জন্ম ঘটিবেই:

"জনৈক বন্ধু ঠাকুরের নিজ মুখ হইতে একদিন মথুরানাথের অপূর্ব্ব কথা শুনিতে শুনিতে তাঁহার মহাভাগ্যের কথা ভাবিয়া স্তম্ভিত ও বিভোর হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'(মৃত্যুর পর) মথুরের কি হল মশায়? তাকে নিশ্চয়ই বোধ হয় আর জন্মগ্রহণ করতে হবে না।' ঠাকুর শুনিয়া উত্তর করিলেন—'কোথাও একটা রাজা হয়ে জন্মেছে আর কি; ভোগবাসনা ছিল'।" (গু-পূ ৭।২৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর আরও বলিতেছেন:

"গীতায় আছে, মৃত্যুকালে যা মনে করবে, পরলোকে তাই হবে। ভরত রাজা 'হরিণ, হরিণ' করে দেহত্যাগ করেছিল, হরিণ জন্ম হল।[৫৭] ঈশ্বর চিন্তা করে দেহত্যাগ করলে ঈশ্বর লাভ হয়, আর এ সংসারে আসতে হয় না।...

"জীব ঈশ্বর চিন্তা করে, কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই; আবার ভুলে যায়, সংসারে আসক্ত হয়।...যদি জীব মৃত্যুকালে ঈশ্বর চিন্তা করে, তা হলে শুদ্ধ মন হয়, সে মন কামিনী-কাঞ্চনে আবার আসক্ত হবার অবসর পায় না।

"ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই; তাই এত কর্ম্ম ভোগ। লোকে বলে যে, গঙ্গাস্নানের সময় তোমার পাপগুলো তোমায় ছেড়ে গঙ্গার তীরের গাছের উপর বসে থাকে। যাই তুমি গঙ্গাস্নান করে তীরে উঠছ অমনি পাপগুলো তোমার ঘাড়ে আবার চেপে বসে। দেহত্যাগের সময় যাতে ঈশ্বর চিন্তা হয়, তাই তার আগে থাকতে উপায় করতে হয়। উপায়—অভ্যাস যোগ। ঈশ্বর চিন্তা অভ্যাস করলে শেষের দিনেও তাঁকে মনে পড়বে।" (ক ১।১২।৬।১৮৬-৭)

"ঈশ্বরের নামে মানুষ পবিত্র হয়। তাই নাম কীর্ত্তন অভ্যাস করতে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি যদু মল্লিকের মাকে বলেছিলাম, যখন মৃত্যু আসবে তখন সেই সংসার চিন্তাই আসবে। পরিবার, ছেলে-মেয়ের চিন্তা—(will) উইল করবার চিন্তা—এই সব আসবে ; ভগবানের চিন্তা আসবে না। উপায় তাঁর নামজপ, নামকীর্ত্তন অভ্যাস করা। এই অভ্যাস যদি থাকে, মৃত্যুর সময় তাঁরই নাম মুখে আসবে। পাখীর বিড়াল ধরলে 'ক্যাঁ', ক্যাঁ' বুলিই আসবে, তখন আর 'রাম রাম' 'হরে কৃষ্ণ' বলবে না।

"মৃত্যু সময়ের জন্য প্রস্তুত হওয়া ভাল। শেষ বয়সে নির্জ্জনে গিয়ে কেবল ঈশ্বরচিন্তা ও তাঁর নাম করা।" (ক ৫।১১।২।১০০)

৭ (খ) যোগভ্রষ্টের পুনর্জন্ম

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥ (৬।৪১)
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ (৬।৪২)

যোগভ্রষ্ট পুরুষ পুণ্যকর্ম্মকারীদিগের প্রাপ্য স্বর্গাদি লোক প্রাপ্ত হইয়া তথায় বহু বৎসর বাস করেন এবং পরে সদাচার সম্পন্ন ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। (৬।৪১)

ইহার কারণ এই যে তাঁহার বিষয়াসক্তি সম্পূর্ণ যায় নাই। এই ভোগবাসনা থাকার দরুণ তিনি জীবিতাবস্থায় যোগ হইতে ভ্রষ্ট হন এবং মৃত্যুকালেও তাঁহার মুক্তি হয় না। তবে যত দিন যোগলব্ধ পুণ্যফলের ভোগ শেষ না হয় ততদিন উন্নত লোকে বাস করিয়া থাকেন।

পক্ষান্তরে [যাঁহার ভোগবাসনা প্রায় সম্পূর্ণ অপগত হইয়া মৃত্যুকালে অতি সামান্য মাত্র অবশিষ্ট থাকে] তিনি জ্ঞানবান যোগী-দিগের কুলে জন্মলাভ করেন। জগতে ঈদৃশ জন্ম [সদাচার সম্পন্ন ধনীর গৃহে জন্ম অপেক্ষা] দুর্লভতর। (৬।৪২)

কারণ সদাচার-সম্পন্ন ধনীর গৃহেও সুন্দর গৃহসজ্জা, উত্তম পানভোজন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহার্ঘ বসন ভূষণ, বহুমূল্য রত্নরাজী, সুন্দরী স্ত্রী ইত্যাদি চিত্তবিক্ষেপকর নানা বিষয়ের অভাব নাই। কিন্তু জ্ঞানবান যোগীর গৃহে এ সব উপদ্রব তো নাইই, পরন্তু অবিরাম জ্ঞান-চর্চ্চার সুযোগও পাওয়া যায়।

জনাইয়ের মুখুয্যে বাবুকে সম্বোধন করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন :

"তোমাদের ধন ঐশ্বর্য্য আছে অথচ ঈশ্বরকে ডাকছ, এ খুব ভাল। গীতায় আছে যারা যোগভ্রষ্ট তারাই ভক্ত হয়ে ধনীর ঘরে জন্মায়।" (ক ৪।৭।২।৩৭

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়কে বলিতেছেন :

"ঈশ্বরের উপর টান সকলের হয় না, আধার বিশেষের হয়! সংস্কার থাকলে হয়! তা না হলে বাগবাজারে এত লোক ছিল কেবল তোমরাই এখানে এলে কেন? আদাড়ে গুলোর হয় না। মলয় পর্ব্বতের হাওয়া লাগলে সব গাছ চন্দন হয়; কেবল শিমুল, অশ্বত্থ, বট আর কয়েকটা গাছ চন্দন হয় না।

"তোমাদের টাকা কড়ির অভাব নাই। যোগভ্রষ্ট হলে ভাগ্যবানের ঘরে জন্ম হয়,—তারপর আবার ঈশ্বরের জন্য সাধনা করে।...

পূর্ব্বজন্মে ঈশ্বর চিন্তা করতে করতে হয়ত হঠাৎ ভোগ করবার লালসা হয়েছে। এরূপ হলে যোগভ্রষ্ট হয়। আর পরজন্মে ঐরূপ জন্ম হয়।" (ক ৪।২০।১।১৮৬)

কিন্তু যাঁহার ভোগলালসা প্রায় সম্পূর্ণই গিয়াছে, তিনি ধনীর গৃহে না জন্মিয়া যোগীর বংশে জন্ম লাভ করেন। এরূপ যোগভ্রষ্টের বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন :

"কারু কারু যোগীর লক্ষণ দেখা যায়। ...যোগভ্রষ্ট হয়ে সংসারে এসে পড়ে —হয়ত ভোগের বাসনা কিছু ছিল। সেইগুলো হয়ে গেলে আবার ঈশ্বরের দিকে যাবে,—আবার সেই যোগের অবস্থা।"[৫৮]। (ক ৩।২।১।১২)

"পূর্ব্বজন্মে যে রাজা ছিল, যার সকল ভোগের অবসান হয়েছে, এ জন্মে সেই মুক্তপুরুষ হতে পারে।" (সু-উপ ৭০৪।১৭৮)

"পূর্ব্বজন্মের সংস্কার মানতে হয়। শুনেছি একজন শব-সাধন করছিল, গভীর বনে ভগবতীর আরাধনা করছিল। কিন্তু সে অনেক বিভীষিকা দেখতে লাগল; শেষে তাকে বাঘে নিয়ে গেল। আর একজন বাঘের ভয়ে নিকটে একটা গাছের উপর উঠেছিল। শব আর অন্যান্য পূজার উপকরণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৈয়ার দেখে, সে নেমে এসে আচমন করে শবের উপর বসে গেল। একটু জপ করতে করতে মা সাক্ষাৎকার হলেন ও বললেন, 'আমি তোমার উপর প্রসন্ন হয়েছি, তুমি বর নাও।' মার পাদপদ্মে প্রণত হয়ে সে বললে, 'মা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার কাণ্ড দেখে অবাক হয়েছি। সে ব্যক্তি এত খেটে, এত আয়োজন করে, এত দিন ধরে তোমার সাধনা করছিল, তাকে তোমার দয়া হল না! আর আমি, কিছু জানি না, শুনি না, ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন, আমার উপর এত কৃপা হল!' ভগবতী হাসতে হাসতে বললেন, 'বাছা, তোমার জন্মান্তরের কথা স্মরণ নাই, তুমি জন্ম জন্ম আমার তপস্যা করেছিলে, সেই সাধন বলে তোমার এরূপ জোট পাট হয়েছে, তাই আমার দর্শন পেলে। এখন বল, কি বর চাও'।" (ক ১।৪।১।৭৯-৮০)

"কি জান? অনেকটা পূর্ব্বজন্মের সংস্কারেতে হয়। লোকে মনে করে, হঠাৎ হচ্ছে।

"একজন সকালে একপাত্র মদ খেয়েছিল, তাতেই বেজায় মাতাল, ঢলাঢলি আরম্ভ করলে। লোকে অবাক। একপাত্রে এত মাতাল কি করে হল? একজন বললে, 'ওরে, সমস্ত রাত্রি মদ খেয়েছে।'...

"আর দেখ লালাবাবু।[৫৯] এত ঐশ্বর্য্য; পূর্ব্বজন্মের সংস্কার না থাকলে, ফস করে কি বৈরাগ্য হয়? আর রাণী ভবাণী। মেয়েমানুষ হয়ে এত জ্ঞান ভক্তি!" (ক ২।১৯।২।১৮১)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কর্ম্মত্যাগ ও নিষ্কাম কর্ম্ম

৮ (ক) কর্ম্মত্যাগ সকলের জন্য নয়

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥ (৩।২৬)
প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ॥ (৩।২৯)

[এই কর্ম্মের এই শুভফল পাওয়া যাইবেই এরূপ নিশ্চয় বুদ্ধিতে] কর্ম্মে আসক্ত অজ্ঞানীদের বুদ্ধি জ্ঞানী ব্যক্তিরা বিচালিত করিবেন না। [বরং নিজেরা] অবহিত হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক [নিজেদের দৃষ্টান্ত দ্বারা] অজ্ঞানীদিগকে কর্ম্মেই নিযুক্ত রাখিবেন। (৩।২৬)

যাহারা প্রকৃতির গুণে বিমোহিত, তাহারা গুণের [অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদির] কর্ম্মে আসক্ত হয়। সেই সকল অল্পবুদ্ধি মন্দমতিদিগকে জ্ঞানিগণ [কর্ম্ম হইতে] বিচালিত করিবেন না। (৩।২৯)

কেহ যদি অজ্ঞানী বিষয়ী লোকদিগকে ত্যাগের উপদেশ দেন, তাহাতে কোন ফল হয় না। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে বলিতেছেন:

"হাজার লেকচার দাও বিষয়ী লোকদের কিছু করতে পারবে না। পাথরের দেওয়ালে কি পেরেক মারা যায়? পেরেকের মাথা ভেঙে যাবে তো দেওয়ালের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছু হবে না।··· সাধুর কমণ্ডলু (তুম্বা) চারধাম করে আসে কিন্তু যেমন তেঁতো তেমনি তেঁতো। তোমার লেকচারে বিষয়ী লোকদের বড় কিছু হচ্ছে না।" (ক ১।১১।২।১৬০)

"কুমীরের গায় অস্ত্র মারলে অস্ত্র ঠিকরে পড়ে, তার গায় কিছু লাগে না। বদ্ধ জীবের কাছে ধর্ম্মকথা যতই বল না কেন, কিছুতেই তাদের প্রাণে লাগতে পারবে না।" (সু-উপ ২১৬।৫৩)

অনধিকারীর পক্ষে কর্ম্মশূন্য জীবন বিড়ম্বনা মাত্র, এটি পরিষ্কারভাবে বুঝাইবার জন্য পূজ্যপাদ মাষ্টার মহাশয়ের জনৈক বিপত্নীক, আলস্য পরায়ণ বন্ধু শ্রীযুক্ত হরিবাবুকে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন :

"সে কি? তুমি যে কুমড়োকাটা বড়ঠাকুর হলে। তুমি না সংসারী, না হরিভক্ত। এ ভাল নয়। এক এক জন বাড়ীতে পুরুষ থাকে,—মেয়েছেলেদের নিয়ে রাতদিন থাকে, আর বাহিরের ঘরে বসে ভুড়ুক ভুড়ুক করে তামাক খায়; নিষ্কর্ম্মা হয়ে বসে থাকে। তবে বাড়ীর ভিতরে কখনও গিয়ে কুমড়ো কেটে দেয়। মেয়েদের কুমড়ো কাটতে নাই, তাই ছেলেদের দিয়ে তারা বলে পাঠায়, 'বড়ঠাকুরকে ডেকে আন। তিনি কুমড়োটা দুখানা করে দিবেন।' তখন সে কুমড়োটা দুখান করে দেয়; এই পর্য্যন্ত পুরুষের ব্যবহার। তাই নাম হয়েছে 'কুমড়োকাটা বড়ঠাকুর'।" (ক ৩।৫।১।৫০)

ভোগবাসনায় আসক্তচিত্ত ব্যক্তিদিগকে কর্ম্মত্যাগের উপদেশ দেওয়া কেন উচিত নয় তাহা শ্রীশ্রীঠাকুর নানা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়াছেন :

"সকলের পক্ষে সংসার-ত্যাগ নয়। যাদের ভোগান্ত হয় নাই তাদের পক্ষে সংসার-ত্যাগ নয়।···তারা নিষ্কাম কর্ম্ম করবার চেষ্টা করবে।" (ক ৫।৫।১।৩৭)

"তবে কি জান? সময় না হলে কিছু হয় না। কারু কারু ভোগ, কর্ম্ম অনেক বাকি থাকে। তাই জন্য দেরীতে হয়। ফোড়া কাঁচা অবস্থায় অস্ত্র করলে হিতে বিপরীত হয়। পেকে মুখ হলে তবে ডাক্তার অস্ত্র করে।" (ক ৫।৩।৩।৩০)

"যতদিন সংসারে ভোগ করবার ইচ্ছা থাকে, ততদিন কর্ম্ম ত্যাগ করতে পারে না। যতক্ষণ ভোগের আশা, ততক্ষণ কর্ম্ম।

"একটি পাখী জাহাজের মাস্তুলে অন্যমনস্কে বসে ছিল। জাহাজ গঙ্গার ভিতর ছিল, ক্রমে মহাসমুদ্রে এসে পড়ল। তখন পাখীর চটকা ভাঙ্গল, সে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখলে চতুর্দ্দিকে কূল-কিনারা নাই। তখন ড্যাঙ্গায় ফিরে যাবার জন্য উত্তর দিকে উড়ে গেল। অনেক দূর গিয়ে শ্রান্ত হয়ে গেল, তবু কূল-কিনারা দেখতে পেলে না। তখন কি করে—ফিরে এসে মাস্তলে আবার বসল।

"অনেকক্ষণ পরে পাখীটা আবার উড়ে গেল;—এবার পূর্ব্বদিকে গেল। সেদিকে কিছুই দেখতে পেলে না; চারিদিকে কেবল অকূল পাথার! তখন ভারি পরিশ্রান্ত হয়ে আবার জাহাজে ফিরে এসে মাস্তলের উপর বসল। অনেকক্ষণ জিরিয়ে একবার দক্ষিণদিকে গেল; এইরূপে আবার পশ্চিমদিকে গেল। যখন দেখলে কোথাও কূল-কিনারা নাই, তখন সেই যে মাস্তলের উপর বসল, আর উঠল না। নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইল। তখন মনে আর কোন ব্যস্তভাব বা অশান্তি রইল না। নিশ্চিন্ত হয়েছে, আর কোন চেষ্টাও নাই।" (ক ৩।১৭।৪।২১৬-১৭)

"সংসারী লোকেরা যখন সুখের জন্য চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, আর পায় না, আর শেষে পরিশ্রান্ত হয়; যখন কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত হয়ে কেবল দুঃখ পায়; তখনই বৈরাগ্য আসে, ত্যাগ আসে। ভোগ না করলে অনেকের ত্যাগ হয় না। কুটীচক[৬০] আর বহূদক[৬১]। সাধকদের ভিতরও কেউ কেউ অনেক তীর্থে ঘোরে। এক জায়গায় স্থির হয়ে বসতে পারে না; অনেক তীর্থের উদক—কিনা জল খায়। যখন ঘুরে ঘুরে ক্ষোভ মিটে যায়, তখন এক জায়গায় কুটীর বেঁধে বসে। আর নিশ্চিন্ত ও চেষ্টাশূন্য হয়ে ভগবানকে চিন্তা করে।" (ক ৩।১৭।৪।২১৭)

কেবল বিষয় কর্ম্ম কেন, নিত্যকর্ম্ম পর্য্যন্ত সময় না হইলে ত্যাগ করা যায় না। শ্রীশ্রীঠাকুর পণ্ডিত শশধরকে একটু জল খাইতে বলিলে তিনি উত্তর দিলেন তিনি এখনও সন্ধ্যা করেন নাই।

"ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়া···বলিতেছেন, কতদিন সন্ধ্যা? যতদিন ওঁ বলতে মন লীন না হয়।

"পণ্ডিত। তবে জল খাই;—তার পর সন্ধ্যা করব।

"শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি তোমার স্রোতে বাধা দিব না। সময় না হলে ত্যাগ ভাল না।···কাঁচা বেলায় নারিকেলের বেল্লো[৬২] টানা টানি করতে নাই,—ও রকম করে ভাঙ্গলে গাছ খারাপ হয়। (ক ৩।৯।৬।৯৯)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৮ (খ) বাহ্য কর্ম্মত্যাগ নিষ্ফল

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥ (৩।৬)

যে মূঢ়মতি [হস্ত পদাদি] কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল সংযত করিয়া অবস্থান করে অথচ মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল চিন্তা করে, তাহাকে মিথ্যাচারী বলা হয়। (৩।৬)

সাধারণতঃ "মিথ্যাচারী" শব্দটি কপট অর্থে ব্যবহৃত হয়। যাঁহারা অসাধারণত্ব দেখাইয়া লোকের কাছে মান পাইবার উদ্দেশ্যে কৃচ্ছ্রতা পালন করিতেছেন, তাঁহারা অবশ্যই ভণ্ড। কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্ম পালন করিবেন বলিয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু বিষয় বাসনা ত্যাগ করিতেছেন না, তাঁহারা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী এ কথা সত্য হইলেও, তাঁহাদিগকে ঠিক ভণ্ড বলা যায় না। তথাপি শ্রীভগবান বলিতেছেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরও স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, বিষয়-কামনা এবং তজ্জনিত বিষয় চিন্তা থাকিলে বাহ্যতঃ কর্ম্মত্যাগ করিলেও সব সাধনা নিষ্ফল, বৃথা, মিথ্যা।

শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র হাজরাকে শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং দক্ষিণেশ্বরে আনিয়াছিলেন। তিনি অনুরোধ করা সত্ত্বেও হাজরা মহাশয় মাত্র তিন দিনের জন্য দেশে গিয়া বৃদ্ধা জননীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে কিছুতেই সম্মত হন নাই। সুতরাং তিনি বাহ্যতঃ কর্ম্মত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ভিতরে ভিতরে কামনা ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে ভণ্ড বলেন নাই; বরং তাঁহার সম্বন্ধে বলিতেছেন:

"নিষ্ঠা আছে বটে।" (ক ৩।১৫।১।১৮০)

কিন্তু একটু পরেই বলিতেছেন:

"দক্ষিণেশ্বরে বসে হাজরা জপ করত! আবার ওরই ভিতর থেকে দালালীর চেষ্টা করত। বাড়ীতে কয় হাজার টাকা দেনা আছে—সেই দেনা শুধতে হবে।" (ক ৩।১৫।১।১৮০)

শ্রীযুক্ত হাজরা মহাশয় সম্বন্ধে আরও বলিতেছেন:

"আমি জানি যে, যদি কেউ পর্ব্বতের গুহায় বাস করে, গায়ে ছাই মাখে, উপবাস করে, নানা কঠোর করে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে বিষয়ে মন—কামিনী-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাঞ্চনে মন—সে লোককে আমি বলি ধিক। আর যার কামিনী-কাঞ্চনে মন নাই—খায় দায় বেড়ায়, তাকে বলি ধন্য।" (ক ৫।১৫।১।১৪২)

"লোকে হাজার তপ জপ করুক, যদি বিষয় বুদ্ধি থাকে, তা হলে কিছুই হবে না; আর[৬৩] শূকর মাংস খেয়ে যদি ঈশ্বরে মন থাকে সে ব্যক্তি ধন্য! তার ক্রমে ঈশ্বর লাভ হবেই।" (ক ৩।১৭।১।২০৩)

"মিথ্যা কিছুই ভাল নয়। মিথ্যা ভেক ভাল নয়। ভেকের মত যদি মনটা না হয়, ক্রমে সর্ব্বনাশ হয়। মিথ্যা বলতে বা করতে ক্রমে ভয় ভেঙ্গে যায়। তার চেয়ে সাদা কাপড় ভাল। মনে আসক্তি, মাঝে মাঝে পতন হচ্ছে, আর বাহিরে গেরুয়া! বড় ভয়ঙ্কর!

"এমন কি, যারা সৎ, অভিনয়েও তাদের মিথ্যা কথা বা কাজ ভাল নয়। কেশব সেনের ওখানে নববৃন্দাবন নাটক দেখতে গিছিলাম। কি একটা আনলে (cross) আবার জল ছড়াতে লাগল; বলে শান্তিজল।" (ক ১।৫।২।৯৮)

বাহ্যতঃ কর্ম্মত্যাগ, পরিধানেও সাধুজনোচিত বেশ, তথাপি কোনও কোনও সাধু কিরূপে বিষয়-চিন্তা করেন তাহা বুঝাইবার জন্য শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত দিতেছেন:

"দেখ বিজয়, সাধুর সঙ্গে যদি পুঁটলী-পোটলা থাকে, পনরটা গাঁটওয়ালা যদি কাপড় বুচকি থাকে, তাহলে তাদের বিশ্বাস করো না। আমি বটতলায় ঐ রকম সাধু দেখেছিলাম। দু তিন জন বসে আছে, কেউ ডাল বাচ্ছে, কেউ কেউ কাপড় সেলাই করছে, আর বড় মানুষের বাড়ীর ভাণ্ডারার গল্প করছে। বলছে, 'আরে, ও বাবুনে লাখো রূপেয়া খরচ কিয়া, সাধু লোককো বহুৎ খিলায়া—পুরী, জিলেবী, পেঁড়া, বরফী, মালপুয়া, বহুৎ চিজ তৈয়ার কিয়া'।" (ক ১।৮।৩।১২৬)

"যে মূঢ় বাসনা থাকতে গৈরিক বসন পরিধান করে, তার ইহকাল ও পরকাল দুইই যায়।" (সু-উপ ৭১০।১৮০)

এমন কি, এক সময়ে হয়তো বাহ্যতঃ সমাধির মত অবস্থা দেখা গিয়াছে, তথাপি পরে অন্তরের বিষয়-চিন্তা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে, সে সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত উপাখ্যানটি বলিয়াছেন:

"একজন বাজীকর খেলা দেখাচ্ছে রাজার সামনে। আর মাঝে মাঝে বলছে, 'রাজা, টাকা দেও, কাপড়া দেও।' এমন সময়ে তার জিব তালুর মূলের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাছে উলটে গেল। অমনি কুম্ভক হয়ে গেল। আর কথা নাই, শব্দ নাই, স্পন্দ নাই! তখন সকলে তাকে ইটের কবর তৈয়ার করে সেই ভাবেই পুঁতে রাখলে। হাজার বৎসর পরে সেই কবর কে খুঁড়েছিল। তখন লোকে দেখে যে একজন যেন সমাধিস্থ হয়ে বসে আছে। তারা তাকে সাধু মনে করে পূজা করতে লাগল। এমন সময় নাড়াচাড়া দিতে দিতে তার জীব তালু থেকে সরে এল। তখন তার চৈতন্য হল; আর সে চীৎকার করে বলতে লাগল, 'লাগ ভেলকী লাগ! রাজা, টাকা দেও, কাপড়া দেও'!"

(ক ৩।৯।৩।৯০-৯১)

অন্তরে বিষয়-চিন্তা থাকিলে দৃশ্যতঃ সাধু আচরণও যে কিরূপ নিষ্ফল হয়, সে সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত দুইটি উপাখ্যান বলিয়াছেন:

"যেমন ভাব তেমনি লাভ। দুজন বন্ধু পথে যাচ্ছে। এক জায়গায় ভাগবত পাঠ হচ্ছিল। একজন বন্ধু বললে, 'এস ভাই, একটু ভাগবত শুনি।' আর একজন একটু উঁকি মেরে দেখলে। তারপর সে সেখান থেকে চলে গিয়ে বেশ্যালয়ে গেল। সেখানে খানিকক্ষণ পরে তার মনে বড় বিরক্তি এল। সে আপনা-আপনি বলতে লাগল, 'ধিক আমাকে! বন্ধু আমার হরি কথা শুনছে; আর আমি কোথায় পড়ে আছি!' এদিকে যে ভাগবত শুনছে, তারও ধিক্কার হয়েছে। সে ভাবছে, আমি কি বোকা। কি ব্যাড় ব্যাড় করে বকছে, আর আমি এখানে বসে আছি! বন্ধু আমার কেমন আমোদ আহ্লাদ করছে'; এরা যখন মরে গেল, যে ভাগবত শুনেছিল তাকে যমদূত নিয়ে গেল। যে বেশ্যালয়ে গিছিল, তাকে বিষ্ণুদূত বৈকুণ্ঠে নিয়ে গেল।

"ভগবান মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, কে কোথায় পড়ে আছে, তা দেখেন না। 'ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন'।" (ক ২।৩।৩।৩৪-৫)

"এক শির মন্দিরের পাশে একজন সন্ন্যাসী থাকত। সন্ন্যাসীর সম্মুখে একটি বেশ্যালয় ছিল। বেশ্যালয়ে দিনরাত লোক আসে দেখে সন্ন্যাসীর মনে দুঃখ হল এবং একদিন সেই বেশ্যাকে ডেকে তিরস্কার করে বললে, 'দেখ, তুই ভারী পাপী, দিন রাত তুই পাপ করিস, তোর দশা কি হবে?' বেশ্যা এই কথা শুনে নিতান্ত দুঃখিত হল এবং মনে মনে আপনাকে ধিক্কার দিয়ে ঈশ্বরের নিকট নানা প্রকার প্রার্থনা করলে এবং সেই দিন হতে সে যখনই পেটের দায়ে পাপ কাজ করত, তখনই কাতর প্রাণে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করত। সন্ন্যাসী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরদিন হতে মনে করল যে, মাগীর বাড়ীতে কত লোক আসে তা দেখবে এবং তার বাটীতে যতবার লোক আসে, সে ততবার এক একটি করে ঢিল ধরে। ক্রমে এক একটা করে অনেক ঢিল জমে গেল। পরে একদিন সেই মাগীকে দেখতে পেয়ে সন্ন্যাসী সেই ঢিলের কাঁড়ির দিকে চেয়ে বললে, 'দেখ দেখি মাগী, এই ক'দিনে তুই কত রাশি রাশি পাপ করেছিস। তা এখনও বলি সাবধান।' মাগী ঢিলের রাশি দেখে ভীত হয়ে ভগবানের কাছে কাতর প্রাণে প্রার্থনা করলে যে, 'হে ভগবান, আমায় মুক্ত কর।' পরে ঐ বেশ্যার ও সন্ন্যাসীর একদিনে মৃত্যু হল; এবং যমদূত এসে সন্ন্যাসীকে ও বিষ্ণুদূত এসে মাগীকে লয়ে গেল। বিষ্ণুদূত মাগীকে লয়ে যাচ্ছে ও যমদূত তাকে লতে আসছে দেখে সন্ন্যাসী ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বললে, 'তোমাদের ভুল হয়েছে, বিষ্ণুদূত আমাকে লয়ে যেতে এসেছে এবং যমদূত অবশ্য ঐ মাগীকে লয়ে যেতে এসে থাকবে।' যমদূত বললে, 'না—আমাদের ভুল হয় নি—ঠিকই হয়েছে।' সন্ন্যাসী ক্রুদ্ধ হয়ে বললে, 'কী, আজীবন আমি ভগবানের নাম করলাম, আর ও মাগী বেশ্যাবৃত্তি করলে, এক্ষণে আমাকে তোমরা এবং ওকে বিষ্ণুদূতে লয়ে যাবে, এ কেমন কথা?' যমদূত বললে, 'ও বেশ্যাবৃত্তি করে নাই, বেশ্যাবৃত্তি করেছ তুমি; আর তুমি ভগবানের নাম কর নাই, নাম করেছে ঐ বেশ্যা। ভাল করে তা বুঝে দেখ। যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ, তা কি জান না'?" (সু-উপ ৩৩৪।৮৪-৬)

৮ (গ) কর্ম্ম চাই, কিন্তু নিষ্কাম

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥ (২।৪৭)
যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥ (২।৪৮)

কর্ম্মেই তোমার অধিকার; ফলে তোমার কখনও অধিকার নাই;[৬৪] কর্ম্মফল যেন তোমার কর্ম্মপ্রবৃত্তির হেতু না হয়; আবার কর্ম্মত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না জাগে। (২।৪৭)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই শ্লোকের এই চারিটি অংশকে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক "কর্ম্মযোগের চতুঃসূত্রী" আখ্যা দিয়াছেন।

হে ধনঞ্জয়, কর্ম্মফলে আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাবে থাকিয়া [অর্থাৎ] যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর। [কারণ এরূপ সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে] সমত্ব ভাবকেই যোগ বলা হয়। (২।৪৮)

দ্বিতীয় শ্লোকটিতে অর্জ্জুনকে "ধনঞ্জয়" বলিয়া সম্বোধন করার একটু তাৎপর্য্য আছে। শ্রীভগবান ইঙ্গিত করিতেছেন, তুমি দিগ্বিজয়ের সময়ে প্রভূত পার্থিব এবং অপার্থিব সম্পদ জয় করিয়া আনিয়াছিলে তাহা আমি জানি কিন্তু এখন তোমাকে জয় পরাজয় সমজ্ঞান করিয়া সমস্ত ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে হইবে।

"যোগস্থ" শব্দের অর্থ আচার্য্য শঙ্করের মতে "কেবলমীশ্বরার্থম্" এবং শ্রীধর স্বামীর মতে "পরমেশ্বরৈকপর"। কিন্তু যোগ শব্দের যে সংজ্ঞা শ্রীভগবান দ্বিতীয় চরণে দিয়াছেন তাহা প্রথম চরণেও গ্রহণ করাই সঙ্গত মনে হয়। পূজ্যপাদ মধুসূদন সরস্বতীও বলিয়াছেন, "এই শ্লোকের শেষার্দ্ধ প্রথমার্দ্ধের সম্প্রসারণ বা ব্যাখ্যা স্বরূপ, সুতরাং পুনরুক্তি নহে।"

শ্রীশ্রীঠাকুরও কর্ম্ম করিবার এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে নিষ্কাম হওয়ার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করিবার উপদেশ দিয়াছেন :

"কর্ম্ম চাই, তবে দর্শন হয়। একদিন ভাবে হালদার পুকুর দেখলুম। দেখি, একজন ছোটলোক পানা ঠেলে জল নিচ্ছে, আর হাতে তুলে একবার দেখছে। যেন দেখালে, পানা না ঠেললে জল দেখা যায় না—কর্ম্ম না করলে ভক্তি লাভ হয় না, ঈশ্বর দর্শন হয় না।[৬৫] ধ্যান, জপ এই সব কর্ম্ম, তাঁর নাম গুণকীর্ত্তনও কর্ম্ম; আবার দান, যজ্ঞ, এসবও কর্ম্ম।" (ক ১।১৩।৩।২০১)

"শ্রীরামকৃষ্ণ। কর্ম্ম ত্যাগ করবে কেন? ঈশ্বরের চিন্তা, তাঁর নাম-গুণগান, নিত্যকর্ম্ম, এসব করতে হবে।" (ক ১।২।৯।৫৯)

"কর্ম্ম চাই, ঈশ্বর আছেন বলে বসে থাকলে হবে না। যো সো করে তাঁর কাছে যেতে হবে। নির্জ্জনে তাঁকে ডাক, প্রার্থনা কর; 'দেখা দাও', বলে। ব্যাকুল হয়ে কাঁদ। কামিনী-কাঞ্চনের জন্য পাগল হয়ে বেড়াতে পার; তবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁর জন্য একটু পাগল হও। লোকে বলুক যে ঈশ্বরের জন্য অমুক পাগল হয়ে গেছে। দিন কতক না হয় সব ত্যাগ করে তাঁকে একলা ডাক!

"শুধু 'তিনি আছেন' বলে বসে থাকলে কি হবে? হালদার পুকুরে বড় মাছ আছে! পুকুরের পাড়ে শুধু বসে থাকলে কি মাছ পাওয়া যায়? চার কর, চারা ফেল, ক্রমে গভীর জল থেকে মাছ আসবে, আর জল নড়বে। তখন আনন্দ হবে। হয়ত মাছটার খানিকটা একবার দেখা গেল—মাছটা ধপাঙ্ করে উঠল। যখন দেখা গেল, তখন আনন্দ।" (ক ১।১৩।৩।২০২)

"সাধনা করতে করতে তাঁর কৃপায় সিদ্ধ হয়। একটু খাটা চাই। তার পরেই দর্শন ও আনন্দ লাভ।

"অমুক জায়গায় সোনার কলসী পোতা আছে শুনে লোকে ছুটে যায়! আর খুঁড়তে আরম্ভ করে। খুঁড়তে খুঁড়তে মাথার ঘাম পড়ে। অনেক খোঁড়ার পর এক জায়গায় কোদালে ঠন্ করে শব্দ হল; কোদাল ফেলে দেখে, কলসী বেরিয়েছে কি না। কলসী দেখে নাচতে থাকে!

"কলসী বার করে মোহর ঢেলে, হাতে করে গণে আর খুব আনন্দ! দর্শন, স্পর্শন, সম্ভোগ! কেমন?" (ক ৪।৮।৪।৬০)

একজন ব্রাহ্মভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন যে শুধু ঈশ্বরের কর্ম্মই করিতে হইবে, না সংসারের কর্ম্ম, বিষয়-কর্ম্মও করিতে হইবে।

"শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, তাও করবে সংসার যাত্রার জন্য যেটুকু দরকার। কিন্তু কেঁদে নির্জ্জনে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হবে, যাতে ঐ কর্ম্মগুলি নিষ্কাম ভাবে করা যায়।" (ক ১।২।৭।৫৯)

দ্বিতীয় শ্লোকের প্রথম চরণে শ্রীভগবান "যোগস্থ" হইয়া কর্ম্ম করার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। অর্থাৎ সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমজ্ঞান করিয়া তবে কর্ম্ম করিতে বলিতেছেন। সেরূপ কর্ম্মে ফলাকাঙ্ক্ষা কেমন করিয়া থাকিবে? শ্রীশ্রীঠাকুরও বলিতেছেন:

"ভক্ত বলে, 'মা, সকাম কর্ম্মে আমার বড় ভয় হয়। সে কর্ম্মে কামনা আছে। সে কর্ম্ম করলেই ফল পেতে হবে। আবার অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম করা কঠিন। সকাম কর্ম্ম করতে গেলে, তোমায় ভুলে যাব। তবে এমন কর্ম্মে কাজ নাই। যত দিন না তোমায় লাভ করতে পারি, তত দিন পর্য্যন্ত যেন কর্ম্ম কমে যায়। যেটুকু কর্ম্ম থাকবে, সেটুকু কর্ম্ম যেন অনাসক্ত হয়ে করতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারি ; আর সঙ্গে সঙ্গে যেন খুব ভক্তি হয়। আর যত দিন না তোমায় লাভ করতে পারি তত দিন কোন নূতন কর্ম্ম জড়াতে মন না যায়। তবে যখন তুমি আদেশ করবে তখন তোমার কর্ম্ম করব, নচেৎ নয়'।" (ক ১।১১।৪।১৬৬)

কি উপায়ে "যোগস্থ" হইয়া কর্ম্ম করা যায় সেই সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীগুরুর আদেশে কর্ম্ম করার উপদেশ দিয়াছেন। কারণ তাহা হইলে সহজেই নিষ্কাম কর্ম্ম করা যায়। শ্রীগুরু বলিতেছেন, তাঁহার প্রীত্যর্থ কাজ করা হইতেছে, এই প্রেরণাই যথেষ্ট, ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার আর প্রয়োজন থাকে না।

"সংসার কর্ম্মক্ষেত্র, কর্ম্ম করতে করতে তবে জ্ঞান হয়। গুরু বলেছেন, এই সব কর্ম্ম করো, আর এই সব কর্ম্ম করো না। আবার তিনি নিষ্কাম কর্ম্মের উপদেশ দেন। কর্ম্ম করতে করতে মনের ময়লা কেটে যায়। ভাল ডাক্তারের হাতে পড়লে ঔষধ খেতে খেতে যেমন রোগ সেরে যায়।

"কেন তিনি সংসার থেকে ছাড়েন না? রোগ সারবে, তবে ছাড়বেন। কামিনী-কাঞ্চন ভোগ করতে ইচ্ছা যখন চলে যাবে তখন ছাড়বেন। হাঁসপাতালে নাম লেখালে পালিয়ে আসবার যো নাই। রোগের কসুর থাকলে ডাক্তার সাহেব ছাড়বে না।" (ক ৫।৪।২।৩৪)

৮ (ঘ) প্রকৃতিই কর্ম্মের কর্ত্রী

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥ (৩।৫)
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥ (৩।২৭)
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥ (৫।১৫)

কর্ম্ম না করিয়া কেহই কখনও ক্ষণমাত্রও থাকিতে পারে না। প্রকৃতিজাত গুণের দ্বারা অবশ ভাবে সকলেই কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়। (৩।৫)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেহেতু মানুষ গুণের দ্বারা অবশভাবে সর্ব্বদা কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়, অতএব তাহার কর্তৃত্ববোধ ভ্রমাত্মক, সে সম্বন্ধে শ্রীভগবান বলিতেছেন :

প্রকৃতির গুণ সমূহের দ্বারা সকল কর্ম্ম সকল প্রকারে নিষ্পন্ন হয়। [কিন্তু] যাহার চিত্ত অহঙ্কারে বিমূঢ়, সে মনে করে আমিই কর্ত্তা। (৩।২৭)

আবার বলিতেছেন কর্তৃত্বজ্ঞান শুধু ভ্রমাত্মক নয়, ইহা অশেষরূপে হানিকরও বটে।

সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম কাহারও পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না। অজ্ঞান কর্ত্তৃক জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে বলিয়া জীবগণ মোহগ্রস্ত হয়। (৫।১৫)

অহং ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া জীব নিজেকে কর্ত্তা বলিয়া বোধ করে এবং সেই অজ্ঞানের ফলে পাপ পুণ্য নিজের মনে করিয়া বিমূঢ় হয়। ১১ (খ) "ব্রহ্ম কখনও উচ্ছিষ্ট হন না" শীর্ষক অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে "নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম" (৫।১৯); তাঁহার নিকটে আবার পাপই বা কি, আর পুণ্যই বা কি? ১৪ (গ) "ভক্ত ভগবানের কত প্রিয়" শীর্ষক অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ৯।২৯ শ্লোকের প্রথম চরণে পরমেশ্বরের এই নির্ব্বিকার ভাবের বর্ণনা আছে—"আমি সকলের পক্ষেই একরূপ, আমার অপ্রিয় কেহ নাই এবং প্রিয়ও কেহ নাই"।

কিন্তু ঐ শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে বলিতেছেন, "যাঁহারা ভক্তি পূর্ব্বক আমার ভজনা করেন, তাঁহারা আমাতে অবস্থান করেন এবং আমিও তাঁহাদের মধ্যে থাকি।" এইরূপ বৈষম্য-জ্ঞাপক অন্য অনেক শ্লোকও রহিয়াছে। ৭।১৭ শ্লোকে তিনি বলিয়াছেন, জ্ঞানী আমার অত্যন্ত প্রিয়। ১৩ (খ) "সকাম এবং নিষ্কাম ভক্তি" শীর্ষক অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ১২।১৭ শ্লোকে নিষ্কাম ভক্তকে তাঁহার প্রিয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। উহার পূর্ব্ববর্ত্তী ১২।১৩-১৬ এবং পরবর্ত্তী ১২।১৮-২০ শ্লোকে বিভিন্ন সদ্‌গুণশালী ভক্তকেও প্রিয় আখ্যা দিয়াছেন। অপর পক্ষে ১৬।১৯ শ্লোকে তিনি বলিতেছেন "দ্বেষপরবশ ক্রূরমতি নরাধমদিগকে আমি পুনঃপুনঃ সংসারে আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করিয়া থাকি।"

ব্যবহারিক দৃষ্টিতে পাপ পুণ্য, ভাল মন্দ, শুভাশুভ এবং পরমেশ্বরের বৈষম্য-মূলক আচরণ সবই রহিয়াছে। কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে দেখিলে পরমেশ্বরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্গুণ, নির্ব্বিকার, সম বিভাবের কথাই বলিতে হয়। জীবের বেলাতেও ঠিক এইরূপই। যদি কেহ সম্পূর্ণভাবে অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রকৃতির জগৎ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্মভাব লাভ করিতে পারেন, তখন তাঁহার নিকটে ভাল মন্দ, পাপ পুণ্য এসব কিছুই থাকিবে না। কিন্তু অহঙ্কার একটুও থাকিলে প্রকৃতির এলাকাতে, অর্থাৎ মায়ার জগতে, থাকিতে হইবে। সেখানে ভাল মন্দ, পাপ পুণ্য সকলই থাকিবে।

উদ্ধৃত শ্লোক তিনটির প্রথমটিতে শ্রীভগবান বলিয়াছেন প্রকৃতির বশীভূত সকলকে সদাসর্ব্বদা কর্ম্ম করিতেই হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরও বলিতেছেন :

"কর্ম্ম একেবারে ত্যাগ করবার যো নাই। তোমার প্রকৃতিতে তোমায় কর্ম্ম করাবে। তা তুমি ইচ্ছা কর আর নাই কর। তাই বলেছে, অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম কর। অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম করা;—কি না, কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা করবে না। যেমন পূজা, জপ তপ করছ, কিন্তু লোকমান্য হবার কিম্বা পুণ্য করবার জন্য নয়।

"এরূপ অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম করার নাম কর্ম্মযোগ। ভারি কঠিন। একে কলিযুগ, সহজেই আসক্তি এসে যায়। মনে করছি অনাসক্ত হয়ে কাজ করছি, কিন্তু কোন দিক দিয়ে আসক্তি এসে যায়, জানতে দেয় না! হয়ত পূজা মহোৎসব করলুম, কি অনেক গরীব কাঙালদের সেবা করলুম—মনে করলুম যে, অনাসক্ত হয়ে করছি, কিন্তু কোন দিক দিয়ে লোকমান্য হবার ইচ্ছা হয়েছে, জানতে দেয় না। তবে একেবারে অনাসক্ত হওয়া সম্ভব কেবল তাঁর, যাঁর ঈশ্বর দর্শন হয়েছে।" (ক ১।১০।৬।১৪৭)

"কর্ম্ম সকলেই করে;—তাঁর নাম গুণগান করা এও কর্ম্ম;—সোহংবাদীদের 'আমিই সেই' এই চিন্তাও কর্ম্ম—নিশ্বাস ফেলা এও কর্ম্ম। কর্ম্ম ত্যাগ করবার যো নাই। তাই কর্ম্ম করবে।" (ক ৩।২।২।২৪)

এই অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত দ্বিতীয় শ্লোকটির দ্বিতীয় চরণে শ্রীভগবান বলিতেছেন, অহঙ্কারবিমূঢ়দিগের ভ্রমাত্মক কর্ত্তৃত্ববোধের উদয় হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরও বুঝাইতেছেন :

"ওরে, অহঙ্কারকেই শাস্ত্রে চিজ্জড়গ্রন্থি বলেছে; চিৎ অর্থাৎ জ্ঞান-স্বরূপ আত্মা এবং জড় অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদি; ঐ অহঙ্কার এতদুভয়কে একত্রে বেঁধে রেখে মানব-মনে 'আমি দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধ্যাদিবিশিষ্ট জীব,—এই ভ্রম স্থির করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রেখেছে। ঐ বিষম গাঁটটা না কাটতে পারলে এগুনো যায় না। ঐটেকে ত্যাগ করতে হবে।"[৬৬] (গু-পূ ৮।২৫৪)

"জীবের অহঙ্কারই মায়া। এই অহঙ্কার সব আবরণ করে রেখেছে। 'আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল'! যদি ঈশ্বরের কৃপায় 'আমি অকর্ত্তা' এই বোধ হয়ে গেল, তা হলে সে ব্যক্তি তো জীবন্মুক্ত হয়ে গেল! তার আর ভয় নাই।

"এই মায়া বা অহং যেন মেঘের স্বরূপ। সামান্য মেঘের জন্য সূর্য্যকে দেখা যায় না—মেঘ সরে গেলেই সূর্য্যকে দেখা যায়। যদি গুরুর কৃপায় একবার অহং বুদ্ধি যায়, তা হলে ঈশ্বর দর্শন হয়।

"আড়াই হাত দূরে শ্রীরামচন্দ্র, যিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর; মধ্যে সীতারূপিণী মায়া ব্যবধান আছেন বলে লক্ষ্মণরূপ জীব সেই ঈশ্বরকে দেখতে পান নাই![৬৭] সেইরূপ ভগবান সকলের চেয়ে কাছে, তবু এই মায়া আবরণের দরুণ তাঁকে দেখতে পাচ্ছ না।

"জীব তো সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। কিন্তু এই মায়া বা অহঙ্কারে তাদের সব নানা উপাধি হয়ে পড়েছে, আর তারা আপনার স্বরূপ ভুলে গেছে।

"এক একটি উপাধি হয়, আর জীবের স্বভাব বদলে যায়। যে কাল পেড়ে কাপড় পরে আছে, অমনি দেখবে, তার নিধুর টপ্পার তান এসে জোটে; আর তাস খেলা, বেড়াতে যাবার সময় হাতে ছড়ি (stick), এই সব এসে জোটে। রোগা লোকও যদি বুট জুতা পরে সে অমনি শিস দিতে আরম্ভ করে, সিঁড়ি উঠবার সময় সাহেবদের মত লাফিয়ে উঠতে থাকে। মানুষের হাতে যদি কলম থাকে, এমনি কলমের গুণ যে, সে অমনি একটা কাগজ টাগজ পেলেই তার উপর ফ্যাস ফ্যাস করে টান দিতে থাকবে।" (ক ১।৪।৬।৮৭-৮৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর সদরওয়ালাকে বলিতেছেন:

"অহঙ্কার তমোগুণ; অজ্ঞান থেকে উৎপন্ন হয়।...অহঙ্কার করা বৃথা।—এ শরীর, এ ঐশ্বর্য্য, কিছুই থাকবে না। একটা মাতাল দুর্গা প্রতিমা দেখছিল। প্রতিমার সাজগোজ দেখে বলছে, 'মা, যতই সাজো গোজ দিন দুই তিন পরে তোমায় টেনে গঙ্গায় ফেলে দিবে।' তাই সকলকে বলছি, জজই হও আর যেই হও, সব দু দিনের জন্য। তাই অভিমান, অহঙ্কার ত্যাগ করতে হয়।" (ক ১।১২।৬।১৮৪)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে অহঙ্কারে বিমূঢ় তাহার "আমি" কে শ্রীশ্রীঠাকুর "কাঁচা আমি" বলিয়াছেন :

" 'কাঁচা আমি' কি জান? আমি কর্ত্তা, আমি এত বড়লোকের ছেলে, বিদ্বান, আমি ধনবান, আমাকে এমন কথা বলে!—এই সব ভাব। যদি কেউ বাড়ীতে চুরি করে, তাকে যদি ধরতে পারে, প্রথমে সব জিনিষপত্র কেড়ে লয়; তারপর উত্তম মধ্যম মারে; তারপর পুলিশে দেয়! বলে, 'কী! জানে না, কার চুরি করেছে'!" (ক ১।১৫।২।২৫৪)

উল্লিখিত শ্লোকের শেষেরটিতে অর্থাৎ ৫।১৫ শ্লোকে শ্রীভগবান বলিতেছেন, সর্ব্বব্যাপী বিভু কাহারও পাপ পুণ্য গ্রহণ করেন না বটে কিন্তু কর্ত্তৃত্ববোধরূপ অজ্ঞানে আচ্ছন্ন থাকে বলিয়া জীবগণ মোহগ্রস্ত হয় এবং তজ্জনিত দুর্ভোগে কষ্ট পায়। শ্রীশ্রীঠাকুর এই তত্ত্বটি বিভিন্ন লোককে বিভিন্ন ভাবে বুঝাইয়া ইহার উপরে সুন্দর আলোকপাত করিয়াছেন :

শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সেনের বাড়ীতে জনৈক প্রতিবেশীকে বলিতেছেন :

"তিনি [ঈশ্বর] যদি অহং তত্ত্ব (Ego) রেখে দেন তা হলে ভেদবুদ্ধিও রেখে দেন, পাপপুণ্য জ্ঞানও রেখে দেন। তিনি দু এক জনেতে অহঙ্কার একেবারে পুঁছে ফেলেন—তারা পাপপুণ্য, ভালমন্দের পার হয়ে যায়। ঈশ্বর-দর্শন যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ ভেদবুদ্ধি, ভালমন্দ জ্ঞান থাকবেই থাকবে। তুমি মুখে বলতে পার 'আমার পাপ-পুণ্য সমান হয়ে গেছে; তিনি যেমন করাচ্ছেন, তেমনি করছি।' কিন্তু অন্তরে জান যে ও সব কথা মাত্র, মন্দ কাজটি করলেই মন ধুগ ধুগ করবে।" (ক ১।৯।২।১৩৫)

পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে বলিয়াছিলেন :

" 'আমি' ত্যাগ না করলে হবে না। ...'সংসারীর আমি'—'অবিদ্যার আমি'—'কাঁচা আমি' একটা মোটা লাঠির ন্যায়। সচ্চিদানন্দ সাগরের জল ঐ লাঠি যেন দুই ভাগ করছে। কিন্তু 'ঈশ্বরের দাস আমি', 'বালকের আমি', 'বিদ্যার আমি' জলের উপর রেখার ন্যায়। জল এক, বেশ দেখা যাচ্ছে,—শুধু মাঝখানে একটি রেখা, যেন দুভাগ জল। বস্তুতঃ এক জল,—দেখা যাচ্ছে।" (ক ৩।৯।৩।৮৯)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ সান্ন্যাল মহাশয়কে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন :

"কেশব সেনকে বলেছিলাম, 'অহং ত্যাগ করতে হবে।' তাতে কেশব বললে,—'তা হলে মহাশয়, দল কেমন করে থাকে ?'

"আমি বললাম, 'তোমার একি বুদ্ধি!—তুমি কাঁচা আমি ত্যাগ কর,—যে আমিতে কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত করে, কিন্তু পাকা আমি, দাস আমি, ভক্তের আমি,—ত্যাগ করতে বলছি না। আমি ঈশ্বরের দাস, আমি ঈশ্বরের সন্তান,—এর নাম পাকা আমি। এতে কোনও দোষ নাই।...

"পাছে অহঙ্কার হয় বলে গৌরী 'আমি' বলত না,—বলত 'ইনি'। আমিও তার দেখাদেখি বলতাম, 'ইনি'; 'আমি খেয়েছি' না বলে, বলতাম 'ইনি খেয়েছেন'। সেজো বাবু তাই দেখে একদিন বললে, 'সে কি বাবা, তুমি ওসব কেন বলবে? ওসব ওরা বলুক, ওদের অহংকার আছে। তোমার তো আর অহঙ্কার নাই; তোমার ওসব বলায় কিছুই দরকার নাই।'

"কেশবকে বললাম, 'আমিটা তো যাবে না; অতএব সে দাস ভাবে থাক,—যেমন দাস'।" (ক ৩।১৭।৪।২১৪)

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনকে আরও বলিয়াছিলেন :

"আদেশ না থাকলে 'আমি লোক শিক্ষা দিচ্ছি' এই অহঙ্কার হয়। অহঙ্কার হয় অজ্ঞানে। অজ্ঞানে বোধ হয়, আমি কর্ত্তা। 'ঈশ্বর কর্ত্তা, ঈশ্বরই সব করছেন, আমি কিছু করছি না', এ বোধ হলে তো সে জীবন্মুক্ত। 'আমি কর্ত্তা', 'আমি কর্ত্তা', এই বোধ থেকেই যত দুঃখ অশান্তি।" (ক ১।২।৮।৫৮)

সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মনেতা শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে বুঝাইতেছেন :

"অহঙ্কার ভাল নয়। 'আমি করছি', এটি অজ্ঞান থেকে হয়; 'হে ঈশ্বর, তুমি করছ'—এইটি জ্ঞান। ঈশ্বরই কর্ত্তা, আর সব অকর্ত্তা।

" 'আমি' 'আমি' করলে যে কত দুর্গতি হয়, বাছুরের অবস্থা ভাবলে বুঝতে পারবে। বাছুর 'হাম মা, হাম মা' (আমি আমি) করে। তার দুর্গতি দেখ। হয়তো সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লাঙ্গল টানতে হচ্ছে; রোদ নাই, বৃষ্টি নাই। হয়তো কসাই কেটে ফেললে। মাংসগুলো লোকে খাবে। ছালটা চামড়া হবে; সেই চামড়ায় জুতো এই সব তৈয়ার হবে। লোক তার উপর পা দিয়ে চলে যাবে। তাতেও দুর্গতির শেষ হয় না। চামড়ায় ঢাক তৈয়ার হয়। আর ঢাকের কাঠি দিয়ে অনবরত চামড়ার উপর আঘাত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে। অবশেষে কিনা নাড়ি ভুঁড়িগুলো নিয়ে তাঁত তৈয়ার করে; যখন ধুনুরীর তাঁত তোয়ের হয় তখন ধোনবার সময় 'তুঁহু তুঁহু' বলে। আর 'হাম মা, হাম মা' বলে না। 'তুঁহু তুঁহু' বলে, তবেই নিস্তার, তবেই তার মুক্তি। কর্ম্মক্ষেত্রে আর আসতে হয় না।

"জীবও যখন বলে, 'হে ঈশ্বর, আমি কর্ত্তা নই, তুমিই কর্ত্তা—আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী', তখনই জীবের সংসার-যন্ত্রণা শেষ হয়। তখনই জীবের মুক্তি হয়, আর এ কর্ম্মক্ষেত্রে আসতে হয় না।" (ক ১।১০।৫।১৪৫)

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকেও অনুরূপ কথা বলিয়াছেন:

"অভিমান গেলেই হল। 'আমি লেকচার দিচ্ছি, তোমরা শুন', এ অভিমান না থাকলেই হল। অহঙ্কার জ্ঞানে হয়, না অজ্ঞানে হয়? যে নিরহঙ্কার, তাঁরই জ্ঞান হয়। নীচু জায়গায় বৃষ্টির জল দাঁড়ায়, উঁচু জায়গা থেকে গড়িয়ে যায়।

"যতক্ষণ অহঙ্কার থাকে, ততক্ষণ জ্ঞান হয় না, আবার মুক্তিও হয় না। এই সংসারে ফিরে ফিরে আসতে হয়।...

"আচার্য্যগিরি করা বড় কঠিন। ওতে নিজের হানি হয়। অমনি দশজন মানছে দেখে পায়ের উপর পা দিয়ে বলে, 'আমি বলছি আর তোমরা শুন।' এই ভাবটা বড় খারাপ। তার ঐ পর্য্যন্ত! ঐ একটু মান; লোকে হুদ্দ বলবে, 'আহা, বিজয় বাবু বেশ বললেন, লোকটা খুব জ্ঞানী।' 'আমি বলছি', এ জ্ঞান করো না। আমি মাকে বলি, 'মা, তুমি যন্ত্রী আমি যন্ত্র; যেমন করাও তেমনি করি, যেমন বলাও তেমনি বলি'।" (ক ১।১২।৮।১৮৯)

যাঁহারা আচার্য্যের কার্য্য করিতেছেন না, তাঁহাদেরও এই জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক যে ঈশ্বরই সর্ব্বময় কর্ত্তা। অন্য বিষয়ে তাঁহাদের জ্ঞান যত বেশী হউক না কেন, এ বিষয়ে জ্ঞানোদয় না হইলে তাঁহাদের পর্য্যন্ত অজ্ঞান এবং তজ্জনিত মোহ কাটিবে না। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বুঝাইতেছেন:

"বড় মানুষের বাগানের সরকার, বাগান যদি কেউ দেখতে আসে, তা বলে 'এ বাগানটি আমাদের', 'এ পুকুর আমাদের পুকুর'। কিন্তু কোন দোষ দেখে বাবু যদি ছাড়িয়ে দেয়, তার আমের সিন্দুকটা লয়ে যাবার যোগ্যতা থাকে না; দারোয়ানকে দিয়ে সিন্দুকটা পাঠিয়ে দেয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ভগবান দুই কথায় হাসেন। কবিরাজ যখন রোগীর মাকে বলে, 'মা, ভয় কি? আমি তোমার ছেলেকে ভাল করে দিব।' তখন একবার হাসেন: এই বলে হাসেন, 'আমি মারছি, আর এ কিনা বলে, আমি বাঁচাব!' কবিরাজ ভাবছে, 'আমি কর্ত্তা'; ঈশ্বর যে কর্ত্তা এ কথা ভুলে গেছে। তারপর যখন দুই ভাই দড়ি ফেলে জায়গা ভাগ করে, আর বলে, 'এদিকটা আমার, ওদিকটা তোমার', তখন ঈশ্বর আর একবার হাসেন; এই মনে করে হাসেন, 'আমার জগৎ ব্রহ্মাণ্ড, কিন্তু ওরা বলছে, এ জায়গা আমার, আর ওটা তোমার'।" (ক ৩।১।৫।১৪)

অহঙ্কার কেবল ভ্রমাত্মক নয়, মহা হানিকরও বটে সে সম্বন্ধে বলিতেছেন:

"শিষ্য 'গুরু গুরু' বলে নদী পার হয়ে গেল। গুরু দেখলেন, 'তাও তো বটে, আমার নামের এত জোর তাতো আমি আগে জানি নি।' পরদিন গুরু 'আমি আমি' বলতে বলতে নদী পার হতে গেলেন, কিন্তু দু-চার বার বলতে না বলতে অগাধ জলে গিয়ে পড়লেন এবং তখন আপনাকে সামলাতে না পেরে একেবারে প্রাণে মারা গেলেন।" (সু-উপ ৬৯৩।১৭৪)

অহঙ্কারের ফলে কিরূপে পাপপুণ্যের উদয় হইয়া থাকে সে সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সুন্দর উপাখ্যানটি বলিয়াছেন:

"এক ব্রাহ্মণ অনেক যত্নে একখানি সুন্দর বাগান করেছিল। তাতে নানা রকমের গাছ ছিল। একদিন একটা গরু বাগানে ঢুকে গাছ খাচ্ছে দেখতে পেয়ে ব্রাহ্মণ বিষম রেগে গরুটিকে যেমন এক ঘা লাঠি মারলে অমনি গরুটি মারা গেল। ব্রাহ্মণ তখন ভয়ে ভাবতে লাগল, 'তাই তো হিন্দু হয়ে গো হত্যা করে ফেললুম! গোহত্যার তুল্য যে পাপ নাই।' ব্রাহ্মণ একটু আধটু বেদান্ত পড়েছিল। তাতে লেখা আছে—চক্ষুর কর্ত্তা সূর্য্য, কর্ণের কর্ত্তা পবন, হস্তের কর্ত্তা ইন্দ্র ইত্যাদি। সেই কথাগুলি তখন মনে পড়ায় ব্রাহ্মণ ভাবলে তবে তো গোহত্যা আমি করি নাই। ইন্দ্রের শক্তিতে আমার হাত চালিত হয়েছে, তখন ইন্দ্রই গোহত্যা করেছে। কথাটি মনে মনে পাকা করে ব্রাহ্মণ নিশ্চিন্ত হল। গোহত্যার পাপ যেমনি ব্রাহ্মণের শরীরে প্রবেশ করতে এল ব্রাহ্মণের মন তাকে তাড়িয়ে দিলে। বললে, 'যাও এখানে তোমার স্থান নাই, গোহত্যা ইন্দ্র করেছে, তার কাছে যাও।' কাজেই পাপ ইন্দ্রকে ধরতে গেল। ইন্দ্র পাপকে বললেন, 'একটু অপেক্ষা কর, আমি আসছি।' তারপর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইন্দ্র মানুষরূপ ধরে ঐ বাগানে গিয়ে ব্রাহ্মণকে শুনিয়ে শুনিয়ে খুব প্রশংসা করতে লাগলেন। পরে ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মশাই, বলতে পারেন, এ বাগানখানি কার?' ব্রাহ্মণ বললে, 'আজ্ঞা, এটা আমার, এ গাছপালা যা দেখছেন সব আমিই পুঁতেছি। আসুন না, ভাল করে দেখুন না।' এই বাগানের মধ্যে সব দেখতে দেখতে যেখানে মরা গরুটি পড়েছিল সেইখানে উপস্থিত হল। তখন ইন্দ্র চমকে জিজ্ঞাসা করলেন,—'রাম! রাম! এখানে গোহত্যা করলে কে?' ব্রাহ্মণ তখন বিষম ফাঁপরে পড়ল, কথাটি নাই, একেবারে চুপ। তখন ইন্দ্র নিজরূপ ধারণ করে বললেন, 'তবে রে ভণ্ড, বাগানে যা কিছু ভাল তা সব তুমি করেছ, আর কেবল গোহত্যাটি আমিই করেছি, বটে? নে তোর গোহত্যার পাপ।' এবার গোহত্যার পাপ ব্রাহ্মণ-শরীর অধিকার করলে।" (কথাসার; সংসার-আশ্রম; ৭০ প্যারা. ৪০-৪২ পৃঃ)

৮ (ঙ) ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ

ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥ (১৮।১১)
কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥ (১৮।২)
ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে॥ (১৮।৩)

দেহাভিমানী ব্যক্তির পক্ষে সমস্ত কর্ম্ম নিঃশেষে ত্যাগ করা সম্ভব নয়। [তাই যিনি কর্ম্ম করিয়াও] কর্ম্মফল ত্যাগ করেন, তিনিই ত্যাগী বলিয়া অভিহিত হন। (১৮।১১)

কাম্যকর্ম্মের ত্যাগকেই পণ্ডিতগণ "সন্ন্যাস" বলিয়া জানেন। সর্ব্ববিধ কর্ম্মের ফলত্যাগকেই সূক্ষ্মদর্শিগণ ত্যাগ বলিয়া থাকেন। (১৮।২)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোনও কোনও [সাংখ্যবাদী] পণ্ডিতগণ বলেন, কর্ম্মমাত্রই দোষযুক্ত, অতএব পরিত্যাজ্য, অন্য [মীমাংসক] পণ্ডিতগণ বলেন, যজ্ঞ, দান ও তপঃকর্ম্ম পরিত্যাজ্য নহে। (১৮।৩)

যতদিন দেহ অভিমান থাকে, ততদিন কর্ম্মত্যাগ সম্ভব নয়। এ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন :

"কর্ম্ম কতদিন—যতদিন দেহ-অভিমান থাকে, অর্থাৎ দেহই আমি এই বুদ্ধি থাকে। গীতায় ঐ কথা আছে।

"দেহে আত্মবুদ্ধি করার নামই—অজ্ঞান।" (ক ৪।২১।৩।২১৪-৫)

এই বিষয়ে একজন সন্ন্যাসীর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। সেই সন্ন্যাসীর শালগ্রাম শিলাতে ও গুরুপাদুকাতে সমজ্ঞান হওয়া সত্ত্বেও পূজাদি কর্ম্মত্যাগ হয় নাই :

"বটতলায় সন্ন্যাসীকে দেখলাম। যে আসনে গুরুপাদুকা রেখেছে তারই উপরে শালগ্রাম রেখেছে ও পূজা করছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'যদি এতদূর জ্ঞান হয়ে থাকে তবে পূজা করা কেন?' সন্ন্যাসী বললে,—'সবই করা যাচ্ছে—এও একটা করলাম। কখনও ফুলটা এ পায়ে দিলাম, আবার কখনও একটা ফুল ও পায়ে দিলাম।'

"দেহ থাকতে কর্ম্ম ত্যাগ করবার যো নাই—পাঁক থাকতে ভুড়ভুড়ি হবেই।" (ক ৪।২০।৫।২০১-২)

সর্ব্ববিধ কর্ম্ম বলিতে শুধু স্বর্গাদি ফলপ্রদ অশ্বমেধাদি যজ্ঞ বুঝায় না, প্রত্যহ অনুষ্ঠেয় নিত্যকর্ম্ম এবং বিশেষ কারণে অনুষ্ঠেয় নৈমিত্তিক কর্ম্মও বুঝায়। গৃহস্থের বেলাতে দৈনন্দিন সন্ধ্যা-তর্পণ প্রভৃতি নিত্যকর্ম্ম এবং গ্রহণাদি কালে দান প্রভৃতি নৈমিত্তিক কর্ম্ম। সন্ন্যাসীর বেলাতে দণ্ডধারণ, ভিক্ষাটনাদি নিত্যকর্ম্ম এবং তীর্থযাত্রা প্রভৃতি নৈমিত্তিক কর্ম্ম। শ্রীভগবান ১৮।৫ শ্লোকে স্পষ্টই বলিয়াছেন, যজ্ঞ দান তপঃ চিত্তশুদ্ধিকর,—পরিত্যাজ্য নয়; কেবল ফলাকাঙ্ক্ষা বিরহিত হইয়া এগুলি করিতে হইবে। শ্রীশ্রীঠাকুরও বলিতেছেন :

"সন্ন্যাসীরা কাম্যকর্ম্মের ত্যাগ করবে কিন্তু নিত্যকর্ম্ম কামনাশূন্য হয়ে করবে। দণ্ডধারণ, ভিক্ষাকরা, তীর্থ-যাত্রা, পূজা, জপ এ সব কর্ম্মের দ্বারা তাঁর সঙ্গে যোগ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আর যে কর্ম্মই কর, ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে কামনাশূন্য হয়ে করতে পারলে তাঁর সঙ্গে যোগ হয়।" (ক ৪।২১।১।২০৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর আরও বলিয়াছেন :

"কর্ম্ম ছাড়বার যো নাই। আমি চিন্তা করছি, আমি ধ্যান করছি, এও কর্ম্ম। ভক্তি-লাভ করলে বিষয়কর্ম্ম আপনা-আপনি কমে যায়। আর ভাল লাগে না। ওলা মিছরির পানা পেলে চিটেগুড়ের পানা কে খেতে চায়?" (ক ১।১০।৬।১৪৮)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নবম পরিচ্ছেদ

কর্ম্মযোগের সাধনা ও সিদ্ধি

৯ (ক) চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥ (৫।১১)
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥ (১৮।৫)
ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥ (৪।৩৮)

কর্ম্মযোগিগণ ফলকামনা ত্যাগ করিয়া মমত্ববুদ্ধি বিবর্জ্জিত ভাবে শরীর, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন। (৫।১১)

শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, "কেবল শব্দঃ কায়াদিভিরপি প্রত্যেকং সংবধ্যতে"; অর্থাৎ কেবল শব্দটি শুধু ইন্দ্রিয়ে প্রযোজ্য নহে,—শরীর, মন, বুদ্ধি এ তিনটিতেও প্রযোজ্য। আবার বলিতেছেন, "কেবলৈঃ মমত্ববর্জ্জিতৈঃ ঈশ্বরায়ৈব কর্ম্ম করোমীতি ন মম ফলায়েতি মমত্ববুদ্ধিশূন্যৈঃ"; অর্থাৎ মমত্ব পরিহার পূর্ব্বক,—শুধু ঈশ্বরার্থ, কোনও ফলাকাঙ্ক্ষাতে নয়,—মমত্ববোধ-পরিশূন্য-ভাবে কর্ম্ম করিতেছি। শ্রীধর স্বামীও বলিয়াছেন, "কেবলৈঃ কর্ম্মাভিনিবেশ-রহিতৈঃ"; অর্থাৎ কর্ম্মে অভিনিবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক। পূর্ব্ববর্ত্তী ৫।১০ শ্লোকে শ্রীভগবান বুঝাইয়াছেন, পদ্মপত্র জলে থাকিয়াও যেমন জলে সিক্ত হয় না, এরূপ ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে তেমনই কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মের দোষে লিপ্ত হইতে হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যজ্ঞ, দান এবং তপস্যারূপ কর্ম্ম পরিত্যাজ্য নহে ; উহা করাই কর্ত্তব্য। যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা [ফলাভিসন্ধিত্যাগী] মনীষিগণের চিত্তশুদ্ধিকর। (১৮।৫)

ইহলোকে জ্ঞানের ন্যায় পবিত্রকর আর কিছু নাই। কর্ম্মযোগে সিদ্ধপুরুষ সেই জ্ঞান কালসহকারে আপনা-আপনিই লাভ করিয়া থাকেন। (৪।৩৮)

যিনি জানেন, ঈশ্বরের দাস স্বরূপে, ঈশ্বরের শক্তি দ্বারা এবং ঈশ্বরকে কর্ম্মের ফল অর্পণ করা হইবে বলিয়া, সকল কর্ম্ম করা হইতেছে, তিনিই কর্ম্মযোগে সিদ্ধপুরুষ। চিত্ত যত শুদ্ধ হয় ; ততই এই জ্ঞান বিকশিত হইতে থাকে। এই জ্ঞান বাহির হইতে আসে না, ইহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত। অবশ্য এই চিত্তশুদ্ধি সময়-সাপেক্ষ ; সেই জন্য শ্রীভগবান বলিয়াছেন, 'কালেন আত্মনি বিন্দতি।'

আলোচ্য শ্লোকের প্রথম চরণে জ্ঞানের পাবনীশক্তির শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে। আবার "ভক্তিযোগ ও তাহার মহিমা" শীর্ষক পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত ১৩. (ঘ) অনুচ্ছেদে "ভক্তির পাবনীশক্তি" সম্বন্ধেও তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে। একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে এই দুয়ে সত্যকার কোন বিরোধ নাই। কারণ কর্ম্মযোগে সিদ্ধপুরুষ কেবলমাত্র জ্ঞানী নন, তিনি ভক্তও বটেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কর্ম্মযোগের অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্ম অনুষ্ঠানের বিষয়ে এবং তাহার ফলে যে ভক্তির উদয় হয় এবং ভগবান লাভ হয় সে সম্বন্ধে বলিতেছেন :

"তুমি যে সব কর্ম্ম করছ, এ সব সৎকর্ম্ম। যদি 'আমি কর্ত্তা' এই অহঙ্কার ত্যাগ করে নিষ্কাম ভাবে করতে পার, তা হলে খুব ভাল। এই নিষ্কাম কর্ম্ম করতে করতে ঈশ্বরেতে ভক্তি ভালবাসা আসে। এইরূপ নিষ্কাম কর্ম্ম করতে করতে ঈশ্বর লাভ হয়।...

"তুমি যে সব কর্ম্ম করছ, এতে তোমার নিজের উপকার। নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করতে পারলে চিত্তশুদ্ধি হবে, ঈশ্বরের উপর তোমার ভালবাসা আসবে। ভালবাসা এলেই তাঁকে লাভ করতে পারবে। জগতের উপকার মানুষে করে না ; তিনিই করছেন ; যিনি চন্দ্র সূর্য্য করেছেন, যিনি মা বাপের স্নেহ, যিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহতের ভিতর দয়া, যিনি সাধু ভক্তের ভিতর ভক্তি দিয়েছেন। যে লোক কামনাশূন্য হয়ে কর্ম্ম করবে, সে নিজেরই মঙ্গল করবে।

"অন্তরে সোনা আছে, এখনও খপর পাও নাই। একটু মাটী চাপা আছে। যদি একবার সন্ধান পাও, অন্য কাজ কমে যাবে।...

"নিষ্কাম কর্ম্ম করতে পারলে ঈশ্বরে ভালবাসা হয়; ক্রমে তাঁর কৃপায়, তাঁকে পাওয়া যায়। ঈশ্বরকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়, যেমন আমি তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি!" (ক ৩।১৬।১৮)

কর্ম্মযোগের প্রকৃত উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ,—নিষ্কাম কর্ম্ম তাহার উপায় মাত্র, সে সম্বন্ধে বলিতেছেন:

"জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। কর্ম্ম তো আদিকাণ্ড; জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। তবে নিষ্কাম কর্ম্ম একটি উপায়,—উদ্দেশ্য নয়।

"শম্ভু বললে, 'এখন এই আশীর্ব্বাদ করুন যে, যা টাকা আছে, সেগুলি সদ্ব্যয়ে যায়,—হাঁসপাতাল, ডিস্পেন্সারী করা, রাস্তা ঘাট করা, কুয়ো করা এই সবে।' আমি বললাম, 'এ সব কর্ম্ম অনাসক্ত হয়ে করতে পারলে ভাল; কিন্তু তা বড় কঠিন। আর যাই হোক এটি যেন মনে থাকে যে, তোমার মানব-জন্মের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। হাঁসপাতাল ডিস্পেন্সারী করা নয়! মনে কর ঈশ্বর তোমার সামনে এলেন; এসে বললেন, তুমি বর লও। তা হলে তুমি কি বলবে, আমায় কতকগুলো হাঁসপাতাল ডিস্পেন্সারী করে দাও? না বলবে, হে ভগবান, তোমার পাদপদ্মে যেন শুদ্ধা ভক্তি হয়, আর যেন তোমাকে আমি সর্ব্বদা দেখতে পাই?' হাঁসপাতাল, ডিস্পেন্সারী, এ সব অনিত্য বস্তু। ঈশ্বর বস্তু আর সব অবস্তু।... তাঁকে লাভ হলে তাঁর ইচ্ছায় অনেক হাঁসপাতাল ডিস্পেন্সারী হতে পারে।'

"তাই বলছি, কর্ম্ম আদি কাণ্ড। কর্ম্ম জীবনের উদ্দেশ্য নয়, সাধন করে আরও এগিয়ে পড়। সাধন করতে করতে আরও এগিয়ে পড়লে, শেষে জানতে পারবে যে ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু, ঈশ্বর-লাভই জীবনের উদ্দেশ্য। একজন কাঠুরে বনে কাঠ কাটতে গিছলো। হঠাৎ এক ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেখা হল। ব্রহ্মচারী বললে, 'ওহে, এগিয়ে পড়।' কাঠুরে বাড়ীতে ফিরে এসে ভাবতে লাগল, ব্রহ্মচারী এগিয়ে যেতে বললেন কেন?

"এই রকমে কিছুদিন যায়! একদিন সে বসে আছে, এমন সময় এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মচারীর কথাগুলি মনে পড়ল। তখন সে মনে মনে বললে, 'আজ আমি আরও এগিয়ে যাব।' বনে গিয়ে আরও এগিয়ে দেখে যে অসংখ্য চন্দনের গাছ। তখন আনন্দে গাড়ি গাড়ি চন্দনের কাঠ নিয়ে এল; আর বাজারে বেচে খুব বড় মানুষ হয়ে গেল।

"এই রকমে কিছুদিন যায়। আর একদিন মনে পড়ল, ব্রহ্মচারী বলেছেন, 'এগিয়ে পড়'। তখন আবার বনে গিয়ে এগিয়ে দেখে, নদীর ধারে রূপোর খনি! এ কথা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। তখন খনি থেকে কেবল রূপা নিয়ে গিয়ে বিক্রী করতে লাগল। এত টাকা হল যে, আণ্ডিল হয়ে গেল।

"আবার কিছুদিন যায়। একদিন বসে ভাবছে ব্রহ্মচারী তো আমাকে রূপার খনি পর্য্যন্ত যেতে বলেন নাই—তিনি যে এগিয়ে যেতে বলেছেন। এবার নদীর পারে গিয়ে দেখে, সোনার খনি! তখন সে ভাবলে, ওহো! তাই ব্রহ্মচারী বলেছিলেন, 'এগিয়ে পড়'!

"আবার কিছুদিন পরে এগিয়ে দেখে, হীরে মাণিক রাশীকৃত পড়ে আছে। তখন তার কুবেরের মত ঐশ্বর্য্য হল।

"তাই বলছি যে, যা কিছু করনা কেন, এগিয়ে গেলে আরও ভাল জিনিষ পাবে।[৬৮] একটু জপ করে উদ্দীপন হয়েছে বলে মনে করো না, যা হবার তা হয়ে গেছে। কর্ম্ম কিছু জীবনের উদ্দেশ্য নয়। আরও এগোও, কর্ম্ম নিষ্কাম করতে পারবে। তবে নিষ্কাম কর্ম্ম বড় কঠিন, তাই ভক্তি করে ব্যাকুল হয়ে তাঁকে প্রার্থনা কর, 'হে ঈশ্বর, তোমার পাদপদ্মে ভক্তি দাও, আর কর্ম্ম কমিয়ে দাও; আর যেটুকু রাখবে, সেটুকু কর্ম্ম যেন নিষ্কাম হয়ে করতে পারি।'

"আরও এগিয়ে গেলে ঈশ্বরকে লাভ হবে। তাঁকে দর্শন হবে। ক্রমে তাঁর সঙ্গে আলাপ কথাবার্ত্তা হবে।" (ক ১।১০।৬।১৪৮-৯)

"নিষ্কাম হয়ে তাঁকে ডাকতে হয়। তবে সকাম ভজন করতে করতে নিষ্কাম হয়। ধ্রুব রাজ্যের জন্য তপস্যা করেছিলেন, কিন্তু ভগবানকে পেয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'যদি কাঁচ কুড়ুতে এসে কেউ কাঞ্চন পায়, তা ছাড়বে কেন?'...

"দানাদি কর্ম্ম সংসারী লোকের প্রায় সকামই হয়,—সে ভাল না। তবে নিষ্কাম করলে ভাল। কিন্তু নিষ্কাম করা বড় কঠিন।" (ক ৪।৯।৩।৬৮)

"তবে দয়ার কাজ—দানাদি কাজ—কি কিছু করবে না?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"তা নয়। সামনে দুঃখ কষ্ট দেখলে টাকা থাকলে দেওয়া উচিত।" (ক ৪।৯।৩।৬৯)

"নিষ্কাম কর্ম্ম ভাল। তাতে অশান্তি হয় না। কিন্তু নিষ্কাম করা বড় কঠিন। মনে করছি, নিষ্কাম কর্ম্ম করছি, কিন্তু কোথা থেকে কামনা এসে পড়ে, জানতে দেয় না। আগে যদি অনেক সাধন থাকে, সাধনের বলে কেউ কেউ নিষ্কাম কর্ম্ম করতে পারে।" (ক ১।৮।৩।১২৫)

"কালীঘাটে দানই করতে লাগল ; কালী দর্শন আর হল না! আগে ষো সো করে, ধাক্কাধাক্কি খেয়েও কালী দর্শন করতে হয়, তারপর দান যত করো, আর না করো। ইচ্ছা হয় খুব করো। ঈশ্বর-লাভের জন্যই কর্ম্ম!" (ক ১।২।৯।৫৯-৬০)

নিষ্কাম কর্ম্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে নিজের চিত্তশুদ্ধি, অন্যের উপকার করা নয়, এই বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রকে বুঝাইয়া বলিতেছেন :

"সংসারী ব্যক্তি নিষ্কাম ভাবে যদি কাউকে দান করে সে নিজের উপকারের জন্য, 'পরোপকারের' জন্য নয়। সর্ব্বভূতে হরি আছেন তাঁরই সেবা করা হয়। হরিসেবা হলে নিজেরই উপকার হল, 'পরোপকার' নয়। এই সর্ব্বভূতে হরির সেবা—শুধু মানুষের নয়, জীবজন্তুর মধ্যেও হরির সেবা, যদি কেউ করে, আর যদি সে মান চায় না, যশ চায় না, মরবার পর স্বর্গ চায় না, যাদের সেবা করছে, তাদের কাছে থেকে উলটে কোনও উপকার চায় না, এরূপ ভাবে যদি সেবা করে, তা হলে তার যথার্থ নিষ্কাম কর্ম্ম, অনাসক্ত কর্ম্ম, করা হয়। এইরূপ নিষ্কাম কর্ম্ম করলে তার নিজের কল্যাণ হয়। এরই নাম কর্ম্মযোগ। এই কর্ম্মযোগও ঈশ্বর লাভের একটি পথ। কিন্তু বড় কঠিন, কলিযুগের পক্ষে নয়।

"তাই বলছি, যে অনাসক্ত হয়ে এরূপ কর্ম্ম করে, দয়া, দান করে, সে নিজেরই মঙ্গল করে। পরের উপকার, পরের মঙ্গল, সে ঈশ্বর করেন—যিনি চন্দ্র সূর্য্য, বাপ, মা, ফল, ফুল, শস্য জীবের জন্য করেছেন! বাপ-মার ভিতর যে স্নেহ দেখ, সে তাঁরই স্নেহ, জীবের রক্ষার জন্যই দিয়েছেন। দয়ালুর ভিতর যা দয়া দেখ, সে তাঁরই দয়া নিঃসহায় জীবের রক্ষার জন্য দিয়েছেন। তুমি দয়া কর আর না কর, তিনি কোন না কোন সূত্রে তাঁর কাজ করবেন। তাঁর কাজ আটকে থাকে না! (ক ৫ পরি শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীযুক্ত বঙ্কিম ৩।৬১)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্যামপুকুরের বাড়ীতে ভক্তদিগকে বলিতেছেন :

"জগতের উপকার এই সামান্য জীবের পক্ষে করতে যাওয়া বড় কঠিন। তবে যদি কেউ জীবের সেবার জন্য কামনাশূন্য হয়ে কর্ম্ম করে, তাতে দোষ নাই ; একে নিষ্কাম কর্ম্ম বলে। এরূপ কর্ম্ম করতে চেষ্টা করা খুব ভাল! কিন্তু সকলে পারে না। বড় কঠিন। সকলের কর্ম্ম করতে হবে ; দু' একটি লোক কর্ম্ম ত্যাগ করতে পারে।" (১।১৭।৫।২৮৯)

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ ভক্তদিগকেও ঐ কথাই বুঝাইতেছেন :

"তোমরা বল, 'জগতের উপকার' করা। জগৎ কি এতটুকু গা! আর তুমি কে, যে জগতের উপকার করবে? তাঁকে সাধনের দ্বারা সাক্ষাৎকার কর। তাঁকে লাভ কর। তিনি শক্তি দিলে তবে সকলের হিত করতে পার। নচেৎ নয়।" (ক ১।২।৯।৫৯)

দান ধ্যান করিলে জগতের উপকার আর কি হইবে, তবে নিজের মনের মালিন্য কাটিয়া যাইবে, সে সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যকে বলিতেছেন :

"যার টাকা আছে তার দেওয়া উচিত। জয়গোপাল সেনের টাকা আছে তার দান করা উচিত। ও যে করে না সেটা নিন্দার কথা। এক এক জন টাকা থাকলেও হিসেবী (কৃপণ) হয় ;—টাকা যে কে ভোগ করবে তার ঠিক নাই!

"সে দিন জয়গোপাল এসেছিল। গাড়ী করে আসে। গাড়ীতে ভাঙ্গা লণ্ঠন ;—ভাগাড়ের ফেরৎ ঘোড়া ;—মেডিকেল কলেজের হাঁসপাতাল ফেরৎ দ্বারবান ;—আর এখানের জন্য নিয়ে এল দুই পচা ডালিম।" (ক ৩।৮।২।৭৯)

শ্রীযুক্ত বেণীমাধব পালের উদ্যান বাটীতে উৎসবান্তে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন :

আজ খুব আনন্দ হল। দেখ, অর্থ যার দাস, সেই মানুষ। যারা অর্থের ব্যবহার জানে না, তারা মানুষ হয়ে মানুষ নয়। আকৃতি মানুষের কিন্তু পশুর ব্যবহার! ধন্য তুমি! এতগুলি ভক্তকে আনন্দ দিলে।" (ক ১।১২।৯।১৯৫)

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকে বলিতেছেন :

"তুমি যে দান ধ্যান কর, খুব ভাল। যাদের টাকা আছে তাদের দান করা উচিত। কৃপণের ধন উড়ে যায় ; দাতার ধন রক্ষা হয়, সৎকাজে যায়। ওদেশে চাষারা খানা কেটে ক্ষেতে জল আনে। কখনও কখনও জলের এত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোড় হয় যে ক্ষেতের আল ভেঙ্গে যায়, আর জল বেরিয়ে যায় ও ফসল নষ্ট হয়। তাই চাষারা আলের মাঝে মাঝে ছেঁদা করে রাখে; তাকে ঘোগ বলে। জল ঘোগ দিয়ে একটু একটু বেরিয়ে যায়, তখন জলের তোড়ে আল ভাঙ্গে না। আর ক্ষেতের উপর পলি পড়ে। সেই পলিতে ক্ষেত উর্ব্বরা হয়; আর খুব ফসল হয়।...

"পূজা, তীর্থ, জীবসেবা ইত্যাদি গুরু উপদেশে কর্ম্ম করার নাম কর্ম্ম-যোগ।" (ক ৫।১৬।৩।১৫৬)

পূজা, তীর্থ, জীবসেবা ইত্যাদি যাহাই করা হউক না কেন, যদি গুরুর উপদেশ অনুসারে করা হয় তবেই সেগুলি কর্ম্মযোগের অন্তর্ভুক্ত হইবে, এ কথা বলিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর কর্ম্মযোগের রহস্য পরিষ্কারভাবে বুঝাইতেছেন। এরূপ ভাবের কর্ম্ম নিষ্কাম হইবে এবং তাহার ফলে চিত্তও ক্রমশঃ শুদ্ধ হইতে থাকিবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানেরও উদয় হইতে থাকিবে। কিন্তু প্রথমেই এটি বুঝা যায় না। কারণ নিষ্কাম কর্ম্ম জনিত শুভ সংস্কার প্রথম অবস্থাতে অন্তর্নিহিত থাকে। পরে ক্রমশঃ তাহার ফল দেখিতে পাওয়া যায়।

তাই উদ্ধৃত শ্লোকের শেষেরটিতে শ্রীভগবান বলিতেছেন, "কালেনাত্মনি বিন্দতি।" শ্রীশ্রীঠাকুরও শ্রীযুক্ত গিরিশকে বুঝাইতেছেন যে তাঁহার এবং অপর সকলের ভিতরকার শুভ সংস্কার ক্রমে ক্রমে স্বতঃই প্রকাশিত হইতেছে:

"তোমার সংস্কার ছিল তাই হচ্ছে। সময় না হলে হয় না। যখন রোগ ভাল হয়ে এল, তখন কবিরাজ বললে, 'এই পাতাটি মরিচ দিয়ে বেটে খেও।' তারপর রোগ ভাল হল। তা মরিচ দিয়ে ঔষধ খেয়ে ভাল হল, না আপনি ভাল হল কে বলবে?

"লক্ষ্মণ লবকুশকে বললেন, 'তোরা ছেলে মানুষ, তোরা রামচন্দ্রকে জানিস না। তাঁর পাদস্পর্শে অহল্যা পাষাণী মানবী হয়ে গেল।' লবকুশ বললে, 'ঠাকুর, সব জানি, সব শুনেছি; পাষাণী যে মানব হল সে মুনিবাক্য ছিল; গৌতম মুনি বলেছিলেন, যে ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র ঐ আশ্রমের কাছ দিয়ে যাবেন; তাঁর পাদস্পর্শে তুমি আবার মানুষ হবে। তা এখন রামের গুণে, না মুনিবাক্যে, কে বলবে বল'।" (ক ৫।১৬।৪।১৫৯)

"সময় না হলে কিছু হয় না। একটি ছেলে শুতে যাবার সময় মাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলেছিল, 'মা, আমার যখন হাগা পাবে, আমাকে তুলিও'। মা বললেন, 'বাবা, হাগাতেই তোমাকে তোলাবে, আমায় তুলতে হবে না।'

"যাকে যা দেবার তাঁর সব ঠিক করা আছে। সরার মাপে শাশুড়ী বৌদের ভাত দিত। তাতে কিছু ভাত কম হত। একদিন সরাখানি ভেঙ্গে যাওয়াতে বৌরা আহ্লাদ করছিল। তখন শাশুড়ী বললে, 'নাচ কোঁদ বৌমা, আমার হাতের আটকেল (আন্দাজ) আছে'।" (ক ৩।৭।১।৬৭)

"হরি প্রভৃতি। আচ্ছা, অনেকের তাঁকে লাভ করতে অত দেরী হয় কেন?

"শ্রীরামকৃষ্ণ। কি জানো, ভোগ আর কর্ম্ম শেষ না হলে ব্যাকুলতা আসে না। বৈদ্য বলে, দিন কাটুক—তারপর সামান্য ঔষধে উপকার হবে।

"নারদ রামকে বললেন, 'রাম, তুমি অযোধ্যায় বসে রইলে, রাবণ-বধ কেমন করে হবে? তুমি যে সেইজন্য অবতীর্ণ হয়েছ!' রাম বললেন, 'নারদ, সময় হউক, রাবণের কর্ম্ম-ক্ষয় হোক, তবে তার বধের উদ্যোগ হবে।"[৬৯] (ক ৫।১২।৫।১১৭)

বীজের মধ্যে বৃক্ষ অপরিস্ফুট থাকে, ফলও দেখা যায় না; জীবের মধ্যেও তেমনি জ্ঞান নিহিত অবস্থায় থাকে; কোনও প্রকাশ দেখা যায় না। কিন্তু যেমন সযত্ন পরিচর্য্যার দ্বারা বীজ ফলবান বৃক্ষে পরিণত হয়, জীবের অন্তর্নিহিত জ্ঞানও তেমনি কর্ম্মযোগের সাধনার দ্বারা কালক্রমে বিকশিত হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীঠাকুর বুঝাইতেছেন:

"ওরে, কালে হবে, কালে বুঝবি। বিচিটা পুঁতলেই কি অমনি ফল পাওয়া যায়? আগে অঙ্কুর হবে, তারপর চারাগাছ হবে, তারপর সেই গাছ বড় হয়ে তাতে ফুল ধরবে; তারপর ফল—সেই রকম। তবে লেগে থাকতে হবে, ছাড়লে হবে না।...তাঁর সেবা, বন্দনা ও অধীনতা—কি না দীনভাব এই নিয়ে বিশ্বাস করে পড়ে থাকতে থাকতে সব হবে, তাঁর দর্শন পাওয়া যাবেই যাবে। তা না করে ছেড়ে দিলে কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই হল।" (শু-পূ ১।১৮-১৯)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৯ (খ) সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণের সুফল

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ (৯।২৭)
ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥ (৩।৩০)
যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ॥ (৩।৩১)

হে কৌন্তেয়, তুমি যে কোন কর্ম্ম কর, যাহা কিছু আহার কর, যাহা কিছু হোম কর, যাহা কিছু তপস্যা কর, সে সমস্তই আমাকে অর্পণ করিবে। (৯।২৭)

[ঈশ্বর কর্ত্তা, আমি তাঁহার ভৃত্য] এইরূপ বিবেক বুদ্ধি সহকারে সমস্ত কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া কামনা, মমত্ববুদ্ধি এবং সন্তাপ পরিহার পূর্ব্বক যুদ্ধ কর। (৩।৩০)

যে সকল লোক শ্রদ্ধাবান ও অসূয়াশূন্য হইয়া আমার এই মত সর্ব্বদা অনুসরণ করেন, তাঁহারাও কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন। (৩।৩১)

"গুণেষু দোষাবিষ্করণম্ অসূয়া," গুণের মধ্যে দোষ আবিষ্কারকে অসূয়া বলে। তাই যাহারা এই বিশুদ্ধ কর্ম্ম-যোগে গুণ না দেখিয়া দোষ দেখে এবং এই মতের অনুসরণ করে না, সেই সকল অসূয়া-পরবশ ব্যক্তিকে শ্রীভগবান ইহার অব্যবহিত পরেকার ৩।৩২ শ্লোকে বিবেকবিহীন সর্ব্বজ্ঞান-বিমূঢ় এবং বিনষ্ট বলিয়া মনে করিবার জন্য অর্জ্জুনকে কঠোর নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

প্রথম শ্লোকে সমর্পণের কথা বলিয়া কিরূপ মনোভাব লইয়া ঐ সমর্পণ করিতে হইবে সে কথা দ্বিতীয় শ্লোকে বলিতেছেন। প্রথমতঃ, "অধ্যাত্মচেতসা" এবং "নির্ম্মম" এই শব্দ দুইটির দ্বারা ইঙ্গিত করিতেছেন, তোমার আবার কর্তৃত্ব কোথায়, আমার আমারই বা কর কেন, এটি বুঝ এবং জ্ঞানলাভ কর। দ্বিতীয়তঃ "নিরাশী" শব্দটির দ্বারা নিষ্কাম কর্ম্ম অনুষ্ঠানের উপদেশ দিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয়তঃ, সর্ব্বকর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পণের কথা বলিয়া ভক্তির অনুশীলনের নির্দ্দেশ দিতেছেন। এই ভাবে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি তিনটিই লইয়া পূর্ণাঙ্গ কর্ম্মযোগের বিধান দিতেছেন।

যে যুদ্ধের কথা শ্রীভগবান এই দ্বিতীয় শ্লোকে বলিতেছেন তাহা কুরুক্ষেত্রের লৌকিক যুদ্ধ নয়। এই তৃতীয় অধ্যায়ের ৪৩ সংখ্যক শ্লোকের শেষের চরণে বলিতেছেন, "জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্।" এখানে স্পষ্টভাবে কামরূপ দুর্জ্জয় শত্রুকে যুদ্ধে জয় করার উপদেশ দিতেছেন। আবার ৮।৭ শ্লোকে মনবুদ্ধি সমর্পণের প্রসঙ্গে নির্দ্দেশ দিতেছেন, "সর্ব্বেষু কালেষু মাম্ অনুস্মর যুধ্য চ" সেখানেও লৌকিক যুদ্ধের কথা হইতেছে না॥

তৃতীয় শ্লোকে বুঝাইতেছেন যে, দ্বিতীয় শ্লোকে বর্ণিত উপদেশ অনুসারে যে কোন কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করা হউক না কেন, তাহাতে বন্ধন আর থাকিবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন :

"কর্ম্মযোগ মানে কি জান? সকল কর্ম্মের ফল ভগবানে সমর্পণ করা।" (ক ৩।২০।১।২৪১)

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীযুক্ত ঈশানকে বলিতেছেন :

"তা সংসারে আছ, থাকলেই বা। কিন্তু কর্ম্মফল সমস্ত ঈশ্বরকে সমর্পণ করতে হবে। নিজে কোন ফলকামনা করতে নাই।" (ক ২।১৯।৫।১৯১)

সন্ন্যাসীর নিত্যকর্ম্মও ঈশ্বরে অর্পণ করার বিষয়ে জনৈক সাধুকে বলিতেছেন :

"আচ্ছা জী, আপনারা যা জপধ্যান করেন, তা নিষ্কাম করেন; না?

"সাধু। জী মহারাজ।

"শ্রীরামকৃষ্ণ। ঐ আচ্ছা হায়, আর ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করতে হয়; না?

"গীতাতে ঐরূপ আছে।

"তাঁকে একগুণ যা দেবে, সহস্রগুণ তাই পাবে। তাই সব কাজ করে জলের গণ্ডূষ অর্পণ—শ্রীকৃষ্ণে ফল সমর্পণ।

"যুধিষ্ঠির যখন সব পাপ কৃষ্ণকে অর্পণ করতে যাচ্ছিল তখন একজন (ভীম) সাবধান করলে, 'অমন কর্ম্ম করো না—কৃষ্ণকে যা অর্পণ করবে, সহস্রগুণ তাই হবে'!" (ক ৪।২২।২।২৩২)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীযুক্ত শশধর পণ্ডিত মহাশয়কে বলিতেছেন :

"কর্ম্মযোগ,—কর্ম্মদ্বারা ঈশ্বরে মন রাখা। তুমি যা শিখাচ্ছ। অনাসক্ত হয়ে প্রাণায়াম, ধ্যানধারণাদি কর্ম্মযোগ। সংসারী যদি অনাসক্ত হয়ে, ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করে, তাঁতে ভক্তি রেখে, সংসারের কর্ম্ম করে, সেও কর্ম্মযোগ। ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করে পূজা জপাদি কর্ম্ম করার নামও কর্ম্মযোগ। ঈশ্বরলাভই কর্ম্মযোগের উদ্দেশ্য।" (ক ১।১১।৪।১৬৫)

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রকে বলিতেছেন :

"সংসারী লোক শুদ্ধ ভক্ত হলে অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম করে। কর্ম্মের ফল—লাভ, লোকসান, সুখ, দুঃখ ঈশ্বরকে সমর্পণ করে। আর তাঁর কাছে রাতদিন ভক্তি প্রার্থনা করে, আর কিছু চায় না। এরই নাম নিষ্কাম কর্ম্ম—অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম করা। সন্ন্যাসীরও সব কর্ম্ম নিষ্কাম করতে হয়। তবে সন্ন্যাসী সংসারীদের মত বিষয়-কর্ম্ম করে না।" (ক ৫ পরি; শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীযুক্ত বঙ্কিম; ৩৬০)

কর্ম্মনাশের প্রকৃত তাৎপর্য্য, কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্তি। শ্রীভগবান বলিয়াছেন, যে-কোন কর্ম্মই করা হউক না কেন,—শুধু যজ্ঞ, দান, তপস্যা নয়, এমন কি আহার পর্য্যন্ত, তাঁহাকে সমর্পণ করিলে তবে এই মুক্তি লাভ সম্ভব। শ্রীশ্রীঠাকুর বুঝাইয়াছেন, নির্ব্বিশেষ ভাবে ব্রহ্মে আহার সমর্পণ জ্ঞানীর জন্য; কিন্তু স্বীয় হৃদয়ে শ্রীভগবান বিশেষ ভাবে অধিষ্ঠিত, তাঁহাকেই সমর্পণ করা হইতেছে, এই ভাবটি ভক্তের বেলাতে অক্ষুণ্ণ থাকা চাই।

"ভদ্রলোকদের জন্য রেকাবি করিয়া পান আনা হইয়াছিল। সেই রেকাবির পান ঠাকুরের কাছে লইয়া যাওয়া হইল; তিনি সে পান গ্রহণ করিলেন না।...

"নন্দ বসু। পান খেলেন না কেন? সব ঠিক হল; ঐটি অন্যায় হয়েছে!

"শ্রীরামকৃষ্ণ। ইষ্টকে দিয়ে খাই; ঐ একটা ভাব আছে।

"নন্দ বসু। ওতো ইষ্টতেই পড়ত।

"শ্রীরামকৃষ্ণ। জ্ঞান-পথ একটা আছে; আর ভক্তি-পথ একটা আছে। জ্ঞানীর মতে সব জিনিষই ব্রহ্মজ্ঞান করে লওয়া যায়। ভক্তি-পথে একটু ভেদবুদ্ধি হয়।

"নন্দ। ওটা দোষ হয়েছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। ও আমার একটা ভাব আছে। তুমি যা বলছ ও ঠিক বটে,—ওও আছে।" (ক ৩।১৮।৩।২৩০)

জ্ঞানবাদী মহিমাচরণকে কিন্তু বুঝাইতেছেন, এই অর্পণ ব্যাপক-ভাবেও করা যাইতে পারে। তাঁহাকে বলিতেছেন :

"আচ্ছা, লোককে খাওয়ান এক রকম তাঁরই সেবা করা, কি বল? সব জীবের ভিতরে তিনি অগ্নিরূপে রয়েছেন। খাওয়ান কি না, তাঁকে আহুতি দেওয়া।" (ক ১।১০।৪।১৪৩)

৯ (গ) আত্মারামের "কর্ম্মনাশ"

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥ (৩।১৭)

যে ব্যক্তি আত্মাতেই প্রীত, আত্মাতেই তৃপ্ত এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁহার [নিজের জন্য] করণীয় কিছু থাকে না। (৩।১৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছেন যোগীর আত্মা এবং ভক্তের ভগবান একই। এই কারণে সমাধি-সম্পদ্-শালী যোগীর বিষয় এবং সাত্ত্বিক বিকার-বিভূষিত ভক্তের বিষয় একসঙ্গে উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে উভয়েরই কর্ম্মত্যাগ হয় :

"সমাধি হলে কর্ম্ম সব ত্যাগ হয়ে যায়। পূজাজপাদি কর্ম্ম, বিষয়-কর্ম্ম, সব ত্যাগ হয়। প্রথমে কর্ম্মের বড় হৈচৈ থাকে। যত ঈশ্বরের দিকে এগুবে, ততই কর্ম্মের আড়ম্বর কমে। এমন কি তাঁর নাম-গুণ-গান পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রতি) যতক্ষণ তুমি সভায় আসনি তোমার নাম, গুণ, কথা অনেক হয়েছে। যাই তুমি এসে পড়েছ, অমনি সে সব কথা বন্ধ হয়ে গেল। তখন তোমার দর্শনেতেই আনন্দ। তখন লোকে বলে, 'এই যে শিবনাথ বাবু এসেছেন।' তোমার বিষয়ে অন্য কথা বন্ধ হয়ে যায়।

"আমার এই অবস্থার পর গঙ্গাজলে তর্পণ করতে গিয়ে দেখি যে, হাতের আঙ্গুলের ভিতর দিয়ে জল গলে পড়ে যাচ্ছে। তখন হলধারীকে কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'দাদা, একি হল!' হলধারী বললে, 'একে গলিতহস্ত বলে। ঈশ্বর দর্শনের পর তর্পণাদি কর্ম্ম থাকে না।'...

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"যেমন ব্রাহ্মণ ভোজনে প্রথমে খুব হৈচৈ। যখন সকলে পাতা সম্মুখে করে বসল, তখন অনেক হৈচৈ কমে গেল ; কেবল 'লুচি আন' 'লুচি আন' শব্দ হতে থাকে। তারপর যখন লুচি তরকারী খেতে আরম্ভ করে, তখন বার আনা শব্দ কমে গেছে। যখন দই এল, তখন সুপ্ সুপ্—শব্দ নাই বললেও হয়। খাবার পর নিদ্রা। তখন সব চুপ।

"তাই বলছি, প্রথম প্রথম কর্ম্মের খুব হৈচৈ থাকে। ঈশ্বরের পথে যত এগুবে ততই কর্ম্ম কমবে। শেষে কর্ম্ম-ত্যাগ আর সমাধি।" (ক ১।৩৬।৭৩-৭৪)

"দেখ, কর্ম্মনাশা বলে একটা নদী আছে। সে নদীতে ডুব দেওয়া এক মহাবিপদ। কর্ম্ম নাশ হয়ে যায়,—সে ব্যক্তি আর কোন কর্ম্ম করতে পারে না।" (ক ১।১৫।৩।২৬৩)

"যে মুসলমান 'আল্লা হো' 'আল্লা হো' করে চীৎকার করছে, জেনো সে আল্লাকে পায় নাই। যে পেয়েছে সে চুপ করে বসে আছে।" (সু-উপ ১১১।২৯)

"সচ্চিদানন্দ লাভ হলে সমাধি হয়। তখন কর্ম্ম ত্যাগ হয়ে যায়। আমি ওস্তাদের নাম করছি এমন সময় ওস্তাদ্ এসে উপস্থিত, তখন আর তার নাম করবার কী প্রয়োজন।" (ক ৫।২।১।১৬)

"কর্ম্ম যে বরাবরই করতে হয়, তা নয়। ঈশ্বর লাভ হলে আর কর্ম্ম থাকে না।...

"যার লাভ হয়, তার সন্ধ্যাদি কর্ম্ম থাকে না। সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লীন হয়। তখন গায়ত্রী জপলেই হয়। আর গায়ত্রী ওঙ্কারে লয় হয়। তখন গায়ত্রীও বলতে হয় না। তখন শুধু 'ওঁ' বললে হয়।" (ক ২।১২।১।১০৩)

"সে নিশিদিন তাঁর চিন্তা করছে, তার সন্ধ্যার কি দরকার!

"হৃষীকেশে একজন সাধু সকাল বেলায় উঠে ভারি একটা ঝরণা, তার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। সমস্ত দিন সেই ঝরণা দেখে আর ঈশ্বরকে বলে—'বাঃ, বেশ করেছ! বাঃ, বেশ করেছ! কি আশ্চর্য্য!' তার অন্য জপ তপ নাই। আবার রাত্রি হলে কুটীরে ফিরে যায়।" (ক ৪।২১।৫।২২১)

"ঈশ্বর লাভ না হলে কেউ একবারে কর্ম্মত্যাগ করতে পারে না। সন্ধ্যাদি কর্ম্ম কত দিন? যতদিন না ঈশ্বরের নামে অশ্রু আর পুলক হয়। একবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'ওঁ রাম' বলতে যদি চক্ষে জল আসে, নিশ্চয় জেনো তোমার কর্ম্ম শেষ হয়েছে। আর সন্ধ্যাদি কর্ম্ম করতে হবে না।

"ফল হলেই ফুল পড়ে যায়। ভক্তি—ফল; কর্ম্ম—ফুল; গৃহস্থের বৌ পেটে ছেলে হলে বেশী কর্ম্ম করতে পারে না। শাশুড়ি দিন দিন তার কর্ম্ম কমিয়ে দেয়। দশমাস পড়লে, শাশুড়ি প্রায় কর্ম্ম করতে দেয় না। ছেলে হলে সে ঐটিকে নিয়ে কেবল নাড়াচাড়া করে; আর কর্ম্ম করতে হয় না। সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়। গায়ত্রী প্রণবে লয় হয়। প্রণব সমাধিতে লয় হয়। যেমন ঘণ্টার শব্দ টং—ট=অ-ম। যোগী নাদ ভেদ করে পরব্রহ্মে লয় হন। সমাধি মধ্যে সন্ধ্যাদি কর্ম্মের লয় হয়। এই রকমে জ্ঞানীদের কর্ম্মত্যাগ হয়।" (ক ১।১১।২।১৬১)

"পরমহংস অবস্থায়—যেমন শুকদেবাদির—কর্ম্ম সব উঠে যায়। পূজা, জপ, তর্পণ, সন্ধ্যা এই সব কর্ম্ম। এ অবস্থায় কেবল মনের যোগ। বাহিরের কর্ম্ম কখন কখন সাধ করে করে—লোক শিক্ষার জন্য। কিন্তু সর্ব্বদা স্মরণ মনন থাকে।" (ক ৪।১০।৪।৮২)

"ঈশ্বর লাভ হলে কর্ম্ম আর করতে হয় না, মনও লাগে না।

"মাতাল বেশী মদ খেয়ে হুঁস রাখতে পারে না—দু আনা খেলে কাজ কর্ম্ম চলতে পারে! ঈশ্বরের দিকে যতই এগুবে ততই তিনি কর্ম্ম কমিয়ে দিবেন। ভয় নাই।" (ক ৩।২।২।২৪)

"যে কটা কর্ম্ম আছে, সে কটা শেষ হয়ে গেলে নিশ্চিন্ত। গৃহিনী, বাড়ীর রাঁধা বাড়া আর আর কাজ কর্ম্ম সেরে যখন নাইতে গেল, তখন আর ফেরে না;—তখন ডাকাডাকি করলেও আর আসবে না।" (ক ৩।২।২।২৫)

"পূজা, হোম, যাগ, যজ্ঞ কিছুই নয়। যদি তাঁর উপর ভালবাসা আসে তা হলে আর এ সব কর্ম্মের বেশী দরকার নাই। যতক্ষণ হাওয়া পাওয়া না যায়, ততক্ষণই পাখার দরকার; যদি দক্ষিণে হাওয়া আপনি আসে, পাখা রেখে দেওয়া যায়। আর পাখার কি দরকার?" (ক ৩।১।৬।১৭)

"হাঁ, তিনিই সব করাচ্ছেন বটে; তিনিই কর্ত্তা, মানুষ যন্ত্রের স্বরূপ।

"আবার এও ঠিক যে কর্ম্মফল আছেই আছে। লঙ্কা মরিচ খেলেই পেট জ্বালা করবে; তিনিই বলে দিয়েছেন যে, খেলে পেট জ্বালা করবে। পাপ করলেই তার ফলটি পেতে হবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"যে ব্যক্তি সিদ্ধি লাভ করেছে, যে ঈশ্বর দর্শন করেছে, সে কিন্তু পাপ করতে পারে না। সাধা-লোকের বেতালে পা পড়ে না। যার সাধা গলা, তার সুরেতে সা, রে, গা, মা-ই এসে পড়ে।" (ক ৩।৭।২।৬৮)

"কর্ম্ম কত দিন? যত দিন না তাঁকে লাভ করা যায়। তাঁকে লাভ হলে সব যায়। তখন পাপপুণ্যের পার হয়ে যায়।" (ক ৩।৭।১।৬৪)

"প্রথমে বানান করে লিখতে হয়,—তার পর অমনি টেনে যাও।

"সোনা গালাবার সময় খুব উঠে পড়ে লাগতে হয়। এক হাতে হাপর—এক হাতে পাখা—মুখে চোঙ—যতক্ষণ না সোনা গলে, গলার পর যেই গড়নেতে ঢালা হল—অমনি নিশ্চিন্ত।" (ক ৪।৭।১।১৮)

"তীর্থ, গলায় মালা, আচার এসব প্রথম প্রথম করতে হয়। বস্তু লাভ হলে, ভগবান দর্শন হলে বাহিরের আড়ম্বর ক্রমে কমে যায়। তখন তাঁর নামটি নিয়ে থাকা আর স্মরণ মনন।

"ষোল টাকার পয়সা এক কাঁড়ি, কিন্তু ষোলটি টাকা যখন করলে তখন আর অত কাঁড়ি দেখায় না। তাদের বদলে যখন একটি মোহর করলে তখন কত কম হয়ে গেল। আবার সেটি বদলে যদি একটু হীরা কর তা হলে লোকে টেরই পায় না।" (ক ৫।১০।২।৯৩-৪)

হীরক হওয়া কাহাকে বলে সে কথা শ্রীশ্রীঠাকুর নিজের অবস্থা বর্ণনা করিয়া বুঝাইতেছেন:

শ্রীশ্রীঠাকুর "সমাধি ভঙ্গের পর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই জগন্মাতার সহিত কথা কহিতেছেন। বলিতেছেন, 'মা, পূজা গেল, জপ গেল; দেখো মা, যেন জড় করো না। সেব্য-সেবক ভাবে রেখো। মা, যেন কথা কইতে পারি, যেন তোমার নাম করতে পারি; আর তোমার নামগুণ কীর্ত্তন করব, গান করব। মা, আর শরীরে একটু বল দাও; মা, যেন আপনি একটু চলতে পারি; যেখানে তোমার কথা হচ্ছে, যেখানে তোমার ভক্তেরা আছে, সেই সব জায়গায় যেন যেতে পারি'।" (ক ৫।৯।১।৮৪)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৯ (ঘ) জ্ঞানীর কর্ম্ম

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥ (৪।৩৭)
যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥ (৪।১৯)
নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ (৪।২১)
সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্॥ (৩।২৫)
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥ (৩।৭)

হে অর্জ্জুন, প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, জ্ঞানরূপ অগ্নিও তেমনই কর্ম্মসমূহকে ভস্মীভূত করে। (৪।৩৭)

ইহার পূর্ব্বেকার দুই শ্লোকে,—৪।৩৫ ও ৪।৩৬ শ্লোকে, মোহনাশ এবং পাপ নাশের কথা আছে বটে কিন্তু আলোচ্য শ্লোকে কর্ম্মসমূহ ভস্মীভূত হওয়ার অর্থে কর্ম্মনাশ হইয়া যায় অর্থাৎ কর্ম্ম বন্ধ হইয়া যায় এরূপ বুঝিতে হইবে না। আচার্য্য শঙ্কর ইহার ভাষ্য করিয়াছেন, "নির্বীজীকরোতি"; অর্থাৎ জ্ঞান লাভের পূর্ব্বে কর্ম্ম বীজের ন্যায় ফল উৎপাদন করিত; এখন আর তাহা করিবে না। যদি কর্ম্মের ফল না থাকে তবে কর্ম্মের বন্ধন কিরূপে থাকিবে? ৪।৪১ শ্লোকে শ্রীভগবান এই কথাটি স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া বলিতেছেন, "জ্ঞানসংচ্ছিন্ন সংশয়ম্ আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নতি,"—জ্ঞান লাভের পরে যে কর্ম্ম থাকে তাহাতে বন্ধন থাকে না।

উদ্ধৃত শ্লোকের দ্বিতীয়টিতে শ্রীভগবান এই তত্ত্বটিই একটু অন্যভাবে বলিতেছেন।

যাঁহার সকল কর্ম্মচেষ্টা, ফলতৃষ্ণা এবং কর্ত্তৃত্বাভিমান বিবর্জ্জিত, [অর্থাৎ কর্ম্মে অকর্ম্ম দর্শন রূপ] জ্ঞানাগ্নি দ্বারা যাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্ম দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাঁহাকে জ্ঞানিগণ পণ্ডিত বলিয়া অভিহিত করেন।[10] (৪।১৯)

পূজ্যপাদ মধুসূদন সরস্বতী মহাশয় বলিয়াছেন, "কামঃ ফলতৃষ্ণা, সঙ্কল্পোঽহং করোমীতি কর্ত্তৃত্বাভিমানস্তাভ্যাং বর্জ্জিতঃ।" আলোচ্য শ্লোকের অব্যবহিত পূর্ব্বেকার ৪।১৮ শ্লোকে শ্রীভগবান বলিয়াছেন যিনি কর্ম্মে অকর্ম্ম অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়তা দেখেন তিনিই মনুষ্যদিগের মধ্যে বুদ্ধিমান। পরবর্ত্তী ৪।২০ শ্লোকটিও ইহার সম্প্রসারণ মাত্র। সেই শ্লোকে শ্রীভগবান বলিতেছেন, যিনি ফলাকাঙ্ক্ষা এবং কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য হইয়া কর্ম্ম করেন, প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার কর্ম্ম করা হয় না। তাদৃশ কর্ম্মে বন্ধন ঘটে না।

উদ্ধৃত শ্লোকের তৃতীয়টিতেও শ্রীভগবান ইহারই পুনরুক্তি করিয়াছেন।

যিনি কামনা ত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহার অন্তঃকরণ ও দেহেন্দ্রিয়াদি সংযত, যিনি সর্ব্বপ্রকার পরিগ্রহ বর্জ্জন করিয়াছেন, তিনি কেবল শরীরের দ্বারা [অর্থাৎ অহংশূন্য ভাবে] কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না। (৪।২১)

৮ (ঙ) "ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ" শীর্ষক অনুচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে, "নিরাশীঃ" হইতে পারিলে আর কর্ম্মবন্ধন থাকে না। "আত্মা" শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। "অমরকোষে" যত্ন, ধৃতি, বুদ্ধি, স্বভাব, ব্রহ্ম ও দেহ এবং "মেদিনীকোষে" স্বভাব, প্রযত্ন, মন, ধৃতি, মনীষা, শরীর ও ব্রহ্ম দেওয়া আছে।[11] ২ (গ) "আত্মজ্ঞানের উপায়" শীর্ষক অনুচ্ছেদে দেখান হইয়াছে "আত্মা" শব্দের ৬।৫ এবং ৬।৬ শ্লোকের ভিন্ন ভিন্ন অংশে পৃথক পৃথক অর্থ। আলোচ্য শ্লোকে আত্মার অর্থ দেহ বা দেহেন্দ্রিয় করা হইল। যিনি নিরাশীঃ, যতচিত্তাত্মা, ত্যক্ত-সর্ব্বপরিগ্রহ, তিনি তো অহংশূন্য হইবেনই। তাই "কেবলং শারীরং কর্ম্মে"র অন্য ব্যাখ্যা না করিয়া উল্লিখিত ব্যাখ্যা করা হইল। এরূপ করিলে পরবর্ত্তী ৪।২২ শ্লোকের "যদৃচ্ছালাভ সন্তুষ্ট" অর্থাৎ প্রার্থনা ও উদ্যম ব্যতীত যাহা পাওয়া যায় তাহাতেই সন্তুষ্ট; "দ্বন্দ্বাতীত" অর্থাৎ সুখ দুঃখ, মান অপমান ইত্যাদি যাবতীয় দ্বন্দ্ব-বিরহিত; "বিমৎসর" মাৎসর্য্যবর্জ্জিত; "সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ চ সমঃ" অর্থাৎ সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে তুল্য-বুদ্ধি-সম্পন্ন; এই সকল বিশেষণের সহিতও সামঞ্জস্য রক্ষা হয়। "কিল্বিষ" শব্দের আভিধানিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থ পাপ। আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন "কিল্বিষং সংসারং"। শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন "কিল্বিষং বন্ধনম্।" এই দুইয়ের সহিত সঙ্গতিই রক্ষা করিয়া উল্লিখিত অর্থ দেওয়া হইল।

উদ্ধৃত শ্লোকের চতুর্থটিতে শ্রীভগবান বলিতেছেন বাহ্যতঃ অজ্ঞানীর ও জ্ঞানীর কর্ম্মে পার্থক্য না থাকিলেও উভয়বিধ কর্ম্মের উদ্দেশ্য বিভিন্ন।

হে ভারত, অজ্ঞানীরা কর্ম্মে আসক্ত হইয়া যেমন কর্ম্ম করে, জ্ঞানীরাও অনাসক্ত ভাবে লোকহিত সাধন কল্পে তেমনি কর্ম্ম করিয়া থাকেন। (৩।২৫)

এখানে অর্জ্জুনকে 'ভারত' বলিয়া সম্বোধন করিয়া শ্রীভগবান এই ইঙ্গিত করিতেছেন তুমি 'ভা' অর্থাৎ 'জ্ঞানে' রত। তোমার পক্ষে অজ্ঞানীর মত আসক্তচিত্তে ফলকামনা করিয়া কর্ম্ম করা সাজে না।

উদ্ধৃত শ্লোকগুলির শেষেরটিতে শ্রীভগবান বলিতেছেন :

যিনি মনের দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল সংযত করিয়া ফলকামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ। (৩।৭)

জ্ঞানীর কর্ম্ম লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে সে সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন :

"পরমহংস দুই প্রকার। জ্ঞানী পরমহংস আর প্রেমী পরমহংস। যিনি জ্ঞানী, তিনি আপ্তসার—'আমার হলেই হল'। যিনি প্রেমী, যেমন শুকদেবাদি, ঈশ্বরকে লাভ করে আবার লোক শিক্ষা দেন।··· কেউ পাতকুয়া খুঁড়বার সময়—ঝুড়ি কোদাল আনে, খোঁড়া হয়ে গেলে ঝুড়ি কোদাল ঐ পাতকোতেই ফেলে দেয়। কেউ ঝুড়ি কোদাল রেখে দেয়, যদি পাড়ার লোকের কারু দরকার লাগে। শুকদেবাদি পরের জন্য ঝুড়ি কোদাল তুলে রেখে ছিলেন।" (ক ৩।১১।২।১২১-২২)

"ব্রহ্মজ্ঞানের পর—সমাধির পর—কেহ কেহ নেমে এসে 'বিদ্যার আমি' 'ভক্তির আমি' লয়ে থাকে। বাজার চুকে গেলে কেউ কেউ আপনার খুসি বাজারে থাকে।" (ক ৪।১।৩।৭)

"শঙ্করাচার্য্য লোকশিক্ষার জন্য 'বিদ্যার আমি' রেখেছিলেন। ব্রহ্মদর্শন হলে মানুষ চুপ হয়ে যায়। যতক্ষণ দর্শন না হয়, ততক্ষণই বিচার। ঘি কাঁচা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই কলকলানি। পাকা ঘির কোন্ শব্দ থাকে না। কিন্তু যখন পাকা ঘিয়ে আবার কাঁচা লুচি পড়ে—তখন আর একবার ছ্যাঁক কল কল করে। যখন কাঁচা লুচিকে পাকা করে, তখন আবার চুপ হয়ে যায়। তেমনি সমাধিস্থ পুরুষ লোক শিক্ষা দিবার জন্য আবার নেমে আসে; আবার কথা কয়।

"যতক্ষণ মৌমাছি ফুলে না বসে ততক্ষণ ভন্ ভন্ করে। ফুলে বসে মধু পান করতে আরম্ভ করলে চুপ হয়ে যায়। মধু পান করবার পর মাতাল হয়ে আবার কখনও কখনও গুণ গুণ করে।

"পুকুরে কলসীতে জল ভরবার সময় ভক্ ভক্ শব্দ হয়। পূর্ণ হয়ে গেলে আর শব্দ হয় না। তবে আর এক কলসীতে যদি ঢালাঢালি হয় তা হলে আবার শব্দ হয়।" (ক ৩।১।৩।১০)

"কেউ কেউ জ্ঞানলাভের পর লোক-শিক্ষার জন্য কর্ম্ম করে, যেমন জনক ও নারদাদি। লোক-শিক্ষার জন্য শক্তি থাকা চাই। ঋষিরা নিজের নিজের জ্ঞানের জন্য ব্যস্ত ছিলেন। নারদাদি আচার্য্য লোকের হিতের জন্য বিচরণ করে বেড়াতেন। তাঁরা বীর পুরুষ।

"হাবাতে কাঠ যখন ভেসে যায়, পাখী একটি বসলে ডুবে যায়; কিন্তু বাহাদুরী কাঠ যখন ভেসে যায় তখন গরু, মানুষ, এমন কি হাতী পর্য্যন্ত তার উপর যেতে পারে। Steam Boat [কলের জাহাজ] আপনিও পারে যায়, আবার কত মানুষকে পার করে দেয়।

"নারদাদি আচার্য্য বাহাদুরী কাঠের মত, Steam Boat এর মত।

"কেউ খেয়ে গামছা দিয়ে মুখ মুছে বসে থাকে, পাছে কেউ টের পায়! আবার কেউ একটি আম পেলে, কেটে একটু একটু সকলকে দেয়, আর আপনিও খায়।

"নারদাদি আচার্য্য সকলের মঙ্গলের জন্য জ্ঞান লাভের পরও ভক্তি লয়ে ছিলেন।" (ক ১।১৫।১।২৫০)

"পাহাড়ের উপর খাল জমি থাকতে পারে, কিন্তু বজ্জাৎ-আমি-রূপ পাহাড়ে থাকে না। বিদ্যার আমি, ভক্তের আমি, যদি হয়—তবেই আকাশের শুদ্ধ জল এসে জমে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"উঁচু জায়গার জল চারিদিকে দিতে পারা যায় বটে। সে 'বিদ্যার-আমি' রূপ পাহাড় থেকে হতে পারে।" (ক ৪।২৭।৫।৩১০)

জ্ঞানলাভের পরে যে "আমি" থাকে সে সম্বন্ধে পূজ্যপাদ মাস্টার মহাশয়কে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন:

"সে একবারে সবটা দেখে,—ঈশ্বর, মায়া, জীব, জগৎ। সে দেখে যে, মায়া (বিদ্যা মায়া, অবিদ্যা মায়া), জীব, জগৎ—আছে অথচ নাই। যতক্ষণ নিজের 'আমি' আছে, ততক্ষণ ওরাও আছে। জ্ঞান অসির দ্বারা কাটলে পর, আর কিছুই নাই! তখন নিজের 'আমি' পর্য্যন্ত বাজীকরের বাজী হয়ে পড়ে!

"...কি রকম জান?—যেমন পঁচিশ থাক পাপড়িওয়ালা ফুল। এক চোপে কাটা!

"কর্ত্তৃত্ব! রাম! রাম!—শুকদেব, শঙ্করাচার্য্য এঁরা বিদ্যার 'আমি' রেখেছিলেন! দয়া মানুষের নয়, দয়া ঈশ্বরের। বিদ্যার 'আমির' ভিতরেই দয়া, বিদ্যার 'আমি' তিনিই হয়েছেন।" (ক ৪।১৪।১।১১৬-৭)

জ্ঞান লাভ হইলে মায়া থাকে না, দয়া থাকে, সে বিষয়ে বলিতেছেন:

"আমার জিনিষ, আমার জিনিষ, বলে—সেই সকল জিনিষকে ভালবাসার নাম মায়া। সবাইকে ভালবাসার নাম দয়া। শুধু ব্রাহ্মসমাজের লোকগুলিকে ভালবাসি, কি শুধু পরিবারদের ভালবাসি, এর নাম মায়া; শুধু দেশের লোকগুলিকে ভালবাসি, এর নাম মায়া; সব দেশের লোককে ভালবাসা, সব ধর্ম্মের লোকদের ভালবাসা, এটি দয়া থেকে হয়, ভক্তি থেকে হয়।

"মায়াতে মানুষ বদ্ধ হয়ে যায়, ভগবান থেকে বিমুখ হয়। দয়া থেকে ঈশ্বর লাভ হয়। শুকদেব, নারদ, এঁরা দয়া রেখেছিলেন।" (ক ১।১০।৭।১৫৩)

স্বামী বিবেকানন্দ নির্ব্বিকল্প সমাধির দিব্যানন্দে বিভোর হইয়া থাকিতে চাহিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন ইহার চেয়েও বড় জিনিষ আছে। সেটি কি? সেটি কি লোকশিক্ষা নয়? শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ সম্বন্ধে বলিতেছেন:

"জ্ঞানী জ্ঞানলাভ করবার পরও বিদ্যামায়া নিয়ে থাকতে পারে—ভক্তি, দয়া, বৈরাগ্য—এই সব নিয়ে থাকতে পারে। এর দুটি উদ্দেশ্য। প্রথম লোক-শিক্ষা হয়, তার পর রসাস্বাদনের জন্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"জ্ঞানী যদি সমাধিস্থ হয়ে চুপ করে থাকে, তা হলে লোকশিক্ষা হয় না। তাই শঙ্করাচার্য্য 'বিদ্যার আমি' রেখেছিলেন।

"আর ঈশ্বরের আনন্দ ভোগ করবার জন্য—সম্ভোগ করবার জন্য—ভক্তি ভক্ত নিয়ে থাকে।

"এই 'বিদ্যার আমি', 'ভক্তের আমি'—এতে দোষ নাই। 'বজ্জাৎ আমি'তে দোষ হয়। তাঁকে দর্শন করবার পর বালকের স্বভাব হয়। 'বালকের আমি'তে কোন দোষ নাই। যেমন আর্শির মুখ—লোককে গালাগাল দেয় না। পোড়া দড়ি দেখতেই দড়ির আকার, ফুঁ দিলে উড়ে যায়। জ্ঞানাগ্নিতে অহঙ্কার পুড়ে গেছে। এখন আর কারও অনিষ্ট করে না। নাম মাত্র 'আমি'।

"নিত্যেতে পৌঁছে আবার লীলায় থাকা! যেমন ওপারে গিয়ে আবার এপারে আসা। লোকশিক্ষা আর বিলাসের জন্য,—আমোদের জন্য।" (ক ৪।৩২।১।৩৩২-৩৩)

"এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে লীলা আস্বাদন করে বেড়াও। সাধু একটি সহরে এসে রং দেখে বেড়াচ্ছে। এমন সময় তার এক আলাপী সাধুর সঙ্গে দেখা হল। সে বললে, 'তুমি যে ঘুরে ঘুরে আমোদ করে বেড়াচ্ছ, তল্পীতল্পা কই? সেগুলি তো চুরি করে লয়ে যায় নাই?' প্রথম সাধু বললে, না মহারাজ, আগে বাসা পাকড়ে গাঁটরী ওঠরী ঠিকঠাক করে, ঘরে রেখে, তালা লাগিয়ে, তবে সহরের রং দেখে বেড়াচ্ছি'।" (ক ৩।১৫।৩।১৯০)

"ঈশ্বর-দর্শন হলে বিচার বন্ধ হয়ে যায়। ঈশ্বরলাভ করেছে, অথচ বিচার করছে, তাও আছে। কি কেউ ভক্তি নিয়ে তাঁর নাম গুণগান করছে।

"ছেলে কাঁদে কতক্ষণ? যতক্ষণ না স্তন পান করতে পায়। তারপরই কান্না বন্ধ হয়ে যায়। কেবল আনন্দ। আনন্দে মার দুধ খায়। তবে একটি কথা আছে। খেতে খেতে মাঝে মাঝে খেলা করে, আবার হাসে।" (ক ২।৩।৫।৪১)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশম পরিচ্ছেদ

ধ্যানযোগ

১০ (ক) ধ্যানের অন্তরায়

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ (২।৫৩)

[বৈদিক এবং লৌকিক নানাবিধ ফলের বিষয়] শ্রবণ করিয়া যখন তোমার সন্দেহাকুল বুদ্ধি [বাসনাতে আর] চঞ্চল না হইয়া পরমেশ্বরে স্থির হইয়া থাকিবে তখন তুমি (তাঁহাতে) যুক্ত থাকিবে। (২।৫৩)

কামনা বাসনার জন্য মন চঞ্চল হয়। তাই কামনা বাসনা ত্যাগ করিয়া মনকে "নিশ্চল" করিতে হইবে। আবার মনকে পরমেশ্বরনিষ্ঠ করিয়া "অচল"ও করিতে হইবে। অর্থাৎ আগে প্রত্যাহার, পরে ধ্যান। এই পার্থক্য বুঝাইবার জন্য শ্রীভগবান প্রায় সমার্থক "নিশ্চল" এবং "অচল" এই দুইটি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন, "সমাধীয়তে চিত্তমস্মিন্নিতি সমাধিরাত্মা"। পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন, "সমাধীয়তে চিত্তমস্মিন্নিতি সমাধিঃ পরমেশ্বরঃ"। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছেন, যিনি যোগীর পক্ষে আত্মা, তিনিই ভক্তের পক্ষে পরমেশ্বর। এই প্রসঙ্গে তিনি ভক্তির কথাই বেশী বলিয়াছেন; এই জন্য সমাধি অর্থে "পরমেশ্বর" লেখা হইল।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রথমে বাসনা-ত্যাগের দ্বারা মনের চঞ্চলতা নিবারণ করিয়া পরে মন একাগ্র করিয়া স্থিরভাবে রাখার কথা বলিতেছেন :

"সট্‌কা কল জান ?... ও দেশে আছে। বাঁশ নুইয়ে রাখে, তাতে বঁড়শি লাগান দড়ি বাঁধা থাকে। বঁড়শিতে টোপ দেওয়া হয়। মাছ যেই টোপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খায় অমনি সড়াৎ করে বাঁশটা উঠে পড়ে। যেমন উপরে উঁচু দিকে বাঁশের মুখ ছিল সেইরূপই হয়ে যায়।" (ক ৩।২।১।২২)

"বাঁশ সোজা থাকবার কথা ; তবে নোয়ান রয়েছে কেন ? মাছ ধরবে বলে। বাসনা মাছ। তাই মন সংসারে নোয়ান রয়েছে। বাসনা না থাকলে মনের সহজে ঊর্দ্ধ দৃষ্টি হয়। ঈশ্বরের দিকে।...

"মনটী পড়েছে ছড়িয়ে,—কতক গেছে ঢাকা, কতক গেছে দিল্লী, কতক গেছে কুচবিহার। সেই মনকে কুড়ুতে হবে। কুড়িয়ে এক জায়গায় করতে হবে। তুমি যদি ষোল আনার কাপড় চাও, তা হলে কাপড়ওয়ালাকে ষোল আনা তো দিতে হবে।" (ক ২।১৯।৫।১৯১)

"চিত্তশুদ্ধি হলে, বিষয়াসক্তি চলে গেলে, ব্যাকুলতা আসবে ; তোমার প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে পঁহুছিবে। Telegraph [টেলিগ্রাফ]এর তারের ভিতর অন্য জিনিস মিশাল থাকলে বা ফুটো থাকলে তারের খপর পঁহুছিবে না।

"আমি ব্যাকুল হয়ে একলা একলা কাঁদতাম ; 'কোথায় নারায়ণ', এই বলে কাঁদতাম। কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে যেতাম—মহাবায়ুতে লীন !

"যোগ কিসে হয় ? টেলিগ্রাফের তারে অন্য জিনিস বা ফুটো না থাকলে হয়। একবারে বিষয়াসক্তি-ত্যাগ।" (ক ৫।১৪।৩।১৩৪-৩৫)

মন একাগ্র করার বিষয়ে আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতেছেন :

"কথাটা এই ; মন স্থির না হলে যোগ হয় না, যে পথেই যাও। মন যোগীর বশ ! যোগী মনের বশ নয়।

"মন স্থির হলে বায়ু স্থির হয়—কুম্ভক হয়। এই কুম্ভক ভক্তিযোগেতেও হয় ; ভক্তিতে বায়ু স্থির হয়ে যায়।" (ক ২।৮।২।৭৩-৪)

এই বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর পণ্ডিত শশধরকে বলিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের আচরণ দ্বারাও বুঝাইতেছেন :

"যেমন ধর কীর্ত্তনে গাইছে—'নিতাই আমার মাতা (মত্ত) হাতী।' যখন প্রথম গান ধরেছে তখন গানের কথা, সুর, তাল, মান, লয়—সকল দিকে মন রেখে ঠিক করে গাইছে। তারপর সেই গানের ভাবে মন একটু লয় হয়েছে তখন কেবল বলছে—'মাতা হাতী, মাতা হাতী।' পরে যেই আরও মন ভাবে লয় হল অমনি খালি বলছে—'হাতী, হাতী'। আর যেই মন আরও ভাবে লয় হল অমনি 'হাতী' বলতে গিয়ে 'হা—'(বলেই হাঁ করে রইল !)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ঠাকুর ঐরূপে 'হা—' পর্য্যন্ত বলিয়াই ভাবাবেশে একেবারে নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া গেলেন এবং ঐপ্রকার অবস্থায় প্রায় পনর মিনিট কাল প্রসন্নোজ্জ্বল বদনে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন!" (গু-উ ৫।২৫০)

এ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর অনেক দৃষ্টান্ত দিয়াছেন:

"একজন ঝাঁট দিচ্ছে, একজন লোক এসে বললে, 'ওগো, অমুক নেই; মারা গেছে।' যে ঝাঁট দিচ্ছে, তার যদি আপনার লোক না হয়, সে ঝাঁট দিতে থাকে, আর মাঝে মাঝে বলে, 'আহা, তাই তো গা, লোকটা মারা গেল। বেশ ছিল!' এদিকে ঝাঁটাও চলছে! আর যদি আপনার লোক হয়, তা হলে ঝাঁটা হাত থেকে পড়ে যায়; আর 'এ্যাঁ!' বলে বসে পড়ে। তখন বায়ু স্থির হয়ে গেছে; কোন কাজ বা চিন্তা করতে পারে না। মেয়েদের ভিতর দেখ নাই? যদি কেউ অবাক হয়ে একটা জিনিষ দেখে বা একটা কথা শোনে, তখন অন্য মেয়েরা বলে, 'তোর ভাব লেগেছে না কি লো?' এখানেও বায়ু স্থির হয়েছে, তাই অবাক হয়ে হাঁ করে থাকে।" (ক ২।৮।২।৭৪)

"একাগ্র মন হলেই বায়ু স্থির হয়ে যায়, আর বায়ু স্থির হলেই মন একাগ্র হয়, বুদ্ধি স্থির হয়। যার হয় সে নিজে টের পায় না।" (ক ৪।২১।১।২০৯)

"যেমন বন্দুকে গুলি ছোড়বার সময়, যে ব্যক্তি গুলি ছোড়ে সে বাক্যশূন্য হয় ও তার বায়ু স্থির হয়ে যায়।" (ক ১।৮।৩।১২৭)

১০ (খ) ধ্যানের উপায় ও লক্ষণ

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥ (৬।১০)
যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা॥ (৬।১৮)
যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ॥ (৬।১৯)

যোগী একাকী নির্জ্জন স্থানে দেহ ও মন সংযমপূর্ব্বক, নিরাকাঙ্ক্ষ এবং পরিগ্রহশূন্য হইয়া সদা সর্ব্বদা অন্তঃকরণ সমাহিত রাখিবেন। (৬।১০)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন, "যোগী ধ্যায়ী"। শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন, "যোগী যোগারূঢ়ঃ"। প্রথম অর্থ ধ্যানের প্রাথমিক অবস্থায় প্রযোজ্য এবং দ্বিতীয়টি ধ্যানের প্রগাঢ় অবস্থায় প্রযোজ্য। "যুঞ্জীত সততমাত্মানং" বাক্যাংশে আত্মা শব্দের অর্থ শাঙ্কর ভাষ্য অনুসারে অন্তঃকরণ। আবার "যতচিত্তাত্মার" ব্যাখ্যাতে আত্মা শব্দের অর্থ দেহ লিখিত হইয়াছে।[১২] তাই শ্লোকের অনুবাদে আত্মা শব্দের এই দুটি অর্থই ঐ ঐ স্থানে দেওয়া হইল। শ্রীভগবান শুধু "রহসি" বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই, অধিকন্তু বলিয়াছেন "একাকী"। আচার্য্য শঙ্কর এতদুভয়ের অর্থ যথাক্রমে "একান্তে" এবং "অসহায়" করিয়াছেন। যিনি নিরাকাঙ্ক্ষ, তিনি তো অপরিগ্রহ হইবেনই। তথাপি এদুটি কথা পৃথক্ ভাবে বলার কারণ এই যে যোগীর পক্ষে সর্ব্ববিধ কামনা ত্যাগ চাইই চাই, এটি হৃদয়ঙ্গম হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

উদ্ধৃত শ্লোকের দ্বিতীয়টিতেও এই বিষয়ের আবার উল্লেখ করিতেছেন।

যোগী যখন সর্ব্ববিধ কামনা হইতে বিমুক্ত হন এবং তাঁহার চিত্ত বিশেষভাবে সংযত হইয়া আত্মাতেই স্থিতি করে তখন তিনি যোগসিদ্ধ বলিয়া অভিহিত হন। (৬।১৮)

তথাপি পূর্ব্ববর্ত্তী ৬।১০ শ্লোকের সহিত বর্ত্তমান ৬।১৮ শ্লোকের একটু পার্থক্য আছে। এখানে দেহ নিশ্চল করার কথা নাই; মন নিশ্চল করার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। পরবর্ত্তী ৬।১৯ শ্লোকেও মন সংযত করার বিষয়েই বিশেষ ভাবে বলিয়াছেন।

নির্ব্বাত স্থানে অবস্থিত দীপশিখা যেমন চঞ্চল হয় না, আত্ম-বিষয়ক যোগ অনুষ্ঠানকারীর সংযতচিত্তের উহাই দৃষ্টান্ত বলিয়া জানিবে। (৬।১৯)

প্রথম শ্লোকে শ্রীভগবান বলিয়াছেন "যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং" যোগী সতত মন সমাহিত রাখিবেন; কেবল ধ্যানের সময়ে নয়, অন্য সময়েও সমাহিত রাখা প্রয়োজন; এ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরও বলিতেছেন:

"ধ্যান করবার সময় ইষ্ট চিন্তা করে তারপর কি অন্য সময় ভুলে থাকতে হয়? কতকটা মন সেইদিকে সর্ব্বদা রাখবে। দেখেছ তো, দুর্গাপূজার সময় একটা যাগ-প্রদীপ জ্বালতে হয়। ঠাকুরের কাছে সর্ব্বদা একটা জ্যোৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(জ্যোতিঃ) রাখতে হয়, সেটাকে নিবতে দিতে নেই। নিবলে—গেরস্তর অকল্যাণ হয়। সেই রকম হৃদয়-পদ্মে ইষ্টকে এনে বসিয়ে তাঁর চিন্তারূপ যাগ-প্রদীপ সর্ব্বদা জেলে রাখতে হয়। সংসারের কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে ভিতরে চেয়ে দেখতে হয়, সে প্রদীপটা জলছে কি না ?" (গু-পূ ২।৮৯-৯০)

সদা সর্ব্বদা ঈশ্বরে চিত্ত সমাহিত রাখা কত প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে ধারণা বদ্ধমূল করানর জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর নানাবিধ কৌশল করিতেন। একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে দেওয়া গেল।

"স্বামী বিবেকানন্দ একদিন তাঁহার সম্মুখে ভজন গাহিতেছিলেন। স্বামিজী তখন ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত করেন এবং প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুইবার উক্ত সমাজের ভাবে উপাসনা ও ধ্যানাদি করিয়া থাকেন। '(সেই) এক পুরাতন পুরুষ নিরঞ্জনে চিত্ত সমাধান কর রে' ইত্যাদি ব্রহ্ম সঙ্গীতটি তিনি অনুরাগের সহিত তন্ময় হইয়া গাহিতে লাগিলেন। উক্ত সঙ্গীতের একটি কলিতে আছে—'ভজন সাধন তাঁর কররে নিরন্তর' ;—ঠাকুর ঐ কথাগুলি স্বামিজীর মনে দৃঢ়মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্য সহসা বলিয়া উঠিলেন—'না, না, বল—ভজন সাধন তাঁর, কর রে দিনে দুবার,—কাজে যাহা করিবি না, মিছামিছি তাহা কেন বলিবি ?' সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল, স্বামিজীও কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন।" (দি ১।১৩-১৪)

শ্রীভগবান বলিয়াছেন "রহসি স্থিতঃ"। শ্রীশ্রীঠাকুরও বলিতেছেন :

"মাঝে মাঝে নির্জ্জনে গিয়ে তাঁর চিন্তা করা বড় দরকার। প্রথম অবস্থায় মাঝে মাঝে নির্জ্জন না হলে ঈশ্বরে মন রাখা বড়ই কঠিন।" (ক ১।১।৫।২৫)

আচার্য্য শঙ্কর "একাকী" শব্দের অর্থ "অসহায়" লিখিয়াছেন, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ৪ (গ) "সংসারে সন্ন্যাস" শীর্ষক অনুচ্ছেদে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিম্নলিখিত উক্তিটিও ইতিপূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে :

"নির্জ্জনে সাধনের সময়ে ভাববে, আমার কেউ নাই ; ঈশ্বরই আমার সর্ব্বস্ব।" (ক ১।৮।২।১২৩)

শাঙ্কর ভাষ্য অনুসারে "যতচিত্তাত্মা" বাক্যাংশের "আত্মা" শব্দের অর্থ "দেহ", ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুরও ধ্যানের সময়ে দেহ সংযত রাখার সম্বন্ধে নানা কথা বলিয়াছেন :

"কেশব সেনকে প্রথম দেখি, আদি সমাজে। তাকের (বেদির) উপর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপর কজন বসেছে, কেশব মাঝখানে বসেছে। দেখলাম যেন কাষ্ঠবৎ। সেজবাবুকে বললুম, 'দেখ, ওর ফাতনায় মাছ খেয়েছে'!" (ক ২।১৯।২।১৮০)

"মার নাট মন্দিরের ছাদের আলিশায় যে ধ্যানস্থ ভৈরব মূর্ত্তি আছে, ধ্যান করিতে যাইবার সময় তাহাকে দেখাইয়া মনকে বলিতাম, 'ঐরূপ স্থির নিস্পন্দভাবে বসিয়া মার পাদপদ্ম চিন্তা করিতে হইবে।' ধ্যান করিতে বসিবামাত্র শুনিতে পাইতাম শরীর ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গ্রন্থিসকলে, পায়ের দিক হইতে উর্দ্ধে, খট খট করিয়া শব্দ হইতেছে এবং একটার পর একটা করিয়া গ্রন্থিগুলি আবদ্ধ হইয়া যাইতেছে, কে যেন ভিতরে ঐ সকল স্থান তালাবদ্ধ করিয়া দিতেছে! যতক্ষণ ধ্যান করিতাম ততক্ষণ শরীর যে একটু নাড়িয়া চাড়িয়া আসন পরিবর্ত্তন করিয়া লইব, অথবা ইচ্ছা মাত্রেই ধ্যান ছাড়িয়া অন্যত্র গমন বা অন্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইব তাহার সামর্থ্য থাকিত না! পূর্ব্ববৎ খট খট শব্দ করিয়া—এবার উপরের দিক হইতে পা পর্য্যন্ত—ঐ সকল গ্রন্থি পুনরায় যতক্ষণ না খুলিয়া যাইত ততক্ষণ কে যেন একভাবে জোর করিয়া বসাইয়া রাখিত!" (সা ৭।১১৩-১৪)

"ধ্যান করিতে বসিলে মনের একাগ্রতায় শরীরটা এমন স্থানুবৎ স্থির হইয়া থাকিত যে পক্ষিসকল জড়পদার্থজ্ঞানে নিঃসঙ্কোচে মাথার উপর আসিয়া বসিয়া থাকিত এবং কেশমধ্যগত ধূলিরাশি চঞ্চু দ্বারা নাড়িয়া চাড়িয়া তন্মধ্যে তণ্ডুলকণার অন্বেষণ করিত।" (সা ৮।১৩৮)

শ্রীভগবান বলিয়াছেন "নিরাশীঃ" এ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরেরও অনেক উক্তি আছে।

"সাধনার সময় ধ্যান করতে করতে আমি আরও কত কি দেখতাম। বেলতলায় ধ্যান করছি, পাপপুরুষ এসে কত রকম লোভ দেখাতে লাগল। লড়ায়ে গোরার রূপ ধরে এসেছিল। টাকা, মান, রমণ সুখ, নানা রকম শক্তি, এই সব দিতে চাইলে। আমি মাকে ডাকতে লাগলাম। বড় গুহ্য কথা। মা দেখা দিলেন। তখন আমি বললাম, 'মা, ওকে কেটে ফেল'! মার সেই রূপ—সেই ভুবনমোহন রূপ—মনে পড়েছে! কৃষ্ণময়ীর[৭৩] রূপ!—কিন্তু চাউনিতে যেন জগৎটা নড়ছে।

"ঠাকুর চুপ করিলেন। ঠাকুর আবার বলিতেছেন, আরও কত কি বলতে দেয় না!—মুখ যেন কে আটকে দেয়।" (ক ৩।১৪।১।১৫৭-৮)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ধ্যানের সময় প্রথম প্রথম ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল সামনে আসে—গভীর ধ্যানে সে সকল আর আসে না ;—বাহিরে পড়ে থাকে। ধ্যান করতে করতে আমার কত কি দর্শন হত। প্রত্যক্ষ দেখলাম,—সামনে টাকার কাঁড়ি, শাল, একথালা সন্দেশ, দুটো মেয়ে, তাদের ফাঁদী নথ। মনকে জিজ্ঞাসা করলাম আবার,—'মন, তুই কী চাস? কিছু ভোগ করতে কি চাস?' মন বললে, 'না, কিছুই চাই না। ঈশ্বরের পাদপদ্ম ছাড়া আর কিছুই চাই না।' মেয়েদের ভিতর-বার সমস্ত দেখতে পেলাম,—যেমন কাঁচের ঘরে সমস্ত জিনিষ বার থেকে দেখা যায়। তাদের ভিতরে দেখলাম—নাড়ী, ভুঁড়ি, রক্ত, বিষ্ঠা, কৃমি, কফ, নাল, প্রস্রাব এই সব!" (ক ৩।১৪।১।১৫৬)

"অপরিগ্রহ" সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্য জীবন হইতে কয়েকটি ঘটনা পরে পরে উদ্ধৃত করিতেছি :

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে পেনেটির মহোৎসবে শ্রীশ্রীঠাকুর যখন শুভাগমন করিয়াছিলেন তখন সেন পরিবারের গৃহ দেবতা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ দর্শন করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

"শ্রীযুক্ত মণি সেন অভ্যাগত ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের বিদায় করিতেছেন—কাহাকে এক টাকা, কাহাকে দুই টাকা—যে যেমন ব্যক্তি।

"ঠাকুরকে পাঁচ টাকা দিতে আসিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন—'আমার টাকা নিতে নাই।' মণি সেন তথাপি ছাড়েন না।

"ঠাকুর তখন বলিলেন, 'যদি দাও, তোমার গুরুর দিব্য'।" (ক ৪।৬।২।৩১)

৪ (ঙ) "সাধুর উচ্চ আদর্শ" শীর্ষক অনুচ্ছেদের (ক ৪।২১।২।২১১) উদ্ধৃতিতে সিঁতির মহেন্দ্র কবিরাজ কর্তৃক শ্রীশ্রীঠাকুরের অজ্ঞাতসারে প্রদত্ত পাঁচ টাকা গভীর রাত্রিতে তখনই ফেরৎ দেওয়ার বৃত্তান্তটিও দেখুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন :

"কিছু সঞ্চয় করবার যো নাই! শম্ভু মল্লিকের বাগানে একদিন গিছলাম। তখন বড় পেটের অসুখ। শম্ভু বললে—'একটু একটু আফিম খেও, তা হলে কম পড়বে।' আমার কাপড়ের খোঁটে একটু আফিম বেঁধে দিলে। যখন ফিরে আসছি, ফটকের কাছে, কে জানে ঘুরতে লাগলাম—যেন পথ খুঁজে পাচ্ছিনা। তারপর যখন আফিমটা খুলে ফেলে দিলে, তখন আবার সহজ অবস্থা হয়ে বাগানে ফিরে এলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"দেশেও আম পেড়ে নিয়ে আসছি—আর চলতে পারলাম না; দাঁড়িয়ে পড়লাম। তারপর সেগুলো একটা ডোবের মতন জায়গায় রাখতে হল—তবে আসতে পারলাম।" (ক ৪।২৬।৩।২৯৯-৩০০)

"এখানকার ভাব,—হাতে মাটি দেবার জন্য মাটি নিয়ে যেতে পারি না। বেটুয়াটা করে পান আনবার যো নাই। হৃদে যখন বড় যন্ত্রণা দিচ্ছে, তখন এখান থেকে কাশী চলে যাব মতলব হল। ভাবলুম, কাপড় লব—কিন্তু টাকা কেমন করে লব? আর কাশী যাওয়া হল না।" (ক ১।১৩।৪।২০৪)

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে বলিতেছেন:

"আহা, একদিন খেয়ে নবতের ঘরে গেছেন। বেটুয়ায় মশলা ছিল না। দুটি যোয়ান মৌরি খেতে দিলুম, আর দুটি কাগজে মুড়ে হাতে দিলুম, বললুম, 'নিয়ে যাও'। তিনি নবতের ঘর থেকে ঘরে যাচ্ছেন। কিন্তু ঘরে না গিয়ে সোজা দক্ষিণ দিকের নবতের কাছের গঙ্গার ধারের পোস্তায় চলে গেছেন—পথ দেখতে পাননি, হুঁশও নেই। বলছেন, 'মা, ডুবি? মা, ডুবি?' আমি এদিকে ছটফট করছি—ভর্ত্তি গঙ্গা। বউ মানুষ, বেরুই না, কোথাও কাউকে দেখিও না। কাকে পাঠাই? শেষে মা কালীর একটি বামুন এদিকে এল। তাকে দিয়ে হৃদয়কে ডাকালুম। হৃদয় খেতে বসেছিল, তাড়াতাড়ি এঁটো হাতেই দৌড়ে একেবারে ধরে তুলে নিয়ে এল। আর একটু হলেই গঙ্গায় পড়ে যেতেন!...

"হাতে দুটি যোয়ান দিয়েছিলুম কি না। সাধুর সঞ্চয় করতে নেই, তাই পথ দেখতে পান নি। তাঁর যে ষোল আনা ত্যাগ।"

(শ্রীশ্রীমায়ের কথা; ২য় ভাগ, ৪র্থ সংস্করণ, ১০০-১০১ পৃ:)

উদ্ধৃত শ্লোকের দ্বিতীয়টিতে, শ্রীভগবান বলিয়াছেন, "বিনিয়তং চিত্তম্।" এখানে দেহ সংযমের কথা না বলিয়া এই ইঙ্গিত করিতেছেন যে মন সংযমই আসল সংযম। এ সম্বন্ধে অনেক দৃষ্টান্ত দিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরও নানা ভাবে বুঝাইতেছেন:

"চক্ষু চেয়েও ধ্যান হয়। কথা কচ্ছে, তবুও ধ্যান হয়। যেমন মনে কর, একজনের দাঁতের ব্যামো আছে, কন্ কন্ করে।...

"হাঁগো, দাঁতের ব্যামো যদি থাকে, সব কর্ম্ম করছে, কিন্তু দরদের দিকে মনটা আছে। তা হলে ধ্যান চোখ চেয়েও হয়, কথা কইতে কইতেও হয়।" (ক ২।১৯।২।১৮০)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"মন সব কুড়িয়ে না আনলে কি হয়? ভাগবতে শুকদেবের কথা আছে—পথে যাচ্ছে, যেন সঙ্গীন চড়ান! কোন দিকে দৃষ্টি নাই! এক লক্ষ্য—কেবল ভগবানের দিকে দৃষ্টি! এর নাম যোগ!...

"যার এরূপ যোগ হয়েছে, তার ঈশ্বরের দর্শন হতে পারে। থিয়েটারে গেলে যতক্ষণ না পর্দা উঠে, ততক্ষণ লোকে বসে বসে নানা রকম গল্প করে—বাড়ীর কথা, আফিসের কথা, ইস্কুলের কথা, এই সব। যাই পর্দা উঠে, অমনি কথাবার্ত্তা সব বন্ধ! যা নাটক হচ্ছে, একদৃষ্টে তাই দেখতে থাকে। অনেকক্ষণ পরে যদি এক আধটা কথা কয়, সে ঐ নাটকেরই কথা।

"মাতাল মদ খাওয়ার পর কেবল আনন্দের কথাই কয়।" (ক ২।২২।৩।২২৩-২৪)

সংযত মন কাহাকে বলে, সে সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত দিতেছেন:

"ধ্যানের অবস্থা কি রকম জান? মনটি হয়ে যায় তৈলধারার ন্যায়। এক চিন্তা, ঈশ্বরের; অন্য কোন চিন্তা তার ভিতর আসবে না।" (ক ৩।২০।৩।২৪৪)

মন একাগ্র হওয়ার আর একটি দৃষ্টান্ত দিয়া এই ইঙ্গিত করিতেছেন যে যদি বেশ্যার চিন্তাতে মন নিবিষ্ট হইতে পারে, তবে তো ঈশ্বর-চিন্তাতে নিশ্চয়ই হইবে:

তাঁতে যখন মনের যোগ হয়, তখন ঈশ্বরকে খুব কাছে দেখে। হৃদয়ের মধ্যে দেখে।

"কিন্তু একটি কথা আছে, যত এই যোগ হবে ততই বাহিরের জিনিষ থেকে মন সরে আসবে। ভক্তমালে এক ভক্তের (বিল্বমঙ্গলের) কথা আছে। সে বেশ্যালয়ে যেত। একদিন অনেক রাত্রে যাচ্ছে। বাড়ীতে বাপ-মায়ের শ্রাদ্ধ হয়েছিল তাই দেরী হয়েছে। শ্রাদ্ধের খাবার বেশ্যাকে দেবে বলে হাতে করে লয়ে যাচ্ছে। তার বেশ্যার দিকে এত একাগ্র মন যে কিসের উপর দিয়ে যাচ্ছে, কোন খান দিয়ে যাচ্ছে, এ সব কিছু হুঁস নাই। পথে এক যোগী চক্ষু বুজে ঈশ্বর চিন্তা করছিল, তার গায়ে পা দিয়ে চলে যাচ্ছে। যোগী রাগ করে বলে উঠল, 'কী, তুই দেখতে পাচ্ছিস না! আমি ঈশ্বরকে চিন্তা করছি, তুই গায়ের উপর পা দিয়ে চলে যাচ্ছিস।' তখন সে লোকটি বললে, 'আমায় মাপ করবেন; কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বেশ্যাকে চিন্তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে আমার হুঁশ নাই; আর আপনি ঈশ্বর-চিন্তা করছেন আপনার সব বাহিরের হুঁস আছে। এ কি রকম ঈশ্বর-চিন্তা!" (ক ৩।২১।৩।২৫৮)

"ওগো, তখন তখন ইষ্টচিন্তা করবার আগে ভাবতুম, যেন মনের ভিতরটা বেশ করে ধুয়ে দিচ্ছি। মনের ভিতর নানান আবর্জ্জনা, ময়লা-মাটি (চিন্তা, বাসনা ইত্যাদি) থাকে কি না? সেগুলো সব বেশ করে ধুয়ে ধেয়ে সাফ করে তার ভিতর ইষ্টকে এনে বসাচ্ছি!" (গু-পূ ২।৯০)

"ধ্যান করবে মনে, কোণে ও বনে। আর সর্ব্বদা সদসৎ বিচার করবে। ঈশ্বরই সৎ, কিনা নিত্য বস্তু, আর সব অসৎ, কি না অনিত্য। এই বিচার করতে করতে অনিত্য বস্তু মন থেকে ত্যাগ করবে। (ক ১।১।৫।২৫)

"ধ্যান করবার সময় ভাববে, যেন মনকে রেশমের রশি দিয়ে ইষ্টের পাদপদ্মে বেঁধে রাখছ, যেন সেখান থেকে আর কোথাও যেতে না পারে। রেশমের দড়ি বলছি কেন? সে পাদপদ্ম যে বড় নরম। অন্য দড়ি দিয়ে বাঁধলে লাগবে—তাই।" (গু-পূ ।৮৯)

"ধ্যান করবার সময় তাঁতে মগ্ন হতে হয়। উপর উপর ভাসলে কি জলের নীচের রত্ন পাওয়া যায়?

"ডুব দে রে মন, কালী বলে।
হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে॥
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দুচার ডুবে ধন না পেলে।
তুমি দম-সামর্থ্যে এক ডুবে যাও, কুলকুণ্ডলিনীর কূলে॥
জ্ঞান-সমুদ্রের মাঝে রে মন, শক্তিরূপা মুক্তা ফলে।
তুমি ভক্তি করে কুড়ায়ে পাবে, শিব-যুক্তি মত চাইলে॥
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, আহার লোভে সদাই চলে।
তুমি বিবেক-হলদি গায়ে মেখে যাও, ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে॥
রতন-মাণিক্য কত, পড়ে আছে সেই জলে।
রামপ্রসাদ বলে, ঝম্প দিলে, মিলবে রতন ফলে ফলে॥"৭৪
(ক ২।১।২।১০)

"গভীর ধ্যানে বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হয়। এক জন ব্যাধ পাখী মারবার জন্য তাগ করছে। কাছ দিয়ে বর চলে যাচ্ছে, সঙ্গে বরযাত্রীরা, কত রোসনাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাজনা, গাড়ী ঘোড়া,—কতক্ষণ ধরে কাছ দিয়ে চলে গেল। ব্যাধের কিন্তু হুঁস নাই; সে জানতে পারলে না যে কাছ দিয়ে বর চলে গেল![১৫]

"একজন একলা একটি পুকুরের ধারে মাছ ধরছে। অনেকক্ষণ পরে ফাতনাটা নড়তে লাগল, মাঝে মাঝে কাত হতে লাগল; সে তখন ছিপ হাতে করে টান মারবার উদ্যোগ করছে। এমন সময় একজন পথিক কাছে এসে জিজ্ঞাসা করছে, 'মহাশয়, অমুক বাঁড়ুয্যেদের বাড়ী কোথায় বলতে পারেন?' কোন উত্তর নাই। এ ব্যক্তি তখন ছিপ হাতে করে টান মারবার উদ্যোগ করছে। পথিক বার বার উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগল, 'মহাশয়, অমুক বাঁড়ুয্যেদের বাড়ী কোথায় বলতে পারেন? সে ব্যক্তির হুঁস নাই; তার হাত কাঁপছে; কেবল ফাতনার দিকে দৃষ্টি। তখন পথিক বিরক্ত হয়ে চলে গেল। সে অনেক দূর চলে গেছে এমন সময় ফাতনাটা ডুবে গেল, আর ও ব্যক্তি টান মেরে মাছটাকে আড়ায় তুললে। তখন গামছা দিয়ে মুখ পুছে চীৎকার করে পথিককে ডাকছে,—'ওহে, শোন!—শোন!' পথিক ফিরতে চায় না, অনেক ডাকাডাকির পর ফিরল। এসে বলছে, 'কেন মশায়, আবার ডাকছ কেন?' তখন সে বললে, 'তুমি আমায় কি বলছিলে?' পথিক বললে, 'তখন অতবার করে জিজ্ঞাসা করলুম,—আর এখন বলছ কি বললে!' সে বললে, 'তখন যে ফাতনা ডুবছিল, তাই আমি কিছুই শুনতে পাই নাই।'

"ধ্যানে এইরূপ একাগ্রতা হয়, অন্য কিছু দেখা যায় না,—শোনাও যায় না। স্পর্শ-বোধ পর্য্যন্ত হয় না। সাপ গায়ের উপর দিয়ে চলে যায়, জানতে পারে না! যে ধ্যান করে সেও বুঝতে পারে না,—সাপটাও জানতে পারে না।

"গভীর ধ্যানে ইন্দ্রিয়ের সব কাজ বন্ধ হয়ে যায়। মন বহির্মুখ থাকে না[১৬]—যেন বার বাড়ীতে কপাট পড়ল। ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয়। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ,—বাহিরে পড়ে থাকবে।" (ক ৩।১৪।১।১৫৫)

এই প্রসঙ্গে নিজের ধ্যানের কথাও বলিতেছেন:

"তাঁর পাদপদ্মতেই মন রহিল। নিক্তির নীচের কাঁটা আর উপরের কাঁটা, মন সেই নীচের কাঁটা। পাছে উপরের কাঁটা (ঈশ্বর) থেকে মন বিমুখ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়, সদাই আতঙ্ক। একজন আবার শূল হাতে সদাই কাছে বসে থাকত ;—ভয় দেখালে, নীচের কাঁটা উপরের কাঁটা থেকে তফাৎ হলেই এর বাড়ি মারব।" (ক ৪।৯।৩।৬৭-৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর আরও একটি দৃষ্টান্ত দিতেছেন :

"যোগীর মন সর্ব্বদাই ঈশ্বরেতে থাকে,—সর্ব্বদাই আত্মস্থ। চক্ষু ফ্যাল ফেলে, দেখলেই বুঝা যায়। যেমন পাখী ডিমে তা দিচ্ছে—সব মনটা সেই ডিমের দিকে, উপরে নাম মাত্র চেয়ে রয়েছে! আচ্ছা, আমায় সেই ছবি দেখাতে পার?" (ক ৩।২।১।২৩)

বুদ্ধদেবের কথা বলিয়া ইহারই চরম অবস্থার বর্ণনা শ্রীশ্রীঠাকুর এই ভাবে দিতেছেন :

"বুদ্ধদেবের কথা অনেক শুনেছি, তিনি দশাবতারের ভিতর একজন অবতার। ব্রহ্ম অচল, অটল, নিষ্ক্রিয়, বোধ-স্বরূপ। বুদ্ধি যখন এই বোধ-স্বরূপে লয় হয় তখন ব্রহ্ম-জ্ঞান হয় ; তখন মানুষ বুদ্ধ হয়ে যায়।

"ন্যাংটা বলতো মনের লয় বুদ্ধিতে, বুদ্ধির লয় বোধ-স্বরূপে।" (ক ৫।১২।৩।১০৯)

উদ্ধৃত শ্লোকে শেষেরটিতে শ্রীভগবান নির্ব্বাত স্থানে স্থিত দীপাশখার সহিত প্রগাঢ় ধ্যানের অবস্থার উপমা দিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও বলিতেছেন :

"সাধনার সময় আমি ধ্যান করতে করতে আরোপ করতাম প্রদীপের শিখা—যখন হাওয়া নাই, একটুও নড়ে না,—তার আরোপ করতাম।" (ক ৩।১৪।১।১৫৫)

"দীপ-শিখা দেখ নাই? একটু হাওয়া লাগলেই চঞ্চল হয়। যোগাবস্থা দীপশিখার মত,—যেখানে হাওয়া নাই।" (ক ২।১৯।৫।১৯১)

"মন স্থির না হলে যোগ হয় না। সংসার-হাওয়া মনরূপ দীপকে সর্ব্বদা চঞ্চল করছে। ঐ দীপটা যদি আদপে না নড়ে, তা হলে ঠিক যোগের অবস্থা হয়ে যায়।" (ক ৩।২।১।২২)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১০ (গ) যোগারূঢ়ের সমদর্শন

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥ (৬।২৯)
সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥ (৬।৩১)

যোগে সমাহিত পুরুষ সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া আত্মাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূতকে স্বীয় আত্মাতে দর্শন করেন। (৬।২৯)

যেমন ইন্ধন অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে পৃথক দাহ্য বস্তু বা তাহার নামরূপ কিছুই থাকে না, সবই অগ্নি হইয়া যায়; তেমনি মন আত্মসংস্থ হইলে আগেকার ব্যষ্টিভাব থাকে না, সবই আত্মাকারে আকারিত হইয়া যায়। তখন পৃথক পৃথক বস্তুর পূর্ব্ব অনুভব ঘুচিয়া গিয়া একত্বের অনুভূতি ঘটে। কারণ যদিও সাধক অবস্থাতে সকল বস্তুতে চৈতন্যের বোধ হয় না; তথাপি সিদ্ধ অবস্থায় সবেতে এক চৈতন্যেরই বিকাশ দেখা যায়।

যে যোগী ঐক্য বোধে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সর্ব্বভূতস্থিত আমাকে ভজনা করেন, তিনি যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, আমাতেই অবস্থান করেন। (৬।৩১)

এই সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর নিজের অনুভূতির নানা বর্ণনা দিয়াছেন:

"আমিও চক্ষু বুজে ধ্যান করতুম। তারপর ভাবলুম, এমন করলে (চক্ষু বুজলে) ঈশ্বর আছেন, আর এমন করলে (চক্ষু খুললে) কি ঈশ্বর নাই? চক্ষু খুলেও দেখছি, ঈশ্বর সর্ব্বভূতে রয়েছেন। মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা, চন্দ্রসূর্য্য মধ্যে, জলে, স্থলে, সর্ব্বভূতে তিনি আছেন।" (ক ২।১৫।২।১৪৯)

"সজনে তুলসী এক বোধ হত! ভেদবুদ্ধি দূর করে দিলেন! বটতলায় ধ্যান করছি,...মা দেখালেন,—এক বই দুই নাই।—সচ্চিদানন্দই নানা রূপ ধরে রয়েছেন। তিনিই জীব জগৎ সমস্তই হয়েছেন। তিনিই অন্ন হয়েছেন।" (ক ৩।১৪।১।১৫৮)

"তবে লীলাই শেষ নয়। এই সব ভাবের পর বললুম, 'মা, এ সবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিচ্ছেদ আছে। যার বিচ্ছেদ নাই, এমন অবস্থা করে দাও।' তাই কতদিন অখণ্ড সচ্চিদানন্দ এই ভাবে রইলুম। ঠাকুরদের ছবি ঘর থেকে বার করে দিলুম।

"তাঁকে সর্ব্বভূতে দর্শন করতে লাগলুম! পূজা উঠে গেল! এই বেলগাছ! বেলপাতা তুলতে আসতুম। একদিন পাতা ছিঁড়তে গিয়ে আঁস খানিকটা উঠে এল। দেখলাম, গাছ চৈতন্যময়! মনে কষ্ট হল। দুর্ব্বা তুলতে গিয়ে দেখি, আর সে রকম করে তুলতে পারিনি। তখন রোক করে তুলতে গেলুম।

"আমি লেবু কাটতে পারি না। সেদিন অনেক কষ্টে, 'জয় কালী' বলে তাঁর সম্মুখে বলির মত করে তবে কাটতে পেরেছিলুম। একদিন ফুল তুলতে গিয়ে দেখিয়ে দিলে,—গাছে ফুল ফুটে আছে, যেন সম্মুখে বিরাট—পূজা হয়ে গেছে—বিরাটের মাথায় ফুলের তোড়া! আর ফুল তোলা হল না!" (ক ২।২২।৩।২২১-২২)

"দেখি কি—যেন গাছপালা, মানুষ, গরু, ঘাস, জল, সব ভিন্ন রকমের খোলগুলো! বালিশের খোল যেমন হয়, দেখিস নি?—কোনটা খেরোর, কোনটা ছিটের, কোনটা বা অন্য কাপড়ের, কোনটা চারকোণা, কোনটা গোল—সেই রকম। আর বালিসের ঐ সব রকম খোলের ভেতরই যেমন একই জিনিষ—তুলো ভরা থাকে—সেই রকম ঐ মানুষ, গরু, ঘাস, জল, পাহাড়, পর্ব্বত সব রকম খোলগুলোর ভেতর সেই এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ রয়েছে! ঠিক ঠিক দেখতে পাইরে, মা যেন নানা রকমের চাদর মুড়ি দিয়ে নানা রকম সেজে ভেতর থেকে উঁকি মারছেন! একটা অবস্থা হয়েছিল, যখন সদা সর্ব্বক্ষণ ঐ রকম দেখতুম।... একদিন কালীঘরে আসনে বসে মাকে চিন্তা করছি; কিছুতেই মার মূর্ত্তি মনে আনতে পারলুম না। পরে দেখি কি—রমণী বলে একটা বেশ্যা ঘাটে চান করতে আসত, তার মত হয়ে পূজার ঘটের পাশ থেকে উঁকি মারছে! দেখে হাসি আর বলি—'ও মা, আজ তোর রমণী হতে ইচ্ছা হয়েছে—তা বেশ, ঐ রূপেই আজ পূজো নে!' ঐ রকম করে বুঝিয়ে দিলে—'বেশ্যাও আমি—তা ছাড়া কিছুই নেই!' আর একদিন গাড়ী করে মেছো বাজারের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেখি কি—সেজে গুজে, খোঁপা বেঁধে, টিপ পরে বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে বাঁধা হুঁকোয় তামাক খাচ্ছে, আর মোহিনী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়ে লোকের মন ভুলুচ্ছে! দেখে অবাক হয়ে বললুম—'মা, তুই এখানে এই ভাবে রয়েছিস?'—বলে প্রণাম করলুম!" (গু-উ ৪।১৬৬-৬৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বলিতেছেন:

"সেই চিৎ শক্তি, সেই মহামায়া, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হয়ে রয়েছেন। আমি ধ্যান করছিলাম; ধ্যান করতে করতে মন চলে গেল রসকের বাড়ী! রসকে ম্যাথর। মনকে বললুম, 'থাক শালা ঐখানেই থাক।' মা দেখিয়ে দিলেন, ওর বাড়ীর লোকজন সব বেড়াচ্ছে, খোল মাত্র, ভিতরে সেই এক কুলকুণ্ডলিনী, এক ষটচক্র!" (ক ৫।৮।২।৭৬)

উল্লিখিত কয়েকটি বিবরণে আত্মাকে সর্ব্বভূতে দর্শনের কথা আছে। তাঁর পুণ্য জীবনে সর্ব্বভূতকে আত্মাতে দর্শনের বৃত্তান্তও পাওয়া যায়। "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ" হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি:

"কালীবাটীর উদ্যানের স্থান বিশেষ নবীন দুর্ব্বাদলে সমাচ্ছন্ন হইয়া এক সময়ে রমণীয়-দর্শন হইয়াছিল। ঠাকুর উহা দেখিতে দেখিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া এতদূর তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন যে, ঐ স্থানকে সর্ব্বতোভাবে নিজ অঙ্গ বলিয়া অনুভব করিতেছিলেন। সহসা একব্যক্তি ঐ সময়ে ঐ স্থানের উপর দিয়া অন্যত্র গমন করিতে লাগিল। তিনি উহাতে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিয়া এককালে অস্থির হইয়া পড়িলেন। ঐ ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, 'বুকের উপর দিয়া কেহ চলিয়া যাইলে কেমন যন্ত্রণার অনুভব হয়, ঐ কালে ঠিক সেইরূপ যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছিলাম। ঐরূপ ভাবাবস্থা বড়ই যন্ত্রণা-দায়ক, আমার উহা ছয় ঘণ্টাকাল মাত্র ছিল, তাহাতেই অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলাম।'

"কালীবাটীর চাঁদনি-সমাযুক্ত বৃহৎ ঘাটে দণ্ডায়মান হইয়া ঠাকুর একদিন ভাবাবেশে গঙ্গাদর্শন করিতেছিলেন। ঘাটে তখন দুইখানি নৌকা লাগিয়াছিল এবং মাঝিরা কোন বিষয় লইয়া পরস্পর কলহ করিতেছিল। কলহ ক্রমে বাড়িয়া উঠিয়া সবল ব্যক্তি দুর্ব্বলের পৃষ্ঠদেশে বিষম চপেটাঘাত করিল। ঠাকুর উহাতে চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। তাঁহার ঐরূপ কাতর ক্রন্দন কালীঘরে হৃদয়ের কর্ণে সহসা প্রবেশ করায় সে দ্রুতপদে তথায় আগমন পূর্ব্বক দেখিল, তাঁহার পৃষ্ঠদেশ আরক্তিম হইয়াছে এবং ফুলিয়া উঠিয়াছে। ক্রোধে অধীর হইয়া হৃদয় বারম্বার বলিতে লাগিল, 'মামা, কে তোমায় মারিয়াছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখাইয়া দাও, আমি তার মাথাটা ছিঁড়িয়া লই।' পরে ঠাকুর কথঞ্চিৎ শান্ত হইলে মাঝিদিগের বিবাদ হইতে তাঁহার পৃষ্ঠে আঘাতজনিত বেদনাচিহ্ন উপস্থিত হইয়াছে শুনিয়া হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, ইহাও কি কখন সম্ভবপর! ঘটনাটি শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ঠাকুরের শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়া আমাদিগকে বলিয়াছিলেন।" (সা ১৬।৩০৩-৪)

শ্রীশ্রীঠাকুর কাশীপুরের বাগানে গলাতে কঠিন ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত। স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ শিষ্যেরা তাঁহার এই যন্ত্রণা দেখিয়া তাঁহার আপত্তি সত্ত্বেও তাঁহার রোগ সারাইবার জন্য জগন্মাতাকে অনুরোধ করার বিষয়ে বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন।

"ঠাকুর—'আচ্ছা দেখি, পারি তো বলবো।'

"কয়েক ঘণ্টা পরে শ্রীযুত স্বামীজী পুনরায় ঠাকুরের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'মশায়, বলেছিলেন? মা কি বললেন?"

"ঠাকুর—মাকে বললুম (গলায় ক্ষত দেখাইয়া) এইটের দরুণ কিছু খেতে পারি না, যাতে দুটি খেতে পারি করে দে। তা মা বললেন—তোদের সকলকে দেখিয়ে—'কেন? এই যে এত মুখে খাচ্ছিস!' আমি আর লজ্জায় কথাটি কইতে পারলুম না।' (গু-পূ ২।৮১)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একাদশ পরিচ্ছেদ

ব্রহ্ম-তত্ত্ব

১১ (ক) ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ (২।১৬)
অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি॥ (২।১৭)

যাহা অসৎ তাহার ভাব অর্থাৎ স্থায়িত্ব নাই; যাহা সৎ তাহার বিনাশ হয় না। তত্ত্বদর্শিগণ এই উভয়েরই চরম অর্থাৎ যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন। (২।১৬)

যিনি এই সমস্ত অর্থাৎ সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া আছেন তাঁহাকে অবিনাশী বলিয়া জানিবে। কেহই এই অব্যয় স্বরূপের বিনাশ করিতে সমর্থ নহে। (২।১৭)

সৎ এবং অসৎ এই দুইটি শব্দ গীতার অন্যত্রও ব্যবহৃত হইয়াছে। ৯।১৯ শ্লোকে শ্রীভগবান বলিতেছেন, "সদসচ্চাহমর্জ্জুন"। এখানে সৎ অর্থে অক্ষর অবিনাশী অব্যক্ত ব্রহ্ম এবং অসৎ অর্থে পরিবর্ত্তনশীল নশ্বর স্থূল জগৎ। ১১।৩৭ শ্লোকে অর্জ্জুন তাঁহাকে স্তব করিতেছেন, "ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ।" এখানে সৎ অর্থে অব্যক্ত প্রকৃতি এবং অসৎ অর্থে ব্যক্ত জগৎ বুঝিতে হইবে। ১৩।১২ শ্লোকে শ্রীভগবান বলিতেছেন, 'অনাদি মৎপরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে"; ব্রহ্মকে সৎও বলা যায় না, এবং অসৎও বলা যায় না। কারণ যাহার সৃষ্টি ও বিনাশ আছে তাহার বেলাতেই সৎ এবং অসৎ এই দুইটি প্রযোজ্য; ব্রহ্ম তো সেরূপ নহেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উল্লিখিত আলোচনা হইতে মনে হয় ২।১৬ শ্লোকের সৎ শব্দ নিত্য এবং অসৎ শব্দ অনিত্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই দুয়ের যথার্থ স্বরূপ তত্ত্বদর্শী অবগত আছেন। তাঁহার জ্ঞান-চক্ষু আছে। ১৩।৩৪ শ্লোকে অর্থাৎ ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের সারভূত উপসংহারে শ্রীভগবান বলিতেছেন, এইরূপ চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিই ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্রের অর্থাৎ ব্রহ্ম ও জগতের এই পার্থক্য বুঝিতে পারেন।

২।১৭ শ্লোকে ব্রহ্ম বা আত্মাকে[১৭] সর্ব্বব্যাপী বলা হইয়াছে। যদি তাঁহার ক্ষয় বা বৃদ্ধি হয় অথবা বিনাশ ঘটে, তবে তাঁহার সর্ব্বব্যাপিত্ব খণ্ডিত হইয়া যায়। যিনি অব্যয় অবিনাশী, তিনিই সর্ব্বব্যাপী হইতে পারেন।

সৎ বস্তুর সম্বন্ধে কোনও মতভেদ নাই। অসৎ বস্তুর স্থায়িত্ব নাই, এ সম্বন্ধেও মতভেদ নাই। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, যাহা বাস্তবিকই নাই, অসৎ বস্তু বলিতে সেইরূপ বস্তু বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ অসৎ বস্তুর প্রকৃত প্রস্তাবে অস্তিত্বই নাই। বলা বাহুল্য আচার্য্য শঙ্কর প্রমুখ বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদীরা এই মতই পোষণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম হইলেও, সর্প সেখানে সত্য সত্য নাই ; আলো আসিলেই ঐ ভ্রম দূরীভূত হইয়া যায়, সর্পও আর থাকে না। সেইরূপ জ্ঞানের উদয় হইলে দ্রষ্টার অধ্যাসের নিরসন হইয়া যায়। তখন জগৎ অলীক এটি প্রতিপন্ন হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর এই বিষয়ের উপরে আলোকপাত করিয়াছেন। বুঝাইয়াছেন দেহাত্মজ্ঞান দূরীভূত না হওয়া পর্য্যন্ত জগৎ অনিত্য একথা বুঝা যায় বটে কিন্তু জগৎ নাইই, ইহা বুঝা যায় না। মুখে অবশ্য একথা বলা যায় কিন্তু ধারণা হয় না।

"এক ব্যক্তি একবার তাঁকে [শ্রীশ্রীঠাকুরকে] বলেছিল, 'আমায় এক কথায় জ্ঞান দিন।' তিনি বললেন, 'জগৎ মিথ্যা ব্রহ্ম সত্য'।"[১৮] (সু-উপ ৫৯৩।১৪২)

এই মিথ্যা শব্দটি শ্রীশ্রীঠাকুর অনিত্য এবং অলীক এই দুই অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। অর্থাৎ স্থায়িত্ব নাই, একথা বলিয়াছেন এবং অস্তিত্ব নাই, একথাও বলিয়াছেন। ইহা বুঝাইবার জন্য তিনি ভেল্কি এবং স্বপ্নের উপমা দিয়াছেন। স্বীয় দিব্য দর্শনের বিবরণও দিয়াছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীযুক্ত মাষ্টার মহাশয়কে বলিতেছেন :

"কি জান, ঈশ্বরই সত্য আর সব অনিত্য! জীব, জগৎ, বাড়ী-ঘর-দ্বার,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছেলেপিলে, এসব বাজীকরের ভেল্কী! বাজীকর কাঠি দিয়ে বাজনা বাজাচ্ছে, আর বলছে, 'লাগ, লাগ, লাগ'! ঢাকা খুলে দেখ, কতকগুলো পাখী আকাশে উড়ে গেল! কিন্তু বাজীকরই সত্য, আর সব অনিত্য! এই আছে এই নাই!

"কৈলাসে শিব বসে আছেন; নন্দী কাছে আছেন। এমন সময়ে একটা ভারি শব্দ হল। নন্দী জিজ্ঞাসা করলে, 'ঠাকুর, এ কিসের শব্দ হল?' শিব বললেন, 'রাবণ জন্মগ্রহণ করলে, তাই শব্দ'। খানিক পরে আবার একটি ভয়ানক শব্দ হল। নন্দী জিজ্ঞাসা করলে, 'এবার কিসের শব্দ?' শিব হেসে বললেন, 'এবার রাবণ বধ হল!' জন্ম-মৃত্যু—এসব ভেল্কীর মত! এই আছে, এই নাই! ঈশ্বরই সত্য আর সব অনিত্য। জলই সত্য, জলের ভুড়ভুড়ি, এই আছে, এই নাই,—ভুড়ভুড়ি জলে মিশিয়ে যায়;—যে জলে উৎপত্তি, সেই জলেই লয়।

"ঈশ্বর যেন মহাসমুদ্র; জীবেরা যেন ভুড়ভুড়ি; তাঁতেই জন্ম, তাঁতেই লয়! ছেলে মেয়ে,—যেমন একটা বড় ভুড়ভুড়ির সঙ্গে ৫টা ৬টা ছোট ভুড়ভুড়ি।" (ক ৩।১৭।২।২০৮-৯)

"যখন চণ্ডী শুনতাম, তখন এটি বোধ হয়েছিল। এই শুম্ভ নিশুম্ভের জন্ম হল আবার কিছুক্ষণ পরে শুনলাম, বিনাশ হয়ে গেল।" (ক ৪।১৪।১।১১৬)

মায়ার জগতে জন্ম-মৃত্যু কিরূপ মিথ্যা সে সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার দর্শনের নিম্নলিখিত বিবরণ দিয়াছেন:

"মায়াকে দেখবার জন্য প্রার্থনা করতে করতে একদিন দেখি যে, একটি ক্ষুদ্র বিন্দু হইতে আস্তে আস্তে একটি মেয়ে হল এবং ক্রমে সে মেয়েটি বড় হল। তৎক্ষণাৎ তার গর্ভ হল এবং গর্ভ হতে যেমন শিশু বার হতে লাগল, অমনি সে তাকে গ্রাস করতে লাগল। এইরূপ বার বার তার শিশু হয়, আর সে তৎক্ষণাৎ তাকে গ্রাস করছে দেখে আমি তখন বুঝলাম এরই নাম মায়া।" (সু-উপ ৬।১৪।১৫৫)

"একজন চাষার বেশী বয়সে একটি ছেলে হয়েছিল। ছেলেটিকে খুব যত্ন করে। ছেলেটি ক্রমে বড় হল। একদিন চাষা ক্ষেতে কাজ করছে, এমন সময় একজন এসে খবর দিলে যে, ছেলেটির ভারি অসুখ। ছেলে যায় যায়। বাড়ীতে এসে দেখে, ছেলে মারা গেছে। পরিবার খুব কাঁদছে, কিন্তু চাষার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চক্ষে একটুও জল নাই। পরিবার প্রতিবেশীদের কাছে তাই আরও দুঃখ করতে লাগল যে, এমন ছেলেটি গেল, এঁর চক্ষে একটু জল পর্য্যন্ত নাই। অনেকক্ষণ পরে চাষা পরিবারকে সম্বোধন করে বললে, 'কেন কাঁদছি না, জান? আমি কাল স্বপন দেখেছিলুম যে, রাজা হয়েছি, আর সাত ছেলের বাপ হয়েছি। স্বপনে দেখলুম যে, ছেলেগুলি রূপে গুণে সুন্দর। ক্রমে বড় হল, বিদ্যা, ধর্ম্ম উপার্জ্জন করলে। এমন সময় আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। এখন ভাবছি যে, তোমার ঐ এক ছেলের জন্য কাঁদব, কি আমার সাত ছেলের জন্য কাঁদব।' জ্ঞানীদের মতে স্বপন অবস্থাও যেমন সত্য, জাগা অবস্থাও তেমনি সত্য।" (ক ২।৭।২।৬৬)

"বেদান্ত মতে জাগরণ অবস্থাও কিছু নয়। এক কাঠুরে স্বপন দেখেছিল। একজন লোক তার ঘুম ভাঙ্গানতে সে বিরক্ত হয়ে বলে উঠল, 'তুই কেন আমার ঘুম ভাঙ্গালি? আমি রাজা হয়েছিলাম, সাত ছেলের বাপ হয়েছিলাম! ছেলেরা সব লেখাপড়া অস্ত্রবিদ্যা সব শিখছিল। আমি সিংহাসনে বসে রাজত্ব করছিলাম। কেন তুই আমার সুখের সংসার ভেঙ্গে দিলি?' সে ব্যক্তি বললে, 'ও তো স্বপন, ওতে আর কি হয়েছে!' কাঠুরে বললে, 'দূর! তুই বুঝিস না, আমার কাঠুরে হওয়া যেমন সত্য, স্বপ্নে রাজা হওয়াও তেমনি সত্য। কাঠুরে হওয়া যদি সত্য হয়, তাহলে স্বপনে রাজা হওয়াও সত্য'।" (ক ২।১৩।১।১১৩)

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে বলিতেছেন :

"একটু বেদান্তের বিচার শোন! এক রাজার সামনে একজন ভেল্‌কি দেখাতে এসেছিল। একটু সরে যাওয়ার পর রাজা দেখলে, একজন সওয়ার আসছে। ঘোড়ার উপর চড়ে খুব সাজগোজ—হাতে অস্ত্রশস্ত্র। সভাশুদ্ধ লোক আর রাজা বিচার করছে, এর ভিতর সত্য কি? ঘোড়া তো সত্য নয়, সাজগোজ, অস্ত্রশস্ত্রও সত্য নয়। শেষে সত্য সত্য দেখলে যে, সওয়ার একলা দাঁড়িয়ে রয়েছে! কি না ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—বিচার করতে গেলে কিছুই টেকে না।" (ক ৩।২০।৪।২৪৮-৪৯)

"বেদান্তবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলে, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, জীব, জগৎ, এ সব শক্তির খেলা। বিচার করতে গেলে, এ সব স্বপ্নবৎ, ব্রহ্মই বস্তু আর সব অবস্তু; শক্তিও স্বপ্নবৎ, অবস্তু!" (ক ১।২।৪।৪৮)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"বেদান্তবাদী কেবল বিচার করে, 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'। বড় কঠিন পথ। জগৎ মিথ্যা হলে তুমিও মিথ্যা, যিনি বলছেন তিনিও মিথ্যা, তাঁর কথাও স্বপ্নবৎ। বড় দূরের কথা।

"কি রকম জান? যেমন কর্পূর পোড়ালে কিছুই বাকী থাকে না।" (ক ১৬।১।১০২)

"একজন সাধু দিনরাত একটা ঝাড়ের কলম হাতে করে দেখতেন আর হাসতেন। সেই কাঁচের কলমের ভেতর দিয়ে লাল নীল রং দেখা যায়, কিন্তু সে সবই মিথ্যা; তেমনি এই জগৎ সত্য বোধ হচ্ছে কিন্তু এ সবই মিথ্যা, এই ভেবেই তিনি হাসতেন।" (স্থ-উপ ২৬৪।৬২)

"দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরবাড়ীর নহবৎখানার উপর একটি সাধু এসে কিছুদিন বাস করেছিলেন। সাধু সেই ঘরে কারও সঙ্গে বাক্যালাপ না করে সর্ব্বদা ধ্যান ধারণা করতেন। একদিন হঠাৎ মেঘ উঠে চারিদিক অন্ধকার করে ফেললে। কিছুক্ষণ পরে একটা ঝড়ের মত খুব বাতাস এসে মেঘগুলিকে আবার সরিয়ে দিলে। সাধু তাই দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে খুব হাসি ও নৃত্য করতে লাগলেন। তাঁর এ অবস্থা দেখে পরমহংসদেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি তো ঘরের মধ্যে চুপ করে বসে থাক; আজ এত আনন্দ, নৃত্যাদি করছ কেন?' সাধু বললেন, 'সংসারকা মায়া এয়সা হী হ্যায়'।" (স্থ-উপ ৬১২।১৫৩)

"যারা জ্ঞান বিচার করে তারা তিন অবস্থাই উড়িয়ে দেয়। তারা বলে যে ব্রহ্ম তিন অবস্থারই পার; স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ—তিন দেহের পার; সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণের পার; সমস্তই মায়া, যেমন আয়নাতে প্রতিবিম্ব পড়েছে; প্রতিবিম্ব কিছু বস্তু নয়; ব্রহ্মই বস্তু, আর সব অবস্তু।

"ব্রহ্মজ্ঞানীরা আরও বলে, দেহাত্ম-বুদ্ধি থাকলেই দুটো দেখায়। প্রতিবিম্বটাও সত্য বলে বোধ হয়। ঐ বুদ্ধি চলে গেলে, সোঽহং 'আমিই সেই ব্রহ্ম' এই অনুভূতি হয়।" (ক ৫।১৭।১।১৬১)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১১ (খ) ব্রহ্ম কখনও উচ্ছিষ্ট হন না

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্
আশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ নচৈব কশ্চিৎ॥ (২।২৯)

ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥ (৫।১৯)

উল্লিখিত শ্লোক দুইটির প্রথমটি গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত আত্মা সম্বন্ধে শ্লোকগুলির অন্যতম। পূর্ব্ববর্ত্তী ১১ (ক) অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ২।১৭ শ্লোকের ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর স্পষ্টই বলিয়াছেন, "আত্মা হি ব্রহ্ম।" পরবর্ত্তী ২।১৮ শ্লোকের ভাষ্যেও বলিয়াছেন, "তথা চ শ্রুতিঃ—যৎ সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তর ইতি"। এখানে তিনি বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৩।৪।১, ৩।৪।২ এবং ৩।৫।১ এই তিনটি মন্ত্রের ইঙ্গিত করিয়াছেন।[৭৯] ১৫ (ক) "বিভিন্ন সাধনার সাধ্য ঈশ্বর" শীর্ষক অনুচ্ছেদে ৯।২৫ শ্লোকের আলোচনার সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের যে উক্তিটি উদ্ধৃত হইয়াছে সেটিও এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য: "জ্ঞানীরা যাঁকে ব্রহ্ম বলে, যোগীরা তাঁকেই আত্মা বলে, আর ভক্তেরা তাঁকেই ভগবান বলে।" (ক ১।২।৩।৪৭)। এই কারণে বর্ত্তমান পরিচ্ছেদে বর্ণিত ব্রহ্মতত্ত্বের কথা আত্মার বিষয়ে উক্ত এই শ্লোকটি দিয়াই আরম্ভ করা হইল।

ইঁহাকে [অর্থাৎ এই আত্মা বা ব্রহ্মকে] কেহ আশ্চর্য্যবৎ কিছু বলিয়া অনুভব করেন, কেহ বা ইঁহাকে আশ্চর্য্য কিছু বলিয়া বর্ণনা করেন এবং কেহ বা ইনি আশ্চর্য্যবৎ কিছু এই কথাই শোনেন। কিন্তু শুনিয়াও কেহ কেহ ইঁহাকে জানিতে পারেন না। (২।২৯)

যে বিষয়ে বর্ণনা করিতে গিয়া ঋষি স্বীয় অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ," সে বিষয়ের অনুভব আশ্চর্য্যজনক; সে বিষয়ের বর্ণনাও বিস্ময়কর; এবং যিনি সেই বৃত্তান্ত শোনেন তাঁহার কাছেও ঐ বৃত্তান্ত অদ্ভুত ঠেকে। সুতরাং অনেকে যে তাহা বুঝিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারিবেন না ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। যাঁহারা এই ব্রহ্ম-তত্ত্বের বর্ণনা করেন, তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য কি, তাহা পরের শ্লোকে শ্রীভগবান বলিতেছেন।

যাঁহাদিগের মন [সর্ব্ব বিষয়ে] বৈষম্য বিরহিত, তাঁহারা এই জগতে থাকিয়াই [এই জন্মমরণরূপ] সংসার অতিক্রম করেন। যেহেতু ব্রহ্ম সম এবং নির্দ্দোষ, অতএব তাঁহারা ব্রহ্মেই অবস্থিতি করেন [অর্থাৎ তাঁহারা ব্রহ্মভাব লাভ করেন]। (৫।১৯)

ব্রহ্মের যে দুইটি বিশেষণ এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার প্রথমটি "সম"। ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য-বস্তুতে একই কারণ-বস্তু সমভাবে বিদ্যমান থাকে। বিভিন্ন স্বর্ণালঙ্কারে সুবর্ণ সমান ভাবে বিদ্যমান। স্বর্ণকারের নিকটে সবই সুবর্ণ; কিন্তু অলঙ্কার-বিলাসিনীর নিকটে কঙ্কন, বলয় ইত্যাদি। এই জগতের মূল কারণ ব্রহ্ম। যাঁহার মন সর্ব্ব বিষয়ে বৈষম্যবিরহিত, তিনি এই মূলকারণ ব্রহ্ম ভাবনাই করেন; তাই তিনি ব্রহ্মেই অবস্থান করেন।

দ্বিতীয় বিশেষণটি "নির্দ্দোষ"। এই প্রসঙ্গে, দোষ অর্থে অপরাধ নয়, পাপ নয়,—বিকার। অতএব নির্দ্দোষ বলিতে বিকারের অর্থাৎ অজ্ঞানের খাদ বা আবরণ নাই, এইরূপ বুঝিতে হইবে। অন্য ভাবে বলিলে বলিতে হয়, ব্রহ্ম শুদ্ধ নিরাবরণ চৈতন্য স্বরূপ। যাঁহার এই বোধ হইয়াছে, তিনিও ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু হইতে পারেন না।

কিন্তু এই সব বিশেষণের দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ দেওয়া সম্ভব নয়। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন:

"ব্রহ্ম কী মুখে বলা যায় না। রামগীতায় আছে, কেবল তটস্থ লক্ষণে তাঁকে বলা যায়; যেমন গঙ্গার উপর ঘোষপল্লী। গঙ্গার তটের উপর আছে এই কথা বলে ঘোষপল্লীকে ব্যক্ত করা যায়।" (ক ৩।৯।৪।৯২)

"যতক্ষণ 'আমি'টুকু থাকে ততক্ষণ ভেদবুদ্ধি। 'আমি' গেলে কি রইল তা কেউ জানতে পারে না,—মুখে বলতে পারে না। যা আছে তাই আছে! তখন খানিকটা এঁতে প্রকাশ হয়েছে আর বাদবাকিটা ওখানে প্রকাশ হয়েছে,—এ সব মুখে বলা যায় না। সচ্চিদানন্দ সাগর!—তার ভিতর 'আমি' ঘট। যতক্ষণ ঘট ততক্ষণ যেন দুভাগ জল;—ঘটের ভিতরে এক ভাগ, বাহিরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক ভাগ। ঘট ভেঙ্গে গেলে,—এক জল—তাও বলবার যো নাই!—কে বলবে?" (ক ৩।১৪।৭।১৭৬)

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে শ্রীশ্রীঠাকুর বুঝাইতেছেন:

"ব্রহ্ম যে কী, মুখে বলা যায় না। সব জিনিষ উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে; বেদ, পুরাণ, তন্ত্র; ষড়দর্শন; সব এঁটো হয়ে গেছে! মুখে পড়া হয়েছে, মুখে উচ্চারণ হয়েছে—তাই এঁটো হয়েছে। কিন্তু একটি জিনিষ কেবল উচ্ছিষ্ট হয় নাই, সে জিনিষটি ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে কী, আজ পর্য্যন্ত কেহ মুখে বলতে পারে নাই।[৮০] ...

"এক বাপের দুটি ছেলে। ব্রহ্মবিদ্যা শিখবার জন্য ছেলে দুটিকে, বাপ আচার্য্যের হাতে দিলেন। কয়েক বৎসর পরে তারা গুরুগৃহ থেকে ফিরে এল; এসে বাপকে প্রণাম করলে। বাপের ইচ্ছা, দেখেন এদের ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপ হয়েছে। বড় ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাপ, তুমি তো সব পড়েছ, ব্রহ্ম কিরূপ বল দেখি?' বড় ছেলেটি বেদ থেকে নানা শ্লোক বলে বলে ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝাতে লাগল! বাপ চুপ করে রইলেন। যখন ছোট ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে হেঁটমুখে চুপ করে রইল। মুখে কোন কথা নাই। বাপ তখন প্রসন্ন হয়ে ছোট ছেলেকে বললেন, 'বাপু, তুমিই একটু বুঝেছ।[৮১] ব্রহ্ম যে কী, মুখে বলা যায় না।"

"মানুষে মনে করে, আমরা তাঁকে জেনে ফেলেছি। একটা পিঁপড়ে চিনির পাহাড়ে গিছল। এক দানা খেয়ে পেট ভরে গেল, আর এক দানা মুখে করে বাসায় যেতে লাগল; যাবার সময় ভাবছে,—এবার এসে সব পাহাড়টি লয়ে যাব। ক্ষুদ্র জীবেরা এই সব মনে করে। জানে না, ব্রহ্ম বাক্য মনের অতীত।

"যে যতই বড় হউক না কেন, তাঁকে কী জানবে? শুকদেবাদি না হয় ডেও পিঁপড়ে,—চিনির আট দশটা দানা না হয় মুখে করুক।

"তবে বেদে পুরাণে যা বলেছে—সে কি রকম বলা জান? একজন সাগর দেখে এলে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, 'কেমন দেখলে,' সে লোক মুখ হাঁ করে বলে,—'ও! কি দেখলুম! কী হিল্লোল কল্লোল!'. ব্রহ্মের কথাও সেই-রকম। বেদে আছে—তিনি আনন্দ-স্বরূপ—সচ্চিদানন্দ। শুকদেবাদি এই ব্রহ্মসাগর তটে দাঁড়িয়ে দর্শন স্পর্শন করেছিলেন। এক মতে আছে—তাঁরা এ সাগরে নামেন নাই। এ সাগরে নামলে আর ফিরবার যো নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"সমাধিস্থ হলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়—ব্রহ্মদর্শন হয়—সে অবস্থায় বিচার একবারে বন্ধ হয়ে যায়, মানুষ চুপ হয়ে যায়। ব্রহ্ম কি বস্তু মুখে বলবার শক্তি থাকে না।"[৮২] (ক ৩।১।৩৮-১০)

একজন ব্রাহ্ম ভক্তকে বলিতেছেন :

"যেখানে নিজের 'আমি' খুঁজে পাওয়া যায় না, আর খুঁজেই বা কে?—সেখানে ব্রহ্মের স্বরূপ বোধে বোধ কিরূপ হয়, সে কথা কে বলবে!

"একটা লুণের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিছল। সমুদ্রে যাই নেমেছে, অমনি গলে মিশে গেল। তখন খবর কে দিবেক?

"পূর্ণজ্ঞানের লক্ষণ,—পূর্ণজ্ঞান হলে মানুষ চুপ হয়ে যায়। তখন আমিরূপ লুণের পুতুল সচ্চিদানন্দরূপ সাগরে গলে এক হয়ে যায়, আর একটুও ভেদ বুদ্ধি থাকে না।

"বিচার করা যতক্ষণ না শেষ হয়, লোকে ফড় ফড় করে তর্ক করে। শেষ হলে চুপ হয়ে যায়। কলসী পূর্ণ হলে, কলসীর জল পুকুরের জল এক হলে, আর শব্দ থাকে না। যতক্ষণ না কলসী পূর্ণ হয়, ততক্ষণ শব্দ।" (ক ১।৩।৪।৬৯)

"আকাশবৎ। ব্রহ্মের ভিতর বিকার নাই! যেমন অগ্নির কোন রং নাই। ...ব্রহ্ম—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণের অতীত। তিনি যে কী, মুখে বলা যায় না। তিনি বাক্যের অতীত। 'নেতি' 'নেতি' করে করে যা বাকী থাকে আর যেখানে আনন্দ, সেই ব্রহ্ম।

"একটি মেয়ের স্বামী এসেছে; অন্য অন্য সমবয়স্ক ছোকরাদের সহিত বাহিরের ঘরে বসেছে। এদিকে ঐ মেয়েটি ও তার সমবয়স্কা মেয়েরা জানালা দিয়ে দেখছে। তারা বরটিকে চেনে না,—ঐ মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করছে, 'ঐটি কি তোর বর?' তখন সে একটু হেসে বলছে—'না'। আর একজনকে দেখিয়ে বলছে, 'ঐটি কি তোর বর?' সে আবার বলছে—'না'। আবার একজনকে দেখিয়ে বলছে, 'ঐটি তোর বর?' সে আবার বলছে—'না'। শেষে তার স্বামীকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলে—'ঐটি তোর বর?' তখন সে হাঁও বললে না, নাও বললে না;—কেবল একটু ফিক করে হেসে চুপ করে রইল। তখন সমবয়স্কারা বুঝলে যে ঐটিই তার স্বামী। যেখানে ঠিক ব্রহ্মজ্ঞান সেখানে চুপ।" (ক ৩।৫।১।৪৯)

" 'নেতি' 'নেতি' করে যেখানে মনের শান্তি হয়, সেখানেই তিনি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"সাত দেউড়ির পর রাজা আছেন। প্রথম দেউড়িতে গিয়ে দেখে যে একজন ঐশ্বর্য্যবান পুরুষ অনেক লোকজন নিয়ে বসে আছেন ; খুব জাঁকজমক ! রাজাকে যে দেখতে গিয়েছে, সে সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করলে, 'এই কি রাজা ?' সঙ্গী ঈষৎ হেসে বললে, 'না'।

"দ্বিতীয় দেউড়ী আর অন্যান্য দেউড়ীতেও ঐরূপ বললে। ভাখে, যত এগিয়ে যায়, ততই ঐশ্বর্য্য ! আর জাঁকজমক ! সাত দেউড়ী পার হয়ে যখন দেখলে, তখন আর সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করলে না ! রাজার অতুল ঐশ্বর্য্য দর্শন করে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল !—বুঝলে এই রাজা।—এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।" (ক ৪।২৫।১।২৮৫)

"ব্রহ্ম জ্ঞান অজ্ঞানের পার, পাপ পুণ্যের পার, ধর্ম্মাধর্ম্মের পার ; শুচি অশুচির পার।...

"নিত্যশুদ্ধবোধরূপম্। তা তোমায় কেমন করে বুঝাব ? যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, 'ঘি কেমন খেলে ?' তাকে এখন কি করে বুঝাবে ? হদ্দ বলতে পার, 'কেমন ঘি, না যেমন ঘি।' একটি মেয়েকে তার একটি সঙ্গী জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তোর স্বামী এসেছে, আচ্ছা ভাই, স্বামী এলে কিরূপ আনন্দ হয় ?' মেয়েটি বললে, 'ভাই, তোর স্বামী হলে তুই জানবি ; এখন তোরে কেমন করে বুঝাব ?' পুরাণে আছে ভগবতী যখন হিমালয়ের ঘরে জন্মালেন তখন তাকে মা নানা রূপে দর্শন দিলেন। গিরিরাজ সব রূপ দর্শন করে শেষে ভগবতীকে বললে, 'মা, বেদে যে ব্রহ্মের কথা আছে, এইবার আমার যেন ব্রহ্মদর্শন হয়'। তখন ভগবতী বললেন, 'বাবা, ব্রহ্মদর্শন যদি করতে চাও, তবে সাধুসঙ্গ কর।' ...আর সচ্চিদানন্দের সঙ্গে ক্রীড়া, রমণ—যে কি আনন্দের, তা মুখে বলা যায় না। যার হয়েছে, সে জানে।" (ক ১।১৮।২।২৯২-৯৩)

"তাহা [ব্রহ্ম দর্শন] প্রকাশ করবার যো নাই। যেমন যদি কেউ সমুদ্রের মধ্যে যায়, আর যদি কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করে, সমুদ্র কেমন, তবে সে কি বলতে পারে ? সে কেবলই বলে, ঐ জল ঐ জল। ব্রহ্মদর্শনও সেইরকম।" (সু-উপ ৬১৭।১৫৬)

"ন্যাংটা (পরমহংসাচার্য্য তোতাপুরী) উপদেশ দিত,—সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিরূপ। যেমন অনন্ত সাগর—উর্দ্ধে নীচে, ডাইনে বামে, জলে জল। কারণ-সলিল। জল স্থির।—কার্য্য হলে তরঙ্গ। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়—কার্য্য।

"আবার বলত, বিচার যেখানে গিয়ে থেমে যায় সেই ব্রহ্ম।···

"ব্রহ্ম বাক্য মনের অতীত।" (ক ৪।৮।২।৫২)

" 'নেতি' 'নেতি' অর্থাৎ 'এ সব মায়া স্বপ্নবৎ' এই বিচার জ্ঞানীরা করে। এই জগৎ 'নেতি' 'নেতি'—মায়া। জগৎ যখন উড়ে গেল, বাকি রইল কতকগুলি জীব—'আমি' ঘট মধ্যে রয়েছে।

"মনে কর দশটা জলপূর্ণ ঘট আছে; তার মধ্যে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব হয়েছে। কটা সূর্য্য দেখা যাচ্ছে?

"ভক্ত। দশটা প্রতিবিম্ব। আর একটা সত্য সূর্য্য তো আছে।

"শ্রীরামকৃষ্ণ। মনে কর, একটা ঘট ভেঙ্গে দিলে; এখন কটা সূর্য্য দেখা যায়?

"ভক্ত। নয়টা; একটা সত্য সূর্য্য তো আছেই।

"শ্রীরামকৃষ্ণ। আচ্ছা, নয়টা ঘট ভেঙ্গে দেওয়া গেল; কটা সূর্য্য দেখা যাবে?

"ভক্ত। একটা প্রতিবিম্ব সূর্য্য। একটা সত্য সূর্য্য তো আছেই।

"শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি)। শেষ ঘট ভাঙ্গলে কি থাকে?

"গিরিশ। আজ্ঞা, ঐ সত্য সূর্য্য।

"শ্রীরামকৃষ্ণ। না, কি থাকে তা মুখে বলা যায় না। যা আছে তাই আছে! প্রতিবিম্ব সূর্য্য না থাকলে সত্য সূর্য্য আছে কি করে জানবে? সমাধিস্থ হলে অহং-তত্ত্ব নাশ হয়। সমাধিস্থ ব্যক্তি নেমে এলে কি দেখেছে মুখে বলতে পারে না!" (ক ৩।১৫।৩।১৯১)

"কেউ কেউ জ্ঞানচর্চ্চা করে বলে মনে করে, 'আমি কি হইছি'! হয় তো একটু বেদান্ত পড়েছে। কিন্তু ঠিক জ্ঞান হলে অহঙ্কার হয় না; অর্থাৎ যদি সমাধি হয়, আর মানুষ তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যায়, তা হলে আর অহঙ্কার থাকে না। সমাধি না হলে ঠিক জ্ঞান হয় না। সমাধি হলে তাঁর সঙ্গে এক হওয়া যায়। আর অহং থাকে না।

"কি রকম জান? ঠিক দুপুর বেলা সূর্য্য ঠিক মাথার উপর উঠে। তখন মানুষটা চারিদিকে চেয়ে দেখে, আর ছায়া নাই। তাই ঠিক জ্ঞান হলে—সমাধিস্থ হলে—অহংরূপ ছায়া থাকে না।" (ক ২।২৪।৭।২৪৮)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"বেদে আছে যে, সপ্তম ভূমিতে মন গেলে তবে সমাধি হয়। সমাধি হলেই তবে অহং চলে যেতে পারে। মনের সচরাচর বাস কোথায়? প্রথম তিন ভূমিতে। লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি—সেই তিন ভূমি; তখন মনের আসক্তি কেবল সংসারে; কামিনী-কাঞ্চনে। হৃদয়ে যখন মনের বাস হয়, তখন ঈশ্বরীয় জ্যোতিঃ দর্শন হয়। সে ব্যক্তি জ্যোতিঃ দর্শন করে বলে, 'এ কি! এ কি!' তার পর কণ্ঠ; সেখানে যখন মনের বাস হয়, তখন কেবল ঈশ্বরীয় কথা কইতে ও শুনতে ইচ্ছা হয়। কপালে—ভ্রূমধ্যে—মন গেলে তখন সচ্চিদানন্দরূপ দর্শন হয়। সেই রূপের সঙ্গে আলিঙ্গন স্পর্শন করতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু পারে না। লণ্ঠনের ভিতর আলো দর্শন হয় কিন্তু স্পর্শ হয় না; ছুঁই ছুঁই বোধ হয়, কিন্তু ছোঁয়া যায় না। সপ্তম ভূমিতে মন যখন যায়, তখন অহং আর থাকে না, সমাধি হয়।....

"সপ্তম ভূমিতে মন পৌঁছিলে কি হয় মুখে বলা যায় না।

"জাহাজ একবার কালাপানীতে গেলে আর ফিরে না। জাহাজের খপর আর পাওয়া যায় না। সমুদ্রের খপরও জাহাজের কাছে পাওয়া যায় না।... সপ্তম ভূমিতে মনের নাশ হয়, সমাধি হয়। কী বোধ হয়, মুখে বলা যায় না।" (ক ১।৪।৬।৮৯)

"সেই সৎস্বরূপ ব্রহ্ম নিত্য—তিন কালেই আছেন—আদি-অন্ত-রহিত। তাঁকে মুখে বর্ণনা করা যায় না। হৃদ্ধ বলা যায়—তিনি চৈতন্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ।" (ক ৪।২১।৪।২১৯)

"পূর্ণজ্ঞানে সমাধি হয়, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব ছেড়ে চলে যায়—তাই অহংতত্ত্ব থাকে না। সমাধিতে কী বোধ হয় মুখে বলা যায় না। নেমে একটু আভাসের মত বলা যায়। যখন সমাধি ভঙ্গের পর ওঁ ওঁ বলি, তখন আমি একশো হাত নেমে এসেছি। ব্রহ্ম বেদবিধির পার, মুখে বলা যায় না। সেখানে 'আমি' 'তুমি' নাই।" (ক ১।১২।৯।১৯২)

"একজন ব্রহ্মচারী বলেছিল, কেদারের ওদিকে গেলে শরীর থাকে না। ব্রহ্মজ্ঞানের পর আর শরীর থাকে না। একুশ দিনে মৃত্যু।" (ক ৫।১৩।৫।১২৭)

"চার বন্ধু ভ্রমণ করতে করতে পাঁচীলে ঘেরা একটা জায়গা দেখতে পেলে। খুব উঁচু পাঁচীল। ভিতরে কি আছে, দেখবার জন্য সকলে বড় উৎসুক হল। পাঁচীল বেয়ে একজন উঠলো। উঁকিমেরে যা দেখলে, তাতে অবাক হয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'হা হা হা হা' বলে ভিতরে পড়ে গেল। আর কোন খবর দিল না। যেই উঠে সেই 'হা হা হা হা' করে পড়ে যায়। তখন খবর আর কে দিবে?

"জড়ভরত, দত্তাত্রেয় এরা ব্রহ্মদর্শন করে আর খবর দিতে পারে নাই। ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে সমাধি হলে আর 'আমি' থাকে না। তাই রামপ্রসাদ বলেছে, 'আপনি যদি না পারিস মন তবে রামপ্রসাদকে সঙ্গে নে না।' মনের লয় হওয়া চাই আবার 'রামপ্রসাদের' অর্থাৎ অহংতত্ত্বের লয় হওয়া চাই। তবে সেই ব্রহ্মজ্ঞান হয়।" (ক ১।৬।২।১০৪-৫)

"ব্রহ্মসাগরের বাতাস লাগলে মানুষ গলে যায় (অহংকারাদি হৃদয়-গ্রন্থি নাশ হয়)। ঐ বাতাস লেগে সনন্দ, সনৎকুমার গলে গেলেন। নারদ দূর হতে ব্রহ্মসাগর দর্শন করে আপন অস্তিত্ব হারিয়ে হরিগুণগানে উন্মত্তবৎ হয়ে পৃথিবী পর্য্যটন করতে লাগলেন। শুকদেব তীরস্থ হয়ে হস্ত দ্বারা তিন বার সমুদ্র বারি স্পর্শ করে ব্রহ্মভাবে বিভোর হয়ে জড়বৎ বিচরণ করতে লাগলেন। জগদ্‌গুরু মহাদেব তার তিন গণ্ডুষ জল খেয়ে শবের ন্যায় পড়ে রয়েছেন। সে সমুদ্রের ইয়ত্তা কে করতে পারে?" (সু-উপ ৩৫৮।৯২-৯৩)

১১ (গ) ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥ (১৩।১৪)
অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্তৃ চ তজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥ (১৩।১৬)

পূর্ব্ববর্ত্তী ১৩।১২ শ্লোকে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন তিনি এখন পরব্রহ্মের বিষয়ে বুঝাইবেন। পরেকার কয়েকটি শ্লোকে এই পরব্রহ্মের বর্ণনা আছে। তাঁহার নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, উদাসীন বা ব্রহ্ম বিভাব এবং সগুণ, সক্রিয়, লীলাচঞ্চল বা শক্তিময় বিভাব, এই দুয়ের কথাই ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপে উল্লিখিত দুইটি শ্লোকে ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ উভয় বিভাবের কথাই বলা হইয়াছে।

তিনি সকল ইন্দ্রিয়-বিরহিত, অথচ সকল ইন্দ্রিয়ের সকল গুণে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে রূপাদি আকারে তাঁহার শক্তি প্রভাবে] তিনিই প্রকাশমান; তিনি সকল সংশ্লেষ-বর্জ্জিত, অথচ সব কিছু তিনিই ধারণ করিয়া আছেন; তিনি নির্গুণ, অথচ তিনিই সমস্ত গুণ ভোগ বা পালন করিয়া থাকেন। (১৩।১৪)

তিনি অবিভক্ত হইয়াও সর্ব্বভূতে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হন। তাঁহাকে ভূত সকলের পালনকারী, সংহারকারী এবং সৃষ্টিকারী বলিয়া জানিবে। (১৩।১৬)

উদ্ধৃত দুইটি শ্লোক "সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং", "সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্"; "সর্ব্বভৃচ্চৈব অসক্তম্"; "গুণভোক্তৃ চ নির্গুণম্"; "ভূতেষু বিভক্তমিব চ অবিভক্তং" এই সকল বিশেষণ আপাতবিরুদ্ধ বোধ হয় বটে কিন্তু একটু চিন্তা করিলে বোঝা যায়, প্রথমোক্ত বিশেষণগুলিতে সগুণ বিভাব এবং শেষোক্ত বিশেষণগুলিতে নির্গুন বিভাব লক্ষিত হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্লোকটির দ্বিতীয় চরণে শুধুই সগুণ বিভাবের বর্ণনা।

এই সগুণ বিভাবকে শ্রীশ্রীঠাকুর "শক্তি" আখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু শ্রীভগবান গীতাতে "শক্তি" শব্দ ব্যবহার করেন নাই। অবশ্য "প্রকৃতি" শব্দের প্রয়োগ গীতাতে বহুস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পরিণামিনী প্রকৃতি নির্ব্বিকার ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইতে পারেন না। অতএব সাংখ্যোক্ত বা গীতোক্ত "প্রকৃতি" উভয়ই শ্রীশ্রীঠাকুর কর্ত্তৃক বর্ণিত "শক্তি" হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তাঁহার বর্ণিত "শক্তি" তবে কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছেন, "বেদে তাঁকে···সগুণও বলেছে নির্গুণও বলেছে।" (ক ২।২।৫।২৩)। গীতাতেও পরমেশ্বরের সগুণ নির্গুণ দুই বিভাবের কথাই আছে। কিন্তু গীতার ভাষ্য করার সময়ে অদ্বৈতবাদী শঙ্কর কেবল নির্গুণ বিভাবের কথাই বলিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী অনেকেই তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। আচার্য্য ৮।১১ শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বৃহদারণ্যকোপনিষদের ৩।৮।৮ মন্ত্রটির "অস্থূলম্ অনণু অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্" ইত্যাদি নেতিবাচক বিশেষণের দ্বারা নির্গুণ বিভাবের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু সগুণ বিভাবের পরিচায়ক কোনও মন্ত্র শ্রুতি হইতে এভাবে উদ্ধৃত করেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই। অথচ এরূপ মন্ত্র নাই এমন নয়। উদাহরণ স্বরূপে নীচে ছান্দোগ্য উপনিষদের ৩।১৪।৪ মন্ত্রটি দিতেছি :

"সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদর এষ ম আত্মাঽন্তর্হৃদয় এতদ্ ব্রহ্মৈতমিতঃ প্রেত্যাভিসংভবিতাস্মীতি যস্য স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাঽস্তীতি হ স্মাহ শাণ্ডিল্যঃ শাণ্ডিল্যঃ।" অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, সর্ব্বজগৎব্যাপী, রাগাদি-ইন্দ্রিয়-রহিত এবং আদরশূন্য এই আত্মা আমার হৃদয় মধ্যে (আছেন)। ইনিই ব্রহ্ম[৮৩]। ইহলোক হইতে প্রয়াণের পরে ইঁহাকেই সম্যকরূপে প্রাপ্ত হইব (অর্থাৎ তৎস্বরূপ হইব)। এইরূপ নিশ্চয় যাঁহার থাকে এবং (এ বিষয়ে কিছু মাত্র) সংশয় থাকে না, (তিনি নিশ্চয়ই তাঁহাকে প্রাপ্ত হন), ইহা শাণ্ডিল্য ঋষি বলিয়াছেন।"

আবার পরমেশ্বরের সগুণ নির্গুণ দুই ভাবের বর্ণনা একই শ্লোকে আছে এমন একটির উদাহরণ স্বরূপে ঈশোপনিষদের ৮ মন্ত্রটি নীচে উদ্ধৃত করিতেছি :

"স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং
শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্ম্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভুর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্
ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥"

"শান্তিনিকেতনে" রবীন্দ্রনাথ এই মন্ত্রটির যে অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"তিনি সর্ব্বব্যাপী, নির্ম্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ব্রণরহিত, শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ। তিনি সর্ব্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা, সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বপ্রকাশ; তিনি সর্ব্বকালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থসকল বিধান করিতেছেন।...

"এই মন্ত্রের দুটি ছত্রে দুটি ক্রিয়াপদ প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। একটি হচ্ছে "পর্য্যগাৎ", তিনি সর্ব্বত্রই গিয়েছেন সর্ব্বত্রই আছেন—আর একটি হচ্ছে "ব্যদধাৎ", তিনি সমস্তই করছেন।...

"যেখানে আছেন সেখানে ক্লীবলিঙ্গ বিশেষণ পদ, যেখানে করছেন সেখানে পুংলিঙ্গ বিশেষণ, অতএব বাহুল্য কোন কথা না বলে একটি ব্যাকরণের ইঙ্গিতের দ্বারা এই মন্ত্র একটি গভীর সার্থকতা লাভ করেছে।"

প্রথম চরণে নির্গুণ বিভাবের বর্ণনা এবং শেষের চরণে সগুণ বিভাবের বর্ণনা। ইহাতে মনে হয়, এ যেন একই পরমেশ্বরের স্বগত ভেদের উল্লেখ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করা হইতেছে। এরূপ মন্ত্র শ্রুতিতে আরও আছে। বাহুল্য ভয়ে উদ্ধৃত হইল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর নির্গুণ নিষ্ক্রিয় বিভাবকে সাধারণতঃ ব্রহ্ম বলিয়া এবং সগুণ সক্রিয় বিভাবকে সাধারণতঃ শক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এবং এই দুই বিভাব যে একেরই দুই বিভাব, ইহাও স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। এই মূল তত্ত্বটি স্মরণ রাখিয়া এতৎ সম্বন্ধীয় শ্রীশ্রীঠাকুরের কয়েকটি উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"সগুণ ব্রহ্মকে বেদ, পুরাণ, তন্ত্রে, কালী বা আদ্যাশক্তি বলে গেছে।... যিনিই সগুণ ব্রহ্ম, তিনিই নির্গুণ ব্রহ্ম; যিনিই শক্তি, তিনিই ব্রহ্ম। পূর্ণ জ্ঞানের পর অভেদ।" (ক ১।১২।৯।১৯৩)

এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে শ্রীশ্রীঠাকুর নিষ্ক্রিয় এবং সক্রিয় দুই বিভাবের কথা বলিতে গিয়া সকল সময়ে একই শব্দ ব্যবহার করেন নাই। নিষ্ক্রিয় বিভাবের উল্লেখ করার সময়ে কখনও বলিয়াছেন "ব্রহ্ম"; কখনও বা "পুরুষ"। সক্রিয় বিভাব বর্ণনা প্রসঙ্গে কখনও বলিয়াছেন "শক্তি"; কখনও বা "চিৎশক্তি"; আবার কখনও বা "আদ্যাশক্তি"। এমন কি কখনও বা বলিয়াছেন "প্রকৃতি"; অবশ্য পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ইহা সাংখ্যোক্ত বা গীতোক্ত প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। অনেক সময়েই বলিয়াছেন "কালী"। সেই প্রসঙ্গে কখনও কখনও বা আবার "মহাকালী", "নিত্যকালী", "শ্মশানকালী", "রক্ষাকালী" এবং "শ্যামাকালী" রূপে তাঁহার বিভিন্ন লীলার বিষয়ে পৃথক পৃথক উল্লেখ করিয়া তত্ত্বটি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন:

"ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ।[৮৪] এককে মানলেই আর একটিকে মানতে হয়। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি; —অগ্নি মানলেই দাহিকা শক্তি মানতে হয়, দাহিকা শক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না; আবার অগ্নিকে বাদ দিয়ে দাহিকা শক্তি ভাবা যায় না। সূর্য্যকে বাদ দিয়ে সূর্য্যের রশ্মি ভাবা যায় না; সূর্য্যের রশ্মি ছেড়ে সূর্য্যকে ভাবা যায় না।

"দুধ কেমন? না, ধোবো ধোবো। দুধকে ছেড়ে দুধের ধবলত্ব ভাবা যায় না। আবার দুধের ধবলত্ব ছেড়ে দুধকে ভাবা যায় না।

"তাই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে, শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না। নিত্যকে ছেড়ে লীলা, এবং লীলাকে ছেড়ে নিত্য, ভাবা যায় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আদ্যাশক্তি লীলাময়ী ; সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন। তাঁরই নাম কালী। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। একই বস্তু। যখন তিনি নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কোন কাজ করছেন না, এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন তিনি এই সব কার্য্য করেন তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি ; নাম রূপ ভেদ।...

"তিনি নানা ভাবে লীলা করছেন। তিনিই মহাকালী, নিত্যকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী। মহাকালী, নিত্যকালীর কথা তন্ত্রে আছে। যখন সৃষ্টি হয় নাই ; চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, পৃথিবী ছিল না ; নিবিড় আঁধার ; তখন কেবল মা নিরাকারা মহাকালী—মহাকালের সঙ্গে বিরাজ করছিলেন।

"শ্যামাকালীর অনেকটা কোমল ভাব—বরাভয়দায়িনী। গৃহস্থবাড়ীতে তাঁরই পূজা হয়। যখন মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি হয়, রক্ষাকালী পূজা করতে হয়।[৮৫] শ্মশানকালীর সংহার মূর্ত্তি। শব, শিবা, ডাকিনী, যোগিনী মধ্যে, শ্মশানের উপর থাকেন। রুধির-ধারা, গলায় মুণ্ডমালা, কটিতে নরহস্তের কোমরবন্ধ। যখন জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয়, তখন মা সৃষ্টির বীজসকল কুড়িয়ে রাখেন। গিন্নির কাছে যেমন একটা ন্যাতাক্যাতার হাঁড়ি থাকে, আর সেই হাঁড়িতে গিন্নি পাঁচ রকম জিনিষ তুলে রাখে।

"হ্যাঁ গো। গিন্নিদের ঐ রকম একটা হাঁড়ি থাকে। ভিতরে সমুদ্রের ফেনা, নীল বড়ি, ছোট ছোট পুঁটলি বাঁধা শশা বীচি, কুমড়া বীচি, লাউ বীচি এই সব রাখে ; দরকার হলে বার করে। মা ব্রহ্মময়ী সৃষ্টি নাশের পর ঐ রকম সব বীজ কুড়িয়ে রাখেন। সৃষ্টির পর আদ্যাশক্তি জগতের ভিতরেই থাকেন। জগৎ প্রসব করেন, আবার জগতের মধ্যে থাকেন। বেদে আছে 'ঊর্ণনাভির' কথা ;[৮৬] মাকড়সা আর তার জাল। মাকড়সা ভিতর থেকে জাল বার করে, আবার নিজে সেই জালের উপর থাকে।" (ক ১।২।৪।৪৯-৫০)

আদ্যাশক্তি বা কালীই যে ব্রহ্ম, সে সম্বন্ধে রামপ্রসাদের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছেন :

"যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি, তিনিই মা।
"প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে।
সেটা চাতরে কি ভাঙ্গবো হাঁড়ি, বোঝনারে মন ঠারে ঠোরে॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

" 'আমি তত্ত্ব করি যারে', অর্থাৎ আমি সেই ব্রহ্মের তত্ত্ব করছি। তাঁরেই মা মা বলে ডাকছি। আবার রামপ্রসাদ ঐ কথাই বলছে,—'আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম সব ছেড়েছি।" (ক ১।১২।৯।১৯১-২)

"রামপ্রসাদ মনকে বলছে—'ঠারে ঠোরে' বুঝতে; এই বুঝতে বলছে যে, বেদে যাঁকে ব্রহ্ম বলেছে—তাঁকেই আমি মা বলে ডাকছি।" (ক ৩।১৬।১৭)

"যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই আদ্যাশক্তি। যখন নিষ্ক্রিয়, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি; পুরুষ বলি। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এই সব করেন, তাঁকে শক্তি বলি; প্রকৃতি বলি। পুরুষ আর প্রকৃতি। যিনিই পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি। আনন্দময় আর আনন্দময়ী।

"যার পুরুষ জ্ঞান আছে, তার মেয়ে জ্ঞানও আছে। যার বাপ জ্ঞান আছে, তার মা জ্ঞানও আছে।

"যার অন্ধকার জ্ঞান আছে, তার আলো জ্ঞানও আছে। যার রাত জ্ঞান আছে, তার দিন জ্ঞানও আছে, যার সুখ জ্ঞান আছে, তার দুঃখ জ্ঞানও আছে।" (ক ২।১০।৩।৮৭)

"শ্যামা পুরুষ না প্রকৃতি? একজন ভক্ত পূজা করেছিল। একজন দর্শন করতে এসে দেখে ঠাকুরের গলায় পৈতে! সে বললে, 'তুমি মার গলায় পৈতে পরিয়েছ!' ভক্তটি বললে, 'ভাই, তুমিই চিনেছ! আমি এখনও চিনতে পারি নাই, তিনি পুরুষ কি প্রকৃতি! তাই পৈতে পরিয়েছি।'

"যিনি শ্যামা, তিনিই ব্রহ্ম। যাঁরই রূপ, তিনিই অরূপ। যিনি সগুণ, তিনি নির্গুণ। ব্রহ্ম শক্তি—শক্তি ব্রহ্ম। অভেদ; সচ্চিদানন্দময় আর সচ্চিদানন্দময়ী।" (ক ১।৬।৩।১০৯)

"যিনিই ব্রহ্ম তিনিই আদ্যাশক্তি। একজন রাজা বলেছিল যে আমায় এক কথায় জ্ঞান দিতে হবে। যোগী বললে, 'আচ্ছা তুমি এক কথাতেই জ্ঞান পাবে।' খানিকক্ষণ পরে রাজার কাছে হঠাৎ একজন যাদুকর এসে উপস্থিত। রাজা দেখলে, সে এসে কেবল দুটা আঙ্গুল ঘুরাচ্ছে, আর বলছে—'রাজা, এই দেখ।' রাজা অবাক হয়ে দেখছে। খানিকক্ষণ পরে দেখে দুটা আঙ্গুল একটা আঙ্গুল হয়ে গেছে! যাদুকর একটা আঙ্গুল ঘোরাতে ঘোরাতে বলছে —'রাজা, এই দেখ; রাজা, এই দেখ।' অর্থাৎ ব্রহ্ম আর আদ্যাশক্তি প্রথম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুটা বোধ হয়। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হলে আর দুটো থাকে না। অভেদ। এক! যে একের দুই নাই! অদ্বৈতম্।" (ক ৫।৬।৩।৫৫)

"শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ, রাধা প্রকৃতি, চিচ্ছক্তি—আদ্যাশক্তি। রাধা প্রকৃতি, ত্রিগুণময়ী! এঁর ভিতরে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণ। যেমন পেঁয়াজ ছাড়িয়ে যাও, প্রথমে লাল কালোর আমেজ, তারপর লাল, তারপর সাদা বেরুতে থাকে। বৈষ্ণব শাস্ত্রে আছে, কামরাধা, প্রেমরাধা, নিত্যরাধা। কামরাধা চন্দ্রাবলী, প্রেমরাধা শ্রীমতী। নিত্যরাধা নন্দ দেখেছিলেন—গোপাল কোলে।

"এই চিচ্ছক্তি আর বেদান্তের ব্রহ্ম (পুরুষ) অভেদ। যেমন জল আর তার হিমশক্তি। জলের হিমশক্তি ভাবলেই জলকে ভাবতে হয়; আবার জলকে ভাবলেই জলের হিমশক্তি ভাবনা এসে পড়ে। ··পুরুষ যখন কাপড় পরে তখন সেই পুরুষই থাকে। ছিলে দিগম্বর, হলে সাম্বর—আবার দিগম্বর।" (ক ২।১৯।৩।১৮৫-৬)

শক্তি উপাসকেরা সাধারণতঃ গৌরাঙ্গ বিদ্বেষী হন। এরূপ একদেশদর্শিতা দূর করার জন্য বিখ্যাত শক্তি-সাধক ইদেশের গৌরী পণ্ডিতের এই বিষয়ক উদার উক্তির উল্লেখ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বুঝাইতেছেন:

"মা আর জননী। যিনি জগৎরূপে আছেন—সর্ব্বব্যাপী হয়ে তিনিই মা। জননী যিনি জন্মস্থান। আমি মা বলতে বলতে সমাধিস্থ হতুম!—মা বলতে বলতে যেন জগতের ঈশ্বরীকে টেনে আনতুম! যেমন জেলেরা জাল ফেলে, তারপর অনেকক্ষণ পরে জাল গুটোতে থাকে। বড় বড় মাছ সব পড়েছে!

"গৌরী বলেছিল, কালী গৌরাঙ্গ এক বোধ হলে, তবে ঠিক জ্ঞান হয়। যিনি ব্রহ্ম তিনিই শক্তি (কালী)। তিনি নররূপে শ্রীগৌরাঙ্গ।" (ক ৪।৯।৪।৭৩)

ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ হইলেও, ব্যবহারিক ভাবে পৃথক শক্তিকে না মানিলে চলে না, সে সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন:

"ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। শক্তি না মানলে জগৎ মিথ্যা হয়ে যায়; আমি, তুমি, ঘর, বাড়ী, পরিবার,—সব মিথ্যা। ঐ আদ্যাশক্তি আছেন বলে জগৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাঁড়িয়ে আছে। কাটামোর খুঁটি না থাকলে কাটামোই হয় না—সুন্দর দুর্গাঠাকুর প্রতিমাও হয় না।" (ক ৪।১।২।৫)

'হাজার বিচার কর, সমাধিস্থ না হলে শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে যাবার যো নাই। 'আমি ধ্যান করছি', 'আমি চিন্তা করছি', এ সব শক্তির এলাকার মধ্যে, শক্তির ঐশ্বর্য্যের মধ্যে।" (ক ১।২।৪।৪৮)

"আমরা যা কিছু দেখছি, চিন্তা করছি সবই সেই আদ্যাশক্তির, সেই চিৎশক্তির ঐশ্বর্য্য—সৃষ্টি, পালন, সংহার; জীবজগৎ; আবার ধ্যান, ধ্যাতা, ভক্তি, প্রেম; সব তাঁর ঐশ্বর্য্য।

"কিন্তু ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। লঙ্কা থেকে ফিরে আসবার পর হনুমান রামকে স্তব করছেন; বলছেন, 'হে রাম, তুমিই পরব্রহ্ম আর সীতা তোমার শক্তি। কিন্তু তোমরা দুজনে অভেদ। যেমন সর্প আর তার তির্যগ্ গতি,—সাপের মত গতি ভাবতে গেলেই সাপকে ভাবতে হবে; আর সাপকে ভাবলেই সাপের গতি ভাবতে হয়।" (ক ৫।৮।২।৭৪)

কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়কে বুঝাইতেছেন :

"জ্ঞানী ব্রহ্মকে জানতে চায়। ভক্তের ভগবান,— ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান ভগবান। কিন্তু বস্তুতঃ ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ—যিনি সচ্চিদানন্দ, তিনিই সচ্চিদানন্দময়ী। যেমন মণির জ্যোতিঃ ও মণি; মণির জ্যোতিঃ বললেই মণি বুঝায়, মণি বললেই জ্যোতিঃ বুঝায়। মণি না ভাবলে মণির জ্যোতিঃ ভাবতে পারা যায় না—মণির জ্যোতিঃ না ভাবলে মণি ভাবতে পারা যায় না। এক সচ্চিদানন্দ শক্তিভেদে উপাধি ভেদ; তাই নানা রূপ—'সে তো তুমিই গো তারা!' যেখানে কার্য্য (সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়) সেইখানেই শক্তি! কিন্তু জল স্থির থাকলেও জল, তরঙ্গ ভুড়ভুড়ি হলেও জল। সেই সচ্চিদানন্দই আদ্যাশক্তি—যিনি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করেন। যেমন কাপ্তেন যখন কোন কাজ করেন না তখনও যিনি, আর কাপ্তেন পূজা করছেন তখনও তিনি; আর কাপ্তেন লাট সাহেবের কাছে যাচ্ছেন, তখনও তিনি;—কেবল উপাধিবিশেষ।" (ক ১।৭ ৪।১১৬)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১১ (ঘ) নিত্যে যিনি, লীলাতেও তিনিই

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥ (৯।৪)
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥ (৯।৫)
যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়॥ (৯।৬)
বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥ (৭।১৯)
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥ (৬।৩০)
যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥ (১৩।৩০)

অব্যক্তস্বরূপে আমি এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছি। সমস্ত ভূত আমাতে অবস্থিতি করিতেছে, আমি কিন্তু সে সকলে অবস্থিত নই। (৯।৪)

ইহার একটি কারণ তিনি অবিকারী এবং সকল ভূতই বিকারশীল। অন্য একটি কারণ তিনি ১০।৪২ শ্লোকে বলিয়াছেন,—সমগ্র বিশ্ব তাঁহার এক অংশে মাত্র স্থিত। শ্রীশ্রীঠাকুরও বলিয়াছেন, "তাঁকে জানতে কে পারবে? ন্যাংটা বলতো শুনে রেখেছি, তাঁরই এক অংশে এই ব্রহ্মাণ্ড।" (ক ২।৯।২।৮০)

উদ্ধৃত শ্লোকের প্রথমটিতে শ্রীভগবান বলিলেন সকল ভূত তাঁহাতে অবস্থিত কিন্তু দ্বিতীয়টিতে তিনি বলিতেছেন:

আমার ঐশ্বরিক সৃষ্টিকৌশল দেখ। এই ভূতসকলও আমাতে স্থিতি করিতেছে না। আমি ভূতধারক ও ভূতপালক, তথাপি স্বরূপতঃ আমি ভূতগণে স্থিত নহি। (৯।৫)

এই শ্লোকটিতে শ্রীভগবান স্পষ্টভাবে বুঝাইতেছেন, জড় জগতে কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থানে বস্তুসকল যে ভাবে থাকে ভূতসকল তাঁহাতে সেই ভাবে নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে বর্ণিত তাঁহাতে সর্ব্বভূতের অবস্থিতির কথা শুনিয়া যাহাতে এরূপ ভুল ধারণার উদয় না হয়, সেইজন্যই এই সাবধান বাণী। দুই শ্লোকেই তাঁহার কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে ভূতগুলি তাঁহার সত্তাতে সত্তাবান হইলেও তিনি এগুলি হইতে সম্পূর্ণভাবে সংশ্লেষ-বর্জ্জিত। অঘটন-ঘটন-পটীয়ান ঐশ্বরিক যোগের ফলেই ভূতগণ বিদ্যমান বলিয়া প্রতীত হইতেছে। ১৪ (ক) "ভক্ত দিব্য জ্ঞানে জ্ঞানী" শীর্ষক অনুচ্ছেদে ১১।৮ শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যোগ অর্থে সৃষ্টিকৌশল বুঝিতে হইবে। "মমাত্মা" বলিতে শ্রীধর স্বামী বুঝাইয়াছেন "পরং স্বরূপম্"। অতএব তাৎপর্য্য এই যে ভগবান ভূতধারক এবং ভূতপালক হওয়া সত্ত্বেও, তিনি স্বরূপতঃ ভূতগণে অবস্থিত নহেন।

এই নির্লিপ্ততার বিষয়ে পরের শ্লোকেও বলিতেছেন :

সর্ব্বত্র বিচরণশীল মহান বায়ু যেরূপ সর্ব্বদা আকাশে অবস্থিত, সমস্ত ভূত সেইরূপ আমাতে অবস্থিত, ইহা তুমি অবধারণ কর। [অর্থাৎ আমি নির্লিপ্ত ; ভূতসকলের সঙ্গে আমার কোনও সংশ্লেষ নাই।] (৯।৬)

কিন্তু এইরূপে নানাত্বের মধ্যে একত্ব অবধারণ করা সহজ নয়। তাই শ্রীভগবান বলিতেছেন :

[জ্ঞানী ভক্ত] অনেক জন্ম অতিক্রম করার পরে "বাসুদেবই সমস্ত" এই উপলব্ধি লাভ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হন ; এরূপ মহাত্মা অতীব দুর্লভ। (৭।১৯)

সর্ব্বভূতাধিবাসঞ্চ যদ্‌ভূতেষু বসত্যপি।
সর্ব্বানুগ্রাহকত্বেন তদস্ম্যহং বাসুদেবঃ॥ (ব্রহ্মবিন্দু উপনিষদ, ২২)

যিনি সর্ব্বভূতের অধিষ্ঠান এবং যিনি সকলের অনুগ্রাহকরূপে সর্ব্বভূতে অবস্থিত, আমিই সেই বাসুদেব।[৮৭] এখানে বাসুদেব অর্থে বসুদেবপুত্র শ্রীকৃষ্ণ বুঝাইতেছে না ; পরমাত্মা, পরমেশ্বর, পুরুষোত্তম ইত্যাদি নানা আখ্যা দ্বারা তাঁহাকে বর্ণনা করা হইয়াছে।

উদ্ধৃত শ্লোকগুলির অন্তর্ভুক্ত এই চতুর্থ শ্লোকটি গীতার সপ্তম অধ্যায়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উনবিংশ শ্লোক। ঐ অধ্যায়ের প্রারম্ভেই প্রথম শ্লোকে শ্রীভগবান বলিয়াছিলেন যে অর্জ্জুন যাহাতে সর্ব্ববিভূতি-সম্পন্ন তাঁহাকে নিঃসংশয় ভাবে জানিতে পারেন সেই বর্ণনা এখন তিনি দিবেন। পরবর্ত্তী দ্বিতীয় শ্লোকে তিনি আরও বলিলেন যে তিনি "সবিজ্ঞান" জ্ঞানের কথা অর্জ্জুনের কাছে অশেষ প্রকারে বর্ণনা করিবেন, যাহাতে অর্জ্জুনের জানিবার আর কিছু অবশিষ্ট না থাকে। এই "সবিজ্ঞান জ্ঞান" কত দুর্লভ তাহা শ্রীভগবান ৭।৩ শ্লোকে বলিয়াছেন।[৮৮] শ্রীশ্রীঠাকুরেরও অনুরূপ একটি উক্তি আছে :—"জ্ঞান লাভের অধিকারী বড়ই কম। গীতায় বলেছে—হাজার হাজার লোকের ভিতর একজন তাঁকে জানতে ইচ্ছা করে। আবার যারা জানতে ইচ্ছা করে, সেইরূপ হাজার হাজার লোকের ভিতর একজন জানতে পারে।" (ক ৪।১৬।২।১৩৬)। শ্রীশ্রীঠাকুর "সবিজ্ঞান" এই শব্দটি ব্যবহার না করিলেও তিনি এবং শ্রীভগবান ইহার কথাই বলিতেছেন, পূর্ব্বপর বিবেচনা করিলে এই সিদ্ধান্তই সঙ্গত বোধ হয়। এই "সবিজ্ঞান জ্ঞান" কাহাকে বলে? আচার্য্য শঙ্করের মতে, "বিজ্ঞানসহিতং স্বানুভবসংযুক্তম্।" শ্রীধর স্বামীও বলিয়াছেন, "বিজ্ঞানম্ অনুভবঃ তৎ সহিতম্।" সেই অনুভবটিই বা কি? তাহা কি কেবল "নিত্য-শুদ্ধবোধরূপম্" এর অনুভব? শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছেন, "বিজ্ঞান" অর্থে "বিশেষরূপে জানা"। এবং বুঝাইয়াছেন, ইহা আর কিছু নয়,—যিনি "নিত্যশুদ্ধবোধরূপম্" তিনিই লীলাতে বহুরূপ, এই অনুভূতি। এই বিষয়ে তাঁহার বিভিন্ন উক্তি এই অনুচ্ছেদের শেষের দিকে দেওয়া হইল।

এই "সবিজ্ঞান জ্ঞান" যিনি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীভগবান বলিতেছেন :

যিনি আমাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূতকে আমাতে অবস্থিত দেখেন, আমি তাঁহার অদৃশ্য হই না, তিনিও আমার অদৃশ্য হন না। (৬।৩০)

এই শ্লোকটির তাৎপর্য্য এই যে চক্ষুঃকর্ণাদির ভিতর দিয়া অনুভূত এই বৈচিত্র্যপূর্ণ জগৎই জ্ঞানোদয়ে এক অখণ্ড চৈতন্য স্বরূপে প্রতিভাত হয়। উদ্ধৃত শ্লোকগুলির শেষের ১৩।৩০ শ্লোকটিতেও ঐ একই কথা। এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ের কয়েকটি শ্লোক পূর্ব্বে, ১৩।২৭ এবং ১৩।২৮ শ্লোকেও সর্ব্বত্র সমদর্শনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথাই আছে। অর্থাৎ নিয়ত-পরিবর্ত্তনশীল বিচিত্র তরঙ্গ-ভঙ্গ-মধ্যে-এক জল, এবং তাহারই এইরূপ শত সহস্র বিকার, এই দর্শনের বিষয়ে বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ তত্ত্বদর্শী সাধক—

যখন ভূতসমূহের নানাত্ব এক ব্রহ্মে অবস্থিত বলিয়া অনুভব করেন এবং তাঁহা হইতেই এই নানাত্বের অভিব্যক্তি, ইহা বোধ করেন, তখনই তাঁহার ব্রহ্মভাব লাভ হয়। (১৩।৩০)

এখানে ব্রহ্মভাব বলিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের বর্ণিত বিজ্ঞানীর ব্রহ্মভাব বুঝিতে হইবে। "ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিতেন, 'অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বাঁধিয়া যেখানে ইচ্ছা যাও'।" (ক ৫ পরি শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্র, ৪।১৮-৯) আরও বলিয়াছেন, "অদ্বৈতজ্ঞানের পর চৈতন্য লাভ হয় তখন দেখে সর্ব্বভূতে চৈতন্যরূপে তিনি। লাভের পর আনন্দ। 'অদ্বৈত, চৈতন্য, নিত্যানন্দ'।" (ক ১৬।৩।১১০)

"কচ নির্ব্বিকল্প সমাধিতে রয়েছেন। যখন সমাধি ভঙ্গ হচ্ছে, একজন জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি এখন কি দেখছ?' কচ বললেন, 'দেখছি যে, জগৎ যেন তাঁতে জরে রয়েছে! তিনিই পরিপূর্ণ। যা কিছু দেখছি সব তিনিই হয়েছেন। এর ভিতর কোনটা ফেলব, কোনটা লব, ঠিক পাচ্ছি না'।" (ক ৩।২০।৩।২৪৫)

"ব্রহ্ম—জীবজগৎ-বিশিষ্ট। প্রথম নেতি নেতি করবার সময় জীবজগৎকে ছেড়ে দিতে হয়। অহংবুদ্ধি যতক্ষণ, ততক্ষণ তিনিই সব হয়েছেন, এই বোধ হয়;—তিনিই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন।" (ক ১।১৩।৬।২১৩)

"আমি নিত্য লীলা সবই লই। মায়া বলে জগৎ সংসার উড়িয়ে দিই না।" (ক ১।১৩।৬।২১৪)

"বেদান্ত, শঙ্কর যা বুঝিয়েছে, তাও আছে; আবার রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও আছে।...

"বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আছে—রামানুজের মত। কি না জগৎ-বিশিষ্ট ব্রহ্ম! সব জড়িয়ে একটি।

"যেমন একটি বেল। খোলা আলাদা, বীজ আলাদা আর শাঁস আলাদা একজন করেছিল। বেলটি কত ওজনের জানবার দরকার হয়েছিল। এখন শুধু শাঁস ওজন করলে কি বেলের ওজন পাওয়া যায়? খোলা, বীচি, শাঁস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সব একসঙ্গে ওজন করতে হবে। প্রথমে খোলা নয়, বীচি নয়, শাঁসটিই সার পদার্থ বলে বোধ হয়। তারপর বিচার করে দেখে,—যেই বস্তুর শাঁস, সেই বস্তুর খোলা আর বীচি। আগে নেতি নেতি করে যেতে হয়; জীব নেতি জগৎ নেতি এইরূপ বিচার করতে হয়; ব্রহ্মই বস্তু আর সব অবস্তু! তারপর অনুভব হয়, যার শাঁস তারই খোলা, বীচি; যা থেকে ব্রহ্ম বলছ তাই থেকে জীব জগৎ।...তাই রামানুজ বলতেন, জীবজগৎ-বিশিষ্ট ব্রহ্ম। এরই নাম বিশিষ্টাদ্বৈত বাদ।" (ক ১।১৪।৭।২৩৮-৩৯)

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মতে স্বগতভেদ স্বীকার করিলেও অদ্বৈত ভাবটি অক্ষুণ্ণ রাখা উচিত। কিন্তু পৃথক পৃথক হইলে ভেদ আসিয়াই পড়ে এবং বাক্যে প্রকাশ করিতে গেলে এই ভেদের বিষয় কিছুতেই এড়ান যায় না। তাই শ্রীভগবান জীবজগৎ সম্বন্ধে ১৫।৭ শ্লোকে বলিয়াছেন, "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" অর্থাৎ আমারই সনাতন অংশ সংসারে জীবস্বরূপ হইয়াছে; এবং জড়জগৎ সম্বন্ধে ৭।৪ শ্লোকে বলিয়াছেন, "ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খংমনোবুদ্ধিরেবচ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥" অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এইরূপে আমার প্রকৃতি অষ্টভাগে ভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে। তথাপি এই দুইটি শ্লোকেই "মম" শব্দ ব্যবহার করিয়া এই ইঙ্গিত করিতেছেন, কি জীবজগৎ, কি জড়জগৎ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতীয়মান হইলেও সকলই তাঁহার সত্তায় সত্তাবান, অতএব অভেদ। অর্থাৎ নিত্যে যিনি, লীলাতেও তিনিই।

শ্রীশ্রীঠাকুর বুঝাইতেছেন:

"যতক্ষণ ঈশ্বরকে না পাওয়া যায়, ততক্ষণ নেতি নেতি করে ত্যাগ করতে হয়। তাঁকে যারা পেয়েছে, তারা জানে যে তিনিই সব হয়েছেন। তখন বোধ হয় ঈশ্বর মায়া-জীব-জগৎ। জীব জগৎ শুদ্ধ তিনি।[৮৯]...

"অনুলোম বিলোম। ঘোলেরই মাখন, মাখনেরই ঘোল। যদি ঘোল হয়ে থাকে তো মাখনও হয়েছে। যদি মাখন হয়ে থাকে, তা হলে ঘোলও হয়েছে। আত্মা যদি থাকেন; তো অনাত্মাও আছে।

"যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা (phenomenal world); যাঁরই লীলা, তাঁরই নিত্য (Absolute); যিনি ঈশ্বর বলে গোচর হন তিনিই জীব-জগৎ হয়েছেন। যে জেনেছে সে দেখে যে তিনিই সব হয়েছেন। বাপ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা, ছেলে, প্রতিবেশী, জীবজন্তু, ভালমন্দ, শুচি অশুচি, সমস্ত।" (ক ১।৯।২।১৩৪)

"হরিই সেব্য, হরিই সেবক,—এই ভাবটি পূর্ণজ্ঞানের লক্ষণ। প্রথমে নেতি নেতি করে, হরিই সত্য আর সব মিথ্যা, বলে বোধ হয়। তারপর সেই দেখে যে হরিই এই সব হয়েছেন,—ঈশ্বরই মায়া, জীব, জগৎ এই সব হয়েছেন। অনুলোম হয়ে তারপর বিলোম। এইটিই পুরাণের মত।...জীবজগৎকে ছেড়ে প্রথমে সচ্চিদানন্দে পৌঁছাতে হয়; তারপর সচ্চিদানন্দকে লাভ করে দেখে যে তিনিই এই সব জীবজগৎ হয়েছেন।" (ক ৩।৮।১।৭৪)

এখানে শ্রীশ্রীঠাকুর দুইটি অবস্থার কথা বলিয়াছেন,—সচ্চিদানন্দ লাভের পূর্ব্বেকার অবস্থা এবং পরেকার অবস্থা। এই শেষের অবস্থা লাভের পরে ঠিক ঠিক অনুভব হয়, নিত্যে যিনি, লীলাতেও তিনি। শ্রীভগবান এই বিষয়টি পুরুষোত্তম তত্ত্বের সাহায্যে একটু অন্যভাবে বুঝাইয়াছেন। গীতা ১৫।১৬-১৮ শ্লোকে বলিতেছেন, তিনি সর্ব্বভূতে ক্ষরভাবে ও তাহা হইতে পৃথক কূটস্থ অক্ষরভাবে আছেন এবং ক্ষরের অতীত ও অক্ষর হইতেও উত্তম, ক্ষর ও অক্ষর উপাধিদ্বয় হইতে বিলক্ষণ এবং তাহাদের দোষে অস্পৃষ্ট অন্য এক পরমাত্মভাবে আছেন; অথচ তিনি অব্যয় ঈশ্বর হওয়া সত্ত্বেও লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সব কিছু পালন করিতেছেন; লোকত্রয়ের স্বাতন্ত্র্য কিছু নাই। সংসারে ও বেদে তিনি পুরুষোত্তম নামে অভিহিত।[৯০]

সংসারে দেখি সম্মুখে একজন পুরুষ কর্ম্মে আবির্ভূত আর পিছনে আর একজন শাশ্বত, নিশ্চল, নীরবতায় প্রতিষ্ঠিত, যাঁহা হইতে সকল কর্ম্মের উৎপত্তি এবং যাঁহাতেই সকল কর্ম্মের নিবৃত্তি। আমাদের মধ্যে দুইটি বিপরীত ভাব,—একটির প্রভাবে আমরা কর্ম্মে ডুবিয়া থাকিতে চাই আর একটিতে সব কর্ম্ম এড়াইয়া অক্ষরের শান্তিতে নিমজ্জিত হইতে চাই। কিন্তু পরমেশ্বর এই দুইটিরই যুগপৎ কারণ,—পরাৎপর; তাঁহারই এই অদ্ভুত সামর্থ্য আছে যে তিনি ত্রিলোকের অতীত হইয়াও তাহাতে পরিব্যাপ্ত আছেন এবং সব কিছু পালন করিতেছেন।

যিনি এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন তিনিই ঠিক বুঝিতে পারেন, নিত্যেও যিনি, লীলাতেও তিনিই; শ্রীশ্রীঠাকুর নানা উদাহরণ দিয়া এবং নানা যুক্তির অবতারণা করিয়া এটি বুঝাইয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"তবে কেউ বলতে পারে সচ্চিদানন্দ এত শক্ত হল কেমন করে—এই জগৎ টিপলে খুব কঠিন বোধ হয়। তার উত্তর এই যে শোণিত শুক্র এত তরল জিনিষ,—কিন্তু তাই থেকে এত বড় জীব মানুষ তৈয়ারী হচ্ছে! তাঁ হতে সবই হতে পারে। একবার অখণ্ড সচ্চিদানন্দে পৌঁছে তার পরে নেমে এসে এই সব দেখা।

"তিনিই সব হয়েছেন। সংসার কিছু তিনি ছাড়া নয়। গুরুর কাছে বেদ পড়ে রামচন্দ্রের বৈরাগ্য হল। তিনি বললেন, 'সংসার যদি স্বপ্নবৎ তবে সংসার ত্যাগ করাই ভাল।' দশরথের বড় ভয় হল। তিনি রামকে বুঝাতে গুরু বশিষ্ঠকে পাঠিয়ে দিলেন। বশিষ্ঠ বললেন, 'রাম, তুমি সংসার ত্যাগ করবে কেন বলছ? তুমি আমায় বুঝিয়ে দাও যে সংসার ঈশ্বর ছাড়া। যদি তুমি বুঝিয়ে দিতে পার ঈশ্বর থেকে সংসার হয় নাই তা হলে তুমি ত্যাগ করতে পার।" রাম তখন চুপ করে রইলেন;—কোন উত্তর দিতে পারলেন না।

"সব তত্ত্ব শেষে আকাশতত্ত্বে লয় হয়।[৯১] আবার সৃষ্টির সময় আকাশ-তত্ত্ব থেকে মহৎতত্ত্ব, মহৎতত্ত্ব থেকে অহঙ্কার, এই সব ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি হয়েছে।[৯২] অনুলোম, বিলোম। ভক্ত সবই লয়। ভক্ত অখণ্ড সচ্চিদানন্দকেও লয়, আবার জীবজগৎকেও লয়।...

"ভক্ত তিন শ্রেণীর। অধম ভক্ত বলে, 'ঐ ঈশ্বর'; অর্থাৎ আকাশের দিকে সে দেখিয়ে দেয়। মধ্যম ভক্ত বলে যে তিনি হৃদয়ের মধ্যে অন্তর্যামিরূপে আছেন। আর উত্তম ভক্ত বলে যে তিনি এই সব হয়েছেন,—যা কিছু দেখছি, সবই তাঁর এক একটি রূপ। নরেন্দ্র আগে ঠাট্টা করত, আর বলত, 'তিনিই সব হয়েছেন,—তাহলে ঈশ্বর ঘটি, ঈশ্বর বাটি।'

"তাঁকে কিন্তু দর্শন করলে সব সংশয় চলে যায়। শুনা এক, দেখা এক। শুনলে ষোল আনা বিশ্বাস হয় না। সাক্ষাৎকার হলে আর বিশ্বাসের কিছু বাকী থাকে না।" (ক ৩।৮।১।৭৪-৭৫)

"ভক্ত দেখে, যিনিই ঈশ্বর তিনিই মায়া হয়েছেন। তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন। 'ঈশ্বর, মায়া, জীব, জগৎ' এক দেখে। কোন ভক্ত সমস্ত রামময় দেখে। রামই সব হয়ে রয়েছেন। কেউ রাধাকৃষ্ণময় দেখে। কৃষ্ণই এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়ে রয়েছেন। সবুজ চশমা পরলে যেমন সব সবুজ দেখে।" (ক ৫।৬।৪।৫৭)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীযুক্ত মহিমাচরণ বেদান্ত অনুযায়ী নেতি নেতি বিচার করেন। তাই তাঁহাকে শ্রীশ্রীঠাকুর নিত্য ও লীলা এইরূপে বুঝাইতেছেন :

"এক একটা গরু আছে—বেছে বেছে খায়; তাই ছিড়িক ছিড়িক দুধ। যারা অত বাছে না আর সব খায়, তারা হুড় হুড় করে দুধ দেয়। উত্তম ভক্ত—নিত্য লীলা, দুই লয়; তাই নিত্য থেকে মন নেমে এলেও তাঁকে সম্ভোগ করতে পায়। উত্তম ভক্ত হুড় হুড় করে দুধ দেয়।

"মহিমা। তবে দুধে একটু গন্ধ হয়।

"শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। হয় বটে, তবে একটু আওটাতে হয়। একটু আগুনে আউটে নিতে হয়। জ্বালানির উপর একটু দুধটা চড়িয়ে দিতে হয়, তা হলে আর গন্ধটা থাকবে না।

"ওঙ্কারের ব্যাখ্যা তোমরা কেবল বল, 'অকার উকার মকার।'...

"আমি উপমা দিই ঘণ্টার টং শব্দ। ট-অ-অ-ম-ম। লীলা থেকে নিত্যে লয়;—স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ থেকে মহাকারণে লয়। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি থেকে তুরীয়ে লয়। আবার ঘণ্টা বাজল, যেন মহাসমুদ্রে একটা গুরু জিনিষ পড়ল, আর ঢেউ আরম্ভ হল। নিত্য থেকে লীলা আরম্ভ হল, মহাকারণ থেকে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ শরীর দেখা দিল—সেই তুরীয় থেকেই জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি সব অবস্থা এসে পড়ল। আবার মহাসমুদ্রের ঢেউ মহাসমুদ্রেই লয় হল। নিত্য ধরে ধরে লীলা, আবার লীলা ধরে ধরে নিত্য। আমি টং শব্দ উপমা দিই। আমি ঠিক এই সব দেখেছি। আমায় দেখিয়ে দিয়েছে চিৎ সমুদ্র, অন্ত নাই তাই থেকে এই সব লীলা উঠল, আবার ঐতেই লয় হয়ে গেল। চিদাকাশে কোটী ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, আবার ঐতেই লয় হয়, তোমাদের বইয়ে কি আছে, অত আমি জানি না।"[৯৩] (ক ১।১৩।৬।২১৪-৫)

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার অবতার বিশ্বাস করেন না। তাই তাঁহার সমক্ষে তাঁহার বন্ধু ডাক্তার বিহারী লাল ভাদুড়ীকে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন :

"কি জানো? ইনি (ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার) এখন নেতি নেতি করে অনুলোমে যাচ্ছে। ঈশ্বর জীব নয়, জগৎ নয়, সৃষ্টিছাড়া তিনি, এই সব বিচার ইনি কচ্ছে। যখন বিলোমে আসবে সব মানবে।

"কলা গাছের খোলা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে গেলে মাঝ পাওয়া যায়।

"খোল একটি আলাদা জিনিষ, মাঝ একটি আলাদা জিনিষ। মাঝ কিছু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খোল নয়, খোলও মাঝ নয়। কিন্তু শেষে মানুষ দেখে যে খোলেরই মাঝ, মাঝেরই খোল। তিনি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন, তিনিই মানুষ হয়েছেন।" (ক ২।২৫।২।২৫৩-৪)

শ্রীশ্রীঠাকুর 'মণিকে' অর্থাৎ মাস্টার মহাশয়কে বলিতেছেন :

"প্রথমটা 'নেতি' 'নেতি' বিচার করবার সময়, তিনি জীব নন, জগৎ নন, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব নন, হয়ে যায়;—'এ সব স্বপ্নবৎ' হয়ে যায়। অনুলোম বিলোম। তখন তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন বোধ হয়।...

"যার 'অটল' আছে তার টলও আছে।

"'আমি' যাবার নয়। 'আমি ঘট' যতক্ষণ রয়েছে ততক্ষণ জীব জগৎও রয়েছে। তাঁকে লাভ করলে দেখা যায় তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন!—শুধু বিচারে হয় না।

"শিবের দুই অবস্থা। যখন সমাধিস্থ—মহাযোগে বসে আছেন—তখন আত্মারাম। আবার যখন সে অবস্থা থেকে নেবে আসেন—একটু 'আমি' থাকে—তখন 'রাম' 'রাম' করে নৃত্য করেন!" (ক ৪।৭।৩।৪১)

"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ" হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের এই বিষয়ক উক্তি নীচে দেওয়া গেল :

"ঠাকুর অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈত সকল ভাব বা মতই মানিতেন।...

"হনুমানের ঐ বিষয়ের উপলব্ধিটি দৃষ্টান্তস্বরূপে বলিতেন। বলিতেন,—শ্রীরামচন্দ্র কোন সময়ে নিজ দাস হনুমানকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি আমায় কি ভাবে দেখ, বা ভাবনা ও পূজা কর?' হনুমান তদুত্তরে বলেন—'হে রাম, যখন আমি দেহ-বুদ্ধিতে থাকি অথবা আমি এই দেহটা, এইরূপ অনুভব করি, তখন দেখি—তুমি প্রভু, আমি দাস,—তুমি সেব্য, আমি সেবক,—তুমি পূজ্য আমি পূজক; যখন আমি মন বুদ্ধি ও আত্মা বিশিষ্ট জীবাত্মা বলিয়া আপনাকে বোধ করিতে থাকি, তখন দেখি,—তুমি পূর্ণ, আমি অংশ; আর যখন আমি উপাধিমাত্র রহিত শুদ্ধ আত্মা, সমাধিতে এই ভাব লইয়া থাকি, তখন দেখি—তুমিও যাহা আমিও তাহা,—তুমি আমি এক, কোনই ভেদ নাই'।" (শু-পূ ৩।১১২-১৩)

"নরেন্দ্রকে বলিলেন, 'তোমরা আপনার লোক, তোমাদের বলছি, শেষ এই বুঝেছি—তিনি পূর্ণ আমি তাঁর অংশ। তিনি প্রভু, আমি তাঁর দাস।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার এক একবার ভাবি, তিনিই আমি, আমিই তিনি।" (ক ৫ পরি, শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্র, ৯।৩৪)

"কোনটা 'আমি' বিচার করে দেখতে গিয়ে শরীরটা নয়, মনটা নয়, বুদ্ধিটা নয়, করে ছাড়াতে ছাড়াতে গিয়ে দেখা যায় 'আমি' বলে একটা আলাদা কিছুই নাই,—সবই 'তিনি' 'তিনি' 'তিনি' (ঈশ্বর); —যেমন গঙ্গার খানিকটা জল বেড়া দিয়ে ঘিরে বলা—এটা আমার গঙ্গা!" (গু-পূ ৩।১১৫)

"তুমি কে, বল দেখি। ঈশ্বরই সব হয়ে রয়েছেন—মায়া, জীব, জগৎ, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব।

'সাপ হয়ে খাই, আবার রোজা হয়ে ঝাড়ি!' তিনি বিদ্যা অবিদ্যা দুই-ই হয়ে রয়েছেন। অবিদ্যামায়ায় অজ্ঞান হয়ে রয়েছেন; বিদ্যামায়ায়ও গুরুরূপে রোজা হয়ে ঝাড়ছেন।" (ক ৫।১২।৫।১১৭-১৮)

"জ্ঞানী 'নেতি' 'নেতি' করে বিষয়-বুদ্ধি সব ত্যাগ করে, তবে ব্রহ্মকে জানতে পারে। যেমন সিঁড়ির ধাপ ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে ছাদে পৌঁছান যায়। কিন্তু বিজ্ঞানী যিনি বিশেষরূপে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন, তিনি আরও কিছু দর্শন করেন। তিনি দেখেন, ছাদ যে জিনিষে তৈয়ারী,—সেই ইট, চুণ, সুরকিতেই, সিঁড়িও তৈয়ারী। 'নেতি' 'নেতি' করে যাঁকে ব্রহ্ম বলে বোধ হয়েছে তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন। বিজ্ঞানী দেখে, যিনি নির্গুণ, তিনিই সগুণ।

"ছাদে অনেকক্ষণ লোক থাকতে পারে না, আবার নেমে আসে। যাঁরা সমাধিস্থ হয়ে ব্রহ্ম দর্শন করেছেন, তাঁরাও নেমে এসে দেখেন যে, জীব জগৎ তিনিই হয়েছেন। সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি। 'নি' তে অনেকক্ষণ থাকা যায় না। 'আমি' যায় না; তখন দেখে, তিনিই আমি, তিনিই জীব জগৎ সব। এরই নাম বিজ্ঞান।...

"বিজ্ঞানী দেখে ব্রহ্ম অটল, নিষ্ক্রিয়; সুমেরুবৎ। এই জগৎ সংসার তাঁর সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণে হয়েছে। তিনি নির্লিপ্ত।

"বিজ্ঞানী দেখে যিনিই ব্রহ্ম তিনিই ভগবান; যিনিই গুণাতীত, তিনিই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান। এই জীব, জগৎ, মন, বুদ্ধি, ভক্তি, বৈরাগ্য, জ্ঞান, এ সব তাঁর ঐশ্বর্য্য। যে বাবুর ঘর দ্বার নাই, হয়তো বিকিয়ে গেল সে বাবু কিসের বাবু! ঈশ্বর ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ। সে ব্যক্তির যদি ঐশ্বর্য্য না থাকত তা হলে কে মানত।" (ক ৩।১।৪।১১-১২)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"বিজ্ঞান—কি না তাঁকে বিশেষরূপে জানা। কাষ্ঠে আছে অগ্নি, এই বোধ—এই বিশ্বাসের নাম জ্ঞান। সেই আগুনে ভাত রাঁধা, খাওয়া, খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হওয়ার নাম বিজ্ঞান। ঈশ্বর আছেন এইটি বোধে বোধ, তার নাম জ্ঞান; তাঁর সঙ্গে আলাপ, তাঁকে নিয়ে আনন্দ করা—বাৎসল্যভাবে, সখ্যভাবে, দাসভাবে, মধুরভাবে—এরই নাম বিজ্ঞান। জীব জগৎ তিনি হয়েছেন এইটি দর্শন করার নাম বিজ্ঞান।" (ক ৩।৬।৪।৬২)

"যার আছে জ্ঞান, তার আছে অজ্ঞান। লক্ষ্মণ রামকে বললেন, 'রাম, এ কি আশ্চর্য্য! সাক্ষাৎ বশিষ্ঠদেব—তাঁর পুত্রশোক হল?' রাম বললেন, 'ভাই, যার আছে জ্ঞান, তার আছে অজ্ঞান। ভাই, জ্ঞান অজ্ঞানের পারে যাও।'

"যেমন কারু পায়ে একটি কাঁটা ফুটেছে, সে ঐ কাঁটাটি তোলবার জন্য আর একটি কাঁটা যোগাড় করে আনে; তারপর কাঁটা দিয়ে কাঁটাটি তুলবার পর, দুটি কাঁটাই ফেলে দেয়। অজ্ঞান কাঁটা তুলবার জন্য জ্ঞান কাঁটা আহরণ করতে হয়।[৯৪] তারপর জ্ঞান অজ্ঞান দুই কাঁটা ফেলে দিলে, হয় বিজ্ঞান। ঈশ্বর আছেন এইটি বোধে বোধ করে তাঁকে বিশেষরূপে জানতে হয়, তাঁর সঙ্গে বিশেষরূপে আলাপ করতে হয়,—এরই নাম বিজ্ঞান। তাই ঠাকুর (শ্রীকৃষ্ণ) অর্জ্জুনকে বলেছিলেন—তুমি ত্রিগুণাতীত হও।[৯৫]

"এই বিজ্ঞান লাভ করবার জন্য বিদ্যামায়া আশ্রয় করতে হয়। ঈশ্বর সত্য, জগৎ অনিত্য, এই বিচার;—অর্থাৎ বিবেক বৈরাগ্য। আবার তাঁর নাম গুণ-কীর্ত্তন, ধ্যান, সাধুসঙ্গ, প্রার্থনা এ সব বিদ্যামায়ার ভিতর। বিদ্যামায়া যেন ছাদে উঠবার শেষ কয় পৈঠা, আর এক ধাপ উঠলেই ছাদ।" (ক ৩।১৬।১।১৯৭-৮)

"ব্রহ্মজ্ঞানের পরও ঈশ্বর একটু 'আমি' রেখে দেন। সেই 'আমি'—'ভক্তের আমি' 'বিদ্যার আমি'। তা হতে এ অনন্ত লীলা আস্বাদন হয়। ··· বিজ্ঞানী তাই এই 'ভক্তের আমি' 'বিদ্যার আমি' রাখে—আস্বাদনের জন্য, লোকশিক্ষার জন্য।

"ঋষিরা ভয়তরাসে। তাদের ভাব কি জান? আমি যো সো করে যাচ্ছি আবার কে আসে?···

"নারদাদি আচার্য্য বিজ্ঞানী,—অন্য ঋষিদের চেয়ে সাহসী। যেমন পাকা খেলোয়াড়, ছক বাঁধা খেলা খেলতে পারে। কি চাও, ছয় না পাঁচ? ফি বারেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠিক পড়ছে!—এমনি খেলোয়াড়! সে আবার মাঝে মাঝে গোঁপে তা দেয়।

"শুধু জ্ঞানী যারা তারা ভয়তরাসে। যেমন সতরঞ্চ খেলায় কাঁচা লোকেরা ভাবে, যো সো করে একবার ঘুঁটি উঠলে হয়। বিজ্ঞানীর কিছুতেই ভয় নাই। সে সাকার নিরাকার সাক্ষাৎকার করেছে!—ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করেছে!—ঈশ্বরের আনন্দ সম্ভোগ করেছে!

"তাঁকে চিন্তা করে অখণ্ডে মন লয় হলেও আনন্দ;—আবার মন লয় না হলেও লীলাতে মন রেখেও আনন্দ।

"শুধু জ্ঞানী একঘেয়ে,—কেবল বিচার করছে 'এ নয়, এ নয়;—এ সব স্বপ্নবৎ'। আমি দু হাত ছেড়ে দিয়েছি, তাই সব লই।

"একজন ব্যানের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। ব্যান তখন সুতা কাটছিল,—নানা রকমের রেশমের সুতো। ব্যান তার ব্যানকে দেখে খুব আনন্দ করতে লাগল;—আর বললে—'ব্যান, তুমি এসেছ বলে আমার যে কী আনন্দ হয়েছে, তা বলতে পারি না,—যাই তোমার জন্য কিছু জল খাবার আনি গে।' ব্যান জলখাবার আনতে গেছে; এ দিকে নানা রঙের রেশমের সুতো দেখে এ ব্যানের লোভ হয়েছে। সে একতাড়া সুতো বগলে করে লুকিয়ে ফেললে। ব্যান জল খাবার নিয়ে এল;—আর অতি উৎসাহের সহিত জল খাওয়াতে লাগল। কিন্তু সুতার দিকে দৃষ্টিপাত করে বুঝতে পারলে যে একতাড়া সুতো ব্যান সরিয়েছেন। তখন সে সুতোটা আদায় করবার একটা ফন্দী ঠাওরালে।

"সে বলছে—'ব্যান, অনেক দিনের পর তোমার সহিত সাক্ষাৎ হল। আজ ভারি আনন্দের দিন। আমার ভারি ইচ্ছা করছে যে দুজনে নৃত্য করি।' সে বললে, 'ভাই, আমারও ভারি আনন্দ হয়েছে।' তখন দুই ব্যানে নৃত্য করতে লাগল। ব্যান দেখলে, যে ইনি বাহু না তুলে নৃত্য করছেন। তখন তিনি বললেন, 'এস ব্যান, দুহাত তুলে আমরা নাচি;—আজ ভারি আনন্দের দিন।' কিন্তু তিনি একহাতে বগল টিপে আর একটি হাত তুলে নাচতে লাগলেন। তখন ব্যান বললেন, 'ব্যান, ওকি! এক হাত তুলে নাচা কি, এস দুহাত তুলে নাচি। এই দেখ আমি দুহাত তুলে নাচছি।' কিন্তু তিনি বগল টিপে হেঁসে হেঁসে এক হাত তুলেই নাচতে লাগলেন, আর বললেন, যে যেমন জানে ব্যান!'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আমি বগলে হাত দিয়ে টিপি না ;—আমি দুহাত ছেড়ে দিয়েছি ;—আমার ভয় নাই। তাই আমি নিত্য লীলা দুই লই।" (ক ৩।৯।৩।৮৭-৮)

"আমি সব তাই দেখছি! বিচার আর কি করব? দেখছি—তিনিই সব! তিনিই সব হয়েছেন। তাও বটে, আবার তাও বটে। এক অবস্থায় অখণ্ডে মন-বুদ্ধি হারা হয়ে যায়।" (ক ১।১৪।৭।২৩৮)

"বিজ্ঞানী সর্ব্বদা ঈশ্বর দর্শন করে,—তাই তো এরূপ এলান ভাব। চক্ষু চেয়েও দর্শন করে। কখনও নিত্য হতে লীলাতে থাকে,—কখনও লীলা হতে নিত্যতে যায়।" (ক ৩।৯।২।৮৪)

"হাজরা আবার শিক্ষা দেয়, 'তুমি কেন ছোকরাদের জন্য অত ভাব?' গাড়ী করে বলরামের বাড়ী যাচ্ছি, এমন সময় পথে মহা ভাবনা হল। বললুম, 'মা, হাজরা বলে, নরেন্দ্র আর সব ছোকরাদের জন্য আমি অত ভাবি কেন ; সে বলে, ঈশ্বর চিন্তা ছেড়ে এসে ছোকরাদের জন্য চিন্তা করছ কেন?' এই কথা বলতে বলতে একবারে দেখালে যে, তিনিই মানুষ হয়েছেন। শুদ্ধ আধারে স্পষ্ট প্রকাশ হন।...

"আমি এদের জানি, সাক্ষাৎ নারায়ণ।" (ক ২।৬।১।৫৬)

"নরেন্দ্র একবার বলেছিল, 'তুমি অত নরেন্দর, নরেন্দর কর কেন? অত নরেন্দর নরেন্দর করলে তোমায় নরেন্দ্রের মত হতে হবে। ভরত রাজা হরিণ ভাবতে ভাবতে হরিণ হয়েছিল'—নরেন্দরের কথায় খুব বিশ্বাস কি না? শুনে ভয় হল। মাকে বললুম। মা বললে, 'ও ছেলে মানুষ ; ওর কথা শুনিস কেন? ওর ভেতরে নারায়ণকে দেখতে পাস, তাই ওর দিকে টান হয়।' শুনে তখন বাঁচলুম! নরেন্দরকে এসে বললুম,—'তোর কথা আমি মানি না ; মা বলেছে, তোর ভেতর নারায়ণকে দেখি বলেই তোর উপর টান হয়, যেদিন তা না দেখতে পাব, সেদিন থেকে তোর মুখও দেখব না রে, শালা'।" (শু-উ ৫।২২৩-৪)

শ্রীশ্রীঠাকুর ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে বুঝাইতেছেন :

"জেন যে তিনি চৈতন্যরূপে চরাচর বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন। [৯৬]

"মহেন্দ্র [ডাক্তার সরকার]। আমি ভাবি তিনি চেতনেরও চেতয়িতা।

"শ্রীরামকৃষ্ণ। এখন ঐ ভাবেই থাক ; টেনে টুনে ভাব বদলে দরকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই। ক্রমে জানতে পারবে যে ঐ চৈতন্য তাঁরই চৈতন্য। তিনিই চৈতন্য স্বরূপ।" (ক ৫।৯।২।৮৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর "মণি" অর্থাৎ মাস্টার মহাশয়কে বলিতেছেন :

"আমায় মা কালীঘরে দেখিয়ে দিলেন যে মাই সব হয়েছেন। দেখিয়ে দিলেন সব চিন্ময়!—প্রতিমা চিন্ময়!—বেদী চিন্ময়!—কোশা-কুশী চিন্ময়!—চৌকাঠ চিন্ময়!—মার্ব্বেলের পাথর—সব চিন্ময়!

"ঘরের ভিতর দেখি—সব যেন রসে রয়েছে! সচ্চিদানন্দ রসে।

"কালী ঘরের সম্মুখে একজন দুষ্ট লোককে দেখলাম; কিন্তু তারও ভিতরে তাঁর শক্তি জলজল করছে দেখলাম!

"তাই তো বিড়ালকে ভোগের লুচি খাইয়েছিলাম। দেখলাম মা-ই সব হয়েছেন—বিড়াল পর্য্যন্ত! তখন খাজাঞ্চি সেজবাবুকে চিঠি লিখলে যে ভটচাজ্জি মহাশয় ভোগের লুচি বিড়ালদের খাওয়াচ্ছেন। সেজবাবু আমার অবস্থা বুঝত। পত্রের উত্তরে লিখলে, 'উনি যা করেন তাতে কোন কথা বল না।'

"তাঁকে লাভ করলে এইগুলি ঠিক দেখা যায় তিনিই জীব, জগৎ, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন।

"তবে যদি তিনি 'আমি' একেবারে পুঁছে দেন তখন যে কি হয় মুখে বলা যায় না। রামপ্রসাদ যেমন বলেছেন—

'তখন তুমি ভাল কি আমি ভাল সে তুমিই বুঝবে।'

"সে অবস্থাও আমার এক একবার হয়।

"বিচার করে এক রকম দেখা যায়,—আর তিনি যখন দেখিয়ে দেন তখন আর এক রকম দেখা যায়।" (ক ৪।৭।৩।৪২)

আবার বলিতেছেন :

"কেউ বললে, অমুক স্থানে হরিনাম নাই। বলবামাত্রই দেখলাম, তিনিই সব জীব হয়ে আছেন। যেন অসংখ্য জলের ভুড়ভুড়ি—জলের বিম্ব! আবার দেখছি যেন অসংখ্য বড়ি বড়ি!

"ওদেশ থেকে বর্দ্ধমানে আসতে দৌড়ে একবার মাঠের পানে গেলাম,—বলি দেখি, এখানে জীবেরা কেমন করে খায়, থাকে!—গিয়ে দেখি মাঠে পিপড়ে চলেছে! সব স্থানই চৈতন্যময়!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"নানা ফুল—পাপড়ী থাক থাক তাও দেখছি!—ছোট বিম্ব, বড় বিম্ব!" (ক ৪।৮।১।৪৯-৫০)

"কি দেখছি জান? তিনিই সব হয়েছেন! মানুষ আর যা জীব দেখছি, যেন চামড়ার সব তয়েরি—তার ভিতর থেকে তিনিই হাত পা মাথা নাড়ছেন! যেমন একবার দেখেছিলাম—মোমের বাড়ী, বাগান, রাস্তা, মানুষ, গরু, সব মোমের—সব এক জিনিষে তৈয়ারী।

"দেখছি—সে-ই কামার, সে-ই বলি, সে-ই হাড়িকাট হয়েছে![৯৭]...

"লাটুর দিকে তাকাইয়া আবার বলিতেছেন—'ঐ লোটো;—মাথায় হাত দিয়ে বসে রয়েছে;—তিনিই (ঈশ্বরই) মাথায় হাত দিয়ে যেন রয়েছেন।" (ক ৩।২৪।২।২৮০)

"যখন অন্তর্মুখ—সমাধিস্থ—তখনও দেখছি তিনি! আবার যখন বাহিরের জগতে মন এল, তখনও দেখছি তিনি।

"যখন আরসির এ পিঠ দেখছি তখনও তিনি! আবার যখন উল্টো পিঠ দেখছি তখনও তিনি!" (ক ৪।২০।৬।২০৪)

"ভক্তের অবস্থায়—বিজ্ঞানীর অবস্থায়—রেখেছে।...

"এ অবস্থায় দেখি মা-ই সব হয়েছেন! সর্ব্বত্র তাঁকে দেখতে পাই!...

"রামলালের মাকে বকতে গিয়ে আর পারলাম না। দেখলাম তাঁরই একটি রূপ!...

"আমার মাগ (ভক্তদের শ্রীশ্রীমা) পায় হাত বুলায়ে দেয়,—তারপর আমি আবার নমস্কার করি।

"তোমরা আমার পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার কর,—হৃদে থাকলে পায়ে হাত দেয় কে!—কারুকে পা ছুঁতে দিত না।

"এই অবস্থায় রেখেছে বলে নমস্কার ফিরুতে হয়।

"দেখ, দুষ্ট লোককে পর্য্যন্ত বাদ দিবার জো নাই।—তুলসী শুকনো হোক, ছোট হোক,—ঠাকুর সেবায় লাগবে।" (ক ৪।১১।২।৯০)

"মা নানারূপে দর্শন দেন।

"কাল মাকে দেখলাম। গেরুয়া জামা পরা, মুড়ি সেলাই নাই। আমার সঙ্গে কথা কচ্ছেন।

"আর একদিন মুসলমানের মেয়ে রূপে আমার কাছে এসেছিলেন। মাথায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিলক কিন্তু দিগম্বরী। ছয় সাত বছরের মেয়ে—আমার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াতে লাগল ও ফচকিমি করতে লাগল।

"শ্বশুরের বাড়ীতে তখন ছিলাম—গৌরাঙ্গ দর্শন হয়েছিল—কালপেড়ে কাপড় পরা।

"হলধারী বলত তিনি ভাব অভাবের অতীত। আমি মাকে গিয়ে বললাম—'মা, হলধারী এ কথা বলছে, তাহলে রূপ টুপ কি সব মিথ্যা?' মা রতির মার বেশে আমার কাছে এসে বললে,—'তুই ভাবেই থাক।' আমিও হলধারীকে তাই বললাম।

"এক একবার ও কথা ভুলে যাই বলে কষ্ট হয়। ভাবে না থেকে দাঁত ভেঙ্গে গেল। তাই দৈববাণী বা প্রত্যক্ষ না হলে ভাবেই থাকব—ভক্তি নিয়ে থাকব। কি বল?" (ক ৪।১।২।৩)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিশিষ্ট

১ (পৃঃ ১) শ্রীশ্রীঠাকুরও এই সত্ত্বগুণের কথাই বলিয়াছেন ঃ

"শ্রীরামকৃষ্ণ গম্ভীর হইলেন, যেন কি গুহ্য কথা বলিবেন। ভক্তদের বলিতেছেন, এখানে বাহিরের লোক কেউ নাই ; তোমাদের একটা গুহ্য কথা বলছি। সেদিন দেখলাম, আমার ভিতর থেকে সচ্চিদানন্দ বাহিরে এসে রূপ ধারণ করে বললে, আমিই যুগে যুগে অবতার ! দেখলাম পূর্ণ আবির্ভাব ; তবে সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য্য !" (ক ৫ পরি ; শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্র ১০।৩৭)

২ (পৃঃ ২) সাকারঞ্চ নিরাকারং সগুণং নির্গুণং প্রভুঃ ! (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, গণপতি, ৩২।৩১)

৩ (পৃঃ ২) অগুণ অরূপ অলখ অজ জোই। ভগত প্রেম বস সগুণ সো হোই॥ জো গুণরহিত সগুণ সোই কৈসে। জলু হিম উপল বিলগ নহিঁ জৈসে॥ (রামচরিতমানস, বালকাণ্ড, ১৪০)

৪ (পৃঃ ২) ভক্তচিত্তানুসারেণ জায়তে ভগবানজঃ। (অধ্যাত্মরামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যা, ৫।২৫)

৫ (পৃঃ ২) ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যেত্যেবংরূপো বিনিশ্চয়ঃ॥ (বিবেকচূড়ামণি, ২০)

৬ (পৃঃ ৩) যেই যেই রূপে জানে সেই তাহা কহে।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে কিছু মিথ্যা নহে॥
(চৈতন্য-চরিতামৃত, আদি লীলা, ৫ পরিচ্ছেদ)

৭ (পৃঃ ৩) ১৪ (ঘ) অর্থাৎ চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদের 'ঘ' অনুচ্ছেদ, "প্রেমিক ভক্ত" শীর্ষক অনুচ্ছেদে, ত্রেতাযুগে লঙ্কাতে এবং দ্বাপর যুগে দ্বারকাতে, যথাক্রমে বিষ্ণু এবং কৃষ্ণ মূর্ত্তি পরিহার করিয়া রামরূপ গ্রহণের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

৮ (পৃঃ ৩) যথা দূরতো দৃশ্যতে শ্যামরূপং ঘটায়াস্তথেদং নদস্যাপি গর্ভে। যথাকাশরূপং মহচ্ছ্যামলং বা জলং চাম্বরং চোজ্জ্বলং নাপি কৃষ্ণম্॥ (গর্গসংহিতা, অশ্ব ৬১।৫)

৯ (পৃঃ ৪) সদ্বাত্মিকা তু মায়া স্যাদবিদ্যাগুণমিশ্রিতা।
স্বাশ্রয়ং যা তু সংরক্ষেৎ সা মায়েতি নিগদ্যতে॥
তস্যাং তৎ প্রতিবিম্বং স্যাদ্ বিম্বভূতস্য চেশিতুঃ।
স ঈশ্বরঃ সমাখ্যাতঃ স্বাশ্রয়ঃ জ্ঞানবান্ পরঃ॥
(দেবীভাগবত, ৭।৩২।৪২-৪৪)

১০ (পৃঃ ৫) অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত, ১০।৩৩।৩৬)

১১ (পৃঃ ৬) ১১ (গ) "ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ" শীর্ষক অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যান্য উক্তি উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

১২ (পৃঃ ৭) প্রসাদী-একতালা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৩ (পৃঃ ৮) পূজ্যপাদ মধুসূদন সরস্বতী মহাশয় বলিয়াছেন, "ভগবতো যঃ সঙ্কল্পঃ স এব যোগঃ। তদ্বশবর্ত্তিনী যা মায়া সা যোগমায়া।" শ্রীভগবানের সঙ্কল্পেই সৃষ্টি; মায়া তাঁহারই বশবর্ত্তিনী।

১৪ (পৃঃ ৮) [ ] তৃতীয় বন্ধনীর অন্তর্গত কথাগুলি মূল শ্লোকে নাই; ব্যাখ্যার সুবিধার জন্য বসানো হইয়াছে। উদ্ধৃতির মধ্যেকার ( ) প্রথম বন্ধনীর অন্তর্গত কথাগুলি অনেক সময়ে আকর গ্রন্থেই আছে। কেবল কোনও কোনও সময়ে বুঝাইবার জন্য এখানেও বসান হইয়াছে।

১৫ (পৃঃ ৯) তদ্ দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় রামঃ শ্রীত্যা কৃতাঞ্জলিঃ।
নমাম শিরসা ভূমৌ সীতয়া সহ ভক্তিমান্॥
উবাচ নারদং রামঃ শ্রীত্যা পরময়া যুতঃ।
সংসারিণাং মুনিশ্রেষ্ঠ দুর্লভং তব দর্শনম্॥
অস্মাকং বিষয়াসক্তচেতসাং নিতরাং মুনে।
অবাপ্তং মে পুনর্জ্জন্ম কৃতপুণ্যমহোদয়ৈঃ।
সংসারিণাপি হি মুনে লভ্যতে সৎসমাগমঃ॥
(অধ্যাত্মরামায়ণ, অযোধ্যা, ১।৫-৭)

১৬ (পৃঃ ১০) স তৈঃ পুত্রৈঃ পরিবৃতো বরাহো ভার্য্যয়া সহ।
রমমাণস্তদাকায়ত্যাগং নৈবাগণদ্দ্বিজাঃ
শঙ্করঃ প্রাহ সর্ব্বেশং বরাহং কল্পিতং বিভো॥
ত্বয়ে পূর্ণং কৃতং পৃথ্বী যথাবৎ স্থাপিতা ত্বয়া।
তস্মাত্ত্বং ত্যজ বারাহং শরীরং জগতাং পতে॥
(কালিকাপুরাণ, ২৯।৩১ ইত্যাদি)

১৭ (পৃঃ ১১) ত্বামহং মায়য়াচ্ছন্নং লীলয়া মানুষাকৃতিম্।
জড়বুদ্ধির্জড়ো মূর্খঃ কথং জানামি নির্গুণম্॥
(অধ্যাত্মরামায়ণ, লঙ্কা, ৪।৭৬)

১৮ (পৃঃ ১৩) শ্রীশ্রীঠাকুর "গদাধর" বলিয়া তাঁহার নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। তাঁহার "রামকৃষ্ণ" নাম কবে হইল? কাহারও কাহারও মতে শ্রীযুক্ত মথুরামোহন বিশ্বাস শ্রীশ্রীঠাকুরের এই নাম দিয়াছিলেন। অপর পক্ষে কেহ কেহ মনে করেন পরমহংসাচার্য্য তোতাপুরী সন্ন্যাস দীক্ষা দেওয়ার সময়ে তাঁহার এই নাম দিয়াছিলেন। কিন্তু এই দুইটির সম্বন্ধেই নানা সন্দেহ জাগে। শ্রীযুক্ত মথুরবাবু শ্রীশ্রীঠাকুরকে শিব ও কালীরূপে দেখিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু রাম বা কৃষ্ণ রূপে তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, ইহা জানা নাই। অন্য কোন কারণে শক্তি উপাসক মথুরবাবু কেন এই নামে শ্রীশ্রীঠাকুরকে অভিহিত করিতে পারেন তাহাও অপরিজ্ঞাত। "লীলা প্রসঙ্গ—সাধক ভাবে" "ঠাকুরের বেদান্ত সাধন" শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে শ্রীমৎ তোতাপুরী সম্ভবতঃ সন ১২৭১ সালের (ইং ১৮৬৪-৬৫) শেষভাগে দক্ষিণেশ্বরে শুভাগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু "কথামৃত" দ্বিতীয় ভাগের পরিশিষ্টের শেষ পৃষ্ঠাতে আদালতের নথি হইতে উদ্ধৃত "রাণী রাসমণির বরাদ্দে" দেখা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায় যে ১৮৫৮ সালেই জমিদারি সেরেস্তার কাগজে শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম "শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য" লেখা ছিল। সন্ন্যাস দীক্ষা অনেক পরেকার ঘটনা। সুতরাং এই কালের জমিদারি কাগজ পত্রে "রামকৃষ্ণ" নাম সন্ন্যাস দীক্ষার সময় দেওয়া নাম বলিয়া মনে করা যায় না। শ্রীশ্রীঠাকুর অতি গোপনে সন্ন্যাস দীক্ষা লইয়াছিলেন; তাঁহার সন্ন্যাস নাম আত্মীয়-স্বজনদের জানার কথা নয়। হলধারীও বোধ হয় জানিতেন না। নতুবা শ্রীশ্রীঠাকুর যখন কাঙ্গালীদের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াছিলেন. তখন হলধারী শ্রীশ্রীঠাকুরের পুত্র কন্যার বিবাহের সময় এইজন্য বিপত্তি ঘটিতে পারে এইরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করিতেন না। অথচ সেই সময় শ্রীশ্রীঠাকুরকে "রামকৃষ্ণ" বলিয়া সম্বোধন করিয়াই ঐ কথাগুলি বলিয়াছিলেন। তখন শ্রীশ্রীঠাকুরকে তিনি কেমন করিয়া সন্ন্যাস নামে অভিহিত করিলেন ইহা বুঝা যায় না।

"জন্মভূমি" মাসিক পত্রিকায় (১৭শ বর্ষ, আষাঢ়, ১৩১৬ সালে) প্রকাশিত শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষের "ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেব" শীর্ষক প্রবন্ধের নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :—

"...একদিন দক্ষিণেশ্বরে...ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—'আপনি কে?'...আমার প্রশ্নের উত্তরে পরমহংসদেব বলিলেন—'আমায় কেউ কেউ বলে—আমি রামপ্রসাদ, কেউ বলে—আমি রাজা রামকৃষ্ণ—আমি এইখানেই থাকি।' এখানে "রাজা রামকৃষ্ণ" বলা হইয়াছে—"রামকৃষ্ণ" নয়। এই ঘটনার সময় নিরূপণ করা দুরূহ। তবে মনে হয় ২।৬।৮৩ তারিখে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভাগমনের কিছুদিন পরেকার কথা।

রামভক্ত ক্ষুদিরাম তাঁহার দুই পুত্রের নাম রামকুমার ও রামেশ্বর রাখিয়াছিলেন। তিনিই কি রামকৃষ্ণ নাম রাখেন নাই? অবশ্য রামেশ্বর নামটি সেতুবন্ধ তীর্থ গমনের পর দেওয়া; এবং বোধ হয় সেই কারণেই গয়াতীর্থ গমনের পরেই গদাধর নামটি দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ঐ নাম শ্রীশ্রীঠাকুরের ছেলেবেলার নাম (কথামৃত; প্রথমভাগ, ২য় পৃষ্ঠা)। ঐ নামের অপভ্রংশ গদাই তাঁহার "ডাক নাম"; প্রথম হইতেই "ভাল নাম" রামকৃষ্ণ এইরূপ মনে হয়। সুতরাং হলধারী তাঁহাকে সন্ন্যাস নামে সম্বোধন করেন নাই। তাঁহার "ভাল নাম" রামকৃষ্ণ বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন, এইরূপ মনে করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

১৯ (পৃঃ ১৫) যদিও "ভা" শব্দের অর্থ আলোক, দীপ্তি বা প্রকাশ, তথাপি গীতাতে অনেক স্থলে জ্ঞানের প্রকাশ বুঝাইবার জন্য "দীপ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপে ৪।২৭ এবং ১০।১১ এই দুইটি শ্লোকের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সচ্চিদানন্দের "অস্তি-ভাতি-প্রীতি" এই বর্ণনাতেও "ভাতি" পদের দ্বারা প্রকাশ এবং জ্ঞান উভয়ই সূচিত হইতেছে।

২০ (পৃঃ ১৮) যাঁহার তুলসীজলে যাঁহার হুঙ্কারে।
স্বগণ সহিতে চৈতন্যের অবতারে॥

(চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ৬ পয়ার)

২১ (পৃঃ ১৯) ৪ (খ) "মনশ্চাঞ্চল্যনিবারণ" শীর্ষক অনুচ্ছেদের (ক ১।৪।৩।৮৩) উদ্ধৃতিটি দেখুন।

২২ (পৃঃ ২২) অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে দুষ্কৃতকারীকে বিনাশ করিয়া তবে দুষ্কৃত নাশ করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছে। তবে সেই সব ক্ষেত্রেও অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য প্রেমভক্তি শিক্ষাদান বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল নৃসিংহ অবতারে হিরণ্যকশিপুবধ ভিন্ন অন্য বিশেষ কিছু ঘটে নাই। অবশ্য প্রহ্লাদের ভক্তির পরাকাষ্ঠার বৃত্তান্তও জগতে বিঘোষিত হইয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার "Sages of India" বক্তৃতাতে "বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্" এর অনুবাদে বলিয়াছেন, "for the destruction of all immorality"

২৩ (পৃঃ ২৩) অবতারাহ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ।

(শ্রীমদ্ভাগবত, ১।৩।২৬)

২৪ (পৃঃ ২৩) পাশা খেলাতে পাশার যুগ বা ঘুটি, কড়ি খেলাতে কড়ির যুগ, লুডো খেলাতে লুডোর যুগ প্রভৃতিও এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশ্রীঠাকুরের হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল বলিয়া তাঁহার জন্মতিথি উৎসব জন্মদিনে না হইয়া কয়েক মাস পরে ১৩ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে হইয়াছিল। ঐদিন তিনি নিম্নলিখিত গান গাহিয়া ভক্তদিগকে উহার তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। ঐ গানেও 'যুগ' শব্দের অর্থ 'যুগ্ম' বা 'যোড়া' :

"ভবে আশা খেলতে পাশা, বড় আশা করেছিলাম।
আশার আশা ভাঙ্গা দশা, প্রথমে পঞ্জুড়ি পেলাম।
প'বার আঠার বোল, যুগে যুগে এলাম ভাল,
(শেষে) কচে বার পেয়ে মা গো পঞ্জা ছক্কায় বদ্ধ হলাম।
ছ' দুই আট, ছ'চার দশ, কেউ নয় মা আমার বশ,
খেলাতে না পেলাম যশ, এবার বাজী ভোর হইল।

[ভীমপলশ্রী—একতালা]

"পঞ্জুড়ি অর্থাৎ পঞ্চভূত। পঞ্জা ছক্কায় বদ্ধ হওয়া অর্থাৎ পঞ্চভূত ও ছয় রিপুর বশ হওয়া। 'ছ তিন নয়ে ফাঁকি দিব'। ছয়কে ফাঁকি দেওয়া অর্থাৎ ছয় রিপুর বশ না হওয়া।

"তিনকে ফাঁকি দেওয়া অর্থাৎ তিনগুণের অতীত হওয়া।" (ক ৪।১৩।১।১০৫)

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তাঁহার অভিধানে "ঘুট", "ঘুটি", "ঘুটক", "যুগ্ম (যুগল, যোড়া)", "যুট (যুগ্ম, যোড়া)", "যুতি (যোগ, মিলন)" এই সকল শব্দ প্রায় সমার্থক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

২৫ (পৃঃ ২৭) ১২ (খ) "জ্ঞান সাধনা ও তাহার ফল" শীর্ষক অনুচ্ছেদে এই বিষয়ে বলা হইয়াছে।

২৬ (পৃঃ ২৮) ভীমপলশ্রী, ঝাপতাল।

২৭ (পৃঃ ৩০) শ্রীভগবান ২।১৩ শ্লোকে "মৃত্যু" না বলিয়া "দেহান্তর প্রাপ্তি" বলিয়াছেন। ইহাতে জন্মান্তর-বাদের ইঙ্গিত রহিয়াছে। পরবর্ত্তী সপ্তম পরিচ্ছেদে এই বিষয়ের আলোচনা আছে।

২৮ (পৃঃ ৩২) শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্য জীবনের এই কাহিনীটি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। প্রিয়দর্শন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয়কে তিনি শিশুকাল হইতেই পরম স্নেহসহকারে লালন পালন করিয়াছিলেন। অথচ তাহার অকালে আকস্মিক মৃত্যুর দিনে তাঁহার এই নির্লিপ্ত ব্রহ্মভাব! আবার তাহার পরের দিনেই তাঁহার এই বাৎসল্যপূর্ণ মানুষভাব! প্রতি অবতারের বেলাতেই সগুণ নির্গুণ ভাবের যুগপৎ এই প্রহেলিকাময় লীলা দেখা যায়। ১ (খ) "অবতারকে চেনা কঠিন" শীর্ষক অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।

২৯ (পৃঃ ৩৪) অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, রূপং রূপং প্রতিরূপ বহিশ্চ॥ (কঠ উপনিষৎ, ২।২।৯)

৩০ (পৃঃ ৩৪) ব্রহ্ম ও আত্মা যে সমার্থক, তাহা ১১ (খ) "ব্রহ্ম কখনও উচ্ছিষ্ট হন না" শীর্ষক অনুচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুরও বলিয়াছেন, "ব্রহ্ম বা শুদ্ধ আত্মা কারণের কারণ।" (ক ৪।২১।৩।২১৪)

৩১ (পৃঃ ৩৬) কৃষ্ণকিশোর সম্বন্ধে এই কথাটি শ্রীশ্রীঠাকুর ১৯শে আগষ্ট, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ তারিখে বলিয়াছিলেন। কিন্তু পরে একদিন ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ তারিখে বুঝাইতেছেন যে দেহাভিমান থাকিলে কৃষ্ণকিশোরের মত ভক্তের মুখেও এ কথা সাজে না। বলিতেছেন:— "কৃষ্ণকিশোর বলত, 'আমি খ'। একদিন তার বাড়ীতে গিয়ে দেখি, সে চিন্তিত হয়ে বসে আছে; বেশী কথা কচ্ছে না। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'কি হয়েছে গা, এমন করে বসে রয়েছ কেন?' সে বললে, 'টেকসোওয়ালা এসেছিল; সে বলে গেছে, টাকা যদি না দাও, তা হলে ঘটি বাটি সব নিলাম করে নিয়ে যাব; তাই আমার ভাবনা হয়েছে।' আমি হাসতে হাসতে বললাম,—'সে কি গো, তুমি তো খ, আকাশবৎ। যাক শালারা ঘটি বাটি নিয়ে যাক, তোমার কি'?"

(ক ৫।১৬।২।১৫৪)

৩২ (পৃঃ ৩৬) ১২ (ঘ) "জ্ঞানীর দর্শন" শীর্ষক অনুচ্ছেদে ৫।১৮ শ্লোকের ব্যাখ্যা দেখুন।

৩৩ (পৃঃ ৪২) ভোগা মেঘবিতানস্থবিদ্যুল্লেখেব চঞ্চলাঃ।

(অধ্যাত্মরামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৪।২০)

৩৪ (পৃঃ ৪৪) অর্থাৎ "কল্পনা"। এই শব্দে তিনি ঠিক কী বুঝাইতে চাহিতেছেন, সে বিষয়ে তাঁহার "স্মৃতিকথা" দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮২ ও ১৮৮ পৃষ্ঠা দেখুন।

৩৫ (পৃঃ ৫২) সামিষং কুররং জঘ্নুর্বলিনোঽন্যে নিরামিষাঃ।
তদামিষং পরিত্যজ্য স সুখং সমবিন্দত॥ (শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।৯।২)

৩৬ (পৃঃ ৫৮) স্ত্রিয়ং ত্যক্ত্বা জগৎ ত্যক্তং জগৎ ত্যক্ত্বা সুখী ভবেৎ।

(যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, বৈঃ ২১।৩৫)

৩৭ (পৃঃ ৫৯) ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন, ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।

(কৈবল্য উপনিষৎ ১।২)

৩৮ (পৃঃ ৬৩) ভীমপলশ্রী—একতালা

৩৯ (পৃঃ ৬৪) সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা॥ (মুণ্ডক উপনিষৎ ৩।১।৫)
সত্যমেব জয়তে নানৃতম্। (মুণ্ডক উপনিষৎ ৩।১।৬)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪০ (পৃঃ ৬৮) বিষয়াসক্তচিত্তানাং জ্ঞানং মোক্ষশ্চ দূরতঃ। (কাশীখণ্ড, ৪১।৬৯)

৪১ (পৃঃ ৮১) শ্রীশ্রীঠাকুর অন্যত্রও বলিয়াছেন, "এরা ভাবে, আগে লেখাপড়া তারপর ঈশ্বর…কিন্তু যদু মল্লিকের সঙ্গে যদি আলাপ করতে হয়, তাহলে তার কখানা বাড়ী,…এসব আগে আমার অত খবরে কাজ কি ? যো সো করে…কোন মতে বাড়ীর ভিতর ঢুকে যদু মল্লিকের সঙ্গে আলাপ করতে হয়। আর যদি টাকাকড়ি ঐশ্বর্য্যের খবর জানতে ইচ্ছে হয়, তখন যদু মল্লিককে জিজ্ঞাসা করলেই হয়ে যাবে।' (ক ২।২২।১।২১৭)

৪২ (পৃঃ ৮১) কর্ত্তুং চেতসি রামরূপমমলং দুর্ব্বাদলশ্যামলম্।
তুচ্ছং ব্রহ্মপদং তদা পরবধূসঙ্গপ্রসঙ্গঃ কুতঃ॥ (রামায়ণী কথকতা)

৪৩ (পৃঃ ৯১) আদৌ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ পরিগণ্যতে। ইহামুত্রফলভোগেবিরাগস্তদনন্তরম্॥ (বিবেকচূড়ামণি, ১৯)

৪৪ (পৃঃ ৯৩) স গুরুঃ পরমবৈরী যো দদাতি হৃসম্মতিম্। (নারদপঞ্চরাত্র ১।১০।২১)

৪৫ (পৃঃ ১০০) মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ। (মৈত্রায়ণী উপনিষৎ ৩।১১)
চিত্তং বিদ্ধি জগজ্জালং বন্ধশ্চিত্তমুদীর্যতে (লঘুযোগবাশিষ্ঠ, নির্ব্বাণ, ৯।৩৫৭)

৪৬ (পৃঃ ১০৪) পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মণি।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তঃ পরসঙ্গরসায়নম্॥ (যোগবাশিষ্ঠ, উপশম ৭৪।৮২)

৪৭ (পৃঃ ১০৯) প্রসাদী—একতালা

৪৮ (পৃঃ ১১৬) "শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা", দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪৮-৯ পৃষ্ঠাতেও এই ঘটনা বিবৃত হইয়াছে।

৪৯ (পৃঃ ১২৩) আমাদের দেহেন্দ্রিয়াদি এইভাবে ত্রিগুণে লিপ্ত থাকে বলিয়া শাস্ত্রপাঠের সময়ে "ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম…" ইত্যাদি শান্তিবচনের এবং পূজার্চ্চনার সময়ে "ওঁ তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং…" ইত্যাদি আচমন মন্ত্রের বিধি আছে।

৫০ (পৃঃ ১২৪) শ্লোকটির প্রথমার্দ্ধ এই :—"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।" পরবর্ত্তী ৫ (ঘ) অনুচ্ছেদের (ক ১।৬।২।১০৩) উদ্ধৃতিতে এই তিনগুণের কার্য্য এবং ৫২ নং টীকাতে কার্য্য এবং বর্ণ উভয়ই বর্ণিত হইয়াছে।

৫১ (পৃঃ ১২৫) গুণভেদান্ মনুষ্যাণাং সা ভক্তিস্ত্রিবিধা মতা। (দেবীভাগবত, ৭।৩৭।৪)

৫২ (পৃঃ ১৩৩) সত্ত্বং ত্রিলোকস্থিতয়ে স্বমায়য়া বিভর্ষি শুক্লং খলু বর্ণমাত্মনঃ। সর্গায় রক্তং রজসোপবৃংহিতং কৃষ্ণঞ্চ বর্ণং তমসা জনাত্যয়ে॥ (ভাগবত ১০।৩।১৭)

৫৩ (পৃঃ ১৩৪) ১২ ঘ "জ্ঞানীর দর্শন" শীর্ষক অনুচ্ছেদের (ক ৩।১৭।৪।২১৬) উদ্ধৃতিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিম্নলিখিত উক্তিটিও আছে :—"পূর্ণজ্ঞানীর আর একটি লক্ষণ পিশাচবৎ!" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে ১০৪ নং টীকাতে "বিবেকচূড়ামণি" হইতে উদ্ধৃতিটিও দেখুন।

৫৪ (পৃঃ ১৩৬) এই বিশেষণটি ৬।৮ শ্লোকে "জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা", "কূটস্থ" এবং "বিজিতেন্দ্রিয়"র প্রতিও প্রযুক্ত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫৫ (পৃঃ ১৪১) লোকে স্ত্রীবাচকং যাবৎ তৎ সর্ব্বং জানকী শুভা। পুন্নামবাচকং যাবৎ তৎ সর্ব্বং ত্বং হি রাঘব॥ (অধ্যাত্মরামায়ণ ; অযোধ্যাকাণ্ড ১।১৮)

৫৬ (পৃঃ ১৪৫) ৫ (ক) "ত্রিগুণ একত্র থাকে" শীর্ষক অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, সাধারণতঃ সত্ত্বগুণে রজস্তমোগুণও কিছু পরিমাণে মিশ্রিত থাকে। বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ না হইলে জ্ঞানোদয় হইতে পারে না।

৫৭ (পৃঃ ১৪৯) শ্রীমদ্ভাগবত। ৫।৮।২৭

৫৮ (পৃঃ ১৫১) ভোগজালে পরিক্ষীণে জায়ন্তে যোগিনো ভুবি। শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে গুপ্তে গুণবতাং সতাম্। জনিত্বা যোগমেবৈতে সেবন্তে যোগবাসিতাঃ॥ তত্র প্রাগ্‌ভাবনাভ্যস্তযোগ-ভূমিক্রমং বুধাঃ। স্মৃত্বা পরিপতন্ত্যুচ্চৈরুত্তরং ভূমিকা ক্রমম্॥ (যোগবাশিষ্ঠ, নির্ব্বাণ ১২৬।৫১)

৫৯ (পৃঃ ১৫২) "লালাবাবু, বাঙ্গালী জাতির গৌরব, পাইকপাড়ার ৺কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ। যৌবনে বৈরাগ্য—সাত লক্ষ বার্ষিক আয়ের সম্পত্তি ত্যাগ। মথুরাবাস ত্রিশ বৎসর বয়সে। চল্লিশে মাধুকরী, ভিক্ষাজীবী। বিয়াল্লিশে ৺প্রাপ্তি! পত্নী রাণী কাত্যায়নী। নিঃসন্তান! গুরু কৃষ্ণদাস বাবাজী ; ভক্তমালের (বাঙ্গালা পদ্যে) অনুবাদক।" (ক ২।১৯।২।১৮১)

৬০ (পৃঃ ১৫৫) কচিন্মনোরমে স্থানে কুটিং নির্ম্মায় সংবসেৎ। (সন্ন্যাসধর্ম্ম ৩২)

৬১ (পৃঃ ১৫৫) বহূদকস্য ধর্ম্মেষু বিশিষ্টানি মুনীশ্বরাঃ।
বচ্‌মি সর্ব্ব প্রধানানি লক্ষণানি চ যানি তে॥
অনিকেতঃ স্থিরমতিস্তথাচ দৃঢ়সংযমী।
তীর্থযাত্রাটনঞ্চৈব সমাসেন নিবোধত॥ (সন্ন্যাসধর্ম্ম ৪১)
একো গৃহে বসতি অপরস্তীর্থান্যটতি।

(নীলকণ্ঠ, মহাভারত, অনু, ১৪১।৮৯)

৬২ (পৃঃ ১৫৫) ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশ্রীঠাকুর যখন ফলুই শ্যামবাজারে শুভাগমন করিয়াছিলেন, তখন ওখানকার গোঁসাইদের মধ্যে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এঁর মালা তিলক নাই কেন?" তাহাতে "তারাই একজন বললে, 'নারকেলের বেল্লো আপনা আপনি খসে গেছে।' নারকেলের বেল্লো' এ কথাটি ঐখানে শিখেছি। জ্ঞান হলে উপাধি আপনি খসে পড়ে যায়।"

(ক ৪।২০।২।১৯১

৬৩ (পৃঃ ১৫৭) শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তিলাভেচ্ছুগণের পক্ষে খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে এত উদার ভাব পোষণ করিলেও শ্রীযুক্ত ভূধরের বড় ভাই যখন তাঁহার মত সংসারীদের উপায় কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন তখন তিনি বলিলেন :—"শ্রাদ্ধের অন্ন খেও না।" (ক ৩,৯।৬।১০০)

৬৪ (পৃঃ ১৫৯) 'অধিকার' শব্দে right অর্থাৎ দাবী বা হক বা পাওনা বুঝিতে হইবে না তাৎপর্য্য এই যে কর্ম্ম তোমার অনুষ্ঠেয় হইলেও, ফল তোমার আয়ত্ত নয়। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ এবং চতুর্দ্দশ শ্লোকে বলা হইয়াছে, কোনও কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য পাঁচটি কারণের মধ্যে কর্ত্তা মাত্র একটি। সুতরাং কর্ম্মফল কর্ত্তার পাওনা কেমন করিয়া হইবে? কর্ম্মফল কর্ত্তার আয়ত্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ কথাও বলা যায় না। 'অধিকার' শব্দের এই অর্থেই 'বেদে ব্রাহ্মণের অধিকার' ইত্যাদি বাক্য বুঝিতে হইবে।

৬৫ (পৃঃ ১৬০) ৩।৪ শ্লোকে শ্রীভগবান বলিতেছেন, কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া কেহই নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করিতে পারে না; শুধু কর্ম্মত্যাগ করিলেই সিদ্ধিলাভ হয় না।

৬৬ (পৃঃ ১৬৫) শ্রীভগবান ৩।২৮ শ্লোকে বলিয়াছেন, যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ জানেন যে গুণসমূহ [এবং উহাদের পরিণাম ইন্দ্রিয়াদি] গুণ বিষয়ে (অর্থাৎ রূপরসাদি ইন্দ্রিয় বিষয়ে) প্রবৃত্ত রহিয়াছে; এই কারণে তিনি আসক্ত হন না এবং কর্তৃত্বাভিমানও করেন না।

৬৭ (পৃঃ ১৬৫) আগে রামু লখনু বনে পাছে।
তাপসবেষু বিরাজত কাছে॥
উভয় বীচ সীয় সোহতি কৈসী।
ব্রহ্ম জীব বিচ মায়া জৈসী॥

(রামচরিতমানস : অযোধ্যাকাণ্ড ১২৪)

৬৮ (পৃঃ ১৭৬) চরৈবেতি, চরৈবেতি। (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৭।১৫।১-৫) সুদীর্ঘ পথ চলাতে পরিশ্রান্ত রাজপুত্র রোহিতকে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র এই পাঁচটি শ্লোকে যে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার প্রত্যেকটির শেষে আছে, "চরৈবেতি, চরৈবেতি।"

৬৯ (পৃঃ ১৮০) রাবণস্য বধার্থায় জাতোঽসি রঘুসত্তম।
ইদানীং রাজ্যরক্ষার্থং পিতা ত্বামভিষেক্ষ্যতি॥
শৃণু নারদ মে কিঞ্চিদ্বিস্তরেণাবিদিতং ক্বচিৎ।
কিন্তু কালানুরোধেন তত্তৎ প্রারব্ধসংক্ষয়াৎ॥
হরিষ্যে সর্ব্বভূতানাং ক্রমেণাহরমণ্ডলম্।

(অধ্যাত্মরামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড ১।৬৩।৩৯)

৭০ (পৃঃ ১৮৯) বহিঃ কৃত্রিমসংরম্ভো হৃদি সংরম্ভবর্জ্জিতঃ।
কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্তর্লোকে বিহর রাঘব॥

(যোগবাশিষ্ঠ, উপশম ১৮।২২)

৭১ (পৃঃ ১৮৯) আত্মা পুংসি স্বভাবে চ প্রযত্ন-মনসোরপি।
ধৃতাবপি মনীষায়াং শরীরব্রহ্মণোরপি॥ (মেদিনীকোষ)

৭২ (পৃঃ ১৯৭) ৯ (ঘ) "জ্ঞানীর কর্ম্ম" শীর্ষক অনুচ্ছেদে ৪।২১ শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আত্মা শব্দের নানা অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

৭৩ (পৃঃ ১৯৯) কৃষ্ণময়ী—বলরামের বালিকা কন্যা।

৭৪ (পৃঃ ২০৩) প্রসাদী—একতালা।

৭৫ (পৃঃ ২০৪) যথেষুকারো নৃপতিং ব্রজন্তমিষৌ গতাত্মা ন দদর্শ পার্শ্বে।

(শ্রীমদ্ভাগবত, ৫।৯।১৩)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭৬ (পৃঃ ২০৪) ন চ স্পর্শং বিজানাতি ন সঙ্কল্পয়তে মনঃ।

(শিবপুরাণ, বায়বীয় সংহিতা, ২৯।৬৪)

৭৭ (পৃঃ ২১১) ব্রহ্ম ও আত্মা যে সমার্থক সে বিষয়ে পরবর্ত্তী ১১ (খ) অনুচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে।

৭৮ (পৃঃ ২১১) শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥
ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ॥
সত্যমেকং পরং ব্রহ্ম বিদিত্বৈবং সুখীভবেৎ॥

(মহানির্ব্বাণতন্ত্র, ১৪।১১৩)

৭৯ (পৃঃ ২১৫) পরবর্ত্তী ১১ (গ) অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ছান্দোগ্যোপনিষদের ৩।১৪।৪ মন্ত্রটিও দেখুন।

৮০ (পৃঃ ২১৭) উচ্ছিষ্টং সর্ব্বশাস্ত্রাণি সর্ব্ববিদ্যা মুখে মুখে।
নোচ্ছিষ্টং ব্রহ্মণো জ্ঞানমব্যক্তং চেতনাময়ম্॥

(জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র ৫২ শ্লোক)

৮১ (পৃঃ ২১৭) যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্॥

(কেন উপনিষৎ, ২য় খণ্ড ৩য় শ্লোক)

৮২ (পৃঃ ২১৮) যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। (তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ২।৪।৯)

৮৩ (পৃঃ ২২৪) পূর্ব্ববর্ত্তী ১১ (খ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত বৃহদারণ্যকোপনিষদের ৩।৪।১, ৩।৪।২ এবং ৩।৫।১ মন্ত্রগুলিতেও বলা হইয়াছে আত্মাই ব্রহ্ম

৮৪ (পৃঃ ২২৬) ১১ (ক) "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা" শীর্ষক অনুচ্ছেদের (ক ১।২।৪।৪৮) উদ্ধৃতিতে বলা হইয়াছে, "বিচার করতে গেলে,...শক্তিও স্বপ্নবৎ, অবস্তু।" কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেকার (ক ১।৬।১।১০২) উদ্ধৃতিতে বুঝান হইয়াছে, "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা...যিনি বলছেন, তিনিও মিথ্যা, তাঁর কথাও স্বপ্নবৎ। বড় দূরের কথা।" এই "দূরের কথা" বাদ দিলে শক্তিকে স্বপ্নবৎ বলা যায় না। "দূরের কথা" বাদ দিবার নজীর উপনিষদেও আছে। (বৃহদারণ্যক ৪।৫।১৫) "অনুশাসনাসি মৈত্রেয্যেতাবদরে খল্বমৃতত্বমিতি"—অর্থাৎ অয়ি মৈত্রেয়ি, তুমি এইরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হইলে। অমৃতত্ব এই পর্য্যন্ত।

৮৫ (পৃঃ ২২৬) (১) জ্ঞানার্ণবে :—সর্ব্ববিঘ্নোপশান্ত্যর্থং রক্ষাকালীং প্রপূজয়েৎ।

(২) উত্তরকামাখ্যাতন্ত্রে :—মারীভয়ে সমায়াতে দুর্ভিক্ষ-ভয় পীড়িতে। পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা কালীং কালবিনাশিনীম্। রক্ষণাৎ সর্ব্বভূতানাং রক্ষাকালীতি সা স্মৃতা॥

(শব্দকল্পদ্রুম ; শ্যামা শব্দ)

(৩) তন্ত্রসারে—মহাকালী, শ্মশানকালী, শ্যামা ও নিত্য ভৈরবীর মন্ত্র আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৮৬ (পৃঃ ২২৬) যথোর্ণনাভঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
(মুণ্ডক উপনিষৎ ১।১।৭)

৮৭ (পৃঃ ২৩১) বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৫।৮০-১ এবং ১।২।২২ দেখুন।

৮৮ (পৃঃ ২৩২) মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥

৮৯ পৃঃ ২৩৪) স্থূলসূক্ষ্মচিদচিদ্বস্তু শরীরঃ পরমপুরুষঃ (১৩।৩) নিখিলহেয়প্রত্যনীকঃ অনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়কল্যাণগুণগণঃ (৭।২) ইত্যাদি রামানুজভাষ্যম্॥

৯০ (পৃঃ ২৩৫) ব্রহ্মশব্দেন স্বভাবতো নিরস্তনিখিলদোষোঽনবধিকাতিশয়া সংখ্যেয়-কল্যাণগুণগণঃ পুরুষোত্তমোঽভিধীয়তে। (শ্রীভাষ্য)

৯১ (পৃঃ ২৩৬) জগৎপ্রতিষ্ঠা দেবর্ষে পৃথিব্যপ্সু প্রলীয়তে।
তেজস্বাপঃ প্রলীয়ন্তে তেজো বায়ৌ প্রলীয়তে॥
বায়ুশ্চ লীয়তে ব্যোম্নি তচ্চাব্যক্তে প্রলীয়তে।
অব্যক্ত-পুরুষে ব্রহ্মণ্ নিষ্কলে সম্প্রলীয়তে॥
(বিষ্ণুপুরাণ, বেদান্ত পরিভাষাতে উদ্ধৃত)

৯২ (পৃঃ ২৩৬) প্রকৃতের্মহাংস্ততোঽহঙ্কারস্তস্মাদ্ গণশ্চ ষোড়শকঃ। তস্মাদপি ষোড়শকাদ্ গণাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চভূতানি॥ (সাংখ্যকারিকা—২২)

৯৩ (পৃঃ ২৩৭) কাংস্যঘণ্টানিনাদস্তু যথা লীয়তে শান্তয়ে।
ওংকারস্তু তথা যোজ্যঃ শান্তয়ে সর্ব্বমিচ্ছতা॥
যস্মিন স লীয়তে শব্দস্তৎপরং ব্রহ্ম গীয়তে।
ধিয়ং হি লীয়তে ব্রহ্ম সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥ (ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষৎ ১২-১৩)

৯৪ (পৃঃ ২৪০) জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ। (গীতা, ৫।১৬)

৯৫ (পৃঃ ২৪০) নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন। (গীতা, ২।৪৫)

৯৬ (পৃঃ ২৪২) চৈতন্যাৎ সর্ব্বমুৎপন্নং জগদেতচ্চরাচরম্। (শিবসংহিতা ১।৪৯)

৯৭ (পৃঃ ২৪৪) অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ ইত্যাদি (গীতা ৯।১৬)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়-তালিকা

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ—জ্ঞানতত্ত্ব। (ক) সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের প্রকাশে তারতম্য; (খ) জ্ঞান সাধনা ও তাহার ফল; (গ) জ্ঞানীর বোধ ঈশ্বরই কর্ত্তা; (ঘ) জ্ঞানীর দর্শন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ—ভক্তিযোগ ও তাহার মহিমা। (ক) ভক্তিপথ সুগম; (খ) সকাম এবং নিষ্কাম ভক্তি; (গ) বৈধী এবং রাগাত্মিকা ভক্তি; (ঘ) ভক্তির পাবনী শক্তি; (ঙ) শরণাগতির সুফল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ—ভক্তের বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্য্য। (ক) ভক্ত দিব্যজ্ঞানে জ্ঞানী: (খ) নিত্যযুক্ত ভক্ত; (গ) ভক্ত ভগবানের কত প্রিয়; (ঘ) প্রেমিক ভক্ত; (ঙ) ভক্তের ভগবৎ-প্রসঙ্গে পরমানন্দ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ—সমন্বয়। (ক) বিভিন্ন সাধনার সাধ্য ঈশ্বর; (খ) বিভিন্ন দেবতার আরাধনা ঈশ্বরেরই; (গ) বিভিন্ন সাধনার অঙ্গাঙ্গি-সম্বন্ধ: (১) জ্ঞানপথে ভক্তির উদয় (২) ভক্তি পথে জ্ঞানের উদয় (৩) কর্ম্মে ব্রহ্মভাব (৪) ধ্যানে ব্রহ্মভাব; (ঘ) সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ—গুরুতত্ত্ব। (ক) গুরুর প্রয়োজন ও লক্ষণ; (খ) গুরুসেবা এবং তাহার ফল।

গীতার যে যে অধ্যায়ের যে যে শ্লোক আলোচিত এবং সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার সূচীপত্র।

গীতার যে যে অধ্যায়ের যে যে শ্লোক বা শ্লোকাংশ প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হইয়াছে তাহার সূচীপত্র।

গীতা ভিন্ন অন্য শাস্ত্রাদি হইতে যে সকল শ্লোক বা শ্লোকাংশ গ্রন্থমধ্যে আলোচিত হইয়াছে তাহার সূচীপত্র।

গীতা ভিন্ন অন্য শাস্ত্রাদি হইতে যে সকল শ্লোক বা শ্লোকাংশ গ্রন্থের পরিশিষ্টে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার সূচীপত্র।

বর্ণানুক্রমিক গল্প-সূচী।

বর্ণানুক্রমিক নির্ঘণ্ট।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi